সুশীল রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

রচনাকাল
১৯২৪

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২



প্রথম প্রকাশ
১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

সম্পাদকমণ্ডলী

পীযূষ দাশগুপ্ত

কল্পতরু সেনগুপ্ত

প্রভাস সিংহ

শঙ্কর দাশগুপ্ত

সুদর্শন রায় চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

স্তালিন রচনাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডটি আমাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সময়ে প্রকাশ করতে পারায় আমরা আনন্দিত। আশা করা যায় যে, গ্রাহকবৃন্দের সহৃদয় সহযোগিতায় পরবর্তী খণ্ডগুলিও আমরা দ্রুত তাঁদের উৎসুক হাতে তুলে দিতে পারব। বস্তুতঃ, ৭ম খণ্ডটি প্রকাশ করতে পারলে আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে অর্ধমুক্ত হতে পারি।

এই খণ্ডটি প্রকাশনার ব্যাপারে আমার সহকর্মী তপন মজুমদারের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। অভিনন্দনসহ!

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ মজহারুল ইসলাম

বাঙলা সংস্করণের ভূমিকা

স্তালিন রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডটিতে ১৯২৪ সালে কমরেড স্তালিনের লেখা ও বিবৃত নিবন্ধসমূহ স্থান পেয়েছে। এই নিবন্ধগুলির মধ্যে বিশ্ব সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের অন্যতম পথিকৃৎ কমরেড লেনিনের জীবনাবসানে যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়েছিল কমরেড স্তালিন তা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঋজু অথচ আবেগ-আপ্লুত ভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন। কমরেড স্তালিনের এই লেখায় কমরেড লেনিনের যথার্থ বিপ্লবী রূপ যথেষ্ট উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই খণ্ডে কমরেড স্তালিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ স্থান পেয়েছে, তা হল: 'লেনিনবাদের ভিত্তি'। স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এই বক্তৃতামালায় লেনিনবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশলের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিপ্লবী কর্মীদের কর্মরীতিতে কুশলতা ও বিপ্লবী গতিবেগের প্রস্তুনা সম্পর্কে বিস্তৃত তীক্ষ্ণধার আলোচনা হয়েছে। সর্বোপরি, কৃষক-সমস্যা ও জাতি-সমস্যা প্রসঙ্গে এখানে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

এই খণ্ডের বিভিন্ন নিবন্ধে কমরেড স্তালিন ধারালোভাবে লেনিনবাদের ওপর ট্রট্স্কিবাদী এবং অন্যান্য লেনিন-বিরোধী গোষ্ঠীর আক্রমণকে মোকাবিলা করেছেন। 'রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র ত্রয়োদশ কংগ্রেস' এবং 'ট্রট্স্কিবাদ, না লেনিনবাদ?' শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে ট্রট্স্কি-বাদের বিপদ সম্পর্কে কমরেড স্তালিন খোলাখুলি বক্তব্য রেখেছেন। কমরেড লেনিনের প্রয়াণের পর লেনিনবাদকে সংরক্ষণ করা ও তাকে অব্যাহত রাখার সংগ্রামে কমরেড

স্তালিন এইভাবেই তাঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন।

এই খণ্ডে আরও আছে 'অক্টোবর বিপ্লব এবং রাশিয়ার কমিউনিস্টদের রণকৌশল' শীর্ষক আলোচনাটি। এখানে কমরেড স্তালিন মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিপ্লব যে বিশ্ব-জোড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা-সোপানস্বরূপ তা ব্যাখ্যা করেন।

এই খণ্ডে 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে' স্তালিনের রচনাটি রয়েছে। ইউরোপীয় শ্রমিক-আন্দোলনে বিপ্লবী শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সম্পর্কে স্তালিনের স্থিতপ্রজ্ঞ আলোচনা নিঃসন্দেহে সংগ্রামী মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।

'গ্রামাঞ্চলে পার্টির আশু করণীয় কাজ', 'পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি', 'ক্রেস্তায়ানস্কায়া গ্যাজেতার প্রতি' প্রভৃতি বিভিন্ন নিবন্ধ ছাড়া আরও দু-একটি ছোট (আকারে, কিন্তু বক্তব্যে নয়) লেখা এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

আশা করি পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির ন্যায় বর্তমান খণ্ডটিও স্তালিন অনুরাগীমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে।

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৭৫ সম্পাদকমণ্ডলী

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

১৯২৪

আলোচনা

(রোসটার জনৈক সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ৯ই জানুয়ারি, ১৯২৪)

আলোচনাটি, যা ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে রু. ক. পা. (ব) ও তার সংবাদপত্রে তার চূড়ান্ত সারসংকলন করা হবে কেবলমাত্র সারা ইউনিয়ন পার্টি সম্মেলনে, যা এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হতে চলেছে। কিন্তু স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির কাছ থেকে যেসব সিদ্ধান্ত এর মধ্যেই পাওয়া গেছে সেগুলি সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশই রাখেনি যে কেন্দ্রীয় কমিটির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি রু. ক. পা. (ব)-র শতকরা ৯০ ভাগ সদস্যের অনুমোদন আছে।

পার্টি বেশ ভালভাবে অবগত আছে যে আমাদের শত্রুরা রু. ক. পা. (ব)-র তথাকথিত ভাঙন সম্পর্কে, সোভিয়েত শক্তির দুর্বলতা ইত্যাদির বিষয়ে সকল প্রকারের বানানো কুৎসা প্রচার করার উদ্দেশ্যেই এই আলোচনাটিকে ব্যবহার করতে চাইছে। আমাদের আলোচনার এই ধরনের একটি মূল্যায়ন, কম করে বললেও, হাস্যকরই বলতে হয়। বাস্তব ঘটনায়, আমাদের পার্টিতে বারবার যে আলোচনা উঠেছে তার ফলে মতপার্থক্যগুলি নিশ্চিতভাবে দূরীভূত হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে পার্টি সকল সময় আরও শক্তিশালী ও আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। বর্তমান আলোচনাটি সেই ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের অতি উচ্চমানের রাজনৈতিক পরিপক্বতাকে প্রতিফলিত করেছে যাদের নিজেদের হাতে রয়েছে ইউ.এস.এস.আর-এর রাষ্ট্রক্ষমতা। আমি নিশ্চয় বলব—এবং এই আলোচনার সাথে যিনিই পরিচিত তিনিই নিজেকে এটা বোঝাতে পারবেন যে পার্টির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল মৌল প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ মতৈক্য বিরাজ করছে। আমাদের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির মূল সূত্রসমূহ অলংঘনীয় রয়ে গেছে।

যে বিষয়গুলি নিয়ে ব্যতিক্রম নির্বিশেষে পার্টি সংগঠনগুলির সকল সভায় এত আবেগ সহকারে আলোচনা চলছে, সেগুলি মূলতঃ নিম্নরূপ :

(১) আমাদের পার্টি কি একটি ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীনভাবে কর্মরত সজীব সংগঠন হবে ; বা, বিপরীতক্রমে, পার্টির অভ্যন্তরে চুক্তিকারী দল হিসেবে বিভিন্ন উপদল ও গোষ্ঠীগুলি গঠনের অনুমতি কি আমাদের দেওয়া উচিত ?

(২) তথাকথিত নয়া অর্থনৈতিক নীতি (NEP—নেপ্) কি মোটের উপর সঠিক ছিল অথবা এর পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন?

পার্টির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে একত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমত হল এই যে, পার্টিকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং নেপ্-এর পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন নেই, একটি ছোট্ট বিরোধী গোষ্ঠী, যার মধ্যে রয়েছে একজোড়া সুপরিচিত নাম, তারা সমগ্র পার্টির থেকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।

একটি বিস্তৃত এবং সর্বোপরি সম্পূর্ণ খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে পার্টি এই প্রশ্নটির সব কিছু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। পার্টি সম্মেলন এর উপর তার কর্তৃত্বব্যঞ্জক সিদ্ধান্ত নেবে এবং সেই সিদ্ধান্ত সকল পার্টি-সদস্যের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হবে।

আমার এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, উপসংহারে কমরেড স্তালিন বলেন যে, এই আলোচনার ফলশ্রুতিতে পার্টি আগের যে-কোন সময়ের চেয়ে আরও শক্তিশালী এবং আরও ঐক্যবদ্ধ হবে এবং সদ্য আরব্ধ দ্রুত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পরিবেশের মধ্যে আমাদের বিশাল দেশের জীবনধারাকে পরিচালনা করার কর্তব্যটি আরও সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হবে।

'জরায়া ভস্তোকা' সংবাদপত্র, সংখ্যা ৪১৩
১০ই জানুয়ারি, ১৯২৪

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র
ত্রয়োদশ সম্মেলন

১৬-১৮ই জানুয়ারি, ১৯২৪

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র
ত্রয়োদশ সম্মেলন। বুলেটিন। মস্কো, ১৯২৪

১। পার্টি বিষয়ক আশু কর্তব্যের উপর রিপোর্ট

১৭ই জানুয়ারি

কমরেডস্, আলোচনা-সভায় আমাদের বক্তাদের প্রথা হচ্ছে এই প্রশ্নটির ইতিহাস দিয়ে শুরু করা: আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রশ্নটি কিভাবে উদ্ভূত হল, কে প্রথম বললেন 'ক', কে তার পরেই বললেন 'খ' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি মনে করি এই পদ্ধতি আমাদের পক্ষে উপযোগী নয়, কারণ তা ঝগড়াঝাটি বা পারস্পরিক অভিযোগের উপাদান প্রবর্তিত করে এবং কোন ফলপ্রসূ পরিণতিতে পৌছায় না। আমি মনে করি এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেই আরও অনেক ভাল হবে যে গণতন্ত্র প্রসঙ্গে পলিটব্যুরোর সেই সিদ্ধান্তেই[২], কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে যা পরবর্তীকালে অনুমোদিত হয়, তাতে পার্টিতে কি প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল।

আমি অবশ্যই বলব যে এইটিই হল আমার মতে আমাদের পার্টির গোটা ইতিহাসে একমাত্র প্রস্তাব যা গণতন্ত্র প্রসঙ্গে প্রশ্নটির ওপর ব্যাপক আলোচনা শেষে গোটা পার্টির যাকে আমি পূর্ণ সর্বসম্মতি বলি তাই লাভ করেছে। এমনকি সেইসব বিরোধী সংগঠন ও ইউনিট, যাদের সাধারণ মনোভাবই ছিল পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠের ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি শত্রুতামূলক, তারাও তাদের ত্রুটি খুঁজে বের করার শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তা করার কোন উপলক্ষ বা ভিত্তি খুঁজে পায়নি। সাধারণতঃ, তাদের প্রস্তাবগুলিতে এইসব সংগঠন ও ইউনিট আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের ওপর পলিটব্যুরোর প্রস্তাবের মৌলিক ধারাগুলির যাথার্থ্য স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার সাথে কোন-না-কোন একটা পরিশিষ্ট যোগ করে অন্যান্য পার্টি সংগঠনের থেকে নিজেদেরকে কোনওভাবে পৃথক করার প্রয়াস পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: হাঁ, প্রস্তাবটি আপনাদের খুবই ভাল, কিন্তু ট্রট্স্কির বিরোধিতা করবেন না, অথবা: আপনাদের প্রস্তাব যথার্থই সঠিক, কিন্তু আপনাদের কিছুটা দেরী হয়ে গেছে, এগুলি আগে করা হলে আরও ভাল হতো। কে যে কার বিরোধিতা করছে, সে প্রশ্নের ভেতর আমি এখানে যাব না। আমি মনে করি ব্যাপারটার দিকে আমরা যদি ঠিকমতো তাকাই তাহলে আমরা ভালভাবেই দেখতে পাব যে

টিট্ টিটিস্ সম্পর্কে বিখ্যাত মন্তব্যটি ট্রট্স্কি সম্পর্কে বেশ ভালমতোই খাটে : 'তোমার কে বিরোধিতা করবে, টিট্ টিটিস্? তুমি নিজেই তো সকলের বিরোধিতা করবে!' (হাস্যধ্বনি।) কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে আমি এ প্রশ্নের ভেতর যাব না, আমি এটা মেনে নিতেও রাজী আছি যে কোনও একজন ট্রট্স্কিকে সত্য সত্যই অসন্তুষ্ট করছে। কিন্তু বিষয়টা কি এই? অসন্তোষ বিধানের এই প্রশ্নের সাথে কোন্ কোন্ মূল নীতিগুলি জড়িত? সর্বোপরি, প্রশ্নটি হচ্ছে সিদ্ধান্তের নীতিগুলি প্রসঙ্গে, কে কার বিরোধিতা করল তা নয়। এর দ্বারা আমি বলতে চাই যে এমনকি যে ইউনিট ও সংগঠনগুলি বিরোধিতার ক্ষেত্রে খোলাখুলি ও চাঁচাছোলাই থাকে তারাও কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর প্রস্তাবের প্রতি নীতিগতভাবে কোনও বিরোধিতা তোলার আয়াস করেনি। আমি এ ঘটনা বলছি আরেকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যে আমাদের পার্টির সমগ্র ইতিহাসে কোন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে এ ধরনের আরেকটি উদাহরণ পাওয়া কঠিন যেখানে তীব্র আলোচনার কঠিন ঝড়ঝাপটার পর, প্রস্তাবটি এমন সর্বসম্মত অনুমোদন পেয়েছে আর তা পেয়েছে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছ থেকে নয়, কার্যতঃ পার্টির সমগ্র সদস্যমণ্ডলীর কাছ থেকেই।

এর থেকে আমি দুটি সিদ্ধান্ত টানছি। প্রথমটি হল এই যে, পলিট-ব্যুরোর ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রস্তাবটি বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টির চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, পার্টি আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের ওপর এই বিতর্কের ফলে আরও শক্তিশালী ও আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসবে। এই সিদ্ধান্তটি, বলা যেতে পারে যে, বিদেশে আমাদের সেইসব অহিতাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি এক অব্যর্থ আঘাত, যারা আমাদের আলোচনার বিষয়ে বহুদিন ধরে এই বিশ্বাসে খুশিতে হাত ঘষছিল যে এর ফলে আমাদের পার্টি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সোভিয়েত শক্তি তছনছ হয়ে যাবে।

আমি আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের মূল উপাদানের উপর বিস্তারিত কোন আলোচনায় যাব না। এর মূল সূত্রগুলি নির্দিষ্টভাবে প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছে এবং সমগ্র পার্টি প্রস্তাবটির 'ক' থেকে '৺' পর্যন্ত আলোচনা করেছে। তাহলে আর এখানে সেই একই রাস্তা আমি মাড়াব কেন? আমি কেবল একটি জিনিস বলব : স্পষ্টতঃই কোন সর্বব্যাপী, পুরো গণতন্ত্র হবে না।

আমরা স্পষ্টতঃই পাবো দশম, একাদশ ও দ্বাদশ কংগ্রেসে রচিত সীমাবদ্ধ গণতন্ত্র। আপনারা ভাল করেই জানেন সেই সীমারেখাগুলি কি এবং এখানে সে সবের পুনরুল্লেখ আমি করছি না। আমি এ বিষয়েরও বিস্তৃত আলোচনা করব না যে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র আমাদের পার্টির জীবনের রক্ত-মাংসের অংশে পরিণত হওয়ার প্রধান গ্যারান্টি হচ্ছে ব্যাপক পার্টি-জনগণের কর্মতৎপরতা ও উপলব্ধি শক্তিশালী করা। এটাও বেশ বিস্তারিত-ভাবে আমাদের প্রস্তাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আমি এই বিষয়টির আলোচনায় আসছি যে কিভাবে আমাদের মধ্যে কিছু কিছু কমরেড ও সংগঠন সময় ও স্থানের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে গণতন্ত্রকে কিছুটা নির্ব্যূঢ় গণ্য করে তার প্রতি অন্ধ ভক্তি দেখাচ্ছেন। আমি যেটা বলতে চাই তা হল এই যে সকল সময় ও পরিবেশ-নিরপেক্ষে গণতন্ত্র একটা ধ্রুব বিষয় নয়; কারণ এমন সময় আসে যখন এর প্রয়োগ সম্ভবও নয়, যুক্তি-যুক্তও নয়। আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রকে সম্ভব করতে হলে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুটি শর্তের বা দুই প্রকারের শর্তের প্রয়োজন। এগুলি ছাড়া গণতন্ত্রের কথা বলা নিষ্ফল।

প্রথমতঃ, এটা প্রয়োজন যে, শিল্পের বিকাশ হওয়া উচিত, শ্রমিক-শ্রেণীর বস্তুগত অবস্থার কোন অবনতি ঘটবে না, শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যাগত-ভাবে বাড়বে, তার সাংস্কৃতিক মান অগ্রসর হবে এবং সে গুণগতভাবেও এগোবে। এটা প্রয়োজন যে, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী হিসেবে পার্টিও তেমনি সর্বোপরি গুণগতভাবে, এবং সর্বোপরি দেশের সর্বহারাশ্রেণীর অংশের মধ্য থেকে কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে এগিয়ে যাবে। যদি আমাদের, কেবলমাত্র কাগজেকলমে নয়, আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের সঠিক প্রয়োগের প্রশ্নটি দাবি করতে হয় তাহলে আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির এই শর্তগুলি একান্তভাবে প্রয়োজন।

কিন্তু কেবলমাত্র এই শর্তগুলিই যথেষ্ট নয়। আমি আগেই বলেছি যে বাহ্যিক ধরনের আরও কিছু শর্ত আছে এবং এগুলির অভাবে পার্টিতে গণতন্ত্র অসম্ভব। আমি বোঝাতে চাইছি কিছু আন্তর্জাতিক শর্তাবলীর কথা যা শান্তি এবং শান্তিপূর্ণ বিকাশকে কমবেশি সুনিশ্চিত করবে, এবং যেগুলি ছাড়া পার্টিতে গণতন্ত্রের কথা ভাবা যায় না। অন্য কথায়, আমরা যদি আক্রান্ত হই এবং অস্ত্র হাতে নিয়ে দেশকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে

গণতন্ত্রের কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না, কারণ তা স্থগিত রাখতে হবে। পার্টি সমাবেশ সংঘটিত করছে, আমাদের এঁকে হয়তো সামরিকীকরণ করতে হতে পারে এবং আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রশ্নটি আপনা থেকে অন্তর্হিত হবে।

সেই কারণে আমি বিশ্বাস করি যে গণতন্ত্রকে কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভরশীল বলেই মনে করতে হবে এবং আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রশ্নে কোন অযৌক্তিক ভক্তিবাদ থাকা চলবে না, কারণ আপনারা দেখেছেন যে এর বাস্তব প্রয়োগ, প্রতিটি নির্দিষ্ট মুহূর্তেই সময় ও স্থানের নির্দিষ্ট শর্তগুলির ওপর নির্ভরশীল।

গণতন্ত্র প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পার্টির সম্মুখীন সেই প্রতিবন্ধগুলি উপরিলিখিত দুটি বুনিয়াদী অনুকূল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শর্ত পূরণ হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্রের প্রবর্তনকে ব্যাহত করে থাকে—আমি সেগুলি সম্পর্কেও আপনাদেরকে অবশ্যই অবহিত করব যাতে ভবিষ্যতে অনভিপ্রেত মোহাচ্ছন্নতা ও ভিত্তি-হীন অভিযোগ দূর করা যায়। কমরেডস্, এই বাধাগুলি আছে, তারা গভীরভাবে পার্টির কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে এবং সেগুলিকে নীরবে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও অধিকারই আমার নেই। এই বাধাগুলি কি কি?

কমরেডস্, এই বাধাগুলি, প্রথমতঃ, এ ঘটনার মধ্যে বিদ্যমান যে আমাদের পার্টির কর্মীদের একটা অংশের মনে এখনো যুদ্ধের সময়-কালে পার্টিকে যখন সামরিকীকৃত করা হয়েছিল তখনকার আমলের পুরানো ধ্যানধারণার অবশেষগুলি বিদ্যমান। এবং এই অবশেষগুলি এই ধরনের কিছু কিছু অমার্কসীয় মতামতের জন্ম দেয় যে আমাদের পার্টি তার মতাদর্শ ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন নয়, তা একটি স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল সংস্থা নয়, পক্ষান্তরে তা হল নিম্নতর, মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনও একটি ব্যবস্থার অনুরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট। এটা সত্য যে এই সম্পূর্ণ অমার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিটিকে কোথাও চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়নি এবং কোথাও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্তও করা হয়নি, তথাপি এর উপাদান আমাদের পার্টির কর্মীদের এক অংশের মধ্যে বিদ্যমান এবং তা তাদেরকে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের সঠিক প্রয়োগে বাধা দিচ্ছে। এই কারণেই কেন্দ্র এবং অঞ্চলসমূহ উভয়ক্ষেত্রেই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, যুদ্ধের সময়-কালের অবশেষগুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালানো পার্টির একটি আশু কর্তব্য।

গণতন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে পার্টিযন্ত্রের

ওপর, আমাদের পার্টি-কর্মীদের ওপর আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের চাপ। আমাদের পার্টি-কর্মীদের ওপর এই দুর্বহ যন্ত্রটির চাপ সব সময় পরিলক্ষিত হয় না, সকল সময় এটা নজরেও পড়ে না, কিন্তু তবু তা এক মুহূর্তের জন্যও শিথিল হয় না। দুর্বহ আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের এই চাপের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে এই যে আমাদের কিছু সংখ্যক কর্মী, কেন্দ্র ও এলাকাগুলির উভয় ক্ষেত্রেই, কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র থেকে, এবং যে কর্মনীতিকে তারা সঠিক বলেই বিশ্বাস করে তবু যা সম্পূর্ণরূপে তারা সম্পাদন করতে প্রায়ই অক্ষম হয় তা থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকে। আপনারা এটা ভালভাবে কল্পনা করতে পারেন: আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের আছে অন্যূন ১০ লাখ কর্মচারী যাদের বেশির ভাগ পার্টির নিজস্ব লোক নয় এবং আমাদের পার্টিযন্ত্রে আছে অনধিক ২০,০০০-৩০,০০০ ব্যক্তি, যাদের ওপর রাষ্ট্রযন্ত্রকে পার্টিযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে আনার এবং তাকে সমাজতান্ত্রিক যন্ত্রে পরিণত করার দায়িত্ব পড়েছে। পার্টির সমর্থন ছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্রের আর কি মূল্য আছে? পার্টিযন্ত্রের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া দুর্ভাগ্যবশতঃ তার মূল্য বেশি হবে না। এবং প্রতিবারই যখন আমাদের পার্টিযন্ত্র রাষ্ট্র-প্রশাসনের বিভিন্ন শাখায় তাদের মতামত জানাবার জন্য কৌশল বিস্তৃত করেছে, তখন প্রায়শঃই পার্টি তার সেখানকার কার্যকলাপ সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের কার্যকলাপের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। বস্তুতঃ, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য, তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে উন্নীত করার জন্য পার্টির কাজ করতে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের মাধ্যমে কর সংগ্রহও করতে হয়, কোন-না-কোন প্রচারকার্য চালাতে হয়, কারণ এই প্রচারকার্য ছাড়া, পার্টির সাহায্য ছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্র তার কর্তব্য পালন করতে পেরে ওঠে না। এবং এখানেই আমাদের পার্টির কর্মীরা পড়ে উভয় সংকটে—রাষ্ট্রযন্ত্রের সেই কর্মপন্থাকে তাদের নিশ্চিতরূপে শোধরাতে হবে যা এখনো পুরানো ধাঁচেই চলছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবশ্যই যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে শ্রমিকদের সাথে। আরবেশ প্রায়ই তারা নিজেরাই আমলাতন্ত্রের দ্বারা জারিত হয়।

এইটাই হচ্ছে দ্বিতীয় বাধা, যা অতিক্রম করা দুরূহ, কিন্তু আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের রূপায়ণ সহজতর করতে হলে তা যে-কোন মূল্যে অতিক্রম করতেই হবে।

পরিশেষে, গণতন্ত্র অর্জনের পথে আরেকটি তৃতীয় বাধাও আছে। সেটা হচ্ছে আমাদের কয়েকটি সংগঠনের, আমাদের ইউনিটগুলির, বিশেষ করে সীমান্ত এলাকার (তাদের কোন দোষ দেওয়া হচ্ছে না) নিম্ন সাংস্কৃতিক মান ; এটা আমাদের পার্টি সংগঠনগুলিকে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র পুরোপুরি কার্যকর করতে বাধা দিচ্ছে। আপনারা জানেন যে, গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন হল ইউনিট সদস্যদের এবং সমগ্রভাবে সংগঠনের একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম সাংস্কৃতিক বিকাশ ; প্রয়োজন নির্দিষ্ট ন্যূনতম সংখ্যক কিছু সক্রিয় সদস্য যাদের কার্যনির্বাহী পদগুলিতে নির্বাচিত এবং অধিষ্ঠিত করা যায়। আর যদি সংগঠনে এরকম ন্যূনতম সংখ্যক সক্রিয় সদস্য না থাকে, যদি সংগঠনের নিজেরই সাংস্কৃতিক মান থাকে খুব নীচু, তাহলে অতঃ কিম্ ? স্বভাবতঃই, সেক্ষেত্রে আমরা গণতন্ত্র থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য হই, আমলাদেরকে নিয়োগ করার আশ্রয় নিই, ইত্যাদি।

এই হচ্ছে সেই বাধাগুলি আমরা যার সম্মুখীন হয়েছি, ভবিষ্যতেও আমরা যার সম্মুখীন হব এবং আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রকে যদি আন্তরিক ও পূর্ণতঃ রূপায়িত করতে হয় তাহলে এইগুলি আমাদের অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে।

আমাদেরকে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে এবং যেসব আভ্যন্তর ও বাহ্য শর্ত ছাড়া গণতন্ত্র হয়ে পড়ে ফাঁকা বক্তৃতাবাজী সেই সম্পর্কে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, কারণ কিছু কিছু কমরেড গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকে একটি নির্বূঢ়, অযৌক্তিক ভক্তিবাদের পরম বস্তুতে পরিণত করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে গণতন্ত্র সকল সময়, সকল পরিস্থিতিতেই সম্ভব এবং তার প্রয়োগটি বাধা পাচ্ছে কেবল 'যন্ত্র-মানবদের' 'দুষ্ট' ইচ্ছার দ্বারা। এই ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নয়, মার্কসবাদী নয়, লেনিনবাদীও নয়—তাকে বিরোধিতার জন্য, কমরেডস্, আমি আপনাদের গণতন্ত্র বাস্তবায়িত করার প্রয়োজনীয় শর্তগুলি এবং বর্তমান সময়ে আমাদের সম্মুখীন বাধাগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।

কমরেডস্, এই বক্তব্য বলে আমি আমার রিপোর্ট শেষ করতে পারতাম, কিন্তু এটা আমাদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি যে আলোচনার প্রধান প্রধান অংশের সারসংকলন করা এবং এই সারসংকলন থেকে এমন কিছু সিদ্ধান্ত টানা যা আমাদের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হতে পারে। গণতন্ত্রের প্রশ্ন প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে, আমাদের সংগ্রামকে আমি তিনটি পর্বে ভাগ করতে পারি।

প্রথম পর্বটি হল যখন বিরোধীরা এই অভিযোগে কেন্দ্রীয় কমিটিকে আক্রমণ করেছিল যে, এই গত তুবছর ধরে, বস্তুতঃ সমগ্র নেপ্-এর সময়টাতেই কেন্দ্রীয় কমিটির সমগ্র কর্মপন্থা ছিল ভুল, এটা ছিল পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর প্রস্তাবটি প্রকাশের আগেকার সময়-পর্ব। কে সঠিক আর কে ভ্রান্ত ছিল সে প্রশ্নের আলোচনা এখানে আমি করছি না। আক্রমণটা ছিল ভয়াবহ এবং আপনারা জানেন যে তা সব সময় ন্যায্য ছিল না। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার: এই পর্বকে বলা যেতে পারে এমন একটা সময় যখন বিরোধীরা তাদের তিক্ততম আক্রমণ চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর।

দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রস্তাব প্রকাশনার পর, বিরোধীরা যখন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে উপলব্ধ ও বাস্তব কিছু একটা উপস্থিত করার প্রয়োজনের সম্মুখীন হল এবং যখন দেখা গেল যে বিরোধীদের কাছে উপলব্ধ বা বাস্তব কোন কিছুই দেবার মতো নেই। এটা ছিল সেই সময় যখন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বিরোধীপক্ষ পরস্পরের খুব কাছে এসেছিল। বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হচ্ছিল যে কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মনীতির সাথে বিরোধীপক্ষের কিছু একটা সমঝওতার মাধ্যমে সমগ্র জিনিসটা একটা পরিণতির দিকে আসছিল বা আসতে পারত। আলোচনা-সংগ্রামের কেন্দ্র মস্কোয় একটি সভার কথা আমি বেশ মনে করতে পারছি—সভাটি সম্ভবতঃ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১২ই ডিসেম্বর কলাম্‌স্ হলে—সেখানে প্রিয়োব্রাঝেনস্কি একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, তা কোন কারণে বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের সঙ্গে সেই প্রস্তাবটির বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। বুনিয়াদী এমনকি ছোটখাট প্রশ্নেও তা কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব থেকে কোনক্রমেই পৃথক ছিল না। আর তখন আমার মনে হয়েছিল যে, যথাযথভাবে বলতে গেলে, লড়াই চালিয়ে যাবার মতো আর কিছুই রইল না। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবটি আছে, তা প্রত্যেককেই, অন্ততঃ নয়-দশমাংশকেই, খুশি করেছে; বিরোধীপক্ষ স্বয়ং তা স্পষ্ট উপলব্ধি করে আর তাই আমাদের সঙ্গে আপোষে প্রস্তুত হয় এবং এর দ্বারা আমরা হয়তো মতানৈক্যের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারতাম। এটা ছিল দ্বিতীয়, সমঝওতার সময়পর্ব।

কিন্তু তারপর এল তৃতীয় পর্ব। সেটা শুরু হয় ট্রট্স্কির ঘোষণা দিয়ে,

জেলাগুলির প্রতি তাঁর সেই আবেদনে, যা এক আঘাতেই মীমাংসার সকল প্রবণতাকে মুছে দিল আর সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিল। ট্রট্স্কির ঘোষণা এক অত্যন্ত ভয়াবহ আন্তঃপার্টি সংগ্রামের পর্ব সূচিত করল—যে সংগ্রাম ঘটতেই পারত না যদি ট্রট্স্কি পলিটব্যুরোর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবার ঠিক পরদিনই তাঁর চিঠিখানি প্রকাশ না করতেন। আপনারা জানেন যে ট্রট্স্কির প্রথম ঘোষণার পরই আসে দ্বিতীয় ঘোষণা এবং দ্বিতীয়ের পর আসে তাঁর তৃতীয় ঘোষণা; এর ফলে সংগ্রাম ক্রমশঃ হয়ে ওঠে আরও তীব্র।

আমি মনে করি, কমরেডস্, যে এসব ঘোষণায় ট্রট্স্কি ছটি মারাত্মক ভুল করেছেন। এই ভুলগুলি আন্তঃপার্টি সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তোলে। আমি এগুলির বিশ্লেষণ শুরু করছি।

ট্রট্স্কির প্রথম ভুল নিহিত রয়েছে ঠিক এই ঘটনায় যে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির, পলিটব্যুরোর এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রস্তাব প্রকাশিত হবার পরদিনই একটি প্রবন্ধ নিয়ে আবির্ভূত হন: এই প্রবন্ধটিকে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের বিরোধিতার কর্মপন্থা হিসেবেই কেবল মনে করা যেতে পারে। আমি আবার বলছি এবং জোর দিয়েই বলছি যে এই প্রবন্ধটিকে কেবল এমন একটি নতুন কর্মপন্থা হিসেবেই মনে করা যেতে পারে যা কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই পেশ করা হয়েছে। একবার চিন্তা করুন, কমরেডস্, কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলী মিলিত হলেন এবং আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব আলোচনা করলেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে, আর মাত্র একদিন পরেই কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে স্বতন্ত্রভাবে, তার ইচ্ছার অমর্যাদা করে এবং তাকে ডিঙিয়ে ট্রট্স্কির প্রবন্ধটি জেলাগুলিতে প্রচারিত হল। এটি একটি নতুন কর্মপন্থা এবং তা হাতিয়ার এবং পার্টি, ক্যাডার ও যুবক, উপদল ও পার্টি ঐক্য, ইত্যাদি বিষয়গুলি নতুন করে তুলে ধরছে—গোটা বিরোধীপক্ষই এই কর্মপন্থাটি অচিরাৎ গ্রহণ করল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাকে উদ্ধত ঘোষণা হিসেবে উপস্থিত করল। কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে কারুর বিরোধিতা হিসেবেই কেবল এটিকে গণ্য করা যেতে পারে। এর অর্থ হল ট্রট্স্কি সমগ্র কেন্দ্রীয় কমিটিরই বিরুদ্ধে নিজেকে খোলাখুলি ও সরাসরিভাবে দাঁড় করাচ্ছেন। পার্টির সামনে প্রশ্ন

ছিল: আমাদের কি পরিচালক সংস্থা হিসেবে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি আছে না তার আর আদৌ অস্তিত্বই নেই; এমন একটি কেন্দ্রীয় কমিটি কি আছে যার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে তার সদস্যরা মেনে চলে, না কি, কেন্দ্রীয় কমিটির ঊর্ধ্বে কেবল একজন অতিমানব আছেন, এমন এক অতিমানব যাঁর ক্ষেত্রে কোন আইনই বৈধ নয়, এবং যিনি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের পক্ষে আজ ভোট দিতে, আর কালই সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি নতুন কর্মনীতি উপস্থাপন করতে ও তা প্রকাশ করতে স্বয়ং সক্ষম? যদি কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য খোলাখুলিভাবে, সকলের চোখের ওপরে কেন্দ্রীয় কমিটিকে ও তার সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেন তাহলে কমরেড্‌স, আমরা এরকম দাবি করতে পারি না যে কর্মীরা পার্টি-শৃংখলার বশবর্তী হবেন। আমরা দু ধরনের শৃংখলা প্রয়োগ করতে পারি না: একটি কর্মীদের জন্য, অপরটি নামডাকওয়ালাদের জন্য। নিশ্চিতরূপে একটি শৃংখলাই থাকবে।

ট্রট্‌স্কির ভুল এই ঘটনায় বিদ্যমান যে তিনি নিজেকে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে স্থাপন করেছেন এবং নিজেকে কল্পনা করেছেন এক অতিমানবরূপে যিনি কেন্দ্রীয় কমিটির ঊর্ধ্বে, তার সকল আইনগুলির ঊর্ধ্বে, তার সিদ্ধান্ত-গুলির ঊর্ধ্বে, এর দ্বারা তাঁর আচরণ পার্টির কিছু অংশকে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি আস্থাকে ভেতর থেকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করার অজুহাত সরবরাহ করছে।

কিছু কিছু কমরেড অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে ট্রট্‌স্কির পার্টি বিরোধী কার্যকলাপ নিয়ে প্রাভদার কিছু কিছু প্রবন্ধে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন সদস্যের প্রবন্ধে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এইসব কমরেডকে আমি নিশ্চয় এই জবাবই দেব যে কোন পার্টিই এমন একটি কেন্দ্রীয় কমিটিকে শ্রদ্ধা করতে পারে না যা সেই দুরূহ মুহূর্তে পার্টির মর্যাদা তুলে ধরতে ব্যর্থ হয় যখন তারই একজন সদস্য নিজেকে সমগ্র কেন্দ্রীয় কমিটির ঊর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করছেন। ট্রট্‌স্কির এই প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করলে কেন্দ্রীয় কমিটি নৈতিক আত্মহত্যা করত।

ট্রট্‌স্কির দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে এই যে আলোচনার গোটা সময় জুড়ে তাঁর হেঁয়ালিভরা হাবভাব। তিনি সেই পার্টির ইচ্ছাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে-ছেন যা তাঁর সত্যিকারের ভূমিকাটি জানতে চায় এবং তিনি অনেক

সংগঠনের সোজাসুজি উত্থাপিত এই প্রশ্নটির উত্তরও কূটকৌশলে এড়িয়ে গেছেন যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ট্রট্স্কির অবস্থান কোথায়—কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে, না বিরোধীদের পক্ষে? এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আলোচনা পরিচালিত হচ্ছে না, তা পরিচালিত হচ্ছে যাতে পার্টির সামনে সমগ্র সত্য খোলাখুলি ও সৎভাবে রাখা হয়, যেমন রাখেন ইলিচ এবং যেমন রাখতে বাধ্য হন প্রতিটি বলশেভিক। আমাদের বলা হচ্ছে যে ট্রট্স্কি গুরুতরভাবে অসুস্থ। ধরে নেওয়া যাক যে তিনি তা-ই; কিন্তু এই অসুস্থতার মধ্যেই তিনি তিনটি প্রবন্ধ ও যে পুস্তিকাটি আজ প্রকাশিত হয়েছে তার চারটি নতুন অধ্যায় লিখে ফেলেছেন। এটা কি পরিষ্কার নয় যে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল তার জবাবে ট্রট্স্কি বেশ ভালভাবেই কটি লাইন লিখতে পারতেন ও বলতে পারতেন যে তিনি বিরোধীদের পক্ষে না তাদের বিপক্ষে? এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে কয়েকটি সংগঠনের ইচ্ছাকে এই ধরনের উপেক্ষা করা অবধারিতভাবেই আন্তঃপার্টি সংগ্রামকে তীব্রতর করেছে।

ট্রট্স্কির তৃতীয় ভুল হল এই যে তাঁর ঘোষণায় তিনি পার্টিযন্ত্রকে খাড়া করেছেন পার্টির বিরুদ্ধে এবং শ্লোগান তুলেছেন 'যন্ত্র-মানবদের' প্রতিরোধ করার। পার্টিকে পার্টিযন্ত্রের বিরুদ্ধে এইভাবে স্থাপন করাকে বলশেভিকবাদ মানতে পারে না। আমাদের পার্টিযন্ত্রটি আসলে কি দিয়ে গঠিত? তা গঠিত হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি, আঞ্চলিক কমিটিগুলি, গুবের্নিয়া কমিটিগুলি, উয়েজ্‌দ কমিটিগুলি দ্বারা। এগুলি কি পার্টির অধীন? অবশ্যই তারা অধীন, কেননা শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে তারা পার্টির দ্বারাই নির্বাচিত। যাঁরা বলেন যে গুবের্নিয়া কমিটিগুলিকে নিযুক্ত করা হয়েছে, তাঁরা ভ্রান্ত। তাঁরা ভ্রান্ত, কারণ, আপনারা জানেন, কমরেডস্, যে উয়েজ্‌দ কমিটিগুলি ও কেন্দ্রীয় কমিটিকে যেমন নির্বাচিত করা হয় ঠিক তেমনি আমাদের গুবের্নিয়া কমিটিগুলিও নির্বাচিত হয়ে থাকে। তারা হল পার্টির অধীন। কিন্তু ব্যাপার হল এই যে একবার নির্বাচিত হলে, তারা নিশ্চয় কাজ পরিচালনা করবে। কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে থেকে এবং গুবের্নিয়া সম্মেলন কর্তৃক নির্বাচনের পর গুবের্নিয়া কমিটির কাছ থেকে নির্দেশ ছাড়া পার্টির কাজ কি চিন্তা করা যায়? নিশ্চিতভাবেই তা ব্যতিরেকে পার্টির কাজ ভাবাই যায় না। নিশ্চিতভাবেই এটি হল এক দায়িত্বহীন নৈরাজ্যবাদী-মেনশেভিক দৃষ্টিভঙ্গি

যা পার্টির কার্যধারাকে নির্দেশিত করার ঠিক মূল নীতিটিকেই বিসর্জন দিচ্ছে। আমার আশংকা হচ্ছে যে পার্টিযন্ত্রকে পার্টির বিরুদ্ধে খাড়া করে ট্রট্স্কি —যাঁকে, অবশ্য, আমার কোন উদ্দেশ্য নেই মেনশেভিকদের সাথে এক পাল্লায় রাখার—তিনি আমাদের পার্টির কিছু অনভিজ্ঞ অংশকে নৈরাজ্যবাদী-মেনশেভিক বিশৃংখলা এবং সাংগঠনিক শিথিলতার দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার আশংকা হচ্ছে যে ট্রট্স্কির এই ভ্রান্তি আমাদের সমগ্র পার্টিযন্ত্রকে—যে যন্ত্রটি ছাড়া পার্টিকে ভাবা অচিন্তনীয়—পার্টির অনভিজ্ঞ সদস্যদের আক্রমণের মুখে তুলে দিতে পারে।

ট্রট্স্কির চতুর্থ ভুল বিদ্যমান এই ঘটনায় যে, তিনি পার্টির তরুণ সদস্যদের ক্যাডারদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন এবং তিনি অন্যায়ভাবে আমাদের ক্যাডারদের অধঃপতনের দায়ে অভিযুক্ত করছেন। ট্রট্স্কি আমাদের পার্টিকে জার্মানির সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে একই পাল্লায় রেখেছেন। তিনি এরকম উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যে কেমন করে মার্কসের কিছু কিছু শিষ্য, প্রবীণ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা অধঃপতিত হয়েছিলেন এবং এই থেকে তিনি সিদ্ধান্ত টানলেন যে আমাদের পার্টির ক্যাডারদের সামনেও অধঃপতনের সেই একই বিপদ রয়েছে। সত্য কথা বলতে কি, এমন একজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যকে দেখে যে কেউ হেসে উঠবেন, যিনি কেবলমাত্র গতকালই সুবিধাবাদী ও মেনশেভিকবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, সেই তিনিই এখন সোভিয়েত ক্ষমতার এই সপ্তম বর্ষে, একটি অনুমানের ভিত্তিতে হলেও এইটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন যে আমাদের পার্টি-ক্যাডাররা, যারা মেনশেভিকবাদ ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে জন্মেছে, প্রশিক্ষিত এবং ইস্পাতদৃঢ় হয়েছে—সেই ক্যাডাররা অধঃপতনের সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছে। আমি আবার বলছি যে এই প্রচেষ্টাকে যে কেউ বিদ্রূপ করবেন। অবশ্য যেহেতু এইরকম প্রমাণের প্রয়াস কোনও সাধারণ সময়ে নয় পরন্তু এক আলোচনার সময়েই পাওয়া গেছে এবং যেহেতু সেইসব পার্টি-ক্যাডার যাদেরকে অধঃপতনের সম্ভাব্য শিকার বলে মনে করা হয় তাদের ও যেসব তরুণ পার্টি-সদস্যদের অমনধারা বিপদ থেকে মুক্ত বা প্রায়মুক্ত বলে গণ্য করা হয় তাদের—এই উভয়ের মধ্যে কিছুটা বৈসাদৃশ্য প্রদর্শনের জন্য আমরা এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাই এই অনুমানটি আদৌ হাস্যকর এবং মূঢ়তাপূর্ণ হলেও একটা নির্দিষ্ট ব্যবহারিক গুরুত্ব অর্জন

করতে পারে ও ইতিমধ্যে অর্জন করেছেও বটে। সেই কারণে এ সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধান বন্ধ করতে হবে।

কখনো কখনো বলা হয় যে, প্রবীণদের শ্রদ্ধা করা উচিত, কারণ তাঁরা তরুণদের তুলনায় বেশিদিন বেঁচে আছেন, জানেন বেশি এবং উন্নততর উপদেশও দিতে পারেন। কমরেডস্, আমি নিশ্চয় বলব যে এটি একটি পুরোপুরি ভ্রান্ত ধারণা। এরকম নয় যে প্রতিটি প্রবীণ ব্যক্তিকেই আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধা করতে হবে এবং এরকমও নয় যে প্রতিটি অভিজ্ঞতাই আমাদের কাছে মূল্যবান। ব্যাপারটা হচ্ছে অভিজ্ঞতাটি কি ধরনের। জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নিজেদের ক্যাডার আছে, তারা অত্যন্ত অভিজ্ঞও বটে: সিদেম্যান, নোস্‌কে, ওয়েলস্ ও অবশিষ্টরা ; এই ব্যক্তিরা সর্বাধিক অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন, এঁরা এমন ব্যক্তি যাঁরা সংগ্রামের অনেক অলিগলি জানেন।···কিন্তু সংগ্রাম কিসের বিরুদ্ধে এবং কার বিরুদ্ধে? যেটা ভাবতে হবে তা হল অভিজ্ঞতাটি কি ধরনের। জার্মানিতে এই সব ক্যাডারকে বৈপ্লবিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের জন্য নয়, তার বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামেই প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল। এঁদের অভিজ্ঞতা ব্যাপক, কিন্তু তা ভুল ধরনের অভিজ্ঞতা। কমরেডস্, যুবকদের দায়িত্ব হল এই অভিজ্ঞতাকে নস্যাৎ করা, একে ধ্বংস করা এবং এই বৃদ্ধদের উচ্ছেদ করা। ওখানে, জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিতে, যুবকেরা বৈপ্লবিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত থাকায়, প্রবীণ কর্মীদের তুলনায়, এই বৈপ্লবিক ধ্যানধারণার বা মার্কসবাদের নিকটতর। শেষোক্তরা সর্বহারাশ্রেণীর বৈপ্লবিক আদর্শের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতায়। ভারাক্রান্ত, ভারাক্রান্ত সুবিধাবাদের পক্ষে বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতায়। এইসব কর্মীদের উচ্ছেদ করতেই হবে এবং আমাদের সকল সহানুভূতি থাকবে সেই যুবকদের প্রতি, যারা, আমি আবার বলছি, বৈপ্লবিক আদর্শের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত এবং এই কারণে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের জন্য সংগ্রামের নতুন পথ ও পদ্ধতি আরও সহজেই রপ্ত করতে পারে। সেখানে, জার্মানিতে, প্রশ্নটিকে এভাবে রাখাটা আমি বুঝতে পারি। ট্রট্স্কি যদি জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির এবং তার ক্যাডারদের কথা বলে থাকতেন, আমি তাহলে সর্বান্তঃকরণে তাঁর বক্তব্য অনুমোদন করতে রাজী ছিলাম। কিন্তু আমরা আলোচনা করছি এমন একটি ভিন্ন পার্টির কথা, কমিউনিস্ট

পার্টি, বলশেভিক পার্টির কথা যার ক্যাডাররা উদ্ভূত হয়েছে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে, যা শক্তি সঞ্চয়ও করেছে ঐ লড়াইয়ের পথেই এবং যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সাম্রাজ্যবাদের সকল নাছোড়বান্দা সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে ও ক্ষমতা দখল করেছে। এটা কি পরিষ্কার নয় যে এখানে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে? আমাদের ক্যাডাররা পরিপক্ক হয়েছে বৈপ্লবিক আদর্শ কায়েম করার সংগ্রামের মাধ্যমে; তারা সেই সংগ্রাম শেষ সীমা পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গেছে, তারা ক্ষমতায় এসেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইগুলির মধ্য দিয়ে, এবং তারা এখন সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদকে টলিয়ে দিচ্ছে। সৎভাবে, ছলনা না করে যদি কেউ বিষয়টি অনুধাবন করেন তাহলে কেমন করে এই ক্যাডারদেরকে, কিভাবে এইসব ক্যাডারকে সেই জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ক্যাডারদের সঙ্গে একই পাল্লায় রাখা যায় যা অতীতে উইলহেলমের সাথে হাত মিলিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কাজ করেছিল এবং এখন কাজ করছে সেকৃটের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে হাত মিলিয়ে; যা হল এমন একটি পার্টি যেটি সর্বহারাশ্রেণীর বৈপ্লবিক আদর্শের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে গড়ে উঠেছিল এবং বিকশিত হয়েছিল? কেমন করে এইসব ক্যাডার যারা মূলতঃ পৃথক প্রকৃতির—তাদেরকে সমান পাল্লায় রাখা যায়, কেমন করে তাদের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়? এটা বোঝা কি এতই কঠিন যে এ-দুয়ের মধ্যে ফারাকটা অসেতুসাধ্য? এটা দেখা কি এতই কঠিন যে ট্রট্স্কির সম্পূণ ভুল বক্তব্যটি, তাঁর সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি আমাদের বিপ্লবী ক্যাডারদের, আমাদের পার্টির মূল অংশের সম্মানকে নস্যাৎ করার জন্যই পরিকল্পিত? এটা কি প রষ্কার নয় যে এই সম্পূর্ণ ভুল বক্তব্যটি কেবল আবেগে আহুতি দিতে পারে এবং আন্তঃপার্টি সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে?

ট্রট্স্কির পঞ্চম ভুল হল তাঁর চিঠিগুলিতে এই ধরনের যুক্তি ও শ্লোগান তোলা যে পার্টিকে নিশ্চয় পা মিলিয়ে চলতে হবে, 'আমাদের পার্টির বিশ্বস্ততম ব্যারোমিটার', ছাত্র-যুবদের সাথে। 'পার্টির বিশ্বস্ততম ব্যারোমিটার যুবকেরা পার্টির আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে অন্য সকলের চাইতে সবচেয়ে বেশি তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়'—এ কথা তিনি তাঁর প্রথম প্রবন্ধে বলেছেন। এবং কোন্ ধরনের যুবকের কথা তাঁর মনে ছিল, এবিষয়ে যাতে কোন সন্দেহ না থাকে সেইজন্য ট্রট্স্কি তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে আরও বলেছেন: 'আমরা

এইরকমই দেখেছি যে আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবদেরই বিশেষভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে।' এই বক্তব্য দিয়ে যদি আমাদের শুরু করতে হয়, যা কিনা সম্পূর্ণ ভুল বক্তব্য, তত্ত্বগতভাবে প্রতারণামূলক এবং কার্যতঃ ক্ষতিকারক, তাহলে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে এবং শ্লোগান তুলতে হবে: 'আরও ছাত্র-যুব আসুক আমাদের পার্টিতে; পার্টির দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করা হোক ছাত্র-যুবদের জন্য।'

এ যাবৎ অনুসৃত নীতি ছিল আমাদের নিজেদেরকে পার্টির সর্বহারা-শ্রেণীর অংশমুখীন করা, এবং আমরা বলেছি: 'পার্টির দরজা প্রশস্তভাবে খুলে দেওয়া হোক সর্বহারা অংশসমূহের জন্য; সর্বহারাদেরই অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের পার্টি নিশ্চয় বেড়ে উঠবে।' ট্রট্স্কি এখন এই সূত্রটি আগাগোড়াই উল্টে দিচ্ছেন।

বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকদের প্রশ্নটি আমাদের পার্টিতে কিছু নতুন নয়। আমাদের পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সেই সুদূর সময়কালে এটা তোলা হয়েছিল যখন প্রশ্নটি ছিল পার্টি-সদস্য পদ সম্পর্কে নিয়মাবলীর ১নং অনুচ্ছেদটি সূত্রবদ্ধ করার বিষয়ে। আপনারা জানেন সে সময় মার্তভ কমরেড লেনিনের বিরোধিতা করে দাবি করেছিলেন যে অ-সর্বহারা অংশসমূহ গ্রহণের জন্য পার্টির কাঠামো বিস্তৃত করা হোক; লেনিন জোর দিয়েছিলেন যে পার্টিতে এ ধরনের অংশের প্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হোক। পরবর্তীকালে, আমাদের পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে, বিষয়টি আবার নতুন শক্তি নিয়ে উত্থাপিত হল। আমার মনে পড়ছে যে কি রকম তীক্ষ্ণভাবে সেই কংগ্রেসে কমরেড লেনিন আমাদের পার্টিতে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্নটি উপস্থিত করেছিলেন। সে সময় কমরেড লেনিন যা বলেছিলেন, তা হল এই:

> 'এটা দেখানো হয়েছে যে সাধারণতঃ বিভেদের নেতৃত্ব দেয় বুদ্ধিজীবীরা। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু এটা চূড়ান্ত নয়।...আমি মনে করি যে বিষয়টির সম্পর্কে আমাদের ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া উচিত। কমিটিগুলিতে শ্রমিকদের সামিল করাটা নিছক পুঁথিগত কাজই নয়, একটা রাজনৈতিক কর্তব্যও বটে। শ্রমিকদের সহজাত শ্রেণী-প্রবৃত্তি আছে, এবং কিছুটা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দিলেই তারা খুব দ্রুত বিকশিত হবে একনিষ্ঠ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট হিসেবে। এই ধারণার ওপর আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে যে আমাদের কমিটিগুলিতে দু'জন বুদ্ধিজীবীর অনুপাতে আটজন শ্রমিক থাকা উচিত।'

সেই সুদূর ১৯০৫ সালেই প্রশ্নটা দাঁড়িয়েছিল এইরকম। তখন থেকে পার্টি গড়ার ক্ষেত্রে আমাদের পথনির্দেশক নীতি হিসেবে রয়ে গেছে কমরেড লেনিনের এই নির্দেশ। কিন্তু ট্রট্স্কি এখন কার্যতঃ এই প্রস্তাবই করছেন যে, আমরা যেন বলশেভিকবাদের সংগঠন সংক্রান্ত লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন হই।

এবং পরিশেষে, ট্রট্স্কির ষষ্ঠ ভুল নিহিত আছে গোষ্ঠীগুলির স্বাধীনতা সংক্রান্ত তাঁর ঘোষণায়। হাঁ, গোষ্ঠীগুলির স্বাধীনতা! আমার মনে পড়ছে যে গণতন্ত্রের ওপর যে উপ-কমিশনটি খসড়া প্রস্তাব রচনা করেন সেখানেই ট্রট্স্কির সঙ্গে গোষ্ঠী ও উপদলগুলির বিষয়ে আমাদের একটা বিতর্ক হয়। উপদল নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে ট্রট্স্কি কোন আপত্তি তোলেননি, কিন্তু তিনি পার্টির অভ্যন্তরে গোষ্ঠীর অস্তিত্ব মঞ্জুর করার মতটিকে তীব্রভাবে সমর্থন জানান। বিরোধীপক্ষ এই দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হয়। স্পষ্টতঃই, এই লোকেরা এটা উপলব্ধি করেন না যে গোষ্ঠীগুলির স্বাধীনতার অনুমতি দিয়ে তাঁরা মিয়াস্নিকভ গোত্রের ব্যক্তিদের জন্যে ছিদ্রপথ খুলে দিয়েছেন, এবং তাঁদের পক্ষে পার্টিকে বিপথে পরিচালিত করা ও উপদলগুলিকে গোষ্ঠী হিসেবে চালানো সহজতর করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ একটি গোষ্ঠী ও একটি উপদলের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? আছে, কেবলমাত্র ওপর ওপর। কমরেড লেনিন উপদলীয় প্রবণতার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে, গোষ্ঠীগুলির সাথে তাদের এক করে দেখিয়ে:

'ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে পার্টির সাধারণ আলোচনারও আগে উপদলীয় প্রবণতার কিছু কিছু লক্ষণ পার্টিতে দেখা দিয়েছিল, যথা—পৃথক মঞ্চ সহ সেই গোষ্ঠীগুলির গঠন, যারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে এবং তাদের নিজেদের গোষ্ঠী-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে কিছুটা চেষ্টা চালাচ্ছে' (রু. ক. পা (ব)-র স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্ট দেখুন)।

আপনারা দেখেছেন যে উপদল ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মূলতঃ কোনও পার্থক্য নেই। এবং বিরোধীরা যখন সেরেব্রিয়াকভকে নেতা করে এখানে মস্কোয় তাদের নিজেদের সংস্থা (ব্যুরো) গড়ে তোলেন, এবং যখন তা অমুক অমুক সভায় অমুক অমুক আপত্তি তোলার জন্য নির্দেশ দিয়ে বক্তা পাঠাতে শুরু করেন, এবং যখন সংগ্রামের গতিপথে এইসব সুবিধাবাদীরা পিছু হঠতে এবং হুকুম জারীর দ্বারা তাঁদের প্রস্তাব বদলাতে বাধ্য হন, তখন তা, অবশ্যই, গোষ্ঠী ও গোষ্ঠী-শৃংখলার অস্তিত্বেরই প্রমাণ দেয়। কিন্তু

আমাদের বলা হচ্ছে যে সেটা উপদল ছিল না; বেশ, প্রিয়োব্রাঝেনস্কি এখন ব্যাখ্যা করুন যে উপদল কি। উত্তরসূরী ও উপদলের সম্বন্ধে ট্রট্স্কির ঘোষণাগুলি, তাঁর চিঠি ও নিবন্ধগুলি পার্টির অভ্যন্তরে গোষ্ঠীগুলিকে মেনে নেওয়ার জন্য পার্টিকে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত। এটি হল উপদলগুলিকে, সর্বোপরি ট্রট্স্কির উপদলকে বৈধ করারই প্রচেষ্টা।

ট্রট্স্কি দৃঢ়ভাবে বলছেন যে কেন্দ্রীয় কমিটি আমলাতান্ত্রিক জমানা কায়েম করার ফলে গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব হয়ে থাকে এবং আমলাতান্ত্রিক জমানা যদি না থাকত, তাহলে কোন গোষ্ঠীও থাকত না। কমরেডস্, এটি একটি অ-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি। গোষ্ঠীগুলি উদ্ভূত হয়, এবং উদ্ভূত হতে থাকবে এই কারণে যে আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক ভ্রূণাবস্থা থেকে মধ্যযুগীয় রূপ পর্যন্ত চরম বিপরীতধর্মী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমতঃ এই। তারপর আমাদের আছে নয়া অর্থনৈতিক নীতি, যার অর্থ হল এই যে আমরা পুঁজিবাদকে, ব্যক্তিগত পুঁজির পুনরুত্থানকে এবং তার অনুসঙ্গ ধ্যান-ধারণার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে সুযোগ দিয়েছি এবং এই ধ্যান-ধারণাগুলি পার্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে। এই হল দ্বিতীয়। এবং তৃতীয়তঃ, আমাদের পার্টি হল তিন ধরনের উপাদান অংশ দিয়ে গঠিত: তার কর্মীস্তরে রয়েছে শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীরা। আমরা যদি প্রশ্নটি মার্কসবাদী পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখা যাবে যে এইগুলিই হচ্ছে সেই কারণ যে, কেন পার্টির কিছু কিছু ব্যক্তি এইসব গোষ্ঠী গড়ে তুলতে এগিয়ে আসে যেগুলিকে আমাদের অপসারণ করতে হবে কখনো অস্ত্রোপচার করে, এবং বাদবাকী ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে আদর্শগত পদ্ধতিতে ভেঙে দিয়ে।

এখানে এটা কোন জমানার প্রশ্ন নয়। সর্বোচ্চ স্বাধীনতার জমানাতেও অনেক বেশি সংখ্যক গোষ্ঠী থাকতে পারে। সুতরাং জমানাকে নয়, যে অবস্থার মধ্যে আমরা বাস করছি, যেসব পরিস্থিতি আমাদের দেশে বিরাজ করছে, যেসব পরিস্থিতি খোদ পার্টির বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করছে, অভিযুক্ত করতে হবে সেই সব কিছুকে।

এই পরিস্থিতিতে, এই জটিল পরিবেশের অবস্থায় যদি আমাদের গোষ্ঠীগুলিকে অনুমোদন করতে হয় তাহলে আমরা পার্টিকে ধ্বংস করে ফেলব, তার বর্তমান একশিলা ঐক্যবদ্ধ সংগঠন থেকে এমন সব গোষ্ঠী ও উপদলের একটি জোটে তাকে পরিণত করা হবে যারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় ও সাময়িক

মৈত্রী ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সেটা কোন পার্টিই হবে না, তা হবে পার্টির অবলুপ্তি। কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও বলশেভিকরা পার্টিকে একটিমাত্র খণ্ড থেকে কুঁদে বের করা একটি একশিলা সংগঠন ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করেনি যা একটিমাত্র ইচ্ছা পোষণ করে থাকে এবং তার কার্যক্ষেত্রে যা সকল ধরনের চিন্তাধারাকে ব্যবহারিক কার্যক্রমের একটি একক প্রবাহে ঐক্যবদ্ধ করে থাকে।

কিন্তু ট্রট্স্কি যে প্রস্তাব করেছেন তা চূড়ান্তভাবেই ভ্রান্ত; তা বলশেভিক সাংগঠনিক নীতিসমূহের পরিপন্থী এবং অবশ্যম্ভাবীরূপেই তা পার্টিকে শিথিল ও হাল্কা করে, একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি থেকে গোষ্ঠীগুলির এক যুক্ত মোর্চায় রূপান্তরিত করে তাকে ভাঙনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যেহেতু আমরা এক পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাস করছি তাই শুধু একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি নয়, শুধু একটি দৃঢ় পার্টি নয়, পরন্তু এমন এক স্তরে একটি খাঁটি পার্টি আমাদের চাই যা সর্বহারার শত্রুদের আক্রমণ সহ্য করতে এবং শ্রমিকদের চূড়ান্ত যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।

সিদ্ধান্তগুলি তাহলে কি কি?

প্রথম সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, আমরা বর্তমান আলোচনার সারসংকলন করে একটি নির্দিষ্ট, পরিষ্কার প্রস্তাব রচনা করেছি। আমরা ঘোষণা করেছি যে: গোষ্ঠী ও উপদলগুলিকে বরদাস্ত করা যাবে না, পার্টিকে নিশ্চয়ই ঐক্যবদ্ধ, একশিলাভিত্তিক হতে হবে, পার্টিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে স্থাপন করা চলবে না, আমাদের ক্যাডাররা অধঃপতনে বিপদাপন্ন বলে কোন বাজে গল্প চলবে না কারণ তারা হল বিপ্লবী ক্যাডার, এইসব বিপ্লবী ক্যাডার ও সেই যুবকদের মধ্যে কোনওরকম বিভেদ খোঁজা চলবে না, তারা এই ক্যাডারদের পায়ে পা মিলিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তাই অব্যাহতভাবে চলবে।

কিছু কিছু সদর্থক সিদ্ধান্তও আছে। প্রথম ও মৌলিক যেটি, সেটি হল এই যে এখন থেকে পার্টি নিশ্চয় নিজেকে দৃঢ়ভাবে আমাদের পার্টির সর্বহারা অংশের প্রতি নিবিষ্ট করবে ও তাকে নিজের মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করবে, অ-সর্বহারা উপাদানের প্রবেশের সম্ভাবনাকে তা সংকুচিত ও হ্রাস অথবা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং সর্বহারা উপাদানের জন্য দরজা আরও প্রশস্ত করে খুলে ধরবে।

আর গোষ্ঠী ও উপদলগুলি প্রসঙ্গে আমি বিশ্বাস করি যে এইরকম সময়

উপস্থিত হয়েছে যাতে ঐক্য প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত সেই ধারাটি আমাদের অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে যেটি কমরেড লেনিনের প্রস্তাবানুযায়ী আমাদের পার্টির দশম কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল এবং যেটি প্রকাশের জন্য উদ্দিষ্ট ছিল না। পার্টির সদস্যরা সেই ধারাটির কথা ভুলে গেছেন। আমার আশংকা যে সকলে তা মনেও রাখেননি। এই ধারাটি, এখনো পর্যন্ত যা গোপনেই রাখা আছে, তা এখনি প্রকাশ করা এবং আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে আমরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করব তার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি এটি পড়ব। এতে যা বলা হয়েছে তা হল এই :

'পার্টির অভ্যন্তরে এবং সকল সোভিয়েত কাজের ক্ষেত্রে কঠোর শৃংখলা সুনিশ্চিত করার জন্য এবং সর্বাধিক মতৈক্য অর্জন করার জন্য সকল উপদলীয় প্রবণতাকে দূর করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটিকে শৃংখলা ভঙ্গের বা উপদলীয় প্রবণতার পুনরুত্থান বা তাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে (ক্ষেত্রসমূহে), পার্টি থেকে বহিষ্কার সহ ও বহিষ্কার পর্যন্ত সকল রকম পার্টিগত শাস্তি প্রয়োগ করার এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের ক্ষেত্রে, তাঁদেরকে প্রার্থী-সদস্যের স্তরে নামিয়ে দেবার এবং এমনকি, চরম ব্যবস্থা হিসেবে, তাঁদেরকে বহিষ্কার করারও অধিকার প্রদান করছে। এইরকম চরম শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে (কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও প্রার্থী-সদস্যদের এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্যদের ক্ষেত্রে) একটি শর্ত হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্লেনাম নিশ্চয়ই আহ্বান করতে হবে, যেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির সকল প্রার্থী-সদস্যদের এবং নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সকল সদস্যদের আমন্ত্রণ করতে হবে। যদি পার্টির সর্বাধিক দায়িত্বশীল নেতাদের এই ধরনের সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কেন্দ্রীয় কমিটির কোন সদস্যকে প্রার্থী-সদস্যের স্তরে নামিয়ে দেওয়া বা তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া প্রয়োজন বলে বোধ করেন তাহলে তৎক্ষণাৎ এই ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে।'

আমি মনে করি যে এই ধারাটিকে আমাদের অবশ্যই আলোচনার ফলাফল সম্পর্কিত প্রস্তাবটির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাকে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

পরিশেষে, একটি প্রশ্ন সম্পর্কে, বিরোধীরা যেটা সর্বদাই উত্থাপন করে থাকেন এবং আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁরা সব সময় যার একটি সন্তোষজনক জবাবও

পান না। বিরোধীরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন: আমরা বিরোধীরা কাদের মনোভাবকে ব্যক্ত করছি? আমি বিশ্বাস করি যে বিরোধীরা আমাদের পার্টির অ-সর্বহারা অংশের মনোভাবকেই ব্যক্ত করছেন। আমি বিশ্বাস করি যে বিরোধীরা, সম্ভবতঃ, অচেতন ও অনিচ্ছাকৃতভাবে আমাদের পার্টির অ-সর্বহারা অংশগুলির অচেতন বাহন হিসেবে কাজ করছেন। আমি বিশ্বাস করি যে বিরোধীরা প্রায়শঃই যাকে এক নির্ব্যূঢ় ও অযৌক্তিকরকম পূজনীয় করে তোলে সেই গণতন্ত্রের জন্য তাঁদের অসংযত বিক্ষোভের মাধ্যমে পেটি-বুর্জোয়া-সুলভ শক্তিরই বল্‌গা খুলে দিচ্ছেন।

আপনারা কি মার্তিনভ, কাজারিয়ান এবং বাদবাকি ছাত্রদের মতো সব কমরেডের মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত? আপনারা কি **প্রাভদায়** খোদো-রোভস্কির প্রবন্ধটি পড়েছেন, যেখানে এইসব কমরেডের ভাষণের বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি আছে? উদাহরণস্বরূপ, এখানে মার্তিনভের একটি ভাষণে বলা হয়েছে যে (মনে হচ্ছে ইনি একজন পার্টি-সদস্য): 'সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হল আমাদের কাজ, আর কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ সেগুলিকে পালন করা এবং যুক্তিতর্কে কিছুটা কম প্রবৃত্ত হওয়া।' পরিবহন সংস্থার গণ-কমিশারমণ্ডলীর একটি কলেজের একটি পার্টি ইউনিটের কথা এটি উল্লেখ করছে। কিন্তু কমরেডস্, পার্টির কম করে ৫০,০০০ ইউনিট আছে এবং প্রতিটি ইউনিট যদি এভাবে কেন্দ্রীয় কমিটিকে গণ্য করে যে, ইউনিটগুলির কাজ হল সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ যুক্তিতর্ক না তোলা, তাহলে আমার আশংকা যে আমরা কখনোই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব না। মার্তিনভদের এই মানসিকতা আসে কোথা থেকে? এর মধ্যে সর্বহারাসুলভ আছেটা কি? এবং মনে রাখবেন যে মার্তিনভরা বিরোধীদের সমর্থন করেন। মার্তিনভ ও ট্রট্স্কির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? পার্থক্য শুধু এই বিষয়ে যে ট্রট্স্কি পার্টিযন্ত্রের ওপর আক্রমণটি শুরু করেছিলেন আর মার্তিনভ সেই আক্রমণ গভীরে প্রবেশ করিয়েছেন।

এবং এখানে আরেকজন কলেজের ছাত্র আছেন, কাজারিয়ান, তিনিও মনে হয় একজন পার্টি-সদস্য। 'আমরা কি পেয়েছি,' তিনি প্রশ্ন করেন, 'সর্বহারা-শ্রেণীর একনায়কত্ব, না সর্বহারাশ্রেণীর ওপর কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্ব?' কমরেডস্, এটি মেনশেভিক মার্তভের কাছ থেকে আসছে না, আসছে 'কমিউনিস্ট' কাজারিয়ানের কাছ থেকে। ট্রট্স্কি এবং কাজারিয়ানের মধ্যে

পার্থক্য হচ্ছে এই যে ট্রট্‌স্কির মতে আমাদের ক্যাডাররা অধঃপতিত হচ্ছে, কিন্তু কাজারিয়ানের মতে তাদের তাড়িয়েই দেওয়া উচিত, কারণ তাঁর মতে তারা সর্বহারাদের ঘাড়ে নিজেরাই চেপে বসেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি: কাদের মানসিকতাকে মার্তিনভ ও কাজারিয়ানরা অভিব্যক্ত করছেন? সর্বহারাসুলভ মানসিকতা? নিশ্চয়ই না। তাহলে কাদের? পার্টির এবং দেশের অ-সর্বহারা অংশগুলিরই মানসিকতা। এবং এটা কি দৈবাৎ যে অ-সর্বহারা মানসিকতার এইসব প্রবক্তা বিরোধীদের পক্ষে ভোট দেন? না, এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। (করতালি।)

২। আলোচনার জবাব

১৮ই জানুয়ারি

আমি আমার রিপোর্টে বলেছিলাম যে বিষয়টির ইতিহাস প্রসঙ্গে আমি কিছু বলতে ইচ্ছুক নই, কারণ আগেই যেমন বলেছিলাম যে তা একটা ঝগড়াঝাটির এবং পারস্পরিক দোষারোপের অবতারণা করবে। কিন্তু যেহেতু প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি সেটাই পছন্দ করেন, যেহেতু তিনি জিদ ধরেছেন, তাই আমি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে এবং সেই সঙ্গে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্নের ইতিহাস প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে প্রস্তুত।

আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় কমিটিতে কেমনভাবে উঠল? কারখানাগুলিতে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল এবং আমাদের সামনে যে তথ্যটি পেশ করা হয়েছিল যে কিছু পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সেই প্রসঙ্গক্রমেই এটি সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয়েছিল সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই মত পোষণ করে যে এটি একটি গুরুতর ব্যাপার, পার্টিতে ত্রুটিবিচ্যুতি জমেছে এবং বিষয়টি তদন্ত করার জন্য, তথ্যগুলি অনুধাবন করার জন্য এবং পার্টির ভেতরের অবস্থা কেমনভাবে উন্নত করা যায় সে প্রসঙ্গে বাস্তব প্রস্তাব দাখিল করার জন্য একটি বিশেষ কর্তৃত্বপূর্ণ কমিশন গঠিত হওয়া উচিত। বাজারের সংকট ও মূল্যের 'কাঁচি' প্রসঙ্গে একই কথা প্রযুক্ত হয়। বিরোধীরা ওইসব প্রশ্ন তোলার

জন্য বা আন্তঃপার্টি পরিস্থিতির বিষয়ে এবং 'কাঁচি' সমস্যার বিষয়ে কমিশন নির্বাচন করার জন্য একেবারেই অংশগ্রহণ করেননি। সে সময়ে বিরোধীরা কোথায় ছিলেন? আমার যদি ভুল না হয়, তখন প্রিয়োব্রাঝেনস্কি ছিলেন ক্রিমিয়ায়, স্যাপ্রোনভ ছিলেন কিসলোভোদস্কে। ট্রট্স্কি তখন কিসলোভোদস্কে শিল্পকলা প্রসঙ্গে তাঁর প্রবন্ধগুলি শেষ করছিলেন এবং মস্কোয় প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি যখন তার সভায় এই প্রশ্ন তুলল তখন তাঁরা ফেরেননি। তাঁরা ফিরতেই হাতে পেলেন একটি গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং একটি কথা বলেও তাঁরা হস্তক্ষেপ করেননি বা কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনা সম্পর্কে একটিও আপত্তি তোলেননি। সেপ্টেম্বরে গুবের্নিয়া কমিটির সম্পাদকদের সম্মেলনে কমরেড জারঝিন্‌স্কি পঠিত একটি রিপোর্টের বিষয়বস্তু ছিল পার্টির পরিস্থিতি। আমি জোর দিয়েই বলছি যে, কি সেপ্টেম্বরের প্লেনামে, কি সম্পাদকদের সম্মেলনে কোনখানেই বিরোধী গোষ্ঠীর বর্তমান সদস্যরা একটি 'ভীষণ অর্থনৈতিক সংকট' বা 'পার্টিতে সংকট' বা 'গণতন্ত্র' বিষয়টির সম্পর্কে একটাও কথা বলে আভাস দেবার মতো কাজটুকু করেননি।

অতএব, আপনারা দেখলেন যে গণতন্ত্রের এবং 'কাঁচি'র প্রশ্নগুলি তুলেছিল কেন্দ্রীয় কমিটি নিজেই; উদ্যোগটি ছিল সম্পূর্ণতঃ কেন্দ্রীয় কমিটির হাতেই, আর বিরোধী সদস্যরা তখন ছিলেন নীরব—তাঁরা ছিলেন অনুপস্থিত।

বলতে গেলে, ওইটিই ছিল বিষয়টির ইতিহাসের সূচনার পর্যায়—প্রথম অঙ্ক।

অক্টোবরে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনাম থেকে দ্বিতীয় অঙ্কটি শুরু হল। পার্টিতে ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির প্রশ্নটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা উঠেছে দেখে, কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিমধ্যেই বিষয়টি স্বহস্তে গ্রহণ করেছে এবং কমিশনগুলি গঠন করেছে দেখে এবং—ঈশ্বর না করুন—পাছে উদ্যোগটি কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে থেকে যায়, তাই ট্রট্স্কির নেতৃত্বে বিরোধীরা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে ঐ উদ্যোগ ছিনিয়ে নিতে এবং গণতন্ত্রের খেলনা ঘোড়ায় দুই পা ফাঁক করে উঠতে প্রয়াস পেলেন এবং সেটাই তাঁর লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। আপনারা জানেন যে এটি একটি তেজী ধরনের ঘোড়া এবং কেন্দ্রীয় কমিটিকে ডিঙিয়ে যাওয়ার একটি প্রচেষ্টায় একে ব্যবহার করা যেতে পারে। আর সেইজন্য ৪৬-এর সেই দলিলগুলি[৩] ও ট্রট্স্কির চিঠির আবির্ভাব

ঘটল যার ওপর প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি এখানে এত দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। সেই একই ট্রট্‌স্কি, যিনি সেপ্টেম্বরে, তাঁর উপদলীয় ঘোষণার কয়েকদিন আগে প্লেনামে নীরব ছিলেন, অন্ততঃ কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি কোনও আপত্তি জানাননি, দু'সপ্তাহ পরে তিনিই হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে দেশ ও পার্টি জাহান্নামে যেতে বসেছে এবং তিনি—ট্রট্‌স্কি, আমলাদের এই সর্দারটি, গণতন্ত্র ছাড়া বাঁচতেই পারেন না।

এটা আমাদের কাছে বরং শুনতে মজাদারই লাগে যে ট্রট্‌স্কি গণতন্ত্রের বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা করছেন—সেই একই ট্রট্‌স্কি যিনি দশম পার্টি কংগ্রেসে দাবি করেছিলেন যে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে ওপরতলা থেকে নাড়াচাড়া দেওয়া হোক। কিন্তু আমরা তো জানি যে দশম পার্টি কংগ্রেসের সময়ের ট্রট্‌স্কির সঙ্গে আজকের ট্রট্‌স্কির বিশেষ কোন বড় তফাৎ নেই, কারণ সেদিনকার মতো আজও তিনি লেনিনবাদী কর্মীদের নাড়াচাড়া দেওয়া সমর্থন করছেন। একমাত্র তফাৎ এই যে দশম পার্টি কংগ্রেসে তিনি চেয়েছিলেন যে ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে লেনিনবাদী কর্মীদের ওপরতলা থেকে নাড়াচাড়া দিতে আর এখন তিনি চাইছেন সেই একই লেনিনবাদী কর্মীদেরকে পার্টির ক্ষেত্রে নীচের তলা থেকে নাড়াচাড়া দিতে। তাঁর গণতন্ত্রের প্রয়োজন খেলনা ঘোড়া হিসেবে, কৌশলে কাজ চালানোর মাধ্যম হিসেবে। এইজন্যই এতসব হৈ-চৈ।

কারণ, বিরোধীরা যদি সত্যই ঘটনাগুলিকে সাহায্য করতে চাইতেন, সুশৃংখল দ্রুতভাবে ও কমরেডসুলভ পথে বিষয়টির আলোচনা চাইতেন, তাহলে তাঁদের উচিত ছিল সেপ্টেম্বর প্লেনামে গঠিত কমিশনের কাছে সর্বপ্রথম তাঁদের বক্তব্য পেশ করা এবং উচিত ছিল এই ধরনের কিছু বলা যে 'আমরা আপনাদের কাজ অসন্তোষজনক মনে করি, আমরা পলিটব্যুরোর কাছে এর ফলাফলের ওপর রিপোর্ট দাবি করছি। আমরা দাবি করছি কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্লেনাম যেখানে আমাদের নতুন প্রস্তাবসমূহ দাখিল করার রয়েছে, ইত্যাদি।' এবং যদি কমিশনগুলি তাঁদের কথা শুনতে অস্বীকার করত, অর্থাৎ যদি পলিটব্যুরো তাঁদের বক্তব্য না শুনতে চাইত, যদি তা বিরোধীদের অভিমত অমান্য করত, বা ট্রট্‌স্কির প্রস্তাবসমূহ এবং সাধারণভাবে বিরোধীদের প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনার জন্য প্লেনাম আহ্বান করতে অস্বীকার করত, তখনই—এবং একমাত্র তখনই—কেন্দ্রীয় কমিটির

মাথা ডিঙিয়ে পার্টি-সদস্যদের প্রতি একটি আবেদন নিয়ে বিরোধীদের খোলাখুলি বেরিয়ে আসা এবং পার্টিকে এইরকম বলা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত হতে পারত যে: 'দেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন; অর্থনৈতিক সংকট বাড়ছে; পার্টি ধ্বংসের পথে। আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির কমিশনগুলিকে এইসব প্রশ্ন মোকাবিলা করতে বলেছিলাম, কিন্তু তাঁরা আমাদের কথা শুনতে অস্বীকার করেছেন, আমরা পলিটব্যুরোর সামনেও বিষয়টি রাখতে চেষ্টা করেছি কিন্তু তাতেও কিছু ফল হয়নি। আমরা এখন পার্টির কাছে আবেদন রাখতে বাধ্য হচ্ছি, যাতে পার্টি নিজেই বিষয়গুলি হাতে নিতে পারে।' আমি সন্দেহ করি না যে পার্টি সেক্ষেত্রে সাড়া দিত এইভাবে যে: 'হাঁ, এঁরাই বাস্তবিক বিপ্লবী, কারণ এঁরা বিষয়টির মূল বস্তুকে নিয়ম-রীতির ঊর্ধ্বে রেখেছেন।'

কিন্তু বিরোধীরা কি এইরকম কাজ করেছিলেন? এঁরা কি তাঁদের প্রস্তাবসমূহ নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির কমিশনগুলির কাছে একবারও যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন? কেন্দ্রীয় কমিটির ভেতরে বা কেন্দ্রীয় কমিটির সংস্থাগুলির ভেতরে বিষয়টি তোলার এবং মীমাংসা করার জন্য এঁরা কি কখনো চিন্তা করেছিলেন, এঁরা কি কোন প্রচেষ্টা করেছিলেন? না, বিরোধীরা এরকম কোন প্রচেষ্টাই করেননি। বস্তুতঃ আন্তঃপার্টির পরিস্থিতির উন্নতি করা, বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতিসাধনে পার্টিকে সাহায্য করা এঁদের উদ্দেশ্য ছিল না, এঁদের উদ্দেশ্য ছিল কমিশনগুলির এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কাজকে আগে থেকে অনুমান করে নেওয়া, কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে উদ্যোগ ছিনিয়ে নেওয়া, গণতন্ত্রের খেলনা ঘোড়ায় দুই পা ফাঁক করে ওঠা এবং সময় থাকতে থাকতে কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর আস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টায় হৈ-চৈ তোলা। স্পষ্টতঃই বিরোধীদের তাড়া ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে ট্রট্স্কির চিঠি এবং ৪৬-এর বক্তব্যের আকারে 'দলিলগুলি' উদ্ভাবন করা যাতে স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে এবং জেলাগুলিতে তাঁরা এগুলো প্রচার করতে পারেন এবং জোরালোভাবে বলতে পারেন যে, তাঁরা অর্থাৎ বিরোধীরা গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নত করার পক্ষে, কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি সেখানে বাধা দিচ্ছে, কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রয়োজন, ইত্যাদি।

এই হল ঘটনা।

আমি দাবি করছি যে প্রিয়োব্রাঝেনস্কি আমার বক্তব্যগুলি খণ্ডন করুন।

আমি দাবি করছি যে নিদেনপক্ষে সংবাদপত্রে তিনি সেগুলি খণ্ডন করুন। প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি এই তথ্যকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করুন যে বিরোধীদের ছাড়াই এবং বিরোধীরা বিষয়টি তোলার আগেই, সেপ্টেম্বরের কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম দ্বারা কমিশনগুলি গঠিত হয়েছিল। প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি এই তথ্যও খণ্ডন করতে চেষ্টা করুন যে কি ট্রট্‌স্কি কি অন্যান্য বিরোধীদের কেউই কমিশনগুলির কাছে তাঁদের প্রস্তাবসমূহ পেশ করেননি। প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি এই ঘটনাটি খণ্ডন করতে চেষ্টা করুন যে, বিরোধীরা এই কমিশনগুলির অস্তিত্বের কথা জানতেন, সেগুলির কাজকে উপেক্ষা করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অভ্যন্তরেই বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্টা করেননি।

এই কারণেই, যখন প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি এবং ট্রট্‌স্কি অক্টোবর প্লেনামে ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে পার্টিকে বাঁচাতে চান, কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি অন্ধ এবং সে কিছুই দেখছে না তখন কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের প্রতি বিদ্রূপ করে উত্তর দেয় যে: না, কমরেডস্‌, আমরা কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বান্তঃকরণেই গণতন্ত্রের পক্ষে, কিন্তু আমরা আপনাদের গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি না, কারণ আমবা মনে করি যে আপনাদের 'গণতন্ত্র' হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে কেবল একটি কৌশলগত অপচেষ্টা যা আপনাদের উপদলীয় মনোভাব দ্বারা প্রণোদিত।

সে সময় আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনামগুলি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা হল এই:

'প্লেনাম পলিটব্যুরোর আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র উন্নত করার, সময়োচিত কর্মপন্থা এবং পার্টিতে কিছু ব্যক্তির অসংযম ও তাদের ওপর নয়া অর্থনৈতিক নীতির দুর্নীতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করার জন্য তার প্রস্তাবটিকেও সম্পূর্ণ অনুমোদন করছে।

'প্লেনাম (১) "কাঁচি" প্রসঙ্গে (২) বেতন প্রসঙ্গে এবং (৩) আন্তঃপার্টি পরিস্থিতি প্রসঙ্গে পলিটব্যুরো ও সেপ্টেম্বর প্লেনাম কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনগুলির কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য পলিটব্যুরোকে প্রয়োজনীয় সব কিছু করতে নির্দেশ দিচ্ছে।

'যখন এই সকল প্রশ্ন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপায়সমূহ নির্ধারিত হয়ে যাবে তখন পলিটব্যুরো অবশ্যই তৎক্ষণাৎ সেগুলি কার্যকরী করতে শুরু করবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পরবর্তী প্লেনামে রিপোর্ট করবে।'

ট্রট্স্কি কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখা তাঁর চিঠিগুলির একটিতে লিখেছিলেন যে অক্টোবর প্লেনাম হল 'যান্ত্রিক-আমলাতন্ত্রী কর্মনীতির চরম অভিব্যক্তি।' এটা কি স্পষ্ট নয় যে ট্রট্স্কির এই বক্তব্য কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে একটি কুৎসা ? আমি অক্টোবর দলিল যেটা এইমাত্র পড়লাম তা গ্রহণের পরেও একমাত্র এমন একটি লোক, যে তার বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে এবং উপদলীয় মনোভাব দ্বারা অন্ধ হয়েছে, সে-ই এমন ধারণা করতে পারে যে অক্টোবর প্লেনাম ছিল আমলাতন্ত্রের চরম অভিব্যক্তি।

এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনামগুলি ট্রট্স্কির 'গণতান্ত্রিক' কৌশলী অভিযান ও ৪৬-এর প্রসঙ্গে সেই সময় কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ? তারা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা হল এই :

'দশটি পার্টি সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনামগুলি, দুনিয়াব্যাপী বিপ্লব ও পার্টির ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান মুহূর্তে ট্রট্স্কির ঘোষণাকে একটি মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল বলে মনে করে, বিশেষ করে এই কারণে যে পলিটব্যুরোর ওপর তাঁর আক্রমণ, বাস্তবক্ষেত্রে এমন উপদলীয় পদক্ষেপের চরিত্র গ্রহণ করেছে যা পার্টির ঐক্যের প্রতি আঘাত হানার বিপজ্জনক লক্ষণ দেখাচ্ছে এবং পার্টিতে সংকটের সৃষ্টি করছে। প্লেনাম ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছে যে একমাত্র অনুমোদনযোগ্য পদ্ধতি, যেটি হল এই যে তিনি যে সংস্থার সদস্য সর্বপ্রথম সেখানেই প্রশ্নগুলিকে আলোচনার জন্য পেশ করা, এটির পরিবর্তে ট্রট্স্কি তাঁর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি তোলার জন্য পার্টি-সদস্যদের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন করার পদ্ধতিই বেছে নিয়েছেন।

'ট্রট্স্কির মনোনীত এই পদ্ধতি এক উপদলীয় গোষ্ঠীর আবির্ভাবের আভাস দিচ্ছে (৪৬-এর বক্তব্য)।

'কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনামগুলি, এবং দশটি পার্টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা ৪৬-এর বক্তব্যকে উপদলীয় এবং বিচ্ছিন্নতা-কামী পদক্ষেপ মনে করে দৃঢ়ভাবে তার নিন্দা করছে, কারণ যাঁরা এতে সই করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন এটাই হচ্ছে তার চরিত্র। আগামী মাসগুলিতে ঐ বক্তব্য সমগ্র পার্টিকে একটি আন্তঃপার্টি সংঘাতে জড়িয়ে ফেলার হুমকি দিচ্ছে এবং এর দ্বারা দুনিয়াব্যাপী বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি চরম মুহূর্তে পার্টিকে দুর্বল করছে।'

আপনারা দেখলেন, কমরেডস্, যে এইসব ঘটনা সম্পূর্ণভাবেই প্রিয়োব্রাঝেন্স্কির এখানে পেশ করা পরিস্থিতির চিত্রটিকে খণ্ডন করছে।

অক্টোবর প্লেনামের পরবর্তী সময়টি হল বিষয়টির ইতিহাসের তৃতীয় অঙ্ক বা তৃতীয় পর্ব। অক্টোবর প্লেনাম পলিটব্যুরোকে এই নির্দেশ দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সে তার কাজের মধ্যে সমন্বয় সুনিশ্চিত করার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আমি এখানে অবশ্যই বলব, কমরেডস্, যে, অক্টোবর প্লেনামের পরবর্তী সময়ে আমরা ট্রট্স্কির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম যদিও আমি নিশ্চিতই বলব যে এটা একটা সহজ কাজ নয় বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। ট্রট্স্কির সঙ্গে আমাদের দুটি একান্ত সভা হয়, অর্থনৈতিক ও পার্টি সংক্রান্ত বিষয়গুলির সকল প্রশ্ন আলোচিত হয় এবং আমরা কিছু অভিমতে উপনীত হই যেগুলি সম্পর্কে কোন অনৈক্য ছিল না। আমি গতকাল যেমন রিপোর্ট করেছিলাম যে, এই একান্ত সভাগুলির এবং পলিটব্যুরোর কাজের মধ্যে সমন্বয় সুনিশ্চিত করার জন্য এই সকল প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা হিসেবে তিনজনের একটি উপ-কমিশন গঠিত হয়। এই উপ-কমিশন একটি খসড়া প্রস্তাব রচনা করেছিল যা পরবর্তীকালে গণতন্ত্র প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রস্তাবে পরিণত হয়।

ব্যাপারগুলি এইভাবে ঘটেছিল।

আমাদের কাছে এটাই মনে হয়েছিল যে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর বিতর্কের আর কোন অবকাশ রইল না, আন্তঃপার্টি সংগ্রামের কোন ক্ষেত্র রইল না। এবং সত্যই ট্রট্স্কির নতুন ঘোষণা, জেলাগুলির প্রতি তাঁর আবেদনের পূর্ব পর্যন্ত এটি সেইরকমই ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব প্রকাশের একদিন পরই, কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে স্বতন্ত্রভাবে এবং তার মাথা ডিঙিয়ে ট্রট্স্কির ঘোষণাটি সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিল, পরিস্থিতির চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘটাল এবং পার্টিকে এমন এক নতুন বিতর্কে এবং এক নতুন সংঘাতে জড়িয়ে ফেলল যা আগের থেকে আরও তীব্র। বলা হয়ে থাকে যে কেন্দ্রীয় কমিটি ট্রট্স্কির প্রবন্ধের প্রকাশ নিষিদ্ধ করতে পারত। এটা ভুল, কমরেডস্। সেটা কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে এক চরম বিপজ্জনক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো। মস্কোর জেলাগুলিতে আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে ট্রট্স্কির এরকম একটি প্রবন্ধ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করুন! কেন্দ্রীয় কমিটি এত হঠকারী একটি পদক্ষেপ নিতে পারে না।

এই হচ্ছে বিষয়টির ইতিহাস।

যা বলা হল তা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, বিরোধীরা গণতন্ত্রের জন্য ততটা চিন্তিত নয় যতটা চিন্তিত তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে গণতন্ত্রের ধারণাকে ব্যবহার করায়; যে, বিরোধীদের ব্যাপারে আমরা মোকাবিলা করছি এমন লোকদের নয় যারা পার্টিকে সাহায্য করতে চায়, করছি একটি উপদলের সঙ্গে, যা কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর গোপনে লক্ষ্য রাখছে এই আশায় যে 'তা কিছু ভুল করতে পারে বা এড়িয়ে যেতে পারে আর তাহলেই আমরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।' কারণ পার্টি-সদস্যদের একটি গোষ্ঠী যখন শস্যোৎপাদনের কোনও ব্যর্থতাকে চারভোনেতের* অবমূল্যায়নকে বা পার্টির সম্মুখীন অন্য কোনও প্রতিবন্ধককে কাজে লাগানোর জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ফাঁদে ফেলতে এবং পরে আড়াল থেকে অপ্রত্যাশিত-ভাবে পার্টির ওপর আক্রমণ হানতে ও ঠিক তার মাথার ওপর আঘাত হানতে প্রয়াস পায় তখন তা উপদল হয়ে দাঁড়ায়। হাঁ, কেন্দ্রীয় কমিটি সঠিকই ছিল যখন অক্টোবরে তা, বিরোধী কমরেডগণ, আপনাদের বলেছিল যে, গণতন্ত্র হল এক জিনিস আর পার্টির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস; যে গণতন্ত্র এক জিনিস এবং পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র সম্পর্কে বাগাড়ম্বরকে কাজে লাগানো হল সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি, ঐটিই হচ্ছে বিষয়টির ইতিহাস, যার বিষয়ে আমি এখানে বলতে চাইনি, কিন্তু যা, তৎসত্ত্বেও পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করতে বাধ্য হলাম আপনার নাছোড়বান্দা ইচ্ছায় নতি স্বীকার করে।

কমরেড লেনিনকে প্রতিভাধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে উচ্চ প্রশংসা করাকে বিরোধীরা একটি নিয়ম করে ফেলেছেন। আমি শংকিত যে এই প্রশংসা কপট এবং এর পেছনেও একটি চতুর কৌশল রয়েছে: কমরেড লেনিনের প্রতিভা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হওয়ার অর্থ লেনিন থেকে তাদের বিচ্যুতিকে আড়াল করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের দুর্বলতার উপর জোর দেওয়া। নিশ্চিতভাবে, আমরা যারা কমরেড লেনিনের শিষ্যবৃন্দ তাদের পক্ষে এটা বুঝতে অসুবিধা নেই যে কমরেড লেনিন হচ্ছেন প্রতিভাধরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁর মতো শক্তিধর ব্যক্তি বহু শতাব্দীতে একবারই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু, প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি, আপনাকে কি প্রশ্ন করতে পারি যে আপনি কেন

*চারভোনেৎ হল পুরানো আমলের রুশ স্বর্ণমুদ্রা। ১চা. = ১০ রুবল।—অনুবাদক বাং সং।

প্রতিভাধরদের এই সর্বশ্রেষ্ঠের সঙ্গে ব্রেস্ট শান্তি প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন, এক দুরূহ মুহূর্তে আপনি কেন প্রতিভাধরদের এই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁর কথায় কর্ণপাত করতে অস্বীকার করেছিলেন? কোথায়, কোন্ শিবিরে, আপনি তখন ছিলেন?

আর স্যাপ্রোনভ, যিনি এখন কপটভাবে ও ভণ্ডামি করে কমরেড লেনিনের প্রশংসা করছেন, সেই একই স্যাপ্রোনভ একটি কংগ্রেসে উদ্ধতভাবে কমরেড লেনিনকে 'নির্বোধ ব্যক্তি' এবং 'স্বৈর শাসক' বলে অভিহিত করেছিলেন! কেন তিনি, ধরা যাক সেই দশম কংগ্রেসে, প্রতিভাধর লেনিনকে সমর্থন করেননি, এবং কেন, তিনি যদি সত্যিই মনে করেন যে কমরেড লেনিন হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর তাহলে সব দুরূহ মুহূর্তেই অবধারিতভাবে তিনি বিরোধী পক্ষে উদিত হলেন? স্যাপ্রোনভ জানেন কি যে দশম পার্টি কংগ্রেসে সেই ঐক্যপ্রস্তাবটি যাতে উপদলীয় মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করার জন্য আহ্বান দেওয়া হয়েছিল সেটি প্রস্তাবের সময় কমরেড লেনিন অন্যান্যদের সঙ্গে স্যাপ্রোনভের কথাও মনে করেছিলেন?

অথবা আবার: প্রিয়োব্রাঝেন্স্কিকে কেন কেবল ব্রেস্ট শান্তির সময়েই নয়, পরবর্তী সময়েও, ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে আলোচনার সময়কালেও শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর লেনিনের বিরোধীদের শিবিরে দেখা গেল? এই সবই কি আকস্মিক? এর ভেতরে কি নির্দিষ্ট কোনও যুক্তি নেই? (**প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি:** 'আমি আমার নিজের বুদ্ধি খাটাতে চেষ্টা করেছিলাম।')

এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়, প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি, যে আপনি আপনার নিজের বুদ্ধি খাটাতে চাইবেন। কিন্তু তার ফলাফলের উপর কেবল নজর দিন: ব্রেস্ট প্রসঙ্গে আপনি নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করেছিলেন, আপনি অসফল হলেন; তারপর ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে আলোচনায় আপনি আবার নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করতে চেষ্টা করলেন এবং আবার আপনি অসফল হলেন; আর এখন আমি জানি না আপনি আপনার নিজের বুদ্ধিই খাটাচ্ছেন, না অন্য একজনের বুদ্ধি ধার করেছেন, কিন্তু এটা মনে হচ্ছে যে এবারেও আপনি অকৃতকার্য হয়েছেন। (**হাস্যধ্বনি।**) তা সত্ত্বেও, আমি মনে করি যে এখন যদি ট্রট্স্কির বুদ্ধি যার ফল হয়েছিল ৮ই অক্টোবরের চিঠি—তার চেয়ে বরং প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি নিজের বুদ্ধিই বেশি খাটাতে পারেন, তাহলে আমাদের কাছে তিনি ট্রট্স্কির চেয়ে নিকটতর হতে পারবেন।

প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি কেন্দ্রীয় কমিটির নিন্দা করছেন জোর গলায় জাহির করে যে, যতদিন ইলিচ আমাদের নেতা ছিলেন প্রশ্নগুলির সমাধান ঠিক সময় মতো হতো, দেরীতে নয়, কারণ নতুন ঘটনাকে ইলিচ ভ্রূণাবস্থায় উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিলেন এবং ঘটনাসমূহকে আগে থেকেই উপলব্ধি করে শ্লোগান দিতেন; আর এখন, ইলিচের অবর্তমানে কেন্দ্রীয় কমিটি ঘটনার পেছনে পড়ে থাকতে শুরু করেছে বলে তিনি দাবি করেন। প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি কি বোঝাতে চান? বোঝাতে চান কি যে ইলিচ তাঁর শিষ্যদের থেকে উচ্চতর? কেউ কি তাতে সন্দেহ করেন? কেউ কি সন্দেহ করেন যে, তাঁর শিষ্যদের তুলনায়, ইলিচ দাঁড়িয়ে আছেন যথার্থই গোলিয়াথের মতো? আমাদের যদি পার্টির নেতার কথা বলতে হয়, সংবাদপত্রে প্রচারিত গাদা-গাদা অভিনন্দন-পত্র পাওয়া নেতা নয়, তার যথার্থ নেতাই—তাহলে সেরকম নেতা কেবল এক-জনই আছেন—তিনি কমরেড লেনিন। ঠিক ঠিক এই জন্যই বারবার এটার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে, কমরেড লেনিনের সাময়িক অনুপস্থিতিতে আমরা যৌথ নেতৃত্বের লাইন ধরে অবশ্যই চলব। কমরেড লেনিনের শিষ্যদের সম্পর্কে, উদাহরণস্বরূপ, আমরা উল্লেখ করতে পারি কার্জনের চরমপত্র[৪] সংক্রান্ত ঘটনাবলীকে, যা ছিল তাদের পক্ষে রীতিমত একটি পরীক্ষা, তাদের সম্পর্কে একটি তদন্ত। আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করে তখন আমরা যে আমাদের অসুবিধাগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, এ ঘটনাটি নিঃসন্দেহে দেখায় যে কমরেড লেনিনের শিষ্যরা তাঁদের শিক্ষকের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই দুয়েকটি জিনিস শিখে ফেলেছেন।

প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি যখন দাবি করছেন যে পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে আমাদের পার্টি ঘটনার পেছনে পড়ে থাকেনি তখন তিনি সঠিক নন। তিনি ভ্রান্ত, কারণ এই দাবি তথ্যগতভাবে অসত্য এবং তত্ত্বগতভাবে ভুল। কয়েকটি উদাহরণেরই উল্লেখ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ব্রেস্ট শান্তিচুক্তির কথা ধরা যাক। আমরা কি সেটা সম্পাদন করতে দেরী করে ফেলিনি? এটার জন্য সেই জার্মান আক্রমণ এবং আমাদের সৈন্যদের সর্বাত্মক পলায়নের মতো ঘটনাবলীর কি প্রয়োজন হয়নি, যা আমাদের শেষপর্যন্ত উপলব্ধি করাল যে, আমাদের শান্তিচুক্তি করতেই হবে? রণাঙ্গনে ছত্রভঙ্গ অবস্থা, হফ্‌ম্যানের আক্রমণ[৫], পেত্রোগ্রাদের দিকে তার অভিযান, কৃষকসমাজ কর্তৃক আমাদের ওপর সৃষ্ট চাপ—এই ঘটনাবলী ছাড়া কি আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম যে,

বিশ্ব-বিপ্লবের ঢেউ অতটা দ্রুত নয় যতটা আমরা চাইতাম, যে আমাদের সেনাবাহিনী অতটা শক্তিশালী নয় যতটা আমরা মনে করেছিলাম এবং আমাদের কেউ কেউ যেমন ভেবেছিলেন কৃষকসমাজ সেরকম ধৈর্যশীল নয়, তারা শান্তি চায় এবং বলপ্রয়োগ দ্বারাই সেটা লাভ করবে?

অথবা উদ্বৃত্ত উৎপাদন বাজেয়াপ্তি ব্যবস্থা নাকচ করার বিষয়টি ধরা যাক। উদ্বৃত্ত উৎপাদন বাজেয়াপ্তি ব্যবস্থা বাতিল করতে গিয়ে আমরা কি দেরী করে ফেলিনি? যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের পরিবেশকে আর বজায় রাখা সম্ভব নয় এটা আমরা যাতে বুঝতে পারি তার জন্য কি ক্রোনস্তাদ ও তাম্বভের মতো ঘটনাবলীর প্রয়োজন হয়নি? ইলিচ নিজেই কি স্বীকার করেননি যে ডেনিকিন বা কলচাক ফ্রন্টে যে পরাজয় আমাদের বরণ করতে হয়েছে তার যে-কোনটির চেয়ে আরও গুরুতর পরাজয় আমাদের বরণ করতে হয়েছে এই ফ্রন্টে?

এটা কি আকস্মিক ছিল যে এইসব উদাহরণের ক্ষেত্রেই পার্টি ঘটনাবলীর পেছনে পড়ে গিয়েছিল এবং কিছুটা বিলম্বেই সক্রিয় হয়েছিল? না, এটা আকস্মিক ছিল না। এখানে একটা স্বাভাবিক নিয়ম সক্রিয় ছিল। স্পষ্টতঃই, যতদূর পর্যন্ত এটা নিছক সাধারণ তত্ত্বগত ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং এক প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক নেতৃত্বের বিষয়, শাসক পার্টি ততদূর পর্যন্ত ক্ষমতাশীর্ষে দাঁড়িয়ে এবং প্রাত্যহিক ঘটনাপ্রবাহে সম্পৃক্ত থেকে জীবনের উপরিতলের নীচে সংঘটিত প্রক্রিয়াগুলি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারে না। পার্টি যাতে সেগুলি অনুধাবন করতে ও তদনুসারে তার কাজকে পরিচালিত করতে পারে তার জন্য প্রয়োজন বাইরের থেকে কিছুটা প্রেরণা এবং নতুন প্রক্রিয়াগুলির একটি নির্দিষ্ট মানের বিকাশ। বস্তুতঃ এই কারণের জন্যই অতীতে আমাদের পার্টি ঘটনাবলীর কিছুটা পেছনে পড়ে গিয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও পেছনে পড়ে থাকবে। কিন্তু এখানে বিষয়টি কোনক্রমেই পেছনে পড়ে যাওয়া সংক্রান্ত নয়, পরন্তু তা হল ঘটনাবলীর তাৎপর্য, নতুন প্রক্রিয়াগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করা। এবং তারপর দক্ষতার সাথে সেগুলি সাধারণ বিকাশের ধারার সাথে সংগতি রেখে পরিচালিত করা। ব্যাপারটি দাঁড়ায় এইরকমই যদি আমরা সব কিছুকে মার্কসবাদী হিসেবেই মোকাবিলা করি, সেই উপদলীয় মনোভাবাপন্নদের মতো নয় যারা দোষীদের খুঁজে বেড়ায়।

প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি ক্রুদ্ধ, কারণ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিরা ট্রট্স্কির

লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতির কথা বলছেন। তিনি ক্রুদ্ধ, কিন্তু ভিন্ন কোন যুক্তি পেশ করেননি এবং তাঁর ক্রোধকে তথ্যভিত্তিক করার কোন প্রচেষ্টাও করেননি, ভুলে গেছেন যে ক্রোধ কোন যুক্তি নয়। হাঁ, এটা সত্য যে সংগঠনের প্রশ্নসমূহে ট্রট্স্কি লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এটা হচ্ছে আমাদের যুক্তি এবং এখনো তাই আছে। প্রাভদায় লিখিত বুখারিনের 'উপদলীয় মনোভাব নিপাত যাক' নামে প্রবন্ধগুলি লেনিনবাদ থেকে ট্রট্স্কির বিচ্যুতির প্রসঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত। প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি কেন এই প্রবন্ধগুলির মৌল ধারণাগুলি চ্যালেঞ্জ করেননি? কেন তিনি যুক্তি বা যুক্তির অনুরূপ কিছু দিয়ে তাঁর ক্রোধকে সমর্থন করতে চেষ্টা করেননি? আমি গতকাল বলেছি এবং আজ আবার নিশ্চয় করে বলব যে, ট্রট্স্কির এই ধরনের কাজগুলি—যেমন নিজেকে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে খাড়া করা; বহু সংগঠনের ইচ্ছাকে অবজ্ঞা করা যারা তাঁর কাছ থেকে স্পষ্ট উত্তর দাবি করছে, পার্টিকে পার্টিযন্ত্রের এবং তরুণ পার্টি-সদস্যদেরকে পার্টির ক্যাডারদের বিপরীতে স্থাপন করা, পার্টিকে ছাত্র-যুব অভিমুখী করার তাঁর প্রচেষ্টা এবং গোষ্ঠীগুলির স্বাধীনতার জন্য তাঁর ঘোষণা—আমি বলছি যে এই কাজগুলি লেনিনবাদের সাংগঠনিক নীতিগুলির সাথে বেমানান। তাহলে কেন, প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি, আমার এই বক্তব্য খণ্ডন করার চেষ্টা করছেন না?

বলা হয়ে থাকে যে, ট্রট্স্কিকে নির্যাতন করা হচ্ছে। প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি এবং রাদেক এ বিষয়ে বলেছেন। কমরেডস্, আমি অবশ্যই বলব যে নির্যাতন করা সম্বন্ধে এইসব কমরেডদের বক্তব্যগুলি ঘটনাবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক যাতে আপনারা নিজেরাই বিচার করতে সক্ষম হতে পারেন। প্রথম ঘটনা ঘটেছিল কেন্দ্রীয় কমিটির সেপ্টেম্বর প্লেনামে, যখন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কোমারভ মন্তব্য করেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত পালনে অস্বীকার করতে পারেন না, এর জবাবে ট্রট্স্কি লাফ দিয়ে ওঠেন এবং সভা ত্যাগ করেন। আপনাদের মনে পড়তে পারে যে, কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম ট্রট্স্কির কাছে একটি 'প্রতিনিধি দল' পাঠিয়েছিল এই অনুরোধ জানিয়ে যে তিনি সভায় ফিরে আসুন। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে যে ট্রট্স্কি প্লেনামের অনুরোধ রাখতে অস্বীকার করেন। এর দ্বারা তিনি দেখিয়ে দেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাও তাঁর নেই।

অন্য ঘটনাও আছে ; কেন্দ্রীয় সোভিয়েত সংস্থাগুলিতে, শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদে এবং গণ-কমিশার পরিষদে কাজ করতে ট্রট্স্কি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন, যদিও কেন্দ্রীয় কমিটি দুবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে ট্রট্স্কি অবশেষে সোভিয়েত সংস্থাগুলিতে তাঁর কর্তব্যকাজ হাতে নিন। আপনারা জানেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত পালন করার জন্য ট্রট্স্কি আঙুল নাড়ার মতো কাজটুকুও করেননি। কিন্তু, বস্তুতঃ ট্রট্স্কি শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদে বা গণ-কমিশার পরিষদে কেন কাজ করবেন না? ট্রট্স্কি —যিনি পরিকল্পনার বিষয়ে কথা বলতে এত ভালবাসেন—তিনি আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনে কেন একবারও নজর দেবেন না? কেন্দ্রীয় কমিটির কোনও একটি সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করা কি একজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যের পক্ষে সঠিক ও শোভন? এসব ঘটনা কি এইটাই দেখাচ্ছে না যে নির্যাতন করার কথাবার্তা অলস খোসগল্পের চেয়ে বেশি কিছু নয়? এবং যদি কাউকেই দোষীই করতে হয়, তা হল ট্রট্স্কির নিজেকেই, কারণ তাঁর আচরণকে কেবল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি উপহাস করা বলেই গণ্য করা যেতে পারে?

গণতন্ত্রের বিষয়ে প্রিয়োব্রাঝেন্স্কির যুক্তিগুলি সম্পূর্ণ ভুল। তিনি এইভাবে প্রশ্নটি রাখেন: হয় আমাদের গোষ্ঠীগুলি থাকছে এবং সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র রয়েছে, বা আপনারা গোষ্ঠীগুলি নিষিদ্ধ করুন এবং সেক্ষেত্রে কোন গণতন্ত্রই নেই। তাঁর ধারণায় গোষ্ঠীগুলির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা। ঐভাবে আমরা গণতন্ত্র বুঝি না। আমরা গণতন্ত্র অর্থে বুঝি ব্যাপক পার্টি-সদস্যসাধারণের কর্মতৎপরতা ও রাজনৈতিক উপলব্ধির উন্নতিসাধন করা; আমরা এর অর্থ বুঝি পার্টি-সদস্যদের, কেবল প্রশ্নগুলির আলোচনাতেই নয়, কাজকর্মের নেতৃত্বেও, ধারাবাহিক তালিকাভুক্ত করা। গোষ্ঠীগুলির স্বাধীনতা, অর্থাৎ উপদলগুলির স্বাধীনতা—এগুলি একটাই এবং একই জিনিস—এমনই একটি অশুভের প্রতিনিধিত্ব করে যা পার্টিকে টুক্‌রো টুক্‌রো করার ভয় দেখাচ্ছে এবং তাকে একটি আলোচনা মজলিশে পরিণত করবে। প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি, উপদলগুলির স্বাধীনতাকে সমর্থন করে আপনি নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করে ফেলেছেন। পার্টির ব্যাপক সদস্যসাধারণ গণতন্ত্র অর্থে বোঝেন এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যা আমাদের দেশের নেতৃত্বে পার্টি-সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করবে, আর সেখানে এক জোড়া

বিরোধী বুদ্ধিজীবী এর অর্থ বোঝেন এইভাবে যে বিরোধীদের অবশ্যই গোষ্ঠী গঠন করার স্বাধীনতা দিতে হবে। আপনার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে, প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি।

পার্টি ঐক্য প্রসঙ্গে সাত নম্বর ধারার জন্য আপনি এত ভীত কেন? এতে ভয় পাওয়ার মতো আছেটা কি? সাত নম্বর ধারা বলছে: 'পার্টির অভ্যন্তরে ও সকল সোভিয়েত কাজে দৃঢ় শৃংখলা সুনিশ্চিত করা ও সর্বোচ্চ মতৈক্য অর্জন করার জন্য, সকল উপদলীয় মনোভাব ধ্বংস করার জন্য...।' কিন্তু আপনি কি 'পার্টির অভ্যন্তরে ও সকল সোভিয়েত কাজে দৃঢ় শৃংখলার' বিরুদ্ধে? বিরোধীপক্ষের কমরেডস্‌, আপনারা কি এসবের বিরুদ্ধে? বেশ, আমি জানতাম না কমরেডস্‌, যে আপনারা এর বিরুদ্ধে। স্যাপ্রোনভ ও প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি, আপনারা কি সর্বোচ্চ মতৈক্য অর্জন করার বিরোধী এবং 'উপদলীয় মনোভাব ধ্বংস করার বিরোধী'? আমাদের খোলাখুলি বলুন, এবং হয়তো আমরা একটি বা দুটি সংশোধনী আনব। (**হাস্যধ্বনি।**)

পুনশ্চ:, 'কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটিকে অধিকার দিচ্ছে, পার্টি-শৃংখলা ভঙ্গের বা উপদলীয় মনোভাব পুনঃ বর্তনের ক্ষেত্রে পার্টি শাস্তিগুলি প্রয়োগ করার...' আপনারা কি এটার জন্যও ভীত? এটা কি হতে পারে যে প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি, রাদেক, স্যাপ্রোনভ, আপনারা পার্টি-শৃংখলা ভাঙার উপদলীয় মনোভাব পুনঃপ্রবর্তনের চিন্তা করছেন? বেশ, তা যদি আপনাদের উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে কিসের জন্য আপনারা ভয় পাচ্ছেন? আপনাদের আতংকই আপনাদের উলঙ্গ করেছে, কমরেডস্‌। স্পষ্টতঃ, আপনারা যদি ঐক্য প্রস্তাবের সাত নম্বর ধারার জন্য ভীত হন, তাহলে আপনারা নিশ্চিতরূপে উপদলীয় মনোভাবের পক্ষে শৃংখলা ভাঙার পক্ষে এবং ঐক্যের বিরুদ্ধে। তা না হলে কেন এত আতংক? আপনাদের যদি বিবেক পরিষ্কার থাকে, আপনারা যদি ঐক্যের পক্ষে হন এবং উপদলীয় মনোভাব ও পার্টি-শৃংখলা ভাঙার বিপক্ষে হন, তাহলে এটা কি পরিষ্কার নয় যে পার্টির শাস্তি দানকারী হাত আপনাদের স্পর্শও করবে না? তাহলে ভয়টা কিসের জন্যে? (**কণ্ঠস্বর:** যদি ভয়ের কিছু না থাকে, তবে কেন আপনারা ধারাটি যোগ করছেন?)

আপনাদের স্মরণ করাতে। (**হাস্যরোল, করতালি। প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি:** 'আপনি পার্টিকে ভয় দেখাচ্ছেন।')

আমরা উপদলীয় মনোভাবাপন্নদের ভয় দেখাচ্ছি, পার্টিকে নয়। আপনি

কি সত্যই মনে করেন, প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্কি, যে পার্টি ও উপদলীয় মনোভাবাপন্নরা অভিন্ন? আপাতঃদৃষ্টিতে এটি একটি টুপি খাপ খাওয়ানোর ঘটনা। (হাস্যরোল।)

পুনশ্চঃ, 'এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে প্রার্থী-সদস্যের স্তরে নামানো এবং এমনকি চরম ব্যবস্থা হিসেবে, তাঁদেরকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও প্রার্থী-সদস্যদের এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্যদের ক্ষেত্রে এরকম চরম ব্যবস্থা প্রয়োগ করার একটি শর্ত হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্লেনাম নিশ্চিতরূপে আহ্বান করা।'

এতে ভয়ংকর কি আছে? আপনারা যদি উপদলীয় মনোবৃত্তিসম্পন্ন না হন, আপনারা যদি গোষ্ঠী স্বাধীনতার বিরোধী হন এবং আপনারা যদি ঐক্যের পক্ষে হন, তাহলে আপনারা, বিরোধীপক্ষের কমরেডগণ, দশম কংগ্রেসের প্রস্তাবের সাত নম্বর ধারার পক্ষে রায় দেবেন, কারণ এটি কেবলমাত্র উপদল মনোবৃত্তিসম্পন্নদের বিরুদ্ধে পরিচালিত, কেবলমাত্র তাদেরই বিরুদ্ধে যারা পার্টির ঐক্য, তার শক্তি এবং শৃংখলা ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত। এটা কি পরিষ্কার নয়?

আমি এখন রাদেকের প্রসঙ্গে আসছি। এমন মানুষ আছেন যাঁরা তাঁদের নিজের জিভকে বশে রাখতে এবং কৌশলে ব্যবহার করতে পারেন; এঁরা সাধারণ মানুষ। আবার এমন মানুষও আছেন যাঁরা তাঁদের জিভের ক্রীতদাস; তাঁদের জিভই তাঁদের পরিচালনা করে। তাঁরা অদ্ভুত মানুষ। এবং রাদেক এই অদ্ভুত মানুষদের শ্রেণীতে পড়েন। একজন মানুষ, যে তার জিভকে পরিচালিত করতে পারে না এবং তার নিজের জিভের ক্রীতদাস, সে তার জিভ হঠাৎ কখন এবং কি বলে ফেলতে পারে কখনো তা জানতেও পারে না। বিভিন্ন সভায় রাদেকের বক্তৃতাবলী যদি আপনারা শুনতে পারতেন, তাহলে আজকে যা বললেন তাতে আপনারা আশ্চর্য হতেন। একটি আলোচনা সভায় রাদেক জোর দিয়ে বলেছিলেন যে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রশ্নটি একটি তুচ্ছ ব্যাপার, আসলে তিনি, রাদেক, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং মূলতঃ প্রশ্নটা এখন গণতন্ত্রের নয়, তা হল ট্রট্‌স্কি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির অভিপ্রায় কি। আরেকটি আলোচনা সভায় এই একই রাদেক ঘোষণা করেছিলেন যে পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্র একটি গুরুতর বিষয় নয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির অভ্যন্তরে গণ-তন্ত্র হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ তাঁর মতে কেন্দ্রীয় কমিটির অভ্যন্তরে

একটি পরিচালকবর্গ গঠিত হয়ে গেছে। এবং আজ এই একই রাদেক সকল নির্দোষিতা নিয়ে আমাদের বলছেন যে বাতাস ও জলের মতো আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র অপরিহার্য; কারণ এটা প্রতীয়মান যে, গণতন্ত্র ছাড়া পার্টির নেতৃত্ব অসম্ভব। এই তিনটি রাদেকের কোন্‌টিকে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে—প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়টিকে? এবং কি নিশ্চয়তা আছে যে অদূর ভবিষ্যতে রাদেক অথবা তাঁর জিভটি এমন কোনও নতুন অপ্রত্যাশিত বক্তব্য হাজির করবে না যা আশু ভবিষ্যতে তাঁর পূর্ববর্তী সকল বক্তব্যকে খণ্ডন করবে না? কেউ কি রাদেকের মতো একটি মানুষের ওপর ভরসা করতে পারে? এত সবের পর, কেউ কি রাদেকের এই ধরনের বক্তব্যের কোন মূল্য দেবে, যথা 'উপদলীয় বিবেচনায়' বগুস্লাভ্‌স্কি ও আন্তোনভকে কয়েকটি পদ থেকে অপসারণের ব্যাপারে?

কমরেডস্‌, আমি বগুস্লাভস্কির বিষয়ে আগেই বলেছি।...এখন আন্তোনভ-ওভ্‌সেইয়েঙ্কো সম্বন্ধে নিম্নোক্ত রিপোর্ট করতে আমায় অনুমতি দিন। আন্তোনভ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক ব্যুরোর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লাল সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগ থেকে অপসারিত হন, সিদ্ধান্তটি কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্লেনাম কর্তৃক সমর্থিত ও অনুমোদিত হয়। তিনি অপসারিত হন, প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় কমিটির অবগতি ও সম্মতি ছাড়াই সামরিক কলেজ ও বিমান বাহিনীর পার্টি ইউনিটগুলির সম্মেলন সম্পর্কে এমন একটি সার্কুলার জারী করার জন্য, যার আলোচ্য বিষয়ের দফাগুলি ছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, পার্টি সংক্রান্ত বিষয়গুলি ইত্যাদি, যদিও আন্তোনভ জানতেন যে লাল সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের মর্যাদা কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিভাগের মর্যাদার সমতুল্য। এ ছাড়াও তিনি রাজনৈতিক বিভাগ থেকে অপসারিত হন, সেনাবাহিনীর পার্টি ইউনিটগুলিতে একটি সার্কুলার পাঠানোর জন্য যা ছিল আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র কি পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হবে সেগুলি সংক্রান্ত, এটাও তিনি করেন কেন্দ্রীয় কমিটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাকে হুঁসিয়ারী দেওয়া সত্ত্বেও যে সার্কুলারটি কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনার সাথে সুসমন্বিত হতে হবে। পরিশেষে, তিনি অপসারিত হন কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে একটি চিঠি পাঠানোর জন্য, যার সুর ছিল সম্পূর্ণ অশোভন এবং বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণরূপে মেনে নেবার অযোগ্য। চিঠিটিতে লেখা ছিল 'আত্মম্ভরী নেতাদের' জবাবদিহি করতে হবে।

কমরেডস্, বিরোধীরা নিশ্চয় পদাধিকারী হতে পারেন এবং তাঁদের তা হতে অনুমতি দেওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় কমিটির বিভাগীয় প্রধানেরা কেন্দ্রীয় কমিটির কাজকর্মের সমালোচনা করতে পারেন এবং তা তাঁদের করতে অনুমতি দেওয়া উচিত। কিন্তু লাল সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান, যাঁর মর্যাদা কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিভাগের সমতুল, কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তাঁর কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপন করতে ধারাবাহিকভাবে অস্বীকার করার অনুমতি আমরা তাঁকে দিতে পারি না। আমরা একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে শোভনতার প্রাথমিক নীতিসমূহকে পদদলিত করতে অনুমতি দিতে পারি না। এ ধরনের একজন কমরেডকে বিশ্বাস করে লাল সেনাবাহিনীর শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে না। আন্তোনভের প্রসঙ্গে ব্যাপারটা হল এই।

পরিশেষে, আমি বিষয়টির উপর এই কয়েকটি কথা অবশ্যই বলব যে, বিরোধী কমরেডদের ঘোষণায় কাদের অনুভূতিগুলি ব্যক্ত হয়েছে। আমি নিশ্চিতরূপে কমরেড কাজারিয়ান ও মার্তিনভের 'ঘটনায়' ফিরে যাব, এঁরা গণ-কমিশারমণ্ডলীর পরিবহন কলেজের ছাত্র। এই 'ঘটনাটি' সাক্ষ্য দেয় যে আমাদের ছাত্রদের কোনও একটি অংশের মধ্যে সব কিছু ঠিকমতো চলছে না, তাদের মধ্যে যে পার্টি মনোভাব ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে, এখনই তারা মূলতঃ পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং বিশেষ করে এই কারণেই তারা বিরোধীদের পক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ভোট দেয়। মাপ করবেন কমরেডস্, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের পক্ষে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের লোক যারা পার্টির পরিপ্রেক্ষিতে আত্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে তাদেরকে দেখা যাবে না এবং সম্ভবতঃ দেখতে পাওয়া যায়ও না। কমরেডস্, আমাদের মধ্যে এ ধরনের লোক নেই। আমাদের সাধারণ কর্মীদের স্তরে একজনও নেই যে জিজ্ঞাসা করতে পারে: 'আমরা পেলামটা কি, সর্বহারার একটি একনায়কত্ব, না সর্বহারাদের ওপর কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্ব?' এটি হচ্ছে মার্তভ ও দানের একটি বক্তব্য; এটা হচ্ছে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি দুনি'র[৭] বক্তব্য; এবং বিরোধী কমরেডগণ, আপনাদের মধ্যে, যদি, আপনাদের সাধারণ কর্মীদের স্তরে এমন লোক থাকে যারা এই লাইন গ্রহণ করেছে তাহলে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য কি? অথবা উদাহরণস্বরূপ, রয়েছেন আরেকজন কমরেড, কমরেড মার্তিনভ যিনি মনে করেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটি চুপচাপ থাকবে আর পার্টি ইউনিটগুলি সব কিছু সিদ্ধান্ত নেবে। আসলে

তিনি বলছেন্ন : আমরা, ইউনিটগুলি যে সিদ্ধান্ত নেব, আপনারা কেন্দ্রীয় কমিটি তা কেবল পালনই করতে পারেন। কিন্তু আমাদের ৫০,০০০ পার্টি ইউনিট রয়েছে এবং তারা যদি, ধরা যাক, কার্জনের চরমপত্রের প্রশ্নটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে বসে তাহলে দু'বছরেও আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারব না। এটি বাস্তবিকই প্রথম শ্রেণীর নৈরাজ্যবাদী-মেনশেভিকবাদ। এই লোকগুলির মাথা খারাপ হয়ে গেছে, পার্টির পরিপ্রেক্ষিতে তারা সম্পূর্ণতঃই নষ্ট হয়ে গেছে এবং আপনারা যদি আপনাদের উপদলে এদেরকে রাখেন, তাহলে আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের এ উপদলের মূল্য কি? (কণ্ঠস্বর : 'তারা কি পার্টি-সদস্য?')

হাঁ, দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা পার্টি-সদস্য, কিন্তু এ ধরনের লোক যাতে আমাদের পার্টি-সদস্য না থাকতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত। (হর্ষধ্বনি।) আমি বলেছি যে বিরোধীরা পার্টির ভেতরের এবং তার বাইরের অ-প্রলেতারীয় অংশসমূহের অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি ব্যক্ত করছেন। এ বিষয়ে সচেতন না হয়ে বিরোধীরা পেটি-বুর্জোয়া মৌল শক্তিগুলির রাশ আলগা করছেন। তাঁদের উপদলীয় কার্যকলাপ আমাদের পার্টি শত্রুদের লাভের উৎস হচ্ছে, লাভের উৎস হচ্ছে তাদের যারা সর্বহারার একনায়কত্বকে দুর্বল করতে, উৎখাত করতে চায়। গতকাল আমি এটা বলেছি, আজ আবার তা জোর দিয়ে বলছি।

কিন্তু আপনারা হয়তো অন্য, নতুন সাক্ষ্য শুনতে চান? সে আনন্দ আমি আপনাদের দিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, আমায় উল্লেখ করতে দিন, এস্. আইভানোভিচের সাক্ষ্য; এই নামটি আপনারা সকলেই শুনেছেন। কে এই এস্. আইভানোভিচ? সে একজন মেনশেভিক, সেই আমলের একজন প্রাক্তন পার্টি-সদস্য যখন আমরা এবং মেনশেভিকরা ছিলাম একত্রে এক পার্টিতে। পরে মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তার মত-বিরোধ ঘটে এবং সে দক্ষিণপন্থী মেনশেভিক হয়ে পড়ে। দক্ষিণপন্থী মেনশেভিকরা মেনশেভিক হস্তক্ষেপবাদীদের একটি গোষ্ঠী, এবং তাদের আশু উদ্দেশ্য হল সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতাকে উৎখাত করা, এমনকি বিদেশী অস্ত্রের সাহায্যে হলেও। জরিয়া[৮] হচ্ছে তাদের মুখপত্র। এবং এস্. আইভানোভিচ হচ্ছে তার সম্পাদক। কেমনভাবে সে, এই দক্ষিণপন্থী মেনশেভিকটি,

বিরোধীদের শ্রদ্ধা করে? কি ধরনের সাক্ষ্যপ্রমাণ সে দাখিল করেছে? এটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন:

'আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে বিরোধীদের প্রতি, কারণ রু. ক. পা. (ব)-র নামে যা চলছে সেই বীভৎস এক নৈতিক আবর্জনাগারের এত ভয়ংকর ছবিকে তাঁরা চিত্রিত করেছেন বলে। তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে এইজন্য যে তাঁরা রু. ক. পা-কে নৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে, একটি গুরুতর আঘাত হেনেছেন। তাঁদের কাজ-কর্মের জন্য তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে; কেননা তাঁরা তাদেরকেই সাহায্য করছেন যারা সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির উচ্ছেদকে সমাজতান্ত্রিক দলগুলির কর্তব্য বলে মনে করে।'

বিরোধী কমরেডস্, এখানেই আপনাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে!

উপসংহারে, তা সত্ত্বেও, বিরোধী কমরেডগণ সম্পর্কে আমি কামনা করি যে এস্. আইভানোভিচের এই চুম্বন অত্যন্ত গাঢ়ভাবে তাঁদের স্পর্শ করবে না। (দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।)

লেনিনের মৃত্যুতে

(সোভিয়েতসমূহের সারা-ইউনিয়ন দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ, ৯, ২৬শে জানুয়ারি, ১৯২৪)

কমরেডস্, আমরা কমিউনিস্টরা এক বিশেষ ছাঁচে গড়া মানুষ। আমরা এক বিশেষ ধাতুতে গড়া। আমরা হলাম সেই মানুষ যারা গঠন করেছে মহান সর্বহারাশ্রেণীর সংগ্রামবিজ্ঞানীদের বাহিনী, কমরেড লেনিনের বাহিনী। এই বাহিনীতে থাকার চেয়ে উচ্চতর সম্মান আর কিছু নেই। এই পার্টির সদস্যপদ লাভ করার থেকে উচ্চতর আর কিছু হতে পারে না, যার প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন কমরেড লেনিন। এই ধরনের পার্টিতে সকলে সদস্য হতে পারে না। এই ধরনের পার্টিতে সদস্যপদের সঙ্গে যে ঝড়ঝাপটা থাকে তা সকলে সহ্য করতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণীর সন্তানেরা, অনটন ও সংগ্রামের সন্তানেরা, অবিশ্বাস্য বঞ্চনার ও বীরত্বব্যঞ্জক প্রচেষ্টার সন্তানেরাই সকলের আগে এই ধরনের পার্টির সদস্য হতে পারবে। সেই কারণেই, লেনিনবাদী-দের পার্টিকে, কমিউনিস্টদের পার্টিকে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিও বলা হয়।

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কমরেড লেনিন আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে পার্টির সদস্যপদের মহান মর্যাদার শুচিতাকে যেন আমরা রক্ষা করি ও তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি।

কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমরা শপথ করছি যে তোমার নির্দেশ আমরা সসম্মানে পালন করব!

পঁচিশ বছর ধরে কমরেড লেনিন আমাদের পার্টিকে লালন করেছেন এবং তাকে সারা দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সর্বাপেক্ষা উন্নত ইস্পাতদৃঢ় শ্রমিকদের পার্টি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। জার ও তার ভৃত্যদের আঘাত, বুর্জোয়া ও জমিদারদের ক্রোধ, কলচাক ও ডেনিকিনের সশস্ত্র আক্রমণ, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ, শতজিহ্ব বুর্জোয়া সংবাদপত্রের মিথ্যা কুৎসা —এইসব বৃশ্চিক প্রতিনিয়তই আমাদের পার্টিকে দংশন করে এসেছে গত পঁচিশ বছর ধরে। কিন্তু আমাদের পার্টি, তার অসংখ্য শত্রুদের

আক্রমণ প্রতিহত করে অটলভাবে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে বিজয়ের দিকে। আমাদের পার্টি প্রচণ্ড সব যুদ্ধে তার সাধারণ স্তরের কর্মীদের ঐক্য ও সংহতি দৃঢ়তর করেছে। এবং ঐক্য ও সংহতির দ্বারা তা শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে।

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কমরেড লেনিন আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন আমাদের পার্টির ঐক্যকে নিজেদের চোখের মণির মতো রক্ষা করতে। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমরা শপথ করছি যে, তোমার ঐ নির্দেশটিও আমরা সসম্মানেই পালন করব।

দুর্বহ ও অসহ্য হয়ে এসেছে শ্রমিকশ্রেণীর ভাগ্য। বেদনাদায়ক ও শোচনীয় হয়ে এসেছে মেহনতী মানুষের দুঃখকষ্ট। ক্রীতদাস ও ক্রীতদাস মালিক, ভূমিদাস ও ভূমিদাস মালিক, কৃষক ও জমিদার, শ্রমিক ও পুঁজিপতি, অত্যাচারিত ও অত্যাচারী—দুনিয়াটা এইভাবেই গড়ে উঠেছে স্মরণাতীত কাল থেকে, এবং তা বেশিরভাগ দেশগুলিতে এভাবেই থেকে গেছে আজও পর্যন্ত। কয়েক শতাব্দীতে কয়েক শতবার মেহনতী মানুষ চেষ্টা করেছে তাদের কাঁধ থেকে তাদের অত্যাচারীদের ছুঁড়ে ফেলে দিতে এবং নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে। কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত ও অপমানিত হয়ে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে, বুকে পোষণ করে এসেছে ক্ষোভ ও অপমান, ক্রোধ ও হতাশা এবং সেই দুর্জ্ঞেয় আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থেকেছে, সেখানে তারা আশা করে এসেছে মুক্তির। দাসত্বের শৃংখল অক্ষতই থেকে গেছে বা পুরানো শৃংখলের জায়গায় এসেছে নতুন শৃংখল যা সমভাবেই দুর্বহ ও অবমাননাকর। আমাদেরই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে শোষিত ও পদদলিত মেহনতী জনগণ জমিদার ও পুঁজিবাদীদের শাসন ছুঁড়ে ফেলে দিতে এবং তার জায়গায় শ্রমিক ও কৃষকদের শাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে। আপনারা জানেন, কমরেডস্, এবং সারা দুনিয়াও এখন এটা স্বীকার করে যে, এই বিশাল সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল কমরেড লেনিন ও তাঁর পার্টির দ্বারা। লেনিনের বিরাটত্ব সর্বোপরি এখানে যে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি করে একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে সারা দুনিয়ার শোষিত মানুষকে তিনি দেখালেন যে মুক্তির আশা শেষ হয়ে যায়নি,

দেখালেন যে, জমিদার-পুঁজিপতিদের শাসন স্বল্পায়ু; দেখালেন যে, মেহনতী মানুষদের নিজ প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের রাজত্ব গড়া যায় এবং সেই শ্রমিকদের রাজত্ব গড়তে হবে স্বর্গে নয়, মর্তে। এভাবেই তিনি সারা দুনিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের হৃদয়কে মুক্তির আশার আলোয় প্রজ্বলিত করলেন। এটাই ব্যাখ্যা করে, কেন লেনিনের নাম মেহনতী ও শোষিত জনগণের কাছে সর্বাধিক প্রিয় একটি নাম হয়েছে।

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কমরেড লেনিন আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন সর্বহারার একনায়কত্বকে রক্ষা ও শক্তিশালী করতে। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমরা শপথ করছি যে, তোমার এই নির্দেশটিও সসম্মানে পালন করতে আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না।

আমাদের দেশে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীর ভিত্তিতে। এটাই হচ্ছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী ভিত্তি। শ্রমিক ও কৃষকরা এরকম একটি মৈত্রী ছাড়া পুঁজিপতি ও জমিদারদের পরাভূত করতেই পারত না। শ্রমিকরা পুঁজিপতিদের পরাস্ত করতে পারত না কৃষকদের সমর্থন ছাড়া। কৃষকরা জমিদারদের পরাস্ত করতে পারত না শ্রমিকদের নেতৃত্ব ছাড়া। আমাদের দেশের গৃহযুদ্ধের সমগ্র ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করছে। কিন্তু সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে সংহত করার সংগ্রাম কোনমতে শেষ হয়ে যায়নি—এটা কেবলমাত্র নতুন একটি রূপ ধারণ করেছে। শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী আগে ধারণ করেছিল সামরিক মৈত্রীর রূপ, কারণ তা পরিচালিত হয়েছিল কলচাক ও ডেনিকিনের বিরুদ্ধে। এখন, শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী নিশ্চয় শহর ও গ্রামের মধ্যে, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার রূপ পরিগ্রহ করবে, কারণ এটা পরিচালিত হচ্ছে ব্যবসায়ী ও কুলাকদের (ধনী কৃষক—অনুবাদক) বিরুদ্ধে, এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের দ্বারা তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই পারস্পরিক ভিত্তিতে সরবরাহ করা। আপনারা জানেন যে কেউই এর জন্য কমরেড লেনিনের চেয়ে এত বেশি অধ্যবসায় সহকারে কাজ করেননি।

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কমরেড লেনিন আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন আমাদের সকল শক্তি দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীকে শক্তিশালী করতে। তোমার কাছে আমরা

শপথ করছি, কমরেড লেনিন, যে এই নির্দেশটিও আমরা সসম্মানেই পালন করব।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের মেহনতী মানুষদের সংহতি। রুশীয় ও ইউক্রেনীয়, বাশ্‌কির ও বিয়েলোরুশীয়, জর্জীয় ও আজারবাইজানীয়, আর্মেনীয় ও দাঘেস্তানীয়, তাতার ও কিরঘিজ, উজবেক ও তুর্কমেনীয় সকলেই সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে শক্তিশালী করতে সমান আগ্রহী। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব এইসব জাতিকে কেবল বন্ধন ও নির্যাতন থেকেই মুক্ত করেনি, পরন্তু জনগণ সোভিয়েতসমূহের প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ ও তার জন্য আত্মত্যাগ স্বীকারে তাদের প্রস্তুতির দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের চক্রান্ত ও আক্রমণ থেকে আমাদের সোভিয়েতসমূহের প্রজাতন্ত্রকে মুক্ত করেছে। এইজন্যই কমরেড লেনিন প্রজাতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই আমাদের দেশের জনগণের স্বেচ্ছামূলক সংযুক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, তাদের ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদেরকে অক্লান্তভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কমরেড লেনিন প্রজাতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করতে আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমরা শপথ করছি যে, তোমার নির্দেশটি আমরা সসম্মানেই পালন করব!

সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের তৃতীয় ভিত্তি হচ্ছে আমাদের লাল সেনাবাহিনী ও লাল নৌবাহিনী। লেনিন একাধিকবার আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে যে বিরতিটুকু আমরা জয় করে এনেছি তা ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হতে পারে। লেনিন একাধিকবার আমাদের দেখিয়েছেন যে লাল সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা ও তার অবস্থার উন্নতিসাধন করা হল আমাদের পার্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কার্জনের চরমপত্র ও জার্মানির সংকট[১০] সম্পর্কিত ঘটনাবলী পুনরায় প্রমাণ করল যে, বরাবরের মতোই, লেনিন সঠিক ছিলেন। তাহলে, আসুন কমরেডস্‌, আমরা শপথ করি যে, আমরা আমাদের লাল সেনাবাহিনী ও লাল নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখব না।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রসমূহের এক বিশাল সাগরের মাঝে আমাদের দেশ এক বৃহৎ পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ তার ওপর

আঘাত হেনে চলেছে, হুমকি দিচ্ছে তাকে ডুবিয়ে দেবার ও ধুয়ে সাফ করে দেবার। কিন্তু পাহাড়টি দাঁড়িয়ে আছে অকম্পিত। কোথায় নিহিত এর শক্তি? শুধু এই ঘটনাতেই নিহিত নয় যে আমাদের দেশ দাঁড়িয়ে আছে শ্রমিক ও কৃষকদের এক মৈত্রীর ওপর, এই ঘটনাতেই নয় যে এতে মূর্ত হয়েছে স্বাধীন জাতিসত্তাসমূহের এক স্বেচ্ছাসম্মেলন, এই ঘটনাতেই নয় যে এটি লাল সেনা-বাহিনী ও লাল নৌবাহিনীর সবল বাহুর দ্বারা রক্ষিত। আমাদের দেশের শক্তি, দৃঢ়তা ও সংহতির কারণ হল সেই সুগভীর সহানুভূতি ও সুনিশ্চিত সমর্থন যা সে সারা দুনিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের হৃদয়েই পেয়ে থাকে। সারা দুনিয়ার শ্রমিক ও কৃষকরা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে চায় কমরেড লেনিনের নিশ্চিত হাত থেকে শত্রুর শিবিরে নিক্ষিপ্ত এক শায়কের মতো, নিপীড়ন ও শোষণ থেকে তাদের মুক্তির আশার স্তম্ভের মতো, তাদের মুক্তির পথনির্দেশক এক নির্ভরযোগ্য আলোকসংকেতের মতো। তারা চায় একে রক্ষা করতে এবং পুঁজিপতি ও জমিদারদের তারা একে ধ্বংস করতে দেবে না। এখানেই আমাদের শক্তি। এবং এখানেই রয়েছে সকল দেশের মেহনতী মানুষের শক্তি। আর এখানেই নিহিত রয়েছে সারা দুনিয়ার বুর্জোয়াদের দুর্বলতা।

লেনিন কখনোই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে মনে করতেন না যে তাতেই তার সমাপ্তি। তিনি সর্বদাই তাকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দেশগুলির বিপ্লবী সংগ্রাম শক্তিশালী করার একটি অত্যাবশ্যকীয় যোগসূত্র হিসেবে দেখতেন, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষের জয়লাভ সুগম করার একটি অত্যাবশ্যক যোগসূত্র হিসেবে দেখতেন। লেনিন জানতেন যে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের নিজেকে রক্ষা করার দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়তঃই এই হল এক সঠিক ধারণা। লেনিন জানতেন যে শুধুমাত্র এটাই সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষের হৃদয়কে তাদের মুক্তির জন্য চূড়ান্ত যুদ্ধগুলি লড়বার দৃঢ় সংকল্পে প্রজ্জ্বলিত করতে পারবে। এই কারণেই, সর্ব-হারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই সেই শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর, যিনি সর্বহারাদের পরিচালনা করে গেছেন তিনি শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এই কারণেই, তিনি সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষের সম্মেলন—কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করতে কখনো ক্লান্তি বোধ করেননি।

আপনারা গত কয়েকদিন ধরে লেনিনের শবাধারের দিকে শত-সহস্র মেহনতী মানুষের তীর্থযাত্রা দেখেছেন। অতি শীঘ্রই আবার আপনারা দেখবেন কমরেড লেনিনের সমাধিক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিদের তীর্থযাত্রা। আপনারা নিঃসন্দেহ থাকুন যে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিদের পরেই আসবেন দুনিয়ার সকল অংশ থেকে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের প্রতিনিধিরা, তাঁরা আসবেন এই সাক্ষ্য বহন করে যে, লেনিন কেবলমাত্র রাশিয়ার সর্বহারাশ্রেণীর, কেবল ইউরোপীয় শ্রমিকদের, কেবল ঔপনিবেশিক প্রাচ্যেরই নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল মেহনতী মানুষের নেতা।

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কমরেড লেনিন আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নীতিসমূহের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমরা শপথ করছি, আমরা সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের সংঘ—কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করতে জীবন পণ করতেও কুণ্ঠিত হব না।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৩
৩০শে জানুয়ারি, ১৯২৪

লেনিন

(ক্রেমলিন সামরিক বিদ্যালয়ে এক
স্মৃতি-সভায় প্রদত্ত একটি ভাষণ,
২৮শে জানুয়ারি, ১৯২৪)

কমরেডস্, আমায় বলা হয়েছে যে আপনারা এখানে আজ সন্ধ্যায় একটি লেনিন স্মৃতি-সভার আয়োজন করেছেন এবং আমি আমন্ত্রিত হয়েছি অন্যতম বক্তা হিসেবে। আমি মনে করি না যে, লেনিনের কর্মকাণ্ডের উপর আমার একটি তৈরী করা বক্তৃতা দেবার কোন প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি, এটা আরও ভাল হয়, যদি একজন মানুষ হিসেবে, একজন নেতা হিসেবে লেনিনের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার জন্য আমি নিজেকে কতকগুলি তথ্য দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি। এইসব তথ্যের মধ্যে, হয়তো, অন্তর্নিহিত কোন সম্পর্ক থাকবে না কিন্তু লেনিন সম্বন্ধে সাধারণ একটা জ্ঞান অর্জন করার পক্ষে সেটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। যাই হোক, এই অনুষ্ঠানে এইমাত্র আমি যা বললাম এর চেয়ে বেশি কিছু করতে আমি অক্ষম।

পার্বত্য ঈগল

আমি লেনিনের সাথে প্রথম পরিচিত হই ১৯০৩ সালে। এটা সত্যই একটা ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, ছিল চিঠিপত্র আদান-প্রদানেরই মাধ্যমে: কিন্তু এটা আমার ওপর এক অনপনেয় ছাপ ফেলেছিল, এমন একটা ছাপ যা পার্টিতে আমার সমগ্র কাজের মধ্যেও মুছে যায়নি। তখন আমি সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে ছিলাম। লেনিনের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সেই নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকে এবং বিশেষ করে ১৯০১ সালের পর, ইস্ক্রার[১১] আবির্ভাবের পর আমাকে দৃঢ় নিশ্চিত করেছিল যে লেনিনের মধ্যে আমরা এক অসাধারণ ক্ষমতাধারী মানুষ পেয়েছি। সে সময় তাঁকে আমি পার্টির কেবল একজন নেতা হিসেবে মনে করতাম না, মনে করতাম তার একজন প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, কারণ তিনিই একমাত্র আমাদের পার্টির অন্তর্নিহিত মূল বৈশিষ্ট্য ও জরুরী প্রয়োজনগুলি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমি

যখন পার্টির অন্যান্য নেতাদের সাথে তাঁকে তুলনা করেছি, সব সময় আমার এটাই মনে হয়েছে যে ক্ষমতায় ও বিরাটত্বে তিনি তাঁর সহকর্মীদের সকলের—প্লেখানভ, মার্তভ, অ্যাক্সেলরড এবং অন্যান্যদের—তুলনায় অনেক বড় ছিলেন; যে, তাঁদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে, লেনিন নিছক নেতাদের একজনই ছিলেন না, ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা—এক পার্বত্য ঈগল, যিনি সংগ্রামে ভয় কি তা জানেন না এবং যিনি নির্ভীকভাবে পার্টিকে পরিচালনা করে এগিয়ে নিয়ে গেছেন রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের অনাবিষ্কৃত পথে। এই ছাপ আমার মনে এমন গভীরভাবে অঙ্কিত হয়েছিল যে এ সম্পর্কে আমি আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে চিঠি না লিখে পারিনি; এই বন্ধু বিদেশে রাজনৈতিক নির্বাসনে জীবনযাপন করছিলেন এবং আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম তাঁর অভিমত দেবার জন্যে। কিছুকাল পরে, আমি যখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে ছিলাম—সেটা ছিল ১৯০৩ সালের শেষাশেষি—আমি একটি সোৎসাহ জবাব পেলাম বন্ধুর কাছ থেকে এবং একটি সরল, গভীর অভিব্যক্তিপূর্ণ চিঠি পেলাম লেনিনের কাছ থেকে, যাঁকে, এটা বোঝা গেল, আমার বন্ধু আমার চিঠিটা দেখিয়েছিলেন। লেনিনের চিঠিটি ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট, কিন্তু তাতে ছিল আমাদের পার্টির ব্যবহারিক কাজের বলিষ্ঠ ও নির্ভীক সমালোচনা, এবং ছিল আরও ভবিষ্যতে পার্টির সমগ্র কর্মপরিকল্পনার একটি লক্ষণীয়ভাবে স্পষ্ট সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কেবলমাত্র লেনিনই অত্যন্ত জটিল ব্যাপারগুলিকে অত সরল ও স্বচ্ছভাবে এবং এত সংক্ষিপ্ত ও বলিষ্ঠভাবে লিখতে পারতেন যেন প্রতিটি বাক্য কেবল কথাই বলে না, রাইফেল থেকে বেরিয়ে আসা গুলির মতো কানে বাজে। এই সরল ও বলিষ্ঠ চিঠিটা আমার এই অভিমতকে আরও বেশি দৃঢ় করল যে লেনিন ছিলেন আমাদের পার্টির পার্বত্য ঈগল। একজন পুরানো আত্মগোপনকারী কর্মীর অভ্যাসবশতঃ লেনিনের চিঠিটি অন্যান্য অনেক চিঠির মতোই আগুনে নষ্ট করে ফেলার জন্য আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না।

লেনিনের সাথে আমার পরিচয় সেই দিনটি থেকে।

বিনয়

লেনিনের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে ট্যামারফোর্সে (ফিনল্যাণ্ড) বলশেভিক সম্মেলনে। আমি আমাদের পার্টির পার্বত্য ঈগলকে, একজন বিরাট ব্যক্তিকে দেখার আশা করেছিলাম। বিরাট কেবল

রাজনীতিগতভাবেই নয়, বিরাট, আপনারা যদি শুনতে চান, দেহের দিক থেকেও, কারণ আমার কল্পনায় আমি লেনিনকে চিত্রিত করেছিলাম একজন মহিমান্বিত ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক বিরাটাকার পুরুষ হিসেবে। তারপর কি হতাশই হলাম, যখন দেখলাম যে তিনি একজন অতি সাদামাঠা ব্যক্তি, দৈর্ঘ্যে গড় উচ্চতারও নীচে, যাঁকে কোনভাবেই, আক্ষরিক অর্থে কোনভাবেই, সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করা যায় না।...

এটা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে ধরে নেওয়া হয় যে, একজন 'মহান ব্যক্তি' সভায় আসবেন দেরীতে যাতে করে সভা তাঁর আবির্ভাবের অপেক্ষায় রুদ্ধনিঃশ্বাসে থাকে; আর তারপর 'মহান ব্যক্তি'র সভায় ঢোকার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে চারিদিকে সেই সাবধানী ফিস্‌ফিসানি চলতে থাকবে: 'চুপ!... আস্তে!...উনি আসছেন!' আমার কাছে এই আনুষ্ঠানিকতা অনাবশ্যক বলে মনে হয়নি, কেননা এটা মনের ওপর একটা ছাপ অংকিত করে, উদ্দীপিত করে শ্রদ্ধা। আমি কি হতাশই না হলাম, যখন জানলাম যে প্রতিনিধিরা আসার আগেই লেনিন সম্মেলনে হাজির হয়েছেন, বসে গেছেন কোন এক কোণে এবং অনাড়ম্বরভাবে সম্মেলনের অতি সাধারণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, এক অতি সাধারণ আলোচনা করছেন। আমি আপনাদের কাছে গোপন করব না যে সে সময় এটাকে আমার মনে হয়েছিল অবশ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি নিয়ম লংঘন করার মতো কিছু বলে।

কেবল পরবর্তীকালেই আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে এই সারল্য ও বিনয়, সকলের অলক্ষিত অবস্থায় থাকার এই প্রয়াস বা অন্ততঃপক্ষে নিজেকে নজরে পড়ে এমন না করে তোলা এবং নিজের উচ্চপদকে জোরালোভাবে প্রকাশ না করা এই বৈশিষ্ট্যটি নতুন জনগণের একজন নতুন নেতা হিসেবে, সরল ও সাধারণ মানুষের, মানব সমাজের 'সাধারণ স্তরের' মানুষের নেতা হিসেবে লেনিনের প্রবলতম বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম।

যুক্তির শক্তি

এই সম্মেলনে লেনিন দুটি ভাষণ দিয়েছিলেন, দুটি ভাষণই ছিল উল্লেখযোগ্য: একটি ছিল সমসাময়িক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ও অপরটি ছিল কৃষি-সমস্যার ওপর। দুর্ভাগ্যবশতঃ, সেগুলি সংরক্ষিত হয়নি। ভাষণ দুটি ছিল প্রেরণাদায়ক এবং সেগুলি গোটা সম্মেলনকেই এক প্রচণ্ড উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। দৃঢ়

প্রত্যয়ের অসাধারণ ক্ষমতা, যুক্তির সরলতা ও স্বচ্ছতা, সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য বাক্যগুলি, ভনিতার অভাব, প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে মাথা ধরানো অঙ্গভঙ্গী ও নাটুকে শব্দসমষ্টির অনুপস্থিতি—এই সব কিছুই গতানুগতিক 'সংসদীয়' বক্তাদের বক্তৃতাবলীর সঙ্গে লেনিনের ভাষণগুলির এক অনুকূল বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু সে সময় আমায় যেটা মুগ্ধ করেছিল তা লেনিনের বক্তৃতাবলীর এ দিকটা ছিল না। আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম সেই ভাষণগুলিতে নিহিত যুক্তির অপ্রতিরোধ্য শক্তির দ্বারা, কিছুটা চাঁচাছোলা হলেও সেই ভাষণগুলি তাঁর শ্রোতাদের ওপর দৃঢ় প্রভাব বিস্তার করেছিল, ক্রমশঃই-তাঁদের মনের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চার করেছিল, এবং তারপর, বলা যেতে পারে যে তা সম্পূর্ণভাবে তাঁদের অভিভূত করে ফেলেছিল। আমার মনে আছে যে অনেক প্রতিনিধি বলেছিলেন: 'লেনিনের বক্তৃতাবলীর যুক্তি হচ্ছে শক্তিশালী বাহুপাশের মতো, যা তোমায় আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করে ফেলবে, ফাঁসের মতো তোমায় আঁকড়ে ধরবে, তুমি তার কব্জা থেকে নিজেকে বের করে আনতে অক্ষম হবে: হয় তোমায় নিশ্চিতরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে, না হয় চরম পরাজয় মেনে নিতে হবে।'

আমি মনে করি যে লেনিনের বক্তৃতাবলীর এই বৈশিষ্ট্য ছিল একজন বাগ্মী হিসেবে তাঁর শিল্পকলার সবচেয়ে শক্তিশালী বিশেষত্ব।

নাকীকান্না নয়

লেনিনের সাথে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় ১৯০৬ সালে আমাদের পার্টির স্টকহোম্ কংগ্রেসে। আপনারা জানেন যে, বলশেভিকরা ঐ কংগ্রেসে সংখ্যালঘু ছিল এবং পরাজয় বরণ করেছিল। ঐই প্রথম লেনিনকে আমি দেখলাম পরাভূতের ভূমিকায়। কিন্তু তিনি সেই ধরনের নেতাদের মতো একটুও ছিলেন না যাঁরা একটি পরাজয়ের পর নাকীকান্না কাঁদেন বা ভেঙে পড়েন। পক্ষান্তরে কোন পরাজয় লেনিনকে পরিণত করে ঘনীভূত চাপা তেজের উৎসের মতো যা তাঁর সমর্থকদের নতুন সংগ্রাম এবং ভবিষ্যৎ জয়লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করে। আমি বলেছি যে, লেনিন পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু কি ধরনের পরাজয় ছিল এটা? আপনারা কেবল তাকিয়ে দেখুন তাঁর বিরোধীদের, স্টকহোম কংগ্রেসেরই বিজয়ী—প্লেখানভ, অ্যাক্সেলরড

মার্তভ ও অবশিষ্টদের। তাদের চেহারায় প্রকৃত বিজয়ীর লক্ষণ ছিল সামান্যই, বলা চলে যে মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে লেনিনের নিষ্করুণ সমালোচনা তাদের দেহের একটি হাড়ও আস্ত রাখেনি। আমার মনে পড়ছে যে আমরা, বলশেভিক প্রতিনিধিরা, একটি দলে গাদাগাদি করে বসে তাকিয়েছিলাম লেনিনের দিকে এবং তাঁর উপদেশ চাইছিলাম। কিছু কিছু কমরেডের ভাষণে ফুটে উঠেছিল ক্লান্তি ও হতাশার স্বর। আমার মনে পড়ছে যে লেনিন এইসব ভাষণের জবাব দেন তিক্তভাবে দাঁতে দাঁত চেপে: 'নাকী-কান্না কাঁদবেন না, কমরেডস্, আমাদের জয়লাভ হবেই, কারণ আমরাই সঠিক।' নাকীকান্নাওয়ালা বুদ্ধিজীবীদের প্রতি ঘৃণা, আমাদের নিজেদের শক্তির ওপর বিশ্বাস, জয়লাভের আস্থা—আমাদের মধ্যে লেনিন এগুলিই গেঁথে দিয়েছিলেন। এটা উপলব্ধ হয়েছিল যে বলশেভিকদের পরাজয় সাময়িক এবং তারা অনতিদূর ভবিষ্যতে জয়লাভ করবেই।

'পরাজয়ের জন্য কোন নাকীকান্না নয়'—এটাই ছিল লেনিনের কাজের বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে নিজের চারিদিকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত এবং তাঁর নিজের শক্তির প্রতি আস্থাবান একটি বাহিনীকে সামিল করতে সাহায্য করেছিল।

কোন দম্ভ নয়

১৯০৭ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পরবর্তী কংগ্রেসে,[১৩] বলশেভিকরা বিজয়ী বলে প্রমাণিত হয়। সেই সর্বপ্রথম লেনিনকে আমি দেখলাম বিজয়ীর ভূমিকায়। জয়লাভ কোন কোন নেতার মাথা ঘুরিয়ে দেয়, তাঁদেরকে উদ্ধত ও দাম্ভিক করে তোলে। তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জয়োল্লাসে মেতে থাকতে, অর্জিত বিজয়সম্মান নিয়ে বিশ্রাম করতে শুরু করেন। কিন্তু লেনিন আদৌ এ ধরনের নেতাদের সমতুল ছিলেন না। পক্ষান্তরে, জয়লাভের ঠিক পরেই তিনি হয়ে উঠতেন বিশেষভাবে সতর্ক ও সাবধানী। আমার মনে পড়ছে, লেনিন দৃঢ়ভাবে প্রতিনিধিদের এটা বুঝিয়ে বলেন যে: 'প্রথম জিনিসই হল জয়লাভের ফলে বেসামাল না হয়ে পড়া ও দম্ভ না করা; দ্বিতীয় জিনিস হল জয়লাভটি সংহত করা; তৃতীয় জিনিস হল শত্রুকে শেষ আঘাত হানা, কারণ সে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু কোনক্রমেই চূর্ণ হয়ে যায়নি।' তিনি সেইসব প্রতিনিধিদের প্রতি নির্জীব-করে-দেওয়া ঘৃণা বর্ষণ করেছিলেন যারা মূর্খের

মতো জোর দিয়ে বলেছিল যে: 'মেনশেভিকদের এখন সব শেষ হয়ে গেছে।' তাঁর এটা দেখাতে মোটেই অসুবিধা হয়নি যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে এখনো মেনশেভিকদের শিঁকড় রয়ে গেছে, তাদের বিরুদ্ধে দক্ষতার সঙ্গে লড়তে হবে এবং নিজের শক্তি সম্পর্কে অধিক মূল্যায়ন ও শত্রুর শক্তি সম্পর্কে অল্প মূল্যায়ন সামগ্রিকভাবে পরিহার করতে হবে।

'জয়লাভের ফলে কোন দম্ভ নয়'—এটাই ছিল লেনিনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যা তাঁকে ধীরস্থিরভাবে শত্রুপক্ষের শক্তির মূল্যায়ন করতে এবং সম্ভাব্য বিপর্যয়ের বিস্ময়ের হাত থেকে পার্টিকে সুরক্ষিত করতে সাহায্য করেছিল।

মূল নীতির প্রতি বিশ্বস্ততা

পার্টি নেতারা তাঁদের পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতের মূল্য না দিয়ে পারেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠতা এমন একটি শক্তি যাকে কোন নেতা গণ্য না করে পারেন না। পার্টির অন্য কোন নেতার তুলনায় লেনিন এটা কিছু কম বুঝতেন না। লেনিন কিন্তু কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে বন্দী হননি, বিশেষ করে যখন সেই সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতির কোন ভিত্তি থাকত না। আমাদের পার্টির ইতিহাসে এমন এমন সময় গেছে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত বা পার্টির সাময়িক স্বার্থের সাথে সর্বহারার মৌল স্বার্থসমূহের সংঘাত ঘটেছে। এরকম ঘটনায় লেনিন কখনই দ্বিধা করতেন না এবং পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে মূল নীতির সমর্থনেই দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতেন। সর্বোপরি তিনি এরকম সময়ে সকলের বিরুদ্ধে আক্ষরিকভাবে একাকী দাঁড়াতেও ভয় করতেন না এই মনে করে—তিনি যেমন প্রায়ই বলতেন—যে 'আদর্শভিত্তিক নীতিই হল একমাত্র সঠিক নীতি।'

এ বিষয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক হল নিম্নলিখিত দুটি তথ্য।

প্রথম তথ্য। এটা ছিল ১৯০৯-১১ সালের ঘটনা, যখন প্রতিবিপ্লবের দ্বারা চূর্ণ পার্টিতে সম্পূর্ণ ভাঙনের প্রক্রিয়া চলছিল। এটা ছিল পার্টিতে অবিশ্বাসের, পাইকারী হারে কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীদের দ্বারাই নয়, বরং, এমনকি অংশত: শ্রমিকদের দ্বারাও পার্টিকে পরিত্যাগ করার একটি সময়পর্ব, এমন একটা সময় যখন বে-আইনী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত হচ্ছিল, একটি অবলুপ্তি ও বিপর্যয়ের সময়পর্ব। কেবলমাত্র মেনশেভিকরাই নয়, এমনকি

বলশেভিকরাও তখন কয়েকটি উপদলে ও ঝোঁকে গঠিত ছিল, কারণ বেশির-ভাগ অংশই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আপনারা জানেন যে ঠিক সেই সময়ে বে-আইনী সংগঠনগুলিকে সম্পূর্ণভাবে গুটিয়ে ফেলার এবং শ্রমিকদের একটি বৈধ উদার স্তলিপিন পার্টিতে সংগঠিত করার ধারণার উদ্ভব হয়। লেনিন সে সময় ছিলেন কেবলমাত্র একজন, যিনি আশ্চর্যজনক ধৈর্য ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের সাথে বিক্ষিপ্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ পার্টির শক্তিগুলিকে একত্র করে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে প্রতিটি ও সকল পার্টি-বিরোধী প্রবণতা-গুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং অস্বাভাবিক সাহস ও অতুলনীয় অধ্যবসায় সহকারে পার্টি নীতিগুলি রক্ষা করে, ব্যাপক মহামারীসুলভ দুরবস্থার নিকট পরাজয় বরণ করেননি এবং পার্টি নীতির পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন।

আমরা জানি যে পার্টি নীতির স্বার্থে এই সংগ্রামে লেনিন পরবর্তীকালে বিজয়ী বলেই প্রমাণিত হন।

দ্বিতীয় তথ্য। সেটা ছিল ১৯১৪-১৭ সাল, যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলছিল পুরোদমে, এবং যখন সব কটি অথবা প্রায় সব কটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ও সোশ্যালিষ্ট পার্টিগুলিই সার্বজনীন দেশপ্রেমিক উন্মাদনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং তাদের নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের সেবায় নিজেদের নিয়োগ করেছিল। এটা হচ্ছে সেই সময় যখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকতার পতাকাকে পুঁজিবাদের কাছে নামিয়ে রাখে, যখন এমনকি প্লেখানভ, কাউট্স্কি, গেজ্‌দে ও অন্যান্যদের মতো লোকেরাও উগ্র জাতীয়তা-বাদের জোয়ার প্রতিরোধে অক্ষম হয়েছিলেন। লেনিনই সে সময় ছিলেন একমাত্র বা প্রায় একমাত্র ব্যক্তি যিনি সামাজিক-উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সামাজিক-শান্তিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান, গেজ্‌দে ও কাউট্স্কির নিন্দা করেন এবং না-ঘর কা-না ঘাট কা 'বিপ্লবীদের' দোদুল্যমানতাকে কলংক চিহ্নিত করেন। লেনিন জানতেন যে তাঁর সমর্থনে রয়েছে কেবল একটি নগণ্য সংখ্যালঘু, কিন্তু তাঁর কাছে এটা কোন চূড়ান্ত মুহূর্ত ছিল না, কারণ তিনি জানতেন যে সম্মুখে ভবিষ্যৎ প্রসারিত এমন একমাত্র সঠিক নীতি হল নিরবচ্ছিন্ন আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি, যে একটি নীতিভিত্তিক কর্মপন্থাই হল একমাত্র সঠিক কর্মপন্থা।

আমরা জানি যে একটি নতুন আন্তর্জাতিকের জন্য এই সংগ্রামেও লেনিন বিজয়ী বলে প্রমাণিত হন।

'আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি কর্মপন্থাই হচ্ছে সঠিক কর্মপন্থা'—এটাই ছিল সূত্র, যার দ্বারা আক্রমণের মাধ্যমে লেনিন নতুন 'দুর্ভেদ্য' অবস্থান গ্রহণ করেন এবং বিপ্লবী মার্কসবাদের পক্ষে সর্বহারার শ্রেষ্ঠ অংশসমূহকে জয় করে নেন।

জনগণের প্রতি বিশ্বাস

তাত্ত্বিক ও পার্টি নেতারা, যাঁরা জাতির ইতিহাসের সাথে পরিচিত, যাঁরা বিপ্লবের ইতিহাস আদ্যন্ত অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাও কোন কোন সময় একটি লজ্জাজনক রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগকে বলা হয় জনগণ থেকে ভয়, জনগণের সৃজনশীল ক্ষমতায় অবিশ্বাস। এটা কোন কোন সময় নেতাদের মধ্যে সেই জনগণের প্রতি এক ধরনের অভিজাতসুলভ মানসিকতার সৃষ্টি করে, যারা বিপ্লবের ইতিহাস সম্বন্ধে যদিও বিশারদ নয়, তবু তারাই পুরানো ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য এবং নতুন ব্যবস্থা গড়ার জন্য পূর্বনির্দিষ্ট। এই ধরনের অভিজাতসুলভ মানসিকতার সৃষ্টি হয় এই ভয় থেকে যে বিষয়গুলি নষ্ট শিথিল হয়ে যেতে পারে, জনগণ 'বড় বেশি ধ্বংস' করে ফেলতে পারে; এটা উদ্ভব হয় এক বিজ্ঞ পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করার ইচ্ছা থেকে যিনি জনগণকে কেতাব থেকে শিক্ষা দিতে প্রয়াসী, কিন্তু যিনি নিজে জনগণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বিমুখ।

লেনিন এই ধরনের নেতাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। আমি আর কোন বিপ্লবীকে জানি না সর্বহারার সৃজনশীল ক্ষমতার ওপর এবং তাদের শ্রেণী প্রবৃত্তির ফলপ্রসূতার ওপর যাঁর লেনিনের মতো এত প্রগাঢ় আস্থা ছিল। আমি আর কোন বিপ্লবীকে জানি না যিনি লেনিনের মতো এত নির্দয়ভাবে 'বিপ্লবী বিশৃংখলা'র ও 'জনগণের অননুমোদিত কার্যকলাপের উচ্ছৃংখলতার' কল্পনাশক্তিরহিত ও সংকীর্ণচেতা সমালোচকদের চাবুক মারতে পারতেন। আমার মনে পড়ছে যখন একটি আলাপ-আলোচনার সময় একজন কমরেড বলেছিলেন, 'বিপ্লবের পরে স্বাভাবিক অবস্থা চলা উচিত', তখন লেনিন শ্লেষাত্মকভাবে মন্তব্য করেন: 'এটা দুঃখজনক যে, যেসব ব্যক্তি চান বিপ্লবী হতে তাঁরা ভুলে যান যে ইতিহাসের সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যবস্থা হচ্ছে বিপ্লবী ব্যবস্থা।'

এইজন্যেই, লেনিনের ঘৃণা ছিল সেইসব লোকদের প্রতি, যাঁরা গর্ব ও

উগ্রসিকতার সঙ্গে জনগণকে ঘৃণা করতেন এবং তাদেরকে কেতাব থেকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করতেন। এইজন্য লেনিনের অবিরাম নীতি ছিল: জনগণ থেকে শিক্ষা নাও, তাদের কার্যকলাপ উপলব্ধি করার চেষ্টা কর, জনগণের সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা সযত্নে অধ্যয়ন কর।

জনগণের সৃজনশীল ক্ষমতার ওপর আস্থা—এটাই ছিল লেনিনের কাজের বৈশিষ্ট্য যা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনাবলী উপলব্ধি করতে এবং তার গতিকে সর্বহারার খাতে পরিচালিত করতে তাঁকে সক্ষম করেছিল।

বিপ্লবী প্রতিভা

লেনিন জন্মেছিলেন বিপ্লবের জন্য। সত্য সত্যই তিনি ছিলেন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রতিভাবিশিষ্ট এবং বৈপ্লবিক নেতৃত্বকলার মহত্তম বিশারদ। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময়ে যেমন তেমন আর কখনই তিনি ততটা স্বচ্ছন্দ ও খুশি বোধ করতেন না। আমি এর দ্বারা অবশ্য বলতে চাইছি না যে লেনিন সকল বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে সমভাবেই অনুমোদন করতেন বা তিনি সকল সময় ও সকল পরিস্থিতিতে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের অনুকূলে ছিলেন। তা একেবারেই নয়। আমি যেটা বলতে চাইছি তা হল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময় যেমন হতো তেমন আর কখনো লেনিনের অন্তর্দৃষ্টির প্রতিভা এত সম্পূর্ণ ও স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হতো না। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময় তিনি আক্ষরিক অর্থে প্রস্ফুটিত হতেন, পরিণত হতেন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টায়, ভবিষ্যদ্বাণী করতেন বিপ্লবের সম্ভাব্য আঁকাবাঁকা পথ সম্বন্ধে, এগুলি দেখতেন এমনভাবে যেন এ সমস্ত জিনিস তাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছে। সঠিক কারণেই আমাদের পার্টি মহলে বলা হতো: 'জলে মাছের মতো লেনিন বিপ্লবের জোয়ারে সাঁতার দেন।'

এখানেই রয়েছে লেনিনের রণকৌশলগত শ্লোগানের 'আশ্চর্যজনক' স্বচ্ছতা ও তাঁর বিপ্লবী পরিকল্পনাসমূহের 'শ্বাসরোধকারী' সাহসিকতা।

আমি দুটি তথ্য মনে করিয়ে দেব যেগুলি বিশেষভাবে লেনিনের এই বৈশিষ্ট্যের বিশেষ লক্ষণ।

প্রথম তথ্য। সেটা ছিল অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত—যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ও তার পশ্চাদ্ভাগে লাখ লাখ শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক সংকটের ফলে বাধ্য হয়ে শান্তি ও স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল; যখন সেনাপতিরা

ও বুর্জোয়ারা 'শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে' একটি সামরিক একনায়কত্বের জন্য কাজ করে যাচ্ছিল; যখন সমগ্র তথাকথিত 'জনমত' এবং সকল তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক দলগুলি' বলশেভিকদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল এবং তাদেরকে 'জার্মান গুপ্তচর' হিসেবে চিহ্নিত করছিল; যখন কেরেনস্কি বলশেভিকদের আত্মগোপনে যেতে বাধ্য করতে চেষ্টা করছিলেন—এর মাঝে কিছুটা সফলও হয়েছিলেন—এবং যখন অস্ট্রো-জার্মান কোয়ালিশন সরকারের তখনো পর্যন্ত শক্তিশালী ও শৃংখলাবদ্ধ সেনাবাহিনী আমাদের রণক্লান্ত, ভেঙে পড়া সেনাবাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান করছিল, যখন পশ্চিম ইউরোপীয় 'সমাজতন্ত্রীরা' তাদের সরকারের সাথে 'সম্পূর্ণ জয়লাভের জন্য যুদ্ধের' খাতিরে পরম সুখের মিত্রতায় বাস করছিল।...

এরকম এক মুহূর্তে অভ্যুত্থান শুরু করার অর্থটা কি ছিল? এরকম এক পরিস্থিতিতে, একটি অভ্যুত্থান শুরু করার অর্থ হল সব কিছু পণ করা। কিন্তু লেনিন ঝুঁকি নিতে ভীত হলেন না, কারণ তিনি জানতেন, তিনি তাঁর ভবিষ্যদ্রষ্টার চোখে দেখলেন যে একটি অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী এবং তা জয়যুক্ত হবেই; দেখলেন যে রাশিয়ায় একটি অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ খতম করার পথ প্রস্তুত করে দেবে, দেখলেন যে তা পশ্চিমের রণক্লান্ত ব্যাপক জনতাকে উদ্বুদ্ধ করবে, দেখলেন যে তা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করবে, তা সোভিয়েতসমূহের এক প্রজাতন্ত্রের অগ্রদূত হবে, এবং এই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র দুনিয়াব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের দুর্গের কাজ করবে।

আমরা জানি যে লেনিনের বিপ্লবী দূরদৃষ্টি পরবর্তীকালে তুলনারহিতভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় তথ্য। সেটা ছিল অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম কয়েকটি দিন, যখন গণ-কমিশার পরিষদ শত্রুতামূলক কার্যকলাপের অবসানের জন্য এবং জার্মানির সাথে যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্যে আলোচনা শুরু করার জন্য বিদ্রোহী সেনাপতি দুখোনিনকে বাধ্য করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। আমার মনে পড়ছে যে লেনিন, ক্রাইলেংকো (ভবিষ্যৎ প্রধান সেনাপতি) এবং আমি সরাসরি তারযোগে দুখোনিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য পেত্রোগ্রাদের জেনারেল স্টাফের সদর দপ্তরে গেলাম। সেটা ছিল এক ভয়ংকর মুহূর্ত। দুখোনিন ও রণক্ষেত্রের সদর দপ্তরগুলি সুনিশ্চিতভাবে গণ-কমিশার পরিষদের আদেশ মানতে অস্বীকার করেন। সেনাবাহিনীর অফিসারেরা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে সদর

দপ্তরগুলির প্রভাবাধীন। সাধারণ সেনাদের ব্যাপারে, কেউ বলতে পারছিল না এই ১৪ মিলিয়ন সেনারা কোন্ পথ নেবে, কারণ তারা ছিল তথাকথিত সেনাবাহিনীর সংগঠনগুলির অধীন, এবং এই সংগঠনগুলি সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। আমরা জানি যে, এক পেত্রোগ্রাদেই সামরিক ক্যাডেটদের এক বিদ্রোহ দানা বাঁধছিল। এ ছাড়াও, কেরেন্‌স্কি অগ্রসর হচ্ছিলেন পেত্রোগ্রাদের দিকে। আমার মনে পড়ছে যে সরাসরি তার-কেন্দ্রে কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর সহসা লেনিনের মুখ এক অসাধারণ আলোকে উদ্ভাসিত হল। সুস্পষ্টভাবে তিনি একটি সিদ্ধান্তে এসে গেলেন। তিনি বললেন, 'চলুন, বেতারকেন্দ্রে যাওয়া যাক, এটা আমাদের খুব কাজে আসবে। আমরা সেনাপতি দুখোনিনকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় ক্রাইলেংকোকে প্রধান সেনাপতি করে এক বিশেষ আদেশ জারী করব এবং অফিসারদের মাথা ডিঙিয়ে সাধারণ সেনাদের কাছে আবেদন জানাব, আহ্বান করব তাদের সেনাপতিদের ঘেরাও করতে, শত্রুতামূলক কাজ বন্ধ করতে, অস্ট্রো-জার্মান সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং শান্তির দায়দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করতে।'

এটা ছিল 'অন্ধকারে একটা ঝাঁপ'। কিন্তু লেনিন এই 'ঝাঁপ' থেকে হটে আসেননি; পক্ষান্তরে, তিনি এটি আগ্রহ সহকারে করলেন, কারণ তিনি জানতেন যে সেনাবাহিনী শান্তি চায় এবং তার পথ থেকে প্রতিটি বাধাকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়ে শান্তি জয় করে আনবে; তিনি জানতেন যে শান্তি প্রতিষ্ঠার এই পদ্ধতি অস্ট্রো-জার্মান সেনাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য এবং তা ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল ফ্রন্টেই শান্তির জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ রাশ ছেড়ে দেবে।

আমরা জানি যে, এখানেও, লেনিনের বৈপ্লবিক দূরদৃষ্টি পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছিল অত্যন্ত নিখুঁতভাবে।

প্রতিভার অন্তর্দৃষ্টি, আসন্ন ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত অর্থ দ্রুত আঁকড়ে ধরা ও তার ভবিষ্যৎ বুঝতে পারার দক্ষতা, এই ছিল লেনিনের গুণ যা তাঁকে সংগ্রামের সন্ধিক্ষণে সঠিক রণনীতি এবং আচরণের স্বচ্ছ লাইন রচনা করতে সক্ষম করে তুলত।

প্রাভদা, সংখ্যা ৩৪
১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪

যুব কমিউনিস্ট লীগের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বগুলি প্রসঙ্গে

(রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির যুবদের ভেতর কাজ প্রসঙ্গে সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৪ ৩রা এপ্রিল, ১৯২৪)

আমি নিশ্চয়ই, সর্বপ্রথম পার্টির আলোচনা সম্পর্কে রুশ যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মনোভাবের বিষয়ে কিছু বলব। স্থানীয় সংগঠনগুলি তাদের মনোভাব জানানোর পরেও লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে তার একগুঁয়ে নীরব ভাব বজায় রাখাটা একটা ক্রটি। কিন্তু লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এই নীরবতার কারণ হল তার নিরপেক্ষতার নীতি—এরকম ভাবা ভুল হবে। তারা কেবল অতি সাবধানী ছিল।

এখন বিতর্কের বিষয়ে কয়েকটি কথা। আমি মনে করি যে আপনাদের মধ্যে নীতিভিত্তিক কোন মতবিরোধ নেই। আমি আপনাদের তত্ত্ব ও প্রবন্ধগুলি অধ্যয়ন করেছি এবং এমন ধরনের কোন মতবিরোধ দেখতে পাইনি। কিন্তু বিভ্রান্তি আছে এবং আছে একগাদা কাল্পনিক 'আপোষ-অসাধ্য' দ্বন্দ্ব।

প্রথম দ্বন্দ্বটি হল: লীগকে 'মজুত বাহিনী' হিসেবে এবং এর বিপরীতে লীগকে পার্টির 'যন্ত্র' হিসেবে স্থাপন করাটা। লীগটি কি—একটি মজুত বাহিনী অথবা একটি যন্ত্র? দুই-ই। এটা সুস্পষ্ট, এবং তা কমরেডরা নিজেরাই তাঁদের ভাষণে বলেছেন। যুব কমিউনিস্ট লীগ হচ্ছে একটি মজুত বাহিনী, কৃষক ও শ্রমিকদের একটি মজুত বাহিনী, যা থেকে পার্টি তার সাধারণ কর্মীদল বৃদ্ধি করে। কিন্তু একই সঙ্গে এটা একটি যন্ত্র, যুব জনগণকে পার্টির প্রভাবে নিয়ে আসার একটি যন্ত্র, পার্টির হাতে একটি যন্ত্র-বিশেষ। আরও নির্দিষ্টভাবে, এটা বলা যেতে পারে যে লীগ হচ্ছে পার্টির একটি যন্ত্র, পার্টির একটি সহায়ক অস্ত্র, এই অর্থে যে সক্রিয় লীগ সদস্যপদ হচ্ছে লীগে সংগঠিত নয় এমন যুবদের প্রভাবিত করার জন্য পার্টির একটি যন্ত্র। এই ধারণাগুলি একে অপরের বিরোধিতা করে না এবং একটিকে অপরটির বিপরীতেও স্থাপন করা যায় না।

একটি দ্বিতীয় তথাকথিত আপোষ-অসাধ্য দ্বন্দ্ব হল: কিছু কিছু কমরেড ভাবেন যে 'লীগের শ্রেণী-নীতি তার অন্তর্গঠনের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় সেই লোকগুলির একনিষ্ঠতার দ্বারা যারা দাঁড়িয়ে আছে তার

শীর্ষে।' একনিষ্ঠতাকে অন্তর্গঠনের বিপরীতে স্থাপন করা হয়। এ দ্বন্দ্বটিও কাল্পনিক, কারণ ক. যু. ক. লী-র শ্রেণী-নীতি নির্ধারিত হয় অন্তর্গঠন ও সর্বোচ্চ নেতৃত্বের একনিষ্ঠতা—এই উভয় উপাদানের দ্বারা। যদি একনিষ্ঠ লোকেরা লীগ-সদস্যদের প্রভাবের অধীনে থাকেন, যা নীতি ও মনোভাবের দিক থেকে তাঁদের বিরোধী এবং সকল লীগ সদস্যই যদি সমান অধিকার ভোগ করেন, তাহলে এ ধরনের সদস্যপদ লীগের ক্রিয়াকলাপ ও নীতির ওপর তার ছাপ না ফেলে পারে না। পার্টি তার সদস্যপদের অন্তর্গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে কেন? কারণ পার্টি জানে যে, সদস্যপদের অন্তর্গঠন তার ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে।

পরিশেষে আরও একটি দ্বন্দ্ব যা একই ধরনের কাল্পনিক। এটি কৃষকদের মধ্যে লীগের ভূমিকা ও তার কাজ সম্পর্কে। কেউ কেউ এমন দৃষ্টিভঙ্গি নেন যে লীগের কর্তব্য হচ্ছে কৃষকদের মধ্যে তার প্রস্তাব 'সংহত' করা, কিন্তু সেই প্রভাব সম্প্রসারিত করা নয়; আপাতঃদৃষ্টিতে, অন্যেরা চান 'প্রভাব সম্প্রসারিত করতে', কিন্তু সংহতির প্রয়োজনীয়তা মেনে নেন না। একটা প্রচেষ্টা হয়েছে এটাকে একটা আলোচ্য বিষয় করে তোলার। এটা পরিষ্কার যে এ দুটি কর্তব্যের মাঝে বৈষম্য টানাটা কৃত্রিম, কারণ প্রত্যেকেই বেশ ভাল করে বোঝেন যে লীগ তার প্রভাব গ্রামাঞ্চলে একই সঙ্গে সংহত ও সম্প্রসারিত করবে। সত্য বটে, লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবন্ধে এক জায়গায় কৃষকদের মধ্যে কাজ প্রসঙ্গে একটা কিম্ভূতকিমাকার বক্তব্য আছে। কিন্তু কি তারখানোভ বা কি লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের অন্য প্রতিনিধিরা, কেউই এর জন্য জিদ ধরেননি, এবং তাঁরা এটা সংশোধন করে নিতে প্রস্তুত। তাই যদি হয় তাহলে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক করা কি লাভজনক?

কিন্তু, কাল্পনিক নয়, একটি বাস্তব দ্বন্দ্ব রয়েছে যুব কমিউনিস্ট লীগের জীবন ও কাজের মধ্যে যার বিষয়ে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমার মনে রয়েছে দুটি প্রবণতার অস্তিত্বের কথা: শ্রমিক-প্রবণতা ও কৃষক-প্রবণতা। আমার মনে রয়েছে এই প্রবণতা দুটির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কথা, যা নিজ থেকেই অনুভূত হচ্ছে এবং যাকে উপেক্ষা করার উপায় আমাদের নেই। ভাষণগুলিতে এই দুই দ্বন্দ্বের আলোচনাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বলতম বিষয়। সকল বক্তাই ঘোষণা করলেন যে লীগ শ্রমিকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে বেড়ে উঠবে, কিন্তু তাঁরা সকলেই হোঁচট খেলেন যে মুহূর্তে তাঁরা ফিরলেন কৃষকদের কথায়, কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত

করার প্রশ্নে। এমনকি যাঁরা সরল ও অকপটভাবে ভাষণ দিয়েছিলেন তাঁরাও হোঁচট খেলেন এই ব্যাপারে।

স্পষ্টতঃই, রু. যু. ক. লী.-র সামনে এই দুটি সমস্যা রয়েছে : শ্রমিক-সমস্যা ও কৃষক-সমস্যা। এটা সুস্পষ্ট যে, যেহেতু যু. ক. লী. হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের লীগ, তাই ভবিষ্যতেও এই ঝোঁকগুলি, এই দ্বন্দ্বগুলি লীগের ভেতর থাকবে। কেউ কেউ কৃষকদের বিষয়ে কিছু না বলে শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন; অন্যেরা কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোর দেন, লীগের নেতৃস্থানীয় অংশ হিসেবে, প্রলেতারীয় অংশের গুরুত্বকে ছোট করে দেখে। লীগের নিজ প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বটিই বক্তাদের হোঁচট খাওয়ায়। কেউ কেউ তাঁদের বক্তৃতায় পার্টি ও যু. ক. লী.-র মধ্যে একটা সমান্তরালতা টানেন, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে এমন কোন সমান্তরালতার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কারণ আমাদের পার্টি হচ্ছে একটি শ্রমিকদের পার্টি, শ্রমিক ও কৃষকদের একটি পার্টি নয়, কিন্তু যু. ক. লী. হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের লীগ। এই কারণে যু. ক. লী. কেবলমাত্র শ্রমিকদের লীগ হতে পারে না, তাকে একই সঙ্গে নিশ্চয়ই হতে হবে শ্রমিকদের লীগ ও কৃষকদের লীগ। একটা জিনিস পরিষ্কার: লীগের বর্তমান কাঠামোয় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি ও প্রবণতাগুলির মধ্যেকার সংগ্রাম ভবিষ্যতেও অপরিহার্য।

যাঁরা বলেন যে, পার্টিতে মাঝারি কৃষক যুবদের সংগ্রহ করতে হবে তাঁরা সঠিক, কিন্তু আমরা যেন একটি শ্রমিক ও কৃষকদের পার্টির ধারণায় পিছলে পড়া থেকে সাবধানে থাকি, যেমন কিনা, এমনকি, কিছু কিছু দায়িত্বশীল পদাধিকারী কর্মীদের কোন কোন সময়ে এই ধারণা করার প্রবণতা আছে। অনেকে জোর গলায় দাবি জানিয়েছেন : 'আপনারা পার্টিতে শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করছেন, কেন একই পাল্লায় কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত করছেন না? এক লক্ষ বা দু'লক্ষ কৃষককে পার্টিতে আনা হোক।' কেন্দ্রীয় কমিটি এটার বিরোধী, কারণ আমাদের পার্টিকে নিশ্চিতভাবে হতে হবে একটি শ্রমিকদের পার্টি। পার্টিতে আনুপাতিক হারে থাকা উচিত মোটামুটি ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ শ্রমিক এবং ২০ থেকে ২৫ শতাংশ অ-শ্রমিক। যু.ক.লী.-র ক্ষেত্রে অবস্থা কিছুটা অন্যরকম। যুব কমিউনিস্ট লীগ হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষক যুবদের বিপ্লবী অংশসমূহের একটা স্বেচ্ছাভিত্তিক, স্বাধীন সংগঠন। কৃষকদের ছাড়া, ব্যাপক কৃষক যুবদের ছাড়া

এটা একটা শ্রমিক ও কৃষকদের লীগ হিসেবে থাকবে না, কিন্তু এর কাজকর্ম এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে এর নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ন্যস্ত থাকে প্রলেতারীয় অংশসমূহের ওপর।

জে. স্তালিনের 'যুব কমিউনিস্ট লীগ প্রসঙ্গে'
পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত
মস্কো, ১৯২৬

লেনিনবাদের ভিত্তি[১৫]

(স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালা)

লেনিনের স্মৃতিতে সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশে নিবেদিত

জে. স্তালিন

লেনিনবাদের ভিত্তি একটি বিরাট বিষয়। তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হলে সম্পূর্ণ একখানি পুস্তকই রচনা করার দরকার হবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমার বক্তৃতামালা লেনিনবাদের পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপনা হবে না; বড় জোর তার মধ্য দিয়ে লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহের শুধু একটা সংক্ষিপ্ত সারমর্ম হাজির করা যায়। অবশ্য আমার মনে হয় সাফল্যের সঙ্গে লেনিনবাদের অধ্যয়নের জন্য কিছু কিছু মৌলিক বিষয়ের প্রয়োজনীয় প্রস্থান-বিন্দুর উপস্থাপনা হিসেবে এই সংক্ষিপ্তসারের উপযোগিতা রয়েছে।

আবার লেনিনবাদের ভিত্তিসমূহের ব্যাখ্যানের অর্থ লেনিনের বিশ্ব-দৃষ্টি-ভঙ্গির ভিত্তির উপস্থাপনা মাত্র নয়। লেনিনের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি এবং লেনিন-বাদের ভিত্তি পরিসরের দিক থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। লেনিন ছিলেন একজন মার্কসবাদী আর স্বভাবতঃই মার্কসবাদই হচ্ছে তাঁর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি। কিন্তু তা থেকে মোটেই এ কথা বোঝায় না যে লেনিনবাদের উপস্থাপনা মার্কসবাদের ভিত্তিসমূহের উপস্থাপনা দিয়েই শুরু করতে হবে। লেনিনবাদকে উপস্থাপনার অর্থ হবে লেনিনের রচনাবলীর মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও নতুন যা রয়েছে তা মার্কসবাদের সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডারে কী অবদান রেখে গেছে এবং যা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নামের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে রয়েছে তার উপস্থাপনা করা। একমাত্র এই অর্থেই আমার বক্তৃতামালায় লেনিনবাদের ভিত্তির কথা আমি বলব।

আর তাহলে, লেনিনবাদ কাকে বলব ?

কেউ কেউ বলেন রাশিয়ার বিশেষ অবস্থার যে প্রেক্ষাপট তাতে মার্কস-বাদের প্রয়োগই হচ্ছে লেনিনবাদ। এই সংজ্ঞায় খানিকটা সত্য রয়েছে কিন্তু কোনমতেই তাতে পুরো সত্যটি নেই। লেনিন নিশ্চিতই রাশিয়ার

পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের প্রয়োগ করেছিলেন এবং তা প্রয়োগ করেছিলেন একান্ত দক্ষতার সঙ্গে। কিন্তু যদি লেনিনবাদ রাশিয়ার বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদের নিছক প্রয়োগমাত্র হতো তাহলে তা নিতান্ত জাতীয় এবং শুধুমাত্র জাতীয়, নিছক রুশীয় এবং শুধুমাত্র রুশীয় একটি ব্যাপারই হয়ে থাকত। কিন্তু আমরা জানি লেনিনবাদ নিছক একটি রুশীয় ব্যাপার নয় বরং তা একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপার, সমগ্র আন্তর্জাতিক ঘটনাবিন্যাসের গভীরে তা প্রোথিত রয়েছে। তাই আমি মনে করি এই সংজ্ঞাটি একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট।

অন্যান্যরা বলছেন যে লেনিনবাদ হচ্ছে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের মার্কসবাদের বৈপ্লবিক উপাদানসমূহের পুনরুজ্জীবন যাকে পরবর্তী বছরগুলির মার্কসবাদ থেকে স্বতন্ত্রভাবে দেখতে হবে কেননা তখন তাদের অভিমত অনুসারে তা নরমপন্থী ও অ-বিপ্লবী হয়ে পড়েছিল। যদি আমরা মার্কসের শিক্ষাগুলিকে এভাবে নির্বোধ ও অমার্জিতভাবে ভাগ করার কথা, বৈপ্লবিক ও নরমপন্থী এই দুভাগে ভাগ করার কথা হিসেবের মধ্যে না ধরি, তাহলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে এই সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও অনভিপ্রেত সংজ্ঞাটিতেও খানিকটা সত্য রয়েছে। সত্যটুকু হচ্ছে এই যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদীরা মার্কসবাদের যে মর্মবস্তুকে নস্যাৎ করে ছেড়েছিল লেনিন নিশ্চিতই মার্কসবাদের সেই বৈপ্লবিক মর্মবস্তুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা সত্যের একটি কণামাত্র। লেনিনবাদের পুরো সত্যটি হচ্ছে এই যে লেনিনবাদ শুধু মার্কসবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল তা-ই নয়, তা মার্কসবাদকে এক কদম এগিয়ে নিয়েছিল এবং পুঁজিবাদের নতুন অবস্থাধীনে ও শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের পরিস্থিতিতে তাকে অধিকতর বিকশিত করে তুলেছিল।

তাহলে শেষ বিচারে লেনিনবাদ কাকে বলব?

লেনিনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রমিক-বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, লেনিনবাদ হচ্ছে সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের তত্ত্ব ও রণকৌশল, বিশেষ করে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্ব ও রণ-কৌশল। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের কাজকর্ম চালিয়েছিলেন প্রাক্-বৈপ্লবিক অধ্যায়ে (আমরা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের কথা মনে রেখেই এটা বলছি) তখনো বিকশিত সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব ছিল না, অধ্যায়টি ছিল বিপ্লবের জন্য

শ্রমিকশ্রেণীর প্রস্তুতির এমন একটি অধ্যায় যখন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব অনিবার্য আশু বাস্তব কার্যক্রম হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস-এর শিষ্য লেনিন তাঁর কাজকর্ম শুরু করেছিলেন বিকশিত সাম্রাজ্যবাদের অধ্যায়ে যখন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব উন্মোচিত হয়ে উঠছিল, যখন একটি দেশে শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লব ইতিমধ্যেই বিজয় অর্জন করে ফেলেছে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রের যুগ, সোভিয়েতের যুগের অভ্যুদয় ঘটেছে।

তারই জন্য লেনিনবাদ হচ্ছে মার্কসবাদেরই অধিকতর বিকশিত রূপ।

সাধারণভাবে লেনিনবাদের অতুলনীয় সংগ্রামমুখী ও অতুলনীয় বৈপ্লবিক প্রকৃতির কথা বলা হয়ে থাকে। তা খুবই ঠিক কথা। কিন্তু লেনিনবাদের এই সুনির্দিষ্ট বিশেষত্বের দুটি হেতু রয়েছে: প্রথমতঃ, লেনিনবাদের উদ্ভব ঘটেছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব থেকে, তাই তার ছাপ এতে না থেকেই পারে না; দ্বিতীয়তঃ, লেনিনবাদের উদ্ভব ঘটেছে এবং তা জোরদার হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে, আর সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের অপরিহার্য প্রাথমিক শর্ত হয়েই ছিল এবং এখনো রয়েছে। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে একদিকে মার্কস ও এঙ্গেলস আর অন্যদিকে লেনিন-এর মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের একটি সমগ্র অধ্যায় এবং এই সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম লেনিনবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম একটি কর্তব্যকর্ম না হয়েই পারে না।

১। লেনিনবাদের ঐতিহাসিক উৎস

লেনিনবাদের উদ্ভব ও রূপায়ণ ঘটেছে সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতির মধ্যে যখন পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বসংঘাতগুলি চূড়ান্ত বিন্দুতে উপনীত হয়েছে, শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লব আশু বাস্তব প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, যখন বিপ্লবের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর প্রস্তুতির অধ্যায় একটি নতুন অধ্যায়ে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত হানার অধ্যায়ে, উপনীত হয়েছে ও তার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে গেছে।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে 'মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ' বলেছেন। কেন? কারণ সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বসমূহকে শেষ সীমায়, একেবারে চূড়ান্ত সীমায়, নিয়ে এসেছে; তারপরই শুরু হয় বিপ্লব। এই দ্বন্দ্বসমূহের মধ্যে তিনটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করতে হয়।

প্রথম দ্বন্দ্ব হচ্ছে শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে শিল্পোন্নত দেশসমূহের একচেটিয়া ট্রাস্ট ও সিণ্ডিকেটসমূহের, ব্যাঙ্ক ও পুঁজিদার ধনকুবেরদের সর্বময় ক্ষমতার একটি পরিস্থিতি। এই সর্বময় ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি—ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায়, পার্লামেণ্টারী দল ও পার্লামেণ্টারী সংগ্রাম—সম্পূর্ণভাবে অপ্রতুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। হয় নিজেকে পুঁজির করুণার দরবারে সঁপে দিয়ে দুরবস্থাকে সঙ্গী করে আগের মতো কায়ক্লেশে টিঁকে থেকে বেশি বেশি করে তলিয়ে যেতে হবে, আর নয়তো নতুন অস্ত্র ধারণ করতে হবে—সাম্রাজ্যবাদ এই বিকল্প পথ দুটিই বিপুলসংখ্যক শ্রমিক-জনগণের সামনে এনে হাজির করছে। সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে।

দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব হচ্ছে বিদেশের ভূভাগ ও কাঁচামালের উৎসগুলির জন্য তাদের লড়াই থেকে পুঁজিদারদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে কাঁচামালের উৎসভূমিতে পুঁজি রপ্তানী এবং এই উৎসভূমিগুলির একচেটিয়া মালিকানার জন্য উন্মত্ত সংগ্রাম, ইতিমধ্যেই বিভক্ত দুনিয়াকে নতুন করে ভাগবাটোয়ারা করে নেওয়ার জন্য সংগ্রাম চলছে আর এই সংগ্রাম সবিশেষ তীব্রতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে পুঁজিদারদের নতুন গোষ্ঠী ও শক্তিগুলি বনেদী গোষ্ঠী ও শক্তিগুলির বিরুদ্ধে 'পৃথিবীতে নিজেদের যথাযোগ্য স্থানের' বাসনা নিয়ে, কিন্তু অন্যরাও তাদের অধিকারকে নাছোড়বান্দা হয়ে আঁকড়ে রাখতে চাইছে। পুঁজিপতিদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার এই উন্মত্ত সংগ্রাম বিশেষভাবে লক্ষণীয় এইজন্য যে এর মাঝে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অনিবার্য উপাদান হিসেবে থেকে যাচ্ছে আর এই যুদ্ধ বিদেশী ভূভাগ কব্জা করার জন্যই পরিচালিত; তার ফল হিসেবে এই পরিস্থিতি লক্ষণীয় হয়ে উঠছে এইজন্য যে এতে করে সাম্রাজ্যবাদীরা একে অন্যকে হীনবল করে ফেলছে আর এতে করে সাধারণভাবে পুঁজিবাদের অবস্থানই দুর্বল হয়ে পড়ছে, শ্রমিক-বিপ্লবের অভ্যুদয় দ্রুততর হয়ে উঠছে এবং এই বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকেই তা তীব্রতর করে তুলেছে।

তৃতীয় দ্বন্দ্ব হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি 'সভ্য' জাতি এবং পৃথিবীর উপনিবেশ ও পরাধীন জাতিসমূহের কোটি কোটি জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। বিশাল উপনিবেশ ও পদানত দেশগুলির অধিবাসী কোটি কোটি জনগণের সবচেয়ে নির্লজ্জ শোষণ ও সবচেয়ে অমানুষিক নিপীড়ন হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। এই

শোষণের আর নির্যাতনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি-মুনাফা সংগ্রহ করা। কিন্তু এই দেশগুলিকে শোষণ করতে যেয়ে সাম্রাজ্যবাদ ওখানে রেলপথ-কলকারখানা, শিল্প ও ব্যবসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর মতো একটি শ্রেণীর আবির্ভাব, স্বদেশীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়, জাতীয় চেতনার জাগরণ, মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ—এই হচ্ছে এ ধরনের নীতির অনিবার্য পরিণাম। ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল উপনিবেশ ও পরাধীন দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশ পরিষ্কারভাবে এই বাস্তব সত্যকে সপ্রমাণ করছে। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এই পরিস্থিতিটি গুরুত্বপূর্ণ কেননা উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের মজুত বাহিনী থেকে তাদের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের মজুত বাহিনীতে রূপান্তরিত করে তা পুঁজিবাদের অবস্থানকে আমূল ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে।

সাধারণভাবে বললে এই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের মুখ্য সেই দ্বন্দ্বসমূহ যা অতীত দিনের 'সমৃদ্ধিমণ্ডিত' পুঁজিবাদকে মরণোন্মুখ পুঁজিবাদে রূপান্তরিত করেছে।

দশ বছর আগে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল অন্যান্য কিছুর মধ্যে, তার তাৎপর্য এই বাস্তব সত্যের মধ্যে নিহিত যে এতে করে এই সমূহ দ্বন্দ্ব একক একটি গ্রন্থিতে এসে মিলিত হয়ে ভারসাম্যের ওপর আছড়ে পড়েছে এবং এভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামকে দ্রুততর ও সহজতর করে তুলেছে।

অন্য ভাষায় বলতে গেলে সাম্রাজ্যবাদ হেতুমূলে থেকে শুধু যে বিপ্লবকে একটি অনিবার্য বাস্তব করে তুলেছে তাই নয়, পুঁজিবাদের দুর্গসমূহে প্রত্যক্ষ আঘাত হানার সহায়ক পরিস্থিতিরও তা সৃষ্টি করছে।

এরকম একটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিই লেনিনবাদের উদ্ভব ঘটিয়েছে।

কেউ কেউ বলতে পারেন: বুঝলাম, এ তো খুবই ভাল কথা, কিন্তু রাশিয়ার তাতে কী আসে যায় কারণ তা তো আর ধ্রুপদী সাম্রাজ্যবাদের একটি দেশ ছিল না এবং তা হতেও পারত না? লেনিনই-বা এখানে কী করে আসেন আর তিনি তো মুখ্যতঃ রাশিয়াতে ও রাশিয়ার জন্যই কাজ করে গেছেন? এতো সব দেশের মধ্যে রাশিয়াই কেন লেনিনবাদের উৎসভূমি হয়ে উঠল, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের তত্ত্ব ও রণকৌশলের উদ্ভবক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল?

কারণটা হচ্ছে রাশিয়াই ছিল সাম্রাজ্যবাদের এই সমূহ দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু।

কারণ অন্য যে-কোন দেশের চেয়ে রাশিয়া অনেক বেশি করে বিপ্লবের সম্ভাবনায় সম্ভাবিত হয়ে উঠেছিল, সুতরাং একমাত্র সেই দেশই বৈপ্লবিক পথে ঐ দ্বন্দ্বসমূহের সমাধানের অবস্থায় ছিল।

প্রথমেই বলতে হয়, জারশাসিত রাশিয়াই ছিল সর্ববিধ নিপীড়নের আবাস-ভূমি—পুঁজিবাদী, ঔপনিবেশিক এবং সমরতন্ত্রী—সর্ববিধ নিপীড়নের সবচেয়ে অমানবিক ও সবচেয়ে বর্বরোচিত অনাচারের প্রকাশক্ষেত্র। এ কথা কে না জানেন যে রাশিয়াতে পুঁজির সর্বশক্তিমত্তা যুক্ত হয়েছিল জারতন্ত্রের স্বেচ্ছা-চারিতার সঙ্গে, রুশীয় জাতীয়তাবাদের জঙ্গী রূপটির সঙ্গে অ-রুশীয় জাতি-সমূহের ব্যাপারে জারতন্ত্রের জল্লাদের ভূমিকা এসে যুক্ত হয়েছিল, সমগ্র অঞ্চল জুড়ে যেমন তুরস্ক, পারস্য, চীনকে শোষণের সঙ্গে জারতন্ত্র কর্তৃক অন্য ভূখণ্ড-গুলিকে জয় করার যুদ্ধের সঙ্গে তা যুক্ত হয়েছিল? জারতন্ত্র হচ্ছে 'সামরিক-সামন্ত সাম্রাজ্যবাদ'—এই কথাটি লেনিন খুব সঠিকভাবেই বলেছিলেন। জারতন্ত্র ছিল সাম্রাজ্যবাদের জঘন্যতম দিকগুলির উচ্চতর স্বরগ্রামে প্রকটিত কেন্দ্রীভূত একটি রূপ।

আরেকটু এগিয়ে বলা যায়,—জারের রাশিয়া ছিল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের একটি প্রধান মজুত বাহিনী; শুধু বৈদেশিক পুঁজিকে অবাধ প্রবেশাধিকার দিত বলে নয় এবং এই বৈদেশিক পুঁজি জ্বালানি এবং ধাতব শিল্পের মতো রাশিয়ার অর্থনীতির মূল শাখাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত বলেই নয় বরং এই অর্থেও তা ছিল একটা মজুত বাহিনী যে তা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ লক্ষ সৈন্য সরবরাহ করতে পারত। এককোটি চল্লিশ লক্ষের রুশ সেনাবাহিনীর কথা মনে করে দেখুন যে বাহিনীটি ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিপতিদের অভাবিতপূর্ব মুনাফার নিরাপত্তা বিধানের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের রণক্ষেত্রে নিজের রক্তপাত করে এসেছে।

তদুপরি, জারতন্ত্র শুধু ইউরোপের পূর্ব ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদের জাগ্রত প্রহরী মাত্র ছিল না, তার সঙ্গে সঙ্গে তা ছিল প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন এবং ব্রুসেলস থেকে পাওয়া ঋণের সুদ হিসেবে কোটি কোটি টাকা ওখানকার জনসমষ্টিকে নিঙড়ে আদায় করার জন্য নিয়োজিত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের একটি দালাল-স্বরূপ।

সর্বশেষে বলা যায় তুরস্ক, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশের বিভাগের ক্ষেত্রে জারতন্ত্র ছিল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহযোগী। কে

এ কথা না জানে বলুন তো, তাঁতাতের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে জোট পাকিয়েই জারতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল এবং রাশিয়া ছিল সেই যুদ্ধেরই একটি অপরিহার্য শক্তি ?

তারই জন্ম জারতন্ত্র ও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসমূহ জড়াজড়ি করে একাকার হয়ে পড়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা মিলেমিশে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের একটি একক গ্রন্থি রচনা করেছিল।

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ কি প্রাচ্যে তাদের এমন শক্তিশালী একটা খুঁটি, পুরানো, জারতন্ত্রী, বুর্জোয়া রাশিয়ার জনবল ও সম্পদের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের ক্ষতিটা স্বেচ্ছায় মেনে নেবে এবং রাশিয়ার বিপ্লবের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রাম নিজের সর্বশক্তি দিয়ে না করে জারতন্ত্রকে সংরক্ষা ও বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস না চালিয়ে সহজে তা মেনে নেবে ? অবশ্যই না।

কিন্তু এ থেকে যা বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে যদি কেউ জারতন্ত্রকে আঘাত হানতে চান তাহলে তাঁকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও আঘাত হানতে হবে, যদি কেউ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চান তবে তাকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে; যিনি জারতন্ত্রকে উচ্ছেদের ব্যাপারে প্রয়াসী তিনি যদি প্রকৃতপক্ষেই জারতন্ত্রের নিছক পরাজয়টুকুই না চান, চান তাকে পরিষ্কার করে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে তবে তাঁকে সাম্রাজ্যবাদকেও উচ্ছেদ করতে হবে। তাই জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং একাকার হয়ে গেছে।

এদিকে রাশিয়াতে ইতিমধ্যে প্রচণ্ড গণবিপ্লব মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে আর যার ছিল রাশিয়ার বৈপ্লবিক কৃষক-জনগণের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্রবাহিনী। এটাতে কি কোন প্রমাণের অপেক্ষা আছে যে এ ধরনের একটি বিপ্লব মাঝপথে থেমে থাকতে পারে না এবং সাফল্যমণ্ডিত হলে তা আরও অগ্রসর হয়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরতে বাধ্য ?

এই কারণে রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বসমূহের কেন্দ্রবিন্দু হতে বাধ্য, শুধু এই অর্থেই নয় যে রাশিয়াতে এই দ্বন্দ্বসমূহ সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল বা বিশেষ করে তাদের ন্যক্কারজনক ও অসহনীয় প্রকৃতি এখানে প্রকট হয়ে উঠেছিল; রাশিয়া পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্ভরস্থল এবং তা পশ্চিমী আর্থিক পুঁজির সঙ্গে প্রাচ্যের উপনিবেশসমূহকে

সংযুক্ত করে রেখেছে বলে নয়—বরং রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দসমূহের কেন্দ্র-বিন্দু হতে বাধ্য এইজন্যও যে রাশিয়াই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে এমন একটি প্রকৃত শক্তি বর্তমান রয়েছে যা সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দসমূহ বৈপ্লবিক পথে সমাধান করতে সমর্থ।

তা থেকে অবশ্য এ কথাও বোঝা যায় যে রাশিয়ার বিপ্লব একটি প্রলেতারীয় শ্রমিক-বিপ্লব না হয়ে পারে না এবং উন্মেষের লগ্ন থেকেই তার একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র না থেকে পারে না, আর তারই জন্য তা বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলটিকেই নাড়া না দিয়ে পারে না।

এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ান কমিউনিস্টগণ কি রুশ-বিপ্লবের সংকীর্ণ জাতীয় পরিসীমার মধ্যেই তাঁদের কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারতেন? নিশ্চয়ই না। বরং উল্টো, সমগ্র পরিস্থিতি—কী আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি (যেমন গভীর বৈপ্লবিক সংকট), কী বহির্দেশীয় পরিস্থিতি (যেমন যুদ্ধ)—তাদের কাজকর্মে তাদের এই চৌহদ্দীর সীমানা ছড়িয়ে যেতে প্রেরণা দিচ্ছিল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই সংগ্রামকে স্থানান্তরিত করে দিতে, সাম্রাজ্যবাদের ক্ষত চিহ্ন-গুলিকে উদ্ঘাটিত করে দিতে, পুঁজিবাদের পতন যে অবধারিত তা প্রমাণ করে দিতে, সামাজিক উগ্র আত্মাভিমান এবং সামাজিক শান্তিবাদিতাকে চুরমার করে দিতে এবং সর্বশেষে তাঁদের নিজ দেশে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে দিতে ও তাঁদের হাতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের নতুন হাতিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের তত্ত্ব ও রণকৌশলের হাতিয়ার তুলে দিয়ে পুঁজিবাদের উচ্ছেদের জন্য সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে সহজতর করে দিতে তাঁদের অনুপ্রেরণা দান করছিল। রাশিয়ান কমিউনিস্টগণ এর কোন অন্যথা আচরণ করতে পারতেন না, কারণ একমাত্র এই পথেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এমন কিছু কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল যা বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা পুনঃ-প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রাশিয়াকে রক্ষা করতে পারত।

তারই জন্য রাশিয়া হয়ে দাঁড়াল লেনিনবাদের উদ্ভব ক্ষেত্র এবং রাশিয়ান কমিউনিস্টদের নেতা লেনিন হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর স্রষ্টা।

মোটামুটি এই একই জিনিস 'ঘটেছিল' গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে জার্মানিতে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর ক্ষেত্রে, ঠিক যেমনটি ঘটল রাশিয়া ও লেনিনের ক্ষেত্রে। ঐ সময়ে জার্মানি ছিল বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতকালের রাশিয়ার মতোই বুর্জোয়া বিপ্লবের সম্ভাবনায় সম্ভাবিত। ঐ সময়ে কমিউনিস্ট

ইস্তাহারে মার্কস লিখেছিলেন :

'কমিউনিস্টগণ তাঁদের দৃষ্টি রেখেছেন মুখ্যতঃ জার্মানির দিকে, কারণ ঐ দেশটি এখন বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রাক্কালে সমুপনীত হয়েছে এবং তা ইউরোপীয় সভ্যতার অধিকতর অগ্রসর পরিস্থিতিতে সম্পাদিত হতে বাধ্য, আর সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডের এবং অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের চেয়ে অধিকতর বিকশিত শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগে তা সম্পাদিত হতে বাধ্য এবং এই কারণেই জার্মানির বুর্জোয়া বিপ্লব অনতিবিলম্বে প্রত্যাসন্ন একটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সূত্রপাত না করেই পারে না।'[১৬]

অন্য কথায়, বৈপ্লবিক আন্দোলনের কেন্দ্র জার্মানিতে সরে আসছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে মার্কস কর্তৃক বর্ণিত পরিস্থিতিতেই জার্মানি বিশেষ করে কেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি হয়ে উঠেছিল এবং কেন জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর নেতা মার্কস ও এঙ্গেলসই তার স্রষ্টা হয়েছিলেন তার সম্ভাব্য কারণ বোঝা যায়।

শুধু আরও একটু বেশি করে এই একই কথা বিংশ শতকের প্রথম দিকের রাশিয়া সম্পর্কেও বলা চলে। রাশিয়া তখন বুর্জোয়া বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে উপনীত হয়েছিল; তাকে এই বিপ্লব সম্পাদন করতে হচ্ছিল এমন একটা সময়ে যখন ইউরোপের পরিস্থিতি ছিল অনেক অগ্রসর এবং (ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক) উনবিংশ শতাব্দীর জার্মানির চল্লিশের দশকের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর একটি শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগে তা সম্পাদিত হয়েছিল। তাছাড়া সমস্ত তথ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যাচ্ছিল যে এই বিপ্লব একটি আলোড়ন সৃষ্টি করতে এবং শ্রমিক-বিপ্লবের সূত্রপাত করতে বাধ্য।

অনেক আগে ১৯০২ সালে রুশ বিপ্লব যখন ভ্রূণ অবস্থায় ছিল তখনই লেনিন তাঁর **কী করতে হবে?** নামক পুস্তিকায় ভবিষ্যদ্বাণী করে যে কথাগুলি লিখেছিলেন তাকে আমরা আকস্মিক বলে গণ্য করতে পারি না :

'ইতিহাস আমাদের (অর্থাৎ রাশিয়ান কমিউনিস্টদের—জে. স্তালিন) সামনে যে আশু কর্তব্য হাজির করেছে তা অন্য যে-কোন দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর সামনে উপনীত আশু কর্তব্যের তুলনায় সবচেয়ে বেশি বৈপ্লবিক।'

এবং তাই…'শুধু ইউরোপের নয় বরং (এখন এ কথাও বলা চলে যে) এশীয় প্রতিক্রিয়ারও সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভকে ধ্বংস করার এই

কর্তব্য সম্পাদন করতে পারলে রাশিয়ান শ্রমিকশ্রেণী আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীতে পরিণত হবে' (রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৮২ দ্রষ্টব্য)।

অর্থাৎ বৈপ্লবিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু রাশিয়াতে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য।

আমরা জানি, রাশিয়ায় বিপ্লবের গতিধারা লেনিনের ভবিষ্যণীর সত্যতা একেবারে যথার্থ বলে প্রমাণ করেছে।

যে দেশ এরকম একটি বিপ্লব সম্পাদন করেছে, যে দেশে এমন শ্রমিক-শ্রেণী রয়েছে সেই দেশটিই যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের তত্ত্ব রণকৌশলের জন্মভূমি হয়ে উঠেছিল এসব মনে রাখলে তাতে বিস্ময়ের কিছু আছ কি?

রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর নেতা লেনিনই যে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর নেতা এবং এই তত্ত্ব ও রণকৌশলের স্রষ্টা হয়ে দাঁড়াবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু আছে কি?

২ পদ্ধতি

আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে একদিকে মার্কস ও এঙ্গেলস এবং অন্যদিকে লেনিন—এঁদের মাঝখানে রয়েছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদের আধিপত্যের সমগ্র একটি যুগ। আরও যথাযথভাবে বলার জন্য আমি যোগ করতে চাই যে, আমি সুবিধাবাদের কোন আনুষ্ঠানিক আধিপত্যের কথা বলছি না, বলছি সুবিধাবাদের একান্ত যথার্থ আধিপত্যেরই কথা। আনুষ্ঠানিক-ভাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা ছিলেন 'বিশ্বস্ত' ও 'গোঁড়া' মার্কসবাদী কাউট্স্কি এবং অন্যান্যরা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মূল কাজই ছিল সুবিধাবাদের পথ অনুসরণ করা। সুবিধাবাদীরা নিজেদের বুর্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, কারণ তাদের স্বভাবই ছিল এই খাপ খাইয়ে চলার পেটি-বুর্জোয়া অভ্যাস। অন্যদিকে 'গোঁড়ারা' 'পার্টির মধ্যে শান্তিরক্ষার' স্বার্থে 'ঐক্য বজায় রাখার' জন্য সুবিধাবাদীদের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। এভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর নীতি এবং 'গোঁড়াদের' নীতির মধ্যেকার যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে সুবিধাবাদের ছিল চূড়ান্ত আধিপত্য।

পুঁজিবাদের তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ বিকাশের অধ্যায়, বলা চলে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী

অধ্যায়টিতে সাম্রাজ্যবাদের বিপর্যয়কর দ্বন্দ্বগুলি তখনো পর্যন্ত জাজ্জ্বল্যমানভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি; শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ধর্মঘট এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহ মোটামুটি 'স্বাভাবিকভাবেই' তখন বিকশিত হয়ে উঠছিল; নির্বাচনী প্রচার-অভিযান এবং পার্লামেণ্টারী গোষ্ঠীসমূহের সাফল্যে 'মাথা ঘুরে যাবার' উপক্রম হয়েছিল, সংগ্রামের আইনানুগ পদ্ধতিগুলিকে প্রশংসাভরে মাথায় নিয়ে নাচা হচ্ছিল এবং মনে করা হচ্ছিল আইনসম্মত উপায়েই পুঁজিবাদ 'খতম' হয়ে যাবে—সংক্ষেপে বলতে গেলে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিসমূহ নিজেদের খোলসের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসেছিল এবং বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ও জনগণকে বৈপ্লবিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বসহকারে ভাবনা-চিন্তার কোন বাসনাই তাদের ছিল না।

একটা সুসংহত বিপ্লবী তত্ত্বের পরিবর্তে ছিল জনসাধারণের প্রকৃত বৈপ্লবিক সংগ্রামের থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু স্ববিরোধী তাত্ত্বিক স্বতঃসিদ্ধ বক্তব্য ও খণ্ড-ছিন্ন তত্ত্বকথার টুকরো যেগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুরোদস্তুর শাস্ত্রবাক্য। লোক-দেখানো ভঙ্গিতে মার্কসের তত্ত্বের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা হতো কিন্তু তা করা হতো তার সজীব, বৈপ্লবিক মর্মকে ধ্বংস করে দেবার জন্যই।

বৈপ্লবিক নীতির পরিবর্তে ছিল অসংলগ্ন বাক্যবিলাস এবং অসার রাজনৈতিক কষাকষি, পার্লামেণ্টারী কূটকৌশল আর পার্লামেণ্টারী ফন্দি-ফিকির। লোক-দেখানোর জন্য অবশ্যই 'বৈপ্লবিক' প্রস্তাবাবলী এবং শ্লোগান গ্রহণ করা হতো কিন্তু তা করা হতো সেগুলিকে বস্তাবন্দী করে রাখার জন্যই।

নিজের ভুলভ্রান্তির ভিত্তিতে পার্টিকে সঠিক বৈপ্লবিক রণকৌশলে সুশিক্ষিত ও দক্ষ করে তোলার পরিবর্তে জটিল প্রশ্নগুলিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত-ভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার, ঐ প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে চলার এবং আড়াল করে রাখার প্রয়াস করা হতো। লোক-দেখানোর জন্য অবশ্য জটিল প্রশ্নগুলি নিয়ে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে কোনো আপত্তি ছিল না কিন্তু এই সবটাই করা হতো একজনের যথেচ্ছ 'নমনীয়' প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে তার সমাপ্তি ঘটাবার জন্য।

এই ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের চেহারা, তার কার্যপদ্ধতি ও তার অস্ত্রসম্ভার।

এর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায় এগিয়ে আসছিল। আর্থিক পুঁজির সর্বময় ক্ষমতার মুখে দাঁড়িয়ে

স্পষ্টতঃই সংগ্রামের পুরানো পদ্ধতিগুলি একান্ত অনুপযুক্ত ও অকেজো বলে প্রমাণিত হয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমগ্র কার্যকলাপ, তার সমগ্র কার্যপদ্ধতিকে আগাগোড়া ঢেলে সাজানো এবং সর্বপ্রকার বাক্‌সর্বস্বতা, মানসিক সংকীর্ণতা, রাজনৈতিক ফন্দিফিকির, দলত্যাগ, সামাজিক আত্মাভিমান ও সামাজিক শান্তিবাদিতাকে ঝেঁটিয়ে দূর করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সম্পূর্ণ অস্ত্রসম্ভারকেই পরখ করে দেখা, যা কিছু জং-ধরা ও পুরানো সেগুলিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন হাতিয়ার তুলে ধরার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই প্রাথমিক কাজটুকু না করে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া ছিল নিরর্থক। এই কাজটুকু না করলে শ্রমিকশ্রেণী ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সময় নিজেকে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্রহীন, এমনকি, একেবারে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে রয়েছে দেখতে পাবে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই সঞ্চিত আবর্জনারাশিকে আগাগোড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলার ও ঢেলে সাজানোর গৌরব বর্তেছিল লেনিনবাদের ওপর।

এই পরিস্থিতিতেই লেনিনবাদের কর্মপদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছিল এবং শাণিত হয়ে উঠেছিল।

এই কর্মপদ্ধতির জন্য কী কী প্রয়োজন ছিল?

প্রথমতঃ, জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের কষ্টিপাথরে, জীবন্ত বাস্তব প্রয়োগের কষ্টিপাথরে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের তত্ত্বগত শাস্ত্রবাক্যগুলিকে **যাচাই** করার প্রয়োজন ছিল অর্থাৎ তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যেকার বিচ্ছিন্ন ঐক্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, তাদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল তা দূরীভূত করা, কারণ একমাত্র এই পথেই বৈপ্লবিক তত্ত্বে সুসজ্জিত সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর একটি পার্টি গড়ে তোলা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলির নীতিসমূহকে তাদের শ্লোগান ও প্রস্তাবাদি দিয়ে নয় (ঐ সবকে বিশ্বাস করা চলে না), বরং তাদের কাজ-কর্ম দিয়ে **যাচাই** করা প্রয়োজন কারণ একমাত্র এই পথেই শ্রমিক-সাধারণের আস্থা অর্জন করা এবং তাদের আস্থার যোগ্য হওয়া যাবে।

তৃতীয়তঃ, নতুন বৈপ্লবিক পন্থায় সমস্ত পার্টিগত কাজকর্মকে **নতুন করে সংগঠিত** করা প্রয়োজন যাতে করে জনসাধারণকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য

সুশিক্ষিত ও প্রস্তুত করে তোলা যায়, কারণ একমাত্র এই পথেই জনসাধারণকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে তোলা যাবে।

চতুর্থতঃ, তাদের আপন ভুলভ্রান্তির ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিসমূহের মধ্যে আত্মসমালোচনা ও তাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রবর্তন করা কারণ একমাত্র এই পথেই পার্টির যথার্থ সাচ্চা কর্মী ও নেতাদের শিক্ষিত করে তোলা যায়।

এই হচ্ছে লেনিনবাদের পদ্ধতির ভিত্তি ও মূল কথা।

এই পদ্ধতিকে কেমন করে বাস্তবে কার্যকর করা হয়েছিল?

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদীদের বেশ কিছু তাত্ত্বিক শাস্ত্রবাক্য রয়েছে এবং সব সময় প্রস্থানবিন্দু হিসেবে তারা ঐগুলির আশ্রয় গ্রহণ করে। তার মধ্য থেকে কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করে দেখা যাক।

প্রথম শাস্ত্রবাক্যটি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের পরিস্থিতি সম্পর্কে। সুবিধাবাদীরা জোরের সঙ্গে বলে যে দেশের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করতে পারে না বা ক্ষমতা দখল করা তার উচিতও নয়। এই উদ্ভট বক্তব্যের সপক্ষে তত্ত্বগত বা বাস্তব কোন প্রমাণই হাজির ওরা করেনি, কারণ হাজির করার মতো কোন প্রমাণই ওদের নেই। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভদ্রমহোদয়দের জবাব দিতে গিয়ে লেনিন বলেন, ধরেই নেওয়া যাক এই কথাটাই সত্য। কিন্তু ধরুন এমন একটা ঐতিহাসিক অবস্থার (যুদ্ধ, কৃষি-সংকট ইত্যাদির) সৃষ্টি হয়েছে যখন শ্রমিকশ্রেণী দেশের জনসংখ্যার সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও এমন একটা সুযোগ হল যে শ্রমজীবী জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠকে তার চারিপাশে সমবেত করার সুযোগ পেল; তখন তা ক্ষমতা দখল করবে না কেন? শ্রমিকশ্রেণী সহায়ক আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ একটি পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে পুঁজিবাদের ব্যূহভেদ করে তার সর্বাত্মক পতনের দিন ঘনিয়ে আনবে না কেন? এমনকি বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকেই মার্কস কি এ কথা বলেননি যে জার্মানিতে শ্রমিক-বিপ্লব 'চমৎকারভাবে' এগিয়ে চলতে পারত, ধরুন, যদি 'কৃষক-যুদ্ধের একটা দ্বিতীয় সংস্করণ'[১৭] দিয়ে তাকে মদৎ দেওয়া সম্ভব হতো? এটা কি সাধারণভাবে সকলেরই জানা একটা কথা নয় যে ঐ সময়ে জার্মানিতে শ্রমিকশ্রেণী তুলনায়, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯১৭ সালের রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর চেয়ে সংখ্যায় কমই ছিল? রাশিয়ার শ্রমিক-বিপ্লবের বাস্তব অভিজ্ঞতা কি এটাই দেখিয়ে দেয়নি যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরপুরুষদের এই প্রিয় শাস্ত্রবাক্যটি

শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিতান্তই সর্ববিধ জীবন্ত তাৎপর্যহীন? জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই অচল শাস্ত্রবাক্যকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে ও তাকে চুরমার করে দিয়েছে এ কথা কি পরিষ্কার নয়?

দ্বিতীয় শাস্ত্রবাক্য হচ্ছে যদি দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম সংগঠিত করার মতো দক্ষ যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক কর্মিবৃন্দ না থাকে তবে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখলে রাখতে পারে না, এই কর্মিবৃন্দকে প্রথমে পুঁজিবাদী অবস্থাধীনেই সুশিক্ষিত করে তুলতে হয় আর একমাত্র তাহলেই শুধু ক্ষমতা দখল করা চলতে পারে। লেনিন এর জবাবে বলেছেন, ধরা যাক এইটিই হচ্ছে পরিস্থিতি; কিন্তু ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে এভাবে দেখলে কেমন হয়: প্রথমে ক্ষমতা দখল করে শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশের সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি করুন আর তারপরে শ্রমিকদের মধ্য থেকে অসংখ্য নেতা ও প্রশাসককে সুশিক্ষিত করে তুলুন এবং বিরাট বিরাট পদক্ষেপে এগিয়ে চলুন শ্রমজীবী জনসাধারণের সাংস্কৃতিক স্তরকে উন্নত করার জন্য? রাশিয়ার অভিজ্ঞতা কি এটাই দেখিয়ে দেয়নি যে শ্রমিক-সাধারণের মধ্য থেকে যে নেতৃবাহিনী বাছাই করা হয়েছিল, পুঁজির শাসনকালের তুলনায় শতগুণ দ্রুততার সঙ্গে ও কার্যকরভাবে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে তাঁরা অগ্রসর হয়ে ওঠেন? এটা কি পরিষ্কার নয় যে জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা সুবিধাবাদীদের এই তত্ত্বগত শাস্ত্রবাক্যটিকেও নির্মমভাবে চুরমার করে দিয়েছে?

তৃতীয় শাস্ত্রবাক্যটি হচ্ছে—শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের পদ্ধতিটি গ্রহণ করতে পারে না কারণ তত্ত্বগত দিক থেকে তা ভ্রান্ত (এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলস-এর সমালোচনা দেখুন) এবং বাস্তব দিক থেকে তা বিপজ্জনক (এতে করে দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক জীবনের গতিধারা বিঘ্নিত হতে পারে, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের তহবিল শূন্য হয়ে পড়তে পারে); তাছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের প্রধান রূপ পার্লামেণ্টারী সংগ্রামের একটি বিকল্প কিছুতেই হতে পারে না। জবাবে লেনিনবাদীরা বলছেন—খুব ভাল কথা; কিন্তু প্রথম কথা হল—এঙ্গেলস সকল প্রকার সাধারণ ধর্মঘটেরই সমালোচনা করেননি। নৈরাজ্যবাদীরা[১৮] শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিবর্তে যে অর্থনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের ওকালতি করত এঙ্গেলস শুধু এই বিশেষ ধরনের সাধারণ ধর্মঘটেরই সমালোচনা করেছিলেন। এর সঙ্গে রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের কী সম্পর্ক? দ্বিতীয়তঃ, এ কথা

কে কোথায় প্রমাণ করে দিয়েছেন যে পার্লামেণ্টারী সংগ্রামের পদ্ধতিই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের প্রধান পদ্ধতি? বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস কি এ কথাই দেখিয়ে দেয় না যে পার্লামেণ্টারী সংগ্রাম হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত সংগ্রাম গড়ে তোলারই একটি শিক্ষালয় স্বরূপ, তারই সহায়ক একটি রূপমাত্র এবং পুঁজিবাদের আমলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মৌল সমস্যাগুলির সমাধান হয় বলপ্রয়োগের দ্বারা, শ্রমিক-জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, তাদের সাধারণ ধর্মঘট ও অভ্যুত্থানের দ্বারা? তৃতীয়তঃ, কে এ কথা বলে দিয়েছেন যে পার্লামেণ্টারী সংগ্রামের পরিবর্ত হিসেবে রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের পদ্ধতিটি গ্রহণ করতে হবে? কোথায় এবং কখন রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থকেরা পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির স্থলে পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত সংগ্রামের পদ্ধতি বসিয়ে দিতে চেয়েছেন? চতুর্থতঃ, রাশিয়াতে বিপ্লব কি দেখিয়ে দেয়নি যে রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট শ্রমিক-বিপ্লবের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষালয় এবং পুঁজিবাদের দুর্গের বিরুদ্ধে আঘাত হানার প্রাক্কালে বিপুল শ্রমিক-সাধারণকে সমবেত ও সংগঠিত করার তা একটি অপরিহার্য মাধ্যম? তাহলে অর্থনৈতিক জীবনের স্বাভাবিক গতিধারা বিঘ্নিত হবার এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের তহবিল শূন্য হয়ে পড়ার নাম করে বাক্যবাগীশদের এই আর্তনাদ কেন? এ থেকে কি এটা পরিষ্কার নয় যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা সুবিধাবাদীদের এই শাস্ত্রবাক্যকেও চুরমার করে দিয়েছে?

এই তো হচ্ছে অবস্থা।

লেনিন তারই জন্য বলেছেন, 'বিপ্লবী তত্ত্ব কোন শাস্ত্রবাক্য নয়' এবং একমাত্র সত্যিকারের গণ-আন্দোলনের ও সত্যিকারের বৈপ্লবিক আন্দোলনের 'বাস্তব কার্যকলাপের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেই শুধু তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে' (**'বামপন্থী' কমিউনিজম্**[১৯]); কারণ তত্ত্বকে বাস্তব প্রয়োগের কাজে লাগানো চাই, 'তত্ত্বকে বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেওয়া চাই' (**'জনগণের বন্ধু' কারা?**[২০]); আর তাকে বাস্তব ফলাফলের মধ্য দিয়ে পরীক্ষিতও হওয়া চাই।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিসমূহের রাজনৈতিক শ্লোগান ও রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে শুধু 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বিষয়ক তাদের শ্লোগানটির ইতিহাস স্মরণ করলেই এইসব পার্টিসমূহের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বাস্তবে যে কী

রকম পুরোপুরি ধাপ্পাবাজী এবং নোংরামীতে পূর্ণ তা যথেষ্ট পরিষ্কার বোঝা যাবে যদিও তাদের বিপ্লব-বিরোধী অপকর্মকে আড়াল করার জন্য তারা বাগাড়ম্বরপূর্ণ বৈপ্লবিক বুকনি এবং প্রস্তাবাদিও পাশ করে থাক। আমাদের সকলেরই মনে আছে কী সাংঘাতিক ঘটা করে বাস্‌লে কংগ্রেসে[21] দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের অভ্যুত্থানের সমূহ বিভীষিকা সহকারে ভয় দেখিয়ে বলেছিল যদি তারা একটি যুদ্ধ বাধাবার দুঃসাহস দেখায় তবে 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর সাংঘাতিক আওয়াজ তোলা হবে। কিন্তু এ কথা কার মনে নেই বলুন তো, কিছুকাল পরে যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই বাস্‌লে প্রস্তাবকে বাক্সবন্দী করে শ্রমিকদের কাছে একটি নতুন শ্লোগান হাজির করা হল—পুঁজিবাদী পিতৃভূমির গৌরব বিধানের নিমিত্ত শ্রমিকেরা একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে লেগে যাক? এ কথা কি পরিষ্কার নয় যে বাস্তব কার্য-কলাপের মধ্য দিয়ে সমর্থন না জানালে বৈপ্লবিক শ্লোগান ও প্রস্তাবাদির এক কানাকড়িও মূল্য নেই? দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ এই নীতিটির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করার লেনিনবাদী নীতির তুলনা করলেই একজন যুদ্ধকালীন সময়ে সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের একান্ত নীচতার পাশাপাশি লেনিনবাদের পদ্ধতির পরিপূর্ণ গৌরবমণ্ডিত দিকটি উপলব্ধি করতে পারবেন।

এখানে আমি এই বিষয়ে **শ্রমিক-বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউট্স্কি** নামক লেনিনের বই থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত না করে পারছি না যেখানে লেনিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা কার্ল কাউট্স্কির সুবিধাবাদী অপপ্রয়াসকে তীব্র কশাঘাত করে বলেছেন—পার্টিগুলিকে বিচার করতে হবে তাদের কাগজে শ্লোগান আর দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে নয়, তাদের কাজ দিয়ে:

> 'কেবল **একটা আওয়াজ তুললেই** অবস্থাটা যেন বদলে যায়…এই ভান করে কাউট্স্কি তাঁর স্বভাবসুলভ পেটি-বুর্জোয়া, বিদ্যাদিগ্‌গজ নীতি অনুসরণ করছেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমগ্র ইতিহাসই এই মোহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা জনসাধারণকে প্রতারণা করার জন্য সব সময়ই হরেকরকমের "বুলি" আউড়ে এসেছে এবং এখনো আসছে। আসল কথা হল তাদের অকপটতাকে **যাচাই** করে নেওয়া, তাদের কথাকে তাদের **কাজের** সঙ্গে তুলনা করা, শুধু তাদের আদর্শবাদী কপট **বুলিতেই** তুষ্ট হয়ে না থেকে—**বাস্তব শ্রেণী-**

সম্পর্কের দিকে নজর দেওয়া' (রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৭ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় আর্ন্তজাতিকের দলগুলি আত্মসমালোচনাকে কি রকম ভয় করে, তাদের ভুলভ্রান্তিক ধামাচাপা দেবার ও জটিল প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার অভ্যাস, ত্রুটিবিচ্যুতি চাপা দিয়ে সব কিছুই ঠিক আছে বলে প্রবঞ্চনার বহর—এসব নিয়ে বলার দরকারই নেই। এসবের ফলে সজীব চিন্তাধারা একেবারে ভোঁতা হয়ে যায় এবং নিজের ভুলত্রুটি থেকে বৈপ্লবিক শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে পার্টির পথে বাধা সৃষ্টি করে—এই অভ্যাসকে লেনিন বিদ্রূপ করেছেন ও তীব্র কষাঘাত হেনেছেন। লেনিন তাঁর 'বামপন্থী' কমিউনিজম্ পুস্তিকায় শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিসমূহে আত্মসমালোচনার স্থান সম্পর্কে লিখেছেন:

'পার্টি কতখানি একাগ্রচিত্ত, নিজের শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতি পার্টি কার্যতঃ কতখানি নিজের দায়িত্ব পালন করছে তা বিচার করার অন্যতম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুনিশ্চিত উপায় হল নিজের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে একটি রাজনৈতিক পার্টির মনোভাব। মন খুলে ভুল স্বীকার করা, সেই ভুলের কারণ নির্ধারণ করা, যে পরিস্থিতিতে ভুল দেখা দিয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা এবং ভুল শোধরাবার উপায় সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করা—এই হচ্ছে একটি দায়িত্বপূর্ণ পার্টির প্রধান লক্ষণ। এই-ভাবেই পার্টির উচিত নিজের কর্তব্য পালন করা, নিজের শ্রেণীকে ও জনসাধারণকে সুশিক্ষিত করে তোলা' (রচনাবলী, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ২০০)।

কেউ কেউ বলেন নিজের ভুলত্রুটি উদ্ঘাটন করে দেওয়া এবং আত্ম-সমালোচনা করা পার্টির পক্ষে খুবই বিপজ্জনক, কারণ শত্রুরা তা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। এ ধরনের আপত্তিকে লেনিন নিতান্ত তুচ্ছ এবং সম্পূর্ণ ভুল বলে গণ্য করতেন। অনেককাল আগে সেই ১৯০৪ সালেই আমাদের পার্টি যখন দুর্বল ও ছোট তখনই লেনিন এই বিষয়ে তাঁর এক পা এগিয়ে নামক পুস্তিকায় লিখেছিলেন:

'তারা (অর্থাৎ মার্কসবাদীদের বিরোধীরা—জে. স্তালিন) আমাদের মধ্যেকার তর্কবিতর্ক সম্পর্কে উল্লসিত হয়ে হাসিঠাট্টা করে এবং অবশ্যই তারা আমার পুস্তিকা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে যেখানে আমি আমাদের পার্টির গলদ ও ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করেছি তা

ব্যবহার করে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অপচেষ্টা করবে। রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা ইতিমধ্যেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এমন মজবুত হয়ে উঠেছেন যে এইসব খোঁচাখুঁচিতে তাঁরা বিচলিত হবেন না এবং এদের এসব চিমটি কাটা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের আত্মসমালোচনা ও তাঁদের নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাবেন, আর শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এসব ত্রুটিবিচ্যুতি নিঃসন্দেহে এবং অতি অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে তাঁরা পারবেন' (**রচনাবলী**, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬১)।

সাধারণভাবে বলতে গেলে লেনিনবাদী কার্যপদ্ধতির এগুলিই হচ্ছে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

লেনিনের এই পদ্ধতির মধ্যে যা রয়েছে তা মোটামুটিভাবে ইতিমধ্যেই মার্কসের শিক্ষার মধ্যে ছিল, মার্কসের নিজের কথামতোই তা হচ্ছে 'মূলতঃ সমালোচনামূলক এবং বৈপ্লবিক'।[২২] ঠিক এই সমালোচনামূলক ও বৈপ্লবিক মনোভাবই লেনিনের পদ্ধতিকে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত অভিসিঞ্চিত করে রেখেছে। কিন্তু এ কথা মনে করা ভুল হবে যে লেনিনের পদ্ধতি মার্কসের পদ্ধতিরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে লেনিনের পদ্ধতি শুধু মার্কসের সমালোচনামূলক ও বৈপ্লবিক পদ্ধতির, তাঁর বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠা মাত্র নয়, বরং তার আরও সুস্পষ্টীকরণ ও বিকাশসাধন।

৩। তত্ত্ব

এই বিষয়ে আমি তিনটি প্রশ্ন বেছে নিচ্ছি :

(ক) শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে তত্ত্বের গুরুত্ব ;

(খ) স্বতঃস্ফূর্ততার 'তত্ত্বের' সমালোচনা ;

(গ) শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের তত্ত্ব।

(ক) তত্ত্বের গুরুত্ব। কেউ কেউ মনে করেন যে লেনিনবাদ বাস্তব কাজকর্মকে তত্ত্বের চেয়ে এই অর্থে বেশি গুরুত্ব দেয় যাতে করে তার প্রধান বিষয় হচ্ছে মার্কসবাদী তত্ত্বকে কাজে পরিণত করা, তাকে 'বাস্তবে কার্যকর করা' ; তত্ত্বের ব্যাপারে এ কথা বলা হয় যে লেনিনবাদ তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। আমরা জানি যে তত্ত্ব নিয়ে এবং বিশেষ করে দর্শন নিয়ে লেনিনের 'মাথা না ঘামানোর' জন্য প্লেখানভ বারেবারেই লেনিনকে ঠাট্টাবিদ্রূপ

করেছেন। আমরা এ কথাও জানি যে বর্তমানকালের বহুসংখ্যক বাস্তব কাজকর্মে নিযুক্ত লেনিনবাদীরা, বিশেষ করে, বর্তমান অবস্থায় যাঁদের ওপর বিপুল পরিমাণ বাস্তব কাজকর্মের চাপ পড়েছে তাঁরা তত্ত্বকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন না। আমি কিন্তু এ কথা না বলে পারছি না যে লেনিন ও লেনিনবাদ সম্পর্কে এই আজব ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল এবং সত্যের সঙ্গে তার কোনই সংশ্রব নেই; বাস্তব কাজকর্মে নিযুক্ত কর্মীরা যে এভাবে তত্ত্বকে একপাশে সরিয়ে রাখছেন তা লেনিনবাদের সমগ্র মূল মর্মবস্তুর বিপরীতমুখী এবং কাজকর্মের ক্ষেত্রে এর ফলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সাধারণ মর্মবস্তুই হচ্ছে তত্ত্ব। অবশ্য তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব বৈপ্লবিক কাজকর্মের যোগাযোগ না থাকলে তত্ত্ব হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন, ঠিক যেমন বৈপ্লবিক তত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত না হয়ে উঠলে বাস্তব কাজকর্মকে অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হয়। কিন্তু তত্ত্ব শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে একটি প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়ে উঠতে পারে যদি তা বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ রেখে গড়ে ওঠে; কারণ তত্ত্ব এবং একমাত্র তত্ত্বই আন্দোলনে আস্থা, অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখার শক্তি এবং চারিপাশের ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত সম্পর্ক অনুধাবনের শক্তি এনে দিতে পারে। কারণ তত্ত্ব এবং একমাত্র তত্ত্বই বিভিন্ন শ্রেণী কিভাবে, কোন্‌দিকে চলছে তা বাস্তব কাজকর্মের সামনে তুলে ধরে তা-ই নয় বরং কিভাবে এবং কোন্‌দিকে তা অদূর ভবিষ্যতে মোড় নেবে তাও বুঝিয়ে দেয়। নিজে লেনিন বহুবার এই সুপরিচিত বক্তব্যটি উচ্চারণ করেছেন এবং বারে বারে উল্লেখ করেছেন:

'বিপ্লবী তত্ত্ব ব্যতীত বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব নয়।' (মোটা হরফ আমি দিয়েছি—জে. স্তালিন) (**রচনাবলী**, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৮০)।

বিশেষ করে আমাদের পার্টির মতো যে পার্টির ওপর আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রসর সৈনিকের ভূমিকার ভার অর্পিত হয়েছে, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যে জটিল পরিস্থিতির সামনে পার্টি উপনীত হয়েছে এরকম একটি পার্টির পক্ষে তত্ত্বের বিরাট গুরুত্বের কথা অন্য যে-কোন ব্যক্তির চেয়ে লেনিন বেশি করেই জানতেন। আমাদের পার্টির এই বিশেষ দায়িত্বের কথা অনেক আগে সেই ১৯০২ সালেই উপলব্ধি করতে পেরে তিনি এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেছিলেন:

'যে পার্টি সবচেয়ে অগ্রসর তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত হয় একমাত্র সেই পার্টির পক্ষেই শুধু অগ্রণী যোদ্ধার ভূমিকা পালন করা সম্ভব' (**রচনাবলী**, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৮০)।

আজ আমাদের পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী যখন সত্য বলে প্রমাণিত তখন লেনিনের এই সিদ্ধান্ত যে বিশেষ জোরদার ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য।

তত্ত্বের ওপর লেনিন যে কী বিরাট গুরুত্ব আরোপ করতেন, সম্ভবতঃ তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায় এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যে এঙ্গেলসের সময় থেকে তাঁর নিজের সময়ের মধ্যে বিজ্ঞানের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছিল বস্তুবাদী দর্শনের দৃষ্টিতে তার সামঞ্জস্য বিধানের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব লেনিন নিজেই গ্রহণ করেছিলেন, আর সেই সঙ্গে মার্কসবাদীদের মধ্যেকার বস্তুবাদ-বিরোধী ধারাগুলির তিনি পূর্ণাঙ্গ সমালোচনাও করেছিলেন। এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিরাট নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদকেও নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে হবে।'[২৩] এ কথা সকলেরই জানা আছে যে তাঁর যুগে লেনিনই **মেটিরিয়ালিজম্ এ্যাণ্ড এম্পিরিও ক্রিটি-সিজম্**[২৪] (বস্তুবাদ ও তার অবৈজ্ঞানিক সমালোচনা—অনুবাদক, বাং. সং) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই কর্তব্য পালন করেছিলেন। এ কথাও সকলেই জানেন, যে প্লেখানভ দর্শন নিয়ে 'মাথা না ঘামানো'র জন্য লেনিনকে কটুকাটব্য করতে খুবই মজা পেতেন তিনিও নিজে এ ধরনের একটা গুরুতর প্রচেষ্টা চালাতে সাহস করেননি।

(খ) স্বতঃস্ফূর্ততার 'তত্ত্বের' সমালোচনা তথা আন্দোলনে অগ্রগামী বাহিনীর ভূমিকা। স্বতঃস্ফূর্ততার 'তত্ত্ব' আসলে সুবিধাবাদেরই তত্ত্ব, শ্রমিক-আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততাকে বন্দনা করার তত্ত্ব এবং এই তত্ত্ব শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীর, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকেই কার্যতঃ অস্বীকার করে।

স্বতঃস্ফূর্ততাকে বন্দনা করার তত্ত্ব নিশ্চিতভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বৈপ্লবিক চরিত্রের বিরোধী, পুঁজিবাদের ভিত্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হওয়ার আন্দোলনের তা বিরোধী; শুধু 'আদায়যোগ্য' দাবির পথে ও পুঁজিবাদের পক্ষে 'গ্রহণযোগ্য' দাবির পথেই আন্দোলনকে একান্তভাবে পরিচালনার তা পক্ষপাতী; 'সবচেয়ে কম প্রতিরোধের পথ' গ্রহণের তা একান্ত

পক্ষপাতী। স্বতঃস্ফূর্ততার তত্ত্ব ট্রেড ইউনিয়নবাদেরই তত্ত্ব।

স্বতঃস্ফূর্ততাকে বন্দনা করার তত্ত্ব নিশ্চিতভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও পরিকল্পিত রূপদান করার বিরোধী। পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর বাহিনী হয়ে এগিয়ে চলবে, পার্টি জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনার স্তরে উন্নীত করবে, পার্টি আন্দোলনকে পরিচালনা করবে—এই তত্ত্ব তার বিরোধী। আন্দোলনের রাজনৈতিক সচেতন অংশ আন্দোলনকে নিজের পথে এগিয়ে যেতে বাধা সৃষ্টি করবে না, পার্টি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ডাকে শুধু সাড়া দিয়ে যাবে, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের লেজুড় হয়ে চলবে—এই পথেরই তা পক্ষপাতী। স্বতঃস্ফূর্ততার তত্ত্ব হচ্ছে আন্দোলনের সচেতন অংশের ভূমিকাকে ছোট করে দেখার তত্ত্ব এবং 'লেজুড়বৃত্তির' এই মতবাদই হচ্ছে **সমস্ত রকমের** সুবিধাবাদের যুক্তিগত ভিত্তি।

বাস্তবিক পক্ষে রাশিয়াতে প্রথম বিপ্লবের আগেই এই তত্ত্ব আসরে হাজির হয়েছিল; তথাকথিত 'অর্থনীতিবাদী' বলে অভিহিত এই তত্ত্বের প্রবক্তারা রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র পার্টির প্রয়োজন অস্বীকার করেছিলেন, জারতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন, আন্দোলনের সামনে নিছক ট্রেড ইউনিয়নবাদী নীতির প্রচার চালিয়েছিলেন এবং মোদ্দা কথায় উদারনৈতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বের পদতলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন।

এই 'লেজুড়বৃত্তির' তত্ত্বের বিরুদ্ধে পুরানো **ইস্ক্রা** যে সংগ্রাম চালিয়েছিল এবং লেনিন **কী করতে হবে?** পুস্তিকাতে এই তত্ত্বের যে চমৎকার সমালোচনা করেছিলেন তার ফলে শুধু যে তথাকথিত 'অর্থনীতিবাদ'ই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল তা নয়, এতে করে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সত্যিকার বৈপ্লবিক আন্দোলনের তত্ত্বগত ভিত্তিও রচিত হয়েছিল।

এই লড়াই ছাড়া রাশিয়াতে শ্রমিকদের নিজস্ব পার্টি গড়ার এবং বিপ্লবে সেই পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণের কল্পনা করাও হতো সম্পূর্ণ অর্থহীন।

কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততার জয়গানের তত্ত্ব রাশিয়ার একান্ত নিজস্ব কোন ব্যাপার নয়। ব্যতিক্রমহীনভাবে সামান্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিলেও এ কথা সত্য যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সকল দলের মধ্যেই এটি খুবই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। তথাকথিত 'উৎপাদিকা শক্তির' তত্ত্বকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা এমনভাবে বিকৃত করেছে যে তাতে করে সব কিছুরই সাফাই গাওয়া যায়, সকলেরই

মন যোগানো যায়, মানুষ ত্যক্ত-বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত তথ্যের বিবরণ আর ব্যাখ্যান তারা দিয়েই চলে এবং তারপর কেমন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে চুপ করে বসে থাকে—সেই কথা মনে রেখেই বলছি। মার্কস বলেছিলেন যে বস্তুবাদী তত্ত্ব নিজেকে শুধু বিশ্ব ব্যাখ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে না, তাকে তা বদলেও দেবে।[২৫] কিন্তু কাউট্স্কি ও তাঁর চেলাদের এতে কিছু যায় আসে না; তারা মার্কসের বক্তব্যের প্রথম অংশটুকু নিয়েই দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে।

এই 'তত্ত্বের' প্রয়োগ ওরা কেমনভাবে করছে তার অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্য থেকে এখানে একটিরই উল্লেখ করছি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগে ওরা ভীতি প্রদর্শন করে বলেছিল, সাম্রাজ্যবাদীরা যদি যুদ্ধ শুরু করে দেয় তবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণা করে ছাড়বে। দেখা গেল যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঐ পার্টিগুলি 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' আওয়াজটিকে বাক্সবন্দী করে রেখে সম্পূর্ণ বিপরীত শ্লোগান অর্থাৎ 'সাম্রাজ্যবাদী পিতৃভূমির সপক্ষে যুদ্ধের' শ্লোগান দিয়ে বসল। বলা হয়েছে এই শ্লোগান পরিবর্তনের ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু তা বলে এ কথা মনে করা ভুল হবে যে এর জন্য কিছু লোক দায়ী, তারা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি কপটাচরণ করেছিল, বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বলেই এমনটি ঘটেছিল। আরে, না না! যা যেমনটি ঘটা উচিত ছিল তাই ঘটেছে। প্রথমতঃ, এর কারণ দেখেশুনে মনে হচ্ছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ছিল 'শান্তির একটি অস্ত্র', তা যুদ্ধের অস্ত্র নয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সময়ে প্রচলিত 'উৎপাদিকা শক্তির স্তরের' দিক থেকে দেখলে তখন অন্য কিছু করারই ছিল না। এর জন্য 'উৎপাদিকা শক্তিই দায়ী'। কাউট্স্কি সাহেবের 'উৎপাদিকা শক্তি সংক্রান্ত তত্ত্ব' 'আমাদের' কাছে ঠিক এই ব্যাখ্যাটিই এনে হাজির করেছে। আর কেউ যদি এই 'তত্ত্বে' বিশ্বাস না করেন তবে তিনি একজন মার্কসবাদীই নন। পার্টির ভূমিকা? আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব? কিন্তু 'উৎপাদিকা শক্তির স্তরের' এই এমন নির্ধারক ব্যাপারের বিরুদ্ধে পার্টি কী করতে পারে বলুন তো?…

মার্কসবাদের বিকৃতিসাধনের এ ধরনের একগাদা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা চলে।

রাশিয়াতে 'লেজুড়বৃত্তির' একেবারে হুবহু যে তত্ত্বের বিরুদ্ধে লেনিন প্রথম রুশ বিপ্লবের আগে থেকেই লড়াই করেছিলেন তা যে এই নকল 'মার্কসবাদ' সুবিধাবাদের সেই নগ্ন রূপকে আড়াল করার জন্য সৃষ্ট তত্ত্বেরই ইউরোপীয় সংস্করণ মাত্র এ কথা প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখে না।

পশ্চিমের দেশসমূহে সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার জন্ম এই তত্ত্বগত প্রতারণাকে চুরমার করে দেওয়া যে একটি প্রাথমিক প্রয়োজন তা প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখে না।

(গ) শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের তত্ত্ব। শ্রমিক-বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিনের তত্ত্ব তিনটি মৌলিক তাত্ত্বিক বক্তব্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথম তাত্ত্বিক বক্তব্য: অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশসমূহে লগ্নী পুঁজির আধিপত্য; লগ্নী পুঁজির প্রধান কাজকর্মের মাধ্যম হিসেবে স্টক ও বণ্ড বাজারে ছাড়া; সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাঁচামালের উৎসের দেশগুলিতে পুঁজির রপ্তানী; লগ্নী পুঁজির আধিপত্যের পরিণাম হিসেবে মুষ্টিমেয় পুঁজিদার ধনকুবেরদের সর্বময় ক্ষমতা—এই সমস্তটাই একচেটিয়া পুঁজিবাদের পরগাছা স্বরূপটিকে নগ্ন করে তুলেছে; পুঁজিবাদীদের ট্রাস্ট ও সিণ্ডিকেটের জোয়ালের বোঝাকে শতগুণ ভারী করে তুলেছে; পুঁজিবাদের ভিত্‌কে চুরমার করে দেওয়ার ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর ঘৃণাকে তীব্র করে তুলেছে এবং জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে শ্রমিক-বিপ্লবই তাদের মুক্তির একমাত্র উপায় (লেনিনের **সাম্রাজ্যবাদ**[২৬] দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং প্রথম সিদ্ধান্ত হচ্ছে: পুঁজিবাদী দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক সংকট তীব্রতর হয়েছে এবং 'শিল্পসমৃদ্ধ খোদ সাম্রাজ্যিক দেশসমূহেরই' অভ্যন্তরে শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্রোহী শক্তি বেড়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় তাত্ত্বিক বক্তব্য: উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে পুঁজির রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে, 'প্রভাবাধীন এলাকা' ও উপনিবেশের এলাকা বিস্তৃত হতে হতে সারা দুনিয়া গ্রাস করা সমাপ্ত হয়েছে; পুঁজিবাদ রূপান্তরিত হয়ে তা মুষ্টিমেয় কয়েকটি 'অগ্রসর' দেশ কর্তৃক পৃথিবীর জনসমষ্টির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ওপর আর্থিক দাসত্বের একটি বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে—এসবের ফলে, একদিকে, পৃথক পৃথক জাতীয় অর্থনীতি ও জাতীয় অঞ্চলসমূহ বিশ্ব অর্থনীতি বলে অভিহিত একক একটি শিকলের অংশবিশেষে পরিণত হয়ে পড়েছে, আর অন্যদিকে, বিশ্বের জনসমষ্টি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে: একদিকে রয়েছে মুষ্টিমেয় 'অগ্রসর' পুঁজিবাদী কয়েকটি দেশ যারা উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিকে শোষণ ও নিপীড়ন করছে, আর অন্যদিকে রয়েছে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ উপনিবেশ ও পরাধীন দেশ, যারা সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের কবল থেকে নিজেদের মুক্তি অর্জনের জন্ম সংগ্রাম করতে বাধ্য হচ্ছে (**সাম্রাজ্যবাদ** দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে : ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বৈপ্লবিক সংকট তীব্রতর হয়ে উঠছে এবং উপনিবেশের তথা বহির্দেশীয় ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শক্তিগুলি জোরদার হয়ে উঠছে।

তৃতীয় তাত্ত্বিক বক্তব্য : উপনিবেশ আর 'প্রভাবাধীন এলাকাসমূহে' একচেটিয়া অধিকার কায়েম হয়েছে; পুঁজিবাদী দেশসমূহের অসম বিকাশের ফলে যেসব দেশ ইতিমধ্যেই অঞ্চলগুলি দখল করে-বসে আছে আর যেসব দেশ তাদের 'বখরা' দাবি করছে তাদের মধ্যে দুনিয়াকে নতুন করে ভাগ-বাঁটোয়ারা করার জন্য সুতীব্র উন্মত্ত লড়াই শুরু হয়েছে; বিঘ্নিত 'ভারসাম্য' পুনঃপ্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—আর এই সব কিছু মিলিয়ে তৃতীয় একটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুঁজিবাদী দেশসমূহের একে অন্যের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠেছে—যার ফলে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি ফ্রণ্টের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর এবং ঔপনিবেশিক মুক্তি সংগ্রামের দুটি ফ্রণ্টের ঐক্য সহজতর হয়ে উঠছে। (**সাম্রাজ্যবাদ** দ্রষ্টব্য।)

সুতরাং তৃতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে : সাম্রাজ্যবাদের আমলে যুদ্ধ এড়ানো অসম্ভব এবং ইউরোপের শ্রমিক-বিপ্লব ও প্রাচ্যের ঔপনিবেশিক বিপ্লবের মধ্যে দুনিয়া-জোড়া সম্মিলিত একটি মোর্চা সাম্রাজ্যবাদের দুনিয়াজোড়া মোর্চার বিরুদ্ধে যে গড়ে উঠবে এটা অনিবার্য।

এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিকে একটিমাত্র সাধারণ সিদ্ধান্তে একত্রিত করে লেনিন বলেছেন, '**সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বাহ্ণ**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (**রচনাবলী**, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৭১)।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রশ্ন সম্পর্কে, বিপ্লবের প্রকৃতি, তার ব্যাপ্তি, গভীরতা, সাধারণভাবে বিপ্লবের পরিকল্পনা সম্পর্কে গোটা মনোভাবটাই এভাবে বদলে গেছে।

আগেকার দিনে, শ্রমিক-বিপ্লবের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তগুলির বিশ্লেষণ করার সময় সাধারণভাবে প্রত্যেকটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হতো। এখন আর এভাবে বিচার করাটাই যথেষ্ট নয়। এখন বিষয়টাকে সমস্ত দেশের বা প্রধান প্রধান দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার দৃষ্টি-কোণ থেকেই বিচার করতে হয়, বিচার করতে হয় বিশ্ব অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে, কারণ পৃথক পৃথক দেশ ও জাতীয় অর্থনীতি আজ আর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়,

তারা হয়ে উঠেছে বিশ্ব অর্থনীতি বলে অভিহিত একটি শিকলের অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। আগেকার 'সভ্য' ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে আর সাম্রাজ্যবাদ মুষ্টিমেয় কিছু 'অগ্রসর' দেশের দ্বারা পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক জনগণের আর্থিক দাসত্ব ও ঔপনিবেশিক নিপীড়নের একটি দুনিয়াজোড়া ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

আগেকার দিনে কোন দেশে শ্রমিক-বিপ্লবেব উপযোগী বাস্তব অবস্থা আছে কি নেই তা নিয়ে বিবেচনা করার সময় কয়েকটি দেশের অবস্থা বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে দু-একটি অগ্রসর দেশের অবস্থা বিবেচনা করাই ছিল স্বীকৃত রেওয়াজ। এখন কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি আর যথেষ্ট নয়। এখন আমাদের বলতে হয় একটি সামগ্রিক অবিভাজ্য বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির গোটা ব্যবস্থাতেই বিপ্লবের বাস্তব অবস্থা বিরাজ করছে ; এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত কোন কোন দেশ শিল্পগত দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত না হলেও তা বিপ্লবের পথে অনতিক্রমণীয় কোন বাধা হতে পারে না কেননা সামগ্রিকভাবে গোটা ব্যবস্থাটাই এবং আরও সঠিকভাবে বললে বলা যায়, যেহেতু সামগ্রিকভাবে গোটা ব্যবস্থাটাই বিপ্লবের সম্ভাবনায় ইতিমধ্যেই পরিপক্ব হয়ে উঠেছে।

আগেকার দিনে অগ্রসর একটি বা অন্য একটি দেশের শ্রমিক-বিপ্লবকে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা ঘটনা হিসেবে দেখা আর পুঁজিবাদীদের একটি বিচ্ছিন্ন জাতীয় ফ্রণ্টই যেন প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে বলে বিবেচনা করাই ছিল স্বীকৃত রেওয়াজ। এখন কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি আর যথেষ্ট নয়। এখন আমাদের বিশ্ব শ্রমিক-বিপ্লবের কথা বলতে হবে কারণ বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাদীদের জাতীয় ফ্রণ্টগুলি বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্ট বলে অভিহিত একক একটি শিকলের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে পড়েছে এবং সমস্ত দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের একটি সাধারণ সম্মিলিত মোর্চা গড়ে তুলে তার বিরোধিতা করতে হবে।

আগেকার দিনে শ্রমিক-বিপ্লবকে একান্তভাবে দেশ-বিদেশের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর বিকাশের পরিণাম বলেই মনে করা হতো। এখন কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি আর যথেষ্ট নয়। এখন শ্রমিক-বিপ্লবকে প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার মধ্যেকার স্ববিরোধের পরিণাম হিসেবে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল একটি বা অন্য একটি দেশে ছিন্ন হয়ে পড়ার পরিণাম হিসেবেই গণ্য করতে হবে।

বিপ্লব কোথায় শুরু হবে? কোথায়, কোন্ দেশে, পুঁজিবাদী ফ্রন্টকে সর্বপ্রথম ছিন্ন করে দেওয়া যাবে?

যেখানে শিল্প অনেক উন্নত, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী জনসাধারণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, যে দেশ অধিকতর সংস্কৃতিসম্পন্ন, যেখানে গণতন্ত্র অধিকতর মাত্রায় রয়েছে—আগেকার দিনে সাধারণভাবে প্রশ্নটির এই উত্তরই দেওয়া হতো।

লেনিনবাদী বিপ্লবের তত্ত্ব এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলে, না, **যেখানে শিল্প অধিকতর উন্নত** ইত্যাদি অবস্থা বর্তমান রয়েছে **সেখানেই বিপ্লব হবে এমন কোন কথা নেই**। সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল যেখানে সবচেয়ে দুর্বল সেখানেই পুঁজিবাদী ফ্রন্টকে ছিন্ন করে দেওয়া যাবে কারণ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের শৃংখলের দুর্বলতম গ্রন্থিকে ছিন্ন করার ফলেই ঘটে শ্রমিক-বিপ্লব। তাছাড়া দেখা যেতে পারে যে দেশ বিপ্লব শুরু করেছে, পুঁজিবাদের ফ্রন্টে ভাঙন ধরিয়েছে সে দেশ হয়তো পুঁজিবাদী অর্থে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত অথচ পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যেই তারচেয়ে অধিকতর উন্নত অন্যান্য দেশ রয়ে গেছে।

১৯১৭ সালে দেখা গেল অন্যান্য দেশের তুলনায় দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্য-বাদী ফ্রন্টের শৃংখল রাশিয়াতেই অধিকতর দুর্বল। ঐ দেশেই সাম্রাজ্যবাদী শৃংখলটি ছিন্ন হয়ে গেল এবং শ্রমিক-বিপ্লবের পথ খুলে গেল। এর কারণ কি? কারণ রাশিয়াতে এক বিরাট গণবিপ্লব মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল আর বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী ছিল তার পুরোভাগে এবং সেই শ্রমিকশ্রেণীর ছিল জমিদারদের দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত বিপুল সংখ্যক কৃষক-জনগণের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্রবাহিনী। সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য প্রতিনিধি, সমস্ত নৈতিক মর্যাদাহীন এবং সঙ্গতভাবেই সমগ্র জনসাধারণ কর্তৃক ঘৃণিত জারতন্ত্র সে দেশে বিপ্লবের বিরোধিতা করছিল। রাশিয়াতেই সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্বল বলে প্রমাণিত হল যদিও রাশিয়া পুঁজিবাদী অর্থে ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন বা আমেরিকার চেয়ে ছিল অপেক্ষাকৃত কম উন্নত।

অদূর ভবিষ্যতে এই সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল আবার কোথায় ভেঙে পড়বে? আবার বলা যায় যেখানে তা দুর্বলতম সেখানেই। ভারতেই যে এই শৃংখল ছিন্ন হয়ে যাবে না এমন কথা বলা চলে না। এর কারণ কি? কারণ হচ্ছে সে দেশে রয়েছে এক নবীন, জঙ্গী, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী এবং তার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের মতো একটি মিত্রশক্তি রয়েছে আর মিত্র হিসেবে যার

শক্তি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। তাছাড়া যেহেতু সেখানে বিপ্লবের বিরোধিতা করছে নৈতিক মর্যাদাহীন এবং সঙ্গতভাবেই ভারতের নিপীড়িত ও শোষিত সমগ্র জনসাধারণের দ্বারা ঘৃণিত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের মতো একটি সর্বজনবিদিত শত্রু।

এটাও সম্পূর্ণ সম্ভব যে এই সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল জার্মানিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। কেন? কারণ হিসেবে বলতে পারেন, ভারতে যেসব শক্তি কাজ করছে সেগুলি জার্মানিতেও কাজ করতে শুরু করেছে। যদিও অবশ্য ভারত ও জার্মানির বিকাশের স্তরের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তা জার্মানিতে বিপ্লবের গতি ও পরিণতির ওপর তার ছাপ না ফেলেই পারে না।

এই কারণেই লেনিন বলেছেন:

'কয়েকটি দেশ কর্তৃক অপর দেশগুলিকে শোষণের ফলে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রথম পরাজিত দেশগুলিকে শোষণের এবং সেই সঙ্গে সমগ্র প্রাচ্যকে শোষণের ফলেই পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলি পুরোপুরিভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবে···সেইসব দেশে সমানতালে সমাজতন্ত্রের "পূর্ণ বিকাশের" ফলে নয়। অন্যদিকে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের ফলেই প্রাচ্য সুনিশ্চিতভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনে এসে পড়েছে, সুনিশ্চিতভাবে দুনিয়াজোড়া বৈপ্লবিক আন্দোলনের সর্বাত্মক ঘূর্ণ্যাবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে' (রচনাবলী, ২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৫-১৬ দ্রষ্টব্য)।'

সংক্ষেপে বলা যায়: সাধারণ নিয়ম হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টের শৃংখলের গ্রন্থিগুলি যেখানে দুর্বলতর সেখানেই তা ছিন্ন হবে এবং যেখানে পুঁজিবাদ অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নত, যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর অনুপাত এত বা কৃষক-জনগণের সংখ্যাগত অনুপাত এই পরিমাণ সেখানেই যে সর্ব অবস্থায় শৃংখলটি প্রথমে ছিন্ন হবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

তাই শ্রমিক-বিপ্লবের প্রশ্ন নির্ধারণ করার সময় কোন বিশেষ দেশে জনসংখ্যার মধ্যে শ্রমিক-জনগণের শতকরা হারের সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবের ওপর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কেতাবী বিদ্যাদিগ্‌গজেরা পরম উৎসাহভরে যে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন তার আর তেমন মূল্য থাকছে না। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ঐ বিদ্যাদিগ্‌গজেরা সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপটাই বুঝতে পারেননি, আর বিপ্লবকে তাঁরা যমের মতোই ভয় করেন।

আরও একটু এগিয়ে গেলে দেখা যায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরপুরুষেরা জোর দিয়ে বলতেন (এবং এখনো জোর দিয়ে বলে চলছেন) যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর শ্রমিক-বিপ্লবের মধ্যে একটা ব্যবধান বা অন্ততঃপক্ষে একটা চীনের প্রাচীর রয়েছে—একটি বিপ্লব থেকে অন্য বিপ্লবের মধ্যে অল্লাধিক দীর্ঘ একটা সময়ের ব্যবধান থাকবে যখন বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতার আসনে বসবে, পুঁজিবাদকে বিকশিত করে তুলবে আর শ্রমিকশ্রেণী ঐ সময়টুকুতে শক্তি সঞ্চয় করবে এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে 'চূড়ান্ত সংগ্রামের' জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবে। মধ্যবর্তী এই সময়টুকু ওদের হিসেবে কম করেও কয়েক দশক তো হবেই। সাম্রাজ্যবাদের যুগে চীনের প্রাচীরের এই 'তত্ত্বটি' যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে একেবারেই অর্থহীন এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আসলে এটা বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী দুরভিসন্ধি গোপন করার ও ঢেকে রাখারই একটি অপকৌশল। সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধ আর সংঘর্ষে যখন অবস্থা পরিপূর্ণ, 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বারম্ভের' অবস্থায় যখন 'সমৃদ্ধিশালী' পুঁজিবাদ 'মরণোন্মুখ' পুঁজিবাদে পরিণত হয়েছে (**লেনিন**) এবং পৃথিবীর সকল দেশেই বৈপ্লবিক আন্দোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে, জারতন্ত্র ও ভূমিদাসতন্ত্র সহ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকেই সাম্রাজ্যবাদ যখন নির্বিচারে দলে ভিড়াচ্ছে এবং এভাবে পাশ্চাত্যের শ্রমিক-আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রাচ্যের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সমূহ বৈপ্লবিক শক্তির মৈত্রীকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে, যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম ছাড়া সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাসতন্ত্রের ভগ্নাবশেষের উচ্ছেদসাধন অসম্ভব হয়ে উঠেছে—এইরকম পরিস্থিতিতে অল্পবিস্তর উন্নত একটি দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে শ্রমিক-বিপ্লবের উপান্তে এসে পৌছাবে, প্রথম বিপ্লব পরবর্তী বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়ে যাবেই তা প্রমাণের কোন প্রয়োজনই হয় না। রাশিয়াতে বিপ্লবের ইতিহাস অকাট্যভাবে এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে এই মতবাদটিই সঠিক এবং অনস্বীকার্য। লেনিন কেন অনেক আগে সেই ১৯০৫ সালেই প্রথম রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে তাঁর **দুই কৌশল** নামক পুস্তিকায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একই শৃংখলের দুটি গ্রন্থি হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, রুশ বিপ্লবের সামগ্রিক ব্যাপ্তির একক একটি সুসংবদ্ধ চিত্র হিসেবে তুলে ধরেছিলেন তা তিনি অকারণে করেননি:

'বলপ্রয়োগ করে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য এবং

বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্থিরচিত্ততাকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য কৃষক-জনগণের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে হবে। বলপ্রয়োগ করে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধকে চূর্ণ করার জন্য এবং কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের অস্থির-চিত্ততাকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে জনসাধারণের মধ্যেকার আধা-শ্রমিক লোকদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে শ্রমিক-শ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে হবে। এই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য, অথচ নব্য· ইস্ক্রাপন্থীরা বিপ্লবের ব্যাপ্তি সম্পর্কিত তাঁদের যুক্তিতর্ক ও প্রস্তাব ইত্যাদিতে এমন সংকীর্ণভাবে তা হাজির করে থাকেন' (**রচনাবলী**, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৯৬)।

দুই কৌশল গ্রন্থের চেয়ে আরও পরিষ্কারভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হবার ধারণাটি বিপ্লব সম্পর্কে লেনিন-বাদী তত্ত্বের অন্যতম একটি ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে লেনিন তাঁর পরবর্তী যেসব রচনায় ব্যক্ত করে গেছেন তা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজনই নেই।

দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু কমরেড বিশ্বাস করেন যে লেনিন মাত্র ১৯১৬ সালে এই ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন এবং ঐ সময় পর্যন্ত তিনি মনে করতেন যে রাশিয়াতে বিপ্লব বুর্জোয়া গণ্ডীর মধ্যেই থাকবে আর তার ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিক-কৃষকের একনায়কত্বের হাত থেকে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে না গিয়ে বুর্জোয়া-শ্রেণীর হাতেই চলে যাবে। বলা হয়ে থাকে যে এই বক্তব্যটি আমাদের কমিউনিস্ট সংবাদপত্রেও স্থান করে নিয়েছিল। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই উক্তিটি সম্পূর্ণ ভুল এবং প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে এর কোন মিলই নেই।

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে (১৯০৫) লেনিনের বিখ্যাত বক্তৃতাটির কথাই আমি এখানে বলতে চাই। সেই বক্তৃতায় তিনি শ্রমিক এবং কৃষকদের এক-নায়কত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়কে বর্ণনাকালে তাকে '"শৃংখলা" রক্ষার সংগঠন' হিসেবে বর্ণনা না করে 'যুদ্ধ পরিচালনার সংগঠন' হিসেবে তাকে বর্ণনা করেছিলেন (**রচনাবলী**, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৬৪ দ্রষ্টব্য)।

তাছাড়া আমি 'অস্থায়ী সরকার সম্পর্কে' (১৯০৫)[২৭] লেনিনের বিখ্যাত প্রবন্ধগুলির উল্লেখ এখানে করতে পারি, যাতে ক্রমবর্ধমান রুশ বিপ্লবের সম্ভাবনার পথরেখার বর্ণনা দিতে গিয়ে পার্টির কর্তব্য নির্দেশ করে তিনি

লিখেছিলেন, 'রুশ বিপ্লব যাতে বর্তমান শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের কাছ থেকে সামান্য কয়েকটি সুবিধা আদায়ের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে না গিয়ে ঐ শক্তিগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন করতে পারে তার জন্য এটা সুনিশ্চিত করা দরকার যে তা সামান্য কয়েকমাসের আন্দোলন হবে না, তাকে বহু বৎসর ব্যাপী আন্দোলন হিসেবে চালিয়ে যেতে হবে'; ঐ প্রবন্ধগুলিতেই এই সম্ভাবনার বিশদ আলোচনা করে এবং ইউরোপের বিপ্লবের সঙ্গে তার যোগসূত্রগুলি দেখিয়ে দিয়ে তিনি আরও লিখেছিলেন :

'আর আমরা যদি একাজে সফল হই তাহলে…তাহলে বিপ্লবের দাবানল সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়বে। বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার শাসনে জর্জরিত ইউরোপীয় শ্রমিকেরাও অভ্যুত্থানে ফেটে পড়বে, আমাদের দেখিয়ে দেবে "কেমন করে একাজ করতে হয়", তারপর ইউরোপের বিপ্লবের ঢেউ আবার রাশিয়াকে প্লাবিত করে দেবে এবং এভাবে বিপ্লবের কয়েকটা বছরকে রূপান্তরিত করবে বিপ্লবের কয়েকটা যুগে…' (ঐ, পৃঃ ১৯১)।

১৯১৫ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত লেনিনের লেখা একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের উল্লেখ আমি এখানে করতে পারি যাতে তিনি লিখেছিলেন :

'শ্রমিকশ্রেণী আজ লড়ছে এবং বীরত্বের সঙ্গেই তারা লড়াই চালিয়ে যাবে ক্ষমতা দখল করে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য, জমি বাজেয়াপ্ত করার জন্য…বুর্জোয়া রাশিয়াকে সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক "সাম্রাজ্যবাদের" (অর্থাৎ জারতন্ত্রের) কবলমুক্ত করার কাজে "জনসাধারণের অ-শ্রমিক জনগণের" অংশগ্রহণ সম্ভব করে তোলার জন্য। জারতন্ত্রের কবল থেকে এবং জমিদারদের জমির মালিকানার দৌরাত্ম্য থেকে বুর্জোয়া রাশিয়ার মুক্তির এই সুযোগ নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী **তৎক্ষণাৎ** (বড় হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) এগিয়ে যাবে গ্রামের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ধনী কৃষকদের লড়াইকে সাহায্য করতে নয়—এগিয়ে যাবে ইউরোপের শ্রমিকদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য' (**রচনাবলী**, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৮ দ্রষ্টব্য)।

সবশেষে, **শ্রমিক-বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি** নামক লেনিনের পুস্তিকার একটি বিখ্যাত অংশের আমি উল্লেখ করব যেখানে **দুই কৌশল** পুস্তকের উপরে উদ্ধৃত অংশের উল্লেখ করে রুশ বিপ্লবের পরিসর সম্পর্কে লেনিন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

'আমরা যা ঘটবে বলেছিলাম ঘটনা ঠিক তাই ঘটেছে। বিপ্লবের গতিধারা আমাদের যুক্তির নির্ভুলতাই প্রমাণ করে দিয়েছে। **প্রথমে** রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদারদের বিরুদ্ধে, মধ্যযুগীয় শাসনের বিরুদ্ধে (এবং যে পর্যন্ত বিপ্লব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে থাকছে ততক্ষণ) "সমগ্র" কৃষক-জনগণকে সঙ্গে নিয়ে; **তারপর** গরিব কৃষক আর আধা-শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে, সমস্ত শোষিত জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে **পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে**, গ্রামের ধনী, কুলাক, মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হবে আর সেই পরিমাণে বিপ্লব **সমাজতান্ত্রিক** বিপ্লব হয়ে উঠবে। প্রথম আর দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্যে একটা কৃত্রিম চীনের প্রাচীর তোলার চেষ্টা করা, শ্রমিকশ্রেণীর প্রস্তুতির মাত্রা, গরিব কৃষকদের সঙ্গে তাদের ঐক্যের মাত্রা ছাড়া **অন্য কোন কিছু দিয়ে** এই দুই বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানার চেষ্টা করার অর্থ হল মার্কসবাদকে জঘন্যভাবে বিকৃত করা, কদর্য করা, মার্কসবাদের জায়গায় উদারনীতিবাদ চাপিয়ে দেওয়া' (**রচনাবলী**, ২৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩১১)।

এই বিষয়ে যথেষ্ট বলা হয়েছে বলেই আমি মনে করি।

অনেকে বলতে পারেন, বেশ, তা না হয় হল; কিন্তু যদি তা-ই হয় তবে লেনিন 'চিরস্থায়ী (নিরবচ্ছিন্ন) বিপ্লবের' ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন কেন?

কারণ, লেনিন কৃষকদের বিপ্লবী শক্তিকে 'পূর্ণমাত্রায়' সদ্ব্যবহার করার প্রস্তাব করেছিলেন, জারতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার ও শ্রমিক-বিপ্লবের দিকে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কৃষকদের বিপ্লবী শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহারের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু 'চিরস্থায়ী বিপ্লবের' সমর্থকেরা রুশ বিপ্লবে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারেনি, কৃষক-জনগণের বিপ্লবী শক্তিকে ছোট করে দেখেছে, কৃষকদের নেতৃত্ব প্রদানের যে শক্তি ও সামর্থ্য রুশ শ্রমিকশ্রেণীর রয়েছে তাকে ছোট করে দেখেছে। এভাবে তারা বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব থেকে কৃষক-জনগণকে মুক্ত করার কাজে, শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে কৃষকদের সমবেত করার কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে।

কারণ, লেনিনের প্রস্তাব ছিল বিপ্লবের **চরম পরিণতি** হবে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে, কিন্তু 'চিরস্থায়ী' বিপ্লবের সমর্থকেরা

চেয়েছিল অবিলম্বে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করতে, তারা এটা বুঝতেই পারেনি যে এতে করে ভূমিদাস প্রথার ভগ্নাবশেষের মতো 'নিতান্ত তুচ্ছ' ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করছে, রুশ দেশের কৃষক-জনগণের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা শক্তিকে হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। এটা তারা বুঝতেই পারেনি যে এ ধরনের একটা নীতির ফলে কৃষক-জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিয়ে আসার কাজটিই শুধু বিঘ্নিত হতে পারে।

বিপ্লব নিরবচ্ছিন্ন হবে কিনা এই প্রশ্নে লেনিন 'চিরস্থায়ী' বিপ্লবের সমর্থকদের সঙ্গে লড়াই করেননি কারণ তিনি নিজেই নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গিটি গ্রহণ করেছিলেন। লেনিন তাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন এই কারণে যে ওরা শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট একটি মজুত বাহিনী কৃষকদের ভূমিকাটিকে খাটো করে দেখিয়েছিল, আর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকার ধারণাটিই ওরা বুঝে উঠতে পারেনি বলে।

'চিরস্থায়ী' বিপ্লবের ধারণাকে একটি নতুন ধারণা বলে মনে করা উচিত নয়। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে **কমিউনিস্ট লীগের** কাছে প্রদত্ত তাঁর বিখ্যাত **বক্তৃতায়** (১৮৫০) মার্কসই প্রথম এই ধারণাটি হাজির করেছিলেন। এই দলিল থেকেই আমাদের 'চিরস্থায়ীওয়ালারা' নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের ধারণাটি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু লক্ষ্য করা দরকার যে মার্কসের কাছ থেকে এই ধারণাটি গ্রহণ করার সময় আমাদের 'চিরস্থায়ীওয়ালারা' তাকে কিঞ্চিৎ অদল-বদল করে নিয়েছিল এবং এই অদল-বদলের মধ্য দিয়ে তাকে তারা একেবারে 'নষ্টই' করে ফেলেছিল ও বাস্তব কাজকর্ম চালানোর অযোগ্য করে তুলেছিল। এই ভুল শোধরাবার জন্য লেনিনের অভিজ্ঞ হাতের স্পর্শ প্রয়োজন হয়েছিল; মার্কসের নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের ধারণাটিকে নির্ভুলভাবে গ্রহণ করে তিনি তাকে তাঁর বিপ্লবের তত্ত্বের একটি ভিত্তিপ্রস্তরে পরিণত করেছিলেন।

যেসব বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক দাবি আদায় করার জন্য কমিউনিস্টদের লড়তে হবে তা লিপিবদ্ধ করে মার্কস তাঁর ঐ **বক্তৃতায়** নিরবচ্ছিন্ন (চিরস্থায়ী) বিপ্লব সম্বন্ধে বলেছিলেন:

> 'গণতান্ত্রিক পেটি-বুর্জোয়ারা খুব বেশি হলে উপরিউক্ত দাবিগুলি আদায় হয়ে যাবার পরই যথাশীঘ্র সম্ভব বিপ্লবকে থামিয়ে দিতে চায়; কিন্তু অল্পাধিক সম্পত্তিবান সকল শ্রেণীগুলিকেই যতদিন পর্যন্ত তাদের আধিপত্যের

অবস্থান থেকে দূর করে দেওয়া না হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা জয় করে না নিচ্ছে, দুনিয়ার শুধু একটিমাত্র দেশে নয় বরং প্রধান প্রধান সমস্ত দেশে শ্রমিক-জনগণের সংহতির ফলে ঐসব দেশের শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটছে এবং অন্ততঃ মূল উৎপাদিকা শক্তিগুলি শ্রমিকশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে—ততদিন বিপ্লবকে চিরস্থায়ী করে রাখাই আমাদের স্বার্থ ও কর্তব্য।'[২৮]

অর্থাৎ :

(ক) আমাদের রুশীয় 'চিরস্থায়ীওয়ালাদের' পরিকল্পনার **উল্টোদিকে** মার্কস বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে জার্মানিতে অবিলম্বে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে বিপ্লব **শুরু করে দিতে** চাননি।

(খ) মার্কস শুধু চেয়েছিলেন ধাপে ধাপে বুর্জোয়াদের একটার পর একটা অংশকে ক্ষমতার আসন থেকে দূর করে দেবার **পরিণামে** শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে যাতে করে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল করার পর বিপ্লবের বহ্নিশিখাকে অন্য প্রতিটি দেশেই ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী অবস্থাধীনে শ্রমিক-বিপ্লবের তত্ত্বকে কার্যে পরিণত করার সময় লেনিন আমাদের যা শিখিয়েছেন, যা করেছেন তা **সম্পূর্ণভাবেই** মার্কসের এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তাহলে এ থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের রুশীয় 'চিরস্থায়ীওয়ালারা' শুধু যে রুশ বিপ্লবে কৃষকদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখিয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ধারণার গুরুত্বকে ছোট করে দেখিয়েছে তাই নয়,—(আরও খারাপ কথা) 'চিরস্থায়ী' বিপ্লব সম্বন্ধে মার্কসের ধারণাটি তারা এমনভাবে বদলে দিয়েছে যে তা বাস্তব কাজকর্মের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

এরই জন্য লেনিন আমাদের 'চিরস্থায়ীওয়ালাদের' তত্ত্বকে 'অভিনব' আর 'চমৎকার' বলে বিদ্রূপ করে তাদের অভিযুক্ত করে বলেছিলেন 'পুরো দশটি বছর এই চমৎকার তত্ত্বটির কোন তোয়াক্কা না করেই জীবন কিভাবে এগিয়ে গেছে' তা তারা ভেবে দেখতে চায়নি। (রাশিয়াতে 'চিরস্থায়ীওয়ালাদের' মতবাদের আবির্ভাবের দশ বছর পরে ১৯১৫ সালে লেনিন এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। **রচনাবলী**, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৭ দ্রষ্টব্য।)

এরই জন্য লেনিন তত্ত্বটিকে আধা-মেনশেভিক একটি তত্ত্ব বলে গণ্য করতেন এবং বলেছিলেন : 'এরা বলশেভিকদের কাছ থেকে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক চূড়ান্ত

বৈপ্লবিক সংগ্রামের এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করে নেবার আহ্বান ধার করে নিয়েছে, আর মেনশেভিকদের কাছ থেকে ধার করে নিয়েছে কৃষকদের ভূমিকা "নাকচ" করে দেবার বক্তব্যটি' (ঐ, লেনিনের প্রবন্ধ—'বিপ্লবের দুটি পথ' দ্রষ্টব্য)।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্রমিক-বিপ্লবে পরিণত হওয়া, বুর্জোয়া-বিপ্লবকে 'অবিলম্বে' শ্রমিক-বিপ্লবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো সম্পর্কে এই হচ্ছে লেনিনের ধারণা।

শুধু তাই নয়। আগেকার দিনে একটিমাত্র দেশে বিপ্লবের বিজয় অসম্ভব বলে মনে করা হতো, ধরে নেওয়া হতো যে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে সমস্ত দেশের বা অন্ততঃ অধিকাংশ উন্নত দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন। এখন আর এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না; এখন আমাদের একটি দেশে বিপ্লবের এ ধরনের বিজয়ের সম্ভাবনা থেকেই অগ্রসর হতে হবে, কেননা সাম্রাজ্যবাদী অবস্থাধীনে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের অসম আর কখনো ধীর কখনো দ্রুততালে বিকাশ, সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরে মারাত্মক দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে যুদ্ধ বিগ্রহ, দুনিয়ার সমস্ত দেশেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের অগ্রগতি—এ সবের ফলে এক-একটি দেশে পৃথকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব জয়যুক্ত হবার শুধু যে সম্ভাবনা দেখা গেছে তাই নয়, তার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে। রাশিয়াতে বিপ্লবের ইতিহাস এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অবশ্য একই সঙ্গে এ কথা মনে রাখা দরকার যে কয়েকটি চূড়ান্ত অপরিহার্য অবস্থা বর্তমান থাকলেই শুধু বুর্জোয়াশ্রেণীকে, সাফল্যের সঙ্গে উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে—কিন্তু এই অবস্থা বর্তমান না থাকলে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

'বামপন্থা' কমিউনিজম্ পুস্তিকায় লেনিন এই অবস্থাগুলি সম্বন্ধে বলেছেন:

'সমস্ত বিপ্লব, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর তিন তিনটি রুশ বিপ্লব বিপ্লবের যে মৌলিক নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করে গেছে তা হল: শোষিত, নির্যাতিত জনসাধারণ আর পুরানো অবস্থায় জীবনযাপন করা অসম্ভব এ কথা বুঝতে পেরে পরিবর্তন দাবি করছে—বিপ্লবের পক্ষে এটাই যথেষ্ট নয়; বিপ্লবের জন্য এটাও অবশ্যই প্রয়োজন যে শোষকশ্রেণীও আর আগের মতো বাঁচতে পারছে না, পুরানো কায়দায় শাসন চালিয়ে যেতে পারছে

না। 'নিম্নশ্রেণীরা' যখন আর পুরানো আমলকে চাইছে না এবং যখন 'উচ্চশ্রেণীরা' আর পুরানো কায়দায় চলতে পারছে না একমাত্র তখনই বিপ্লব জয়লাভ করতে পারে। এই সত্যটাকে অন্যভাবেও ব্যক্ত করা চলে: (শোষক আর শোষিত উভয়কেই আঘাত করে) **সারা দেশব্যাপী এমন সংকট ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব।** (বড় হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।) এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হচ্ছে—প্রথমতঃ, অধিকাংশ শ্রমিককে (অন্ততঃ অধিকাংশ শ্রেণী-সচেতন, চিন্তাশীল, রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় শ্রমিককে) এ কথা পুরোপুরি বুঝতে হবে যে বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে এবং তার জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও তারা প্রস্তুত; দ্বিতীয়তঃ, শাসকশ্রেণীগুলি সরকার সংক্রান্ত সংকটের আবর্তে পড়ায় জনসাধারণের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে…সরকার দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং বিপ্লবীদের পক্ষে দ্রুত এই সরকারকে উচ্ছেদ করে দেওয়া সম্ভবপর করে তুলছে' (**রচনাবলী**, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ২২২)।

কিন্তু একটি দেশে বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতার উচ্ছেদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করলেই এ কথা বোঝায় না যে সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে গেছে। নিজের ক্ষমতাকে সুসংহত করার পর কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে বিজয়ী দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব এবং তাকে তা গড়ে তুলতে হবেই। কিন্তু তা থেকে কি এ কথা বোঝায় যে এতে করেই সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয় ঘটে যাবে অর্থাৎ এ থেকে কি এ কথাই বোঝায় যে মাত্র একটা দেশের শক্তির সাহায্যেই শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্রকে চূড়ান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলতে পারবে, বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে এবং তার ফলস্বরূপ পুরানো সমাজব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপদ থেকে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দান করতে পারবে? না, তা বোঝায় না। এর জন্য অন্ততঃ কয়েকটা দেশে বিপ্লবের প্রয়োজন। সুতরাং বিজয়ী বিপ্লবের দেশের অন্যতম প্রধান কাজই হল অন্যান্য দেশের বিপ্লবকে বিকশিত করা, সহায়তা করা। সুতরাং একটি দেশে যে বিপ্লব বিজয়ী হল তা নিজেকে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করতে পারে না—তাকে দেখতে হবে অন্যান্য দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়কে সহায়তা করার ও দ্রুততর করার একটি মাধ্যম হিসেবে।

এই কথাটিকেই সংক্ষেপে ব্যক্ত করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন—বিজয়ী

বিপ্লবের কর্তব্য হচ্ছে **'দুনিয়ার সমস্ত দেশে** বিপ্লব জাগিয়ে তোলার জন্য, সেগুলিকে বিকশিত করে তোলা ও সহায়তা করার জন্য একটি দেশের পক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া' (**রচনাবলী,** ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫)।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সর্বহারা-বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিনের তত্ত্বের এই হচ্ছে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

৪। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব

এই বিষয় থেকে আমি তিনটি মৌলিক প্রশ্ন বেছে নিয়েছি:

(ক) শ্রমিক-বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব;

(খ) বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্যের রূপ হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব;

(গ) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্ররূপ হিসেবে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি।

(ক) শ্রমিক-বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্নটি, সবকিছুর ওপরে হচ্ছে, শ্রমিক-বিপ্লবের প্রধান বিষয়বস্তুর প্রশ্ন। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মাধ্যমেই শ্রমিক-বিপ্লব তার গতি ও ব্যাপকতা লাভ করে এবং তার সাফল্য রক্তমাংসে জীবন্ত হয়ে ওঠে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে শ্রমিক-বিপ্লবের হাতিয়ার, তার মুখপত্র, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরস্থল; প্রথমতঃ, ক্ষমতাচ্যুত শোষকদের প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে শ্রমিক-বিপ্লবের সাফল্যগুলিকে সংহত করার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক-বিপ্লবকে সুসম্পূর্ণ করার জন্য, বিপ্লবকে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়লাভের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সৃষ্টি। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ছাড়াই বিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত করতে পারে, তাদের শাসন উচ্ছেদ করে দিতে পারে। কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতির একটা স্তরে যদি তার প্রধান নির্ভরস্থল হিসেবে, একটা বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সৃষ্টি না করা হয় তবে বিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে, তার বিজয়কে অব্যাহত রাখতে এবং সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের পথে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হবে।

'রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্নই হচ্ছে প্রত্যেক বিপ্লবের মূল প্রশ্ন' (**লেনিন**)। এ থেকে কি এ কথা বোঝায় যে ক্ষমতার আসনে বসা, ক্ষমতা দখল করাটাই একমাত্র কাজ? না, তা বোঝায় না। ক্ষমতা দখল কাজের আরম্ভ মাত্র। নানা

কারণে একটি দেশে ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়াশ্রেণী দীর্ঘকাল ধরে সেই দেশের বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী থেকে যায়। সুতরাং আসল প্রশ্নই হচ্ছে ক্ষমতা বজায় রাখা, তাকে সুসংহত করা, তাকে অপরাজেয় করে তোলা। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য কী কী প্রয়োজন? তার জন্য জয়লাভের ঠিক 'অব্যবহিত পরেই' শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে অন্ততঃ তিনটি প্রধান কর্তব্য সম্পাদন করা প্রয়োজন:

(ক) বিপ্লবের ফলে যেসব জমিদার ও পুঁজিপতিরা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, যাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের সকল প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া ও পুঁজির রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া;

(খ) নির্মাণকার্য এমনভাবে সংগঠিত করা যাতে সমগ্র শ্রমজীবী জনগণ শ্রমিকশ্রেণীর চারিদিকে এসে সমবেত হতে পারে এবং শ্রেণীবিভেদ নিশ্চিহ্ন করার ও উচ্ছেদ করার পথ প্রস্তুত করার জন্যই এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া;

(গ) বৈদেশিক শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিপ্লবকে সশস্ত্র করা ও বিপ্লবের সেনাবাহিনী সংগঠিত করে তোলা।

এইসব কর্তব্য সম্পাদন করার জন্যই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজন।

লেনিন বলেছেন: 'পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উপনীত হওয়ার সময়টি একটা সমগ্র ঐতিহাসিক যুগ। এই যুগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শোষকেরা ক্ষমতা পুনরধিকারের আশা নিশ্চয়ই পোষণ করবে এবং তাদের এই আশাকে ক্ষমতা পুনরধিকারের **প্রচেষ্টায়** পরিণত করবে। তারা যে ক্ষমতাচ্যুত হবে এটা তারা ভাবেনি, এটা সম্ভব বলে বিশ্বাস করেনি, কোনদিন এ চিন্তাকে তারা আমলই দেয়নি; তাই তাদের প্রথম গুরুতর পরাজয়ের পর দশ গুণ প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে, হিংস্র বিদ্বেষ ও শতগুণ ঘৃণা নিয়ে তারা তাদের "হারানো স্বর্গ" ফিরে পাওয়ার জন্য কাজে লেগে যাবে তাদের পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে; পরম সুখের যে মধুর জীবন তারা যাপন করছিল "সাধারণ ছোটলোকগুলো" তাদের সেই জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে আর আজ তাদের ধ্বংস ও দুর্দশার একশেষ করে ছাড়ছে (অর্থাৎ "সাধারণ পরিশ্রমের কাজ" করতে তাদের বাধ্য করছে…)। এইসব পুঁজিপতি শোষকদের পিছু পিছু দেখা যায় বিরাট সংখ্যক পেটি-

বুর্জোয়া জনসাধারণকে, প্রত্যেক দেশের বহু দশকের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে তারা অস্থিরমতি ও দোদুল্যচিত্ত—একদিন তাদের দেখা যায় শ্রমিকশ্রেণীর পিছনে আছে আর পরের দিনই দেখা যাবে বিপ্লবের নানান সমস্যা দেখে তারা ভয় পেয়ে গেছে; শ্রমিকদের প্রথম পরাজয় বা আধা পরাজয়েই ওরা ভয় পেয়ে ভড়কে গিয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি লাগিয়ে দেয়, কান্নাকাটি জুড়ে দেয় এবং এক শিবির থেকে ছুটে অন্য শিবিরে পালিয়ে যায়' (**রচনাবলী**, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫ দ্রষ্টব্য)।

ক্ষমতা পুনরধিকার করার চেষ্টার ভিত্তি বুর্জোয়াশ্রেণীর থেকেই যায় কারণ ক্ষমতাচ্যুত হবার বহুদিন পরও বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর চেয়ে তারা বেশি শক্তিশালী থাকে।

লেনিন বলেছেন: 'শোষকেরা যদি একটিমাত্র দেশে পরাজিত হয়ে যায়—এবং সাধারণতঃ এটাই ঘটে কারণ একই সঙ্গে অনেকগুলি দেশে বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাওয়া খুবই দুর্লভ ব্যাপার—তাহলেও **তখনো পর্যন্ত** তারা শোষিতদের চেয়ে **অধিকতর শক্তিশালীই** থাকে' (ঐ, পৃঃ ৩৫৪)। ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তি কোথায় নিহিত থাকে?

প্রথমতঃ, তা থাকে, 'আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের শক্তির মধ্যে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর আন্তর্জাতিক যোগাযোগের শক্তি আর দীর্ঘস্থায়িত্বের মধ্যে' (**রচনাবলী**, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৩)।

দ্বিতীয়তঃ, তা নিহিত থাকে এই বাস্তব ঘটনার মধ্যে যে 'বিপ্লবের পরেও বহুদিন পর্যন্ত বুর্জোয়াশ্রেণী বাস্তবক্ষেত্রে অনেকগুলি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে: তাদের তখনো টাকাকড়ি থাকে (কারণ এক নিমেষে মুদ্রা-ব্যবস্থা তুলে দেওয়া যায় না); তাদের কিছু পরিমাণে এবং প্রায়ক্ষেত্রেই বেশ যথেষ্ট পরিমাণে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে; তাদের তখনো বহুবিধ যোগাযোগ থেকে যায়, সংগঠন ও কাজকর্ম পরিচালনার অভ্যাস থেকে যায়; কার্য পরিচালনার (রীতিনীতি, প্রথাপদ্ধতি, উপায় ও সম্ভাব্য পথের) সব "গোপন কথাই" ওদের জানা থাকে; উন্নততর শিক্ষাদীক্ষা থাকে, (বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুরূপ জীবন ও চিন্তায় অভ্যস্ত) উঁচু স্তরের কারিগরী বিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে যায়, (এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ) তুলনামূলক বিচারে যুদ্ধের কলাকৌশল সম্বন্ধে তাদের অনেক

বেশি অভিজ্ঞতা থাকে—ইত্যাদি বহুবিধ সুবিধাই তাদের থাকে' (**রচনাবলী**, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪)।

তৃতীয়তঃ, তা নিহিত থাকে, '**ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনকারীদের অভ্যাসের দাসত্বের** মধ্যে। কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনো দুনিয়াতে ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা খুবই বেশি পরিমাণে চলতি রয়েছে এবং এই ক্ষুদে উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং ব্যাপক আকারে পুঁজিবাদের ও বুর্জোয়াদের জন্ম দেয়'···কারণ 'শ্রেণীসমূহের অবসান বলতে শুধুমাত্র জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিতাড়ন করে দেওয়াই বোঝায় না—এ কাজ আমরা অপেক্ষাকৃত সহজেই সুসম্পন্ন করে দিয়েছি—এতে করে এ কথাও বোঝায় যে, **ক্ষুদে পণ্য উৎপাদনকারীদেরকেও নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে,** কিন্তু এদেরকে তো আর **বিতাড়ন করে** বা ধ্বংস করে দেওয়া চলে না। তাদের সঙ্গে **মিলেমিশে আমাদের বসবাস করতে হয়** এবং সুদীর্ঘকাল ধরে সতর্ক সাংগঠনিক কাজকর্ম চালিয়েই শুধু এদের নতুনভাবে শিক্ষিত করে তোলা যায়, এদের নতুনভাবে শিক্ষিত করে তোলা যায়, এদের নতুনভাবে ঢেলে সাজানো যায় (এবং একাজ আমাদের করতেই হবে)' (**রচনাবলী**, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৩ ও ১৮৯)।

এই কারণেই লেনিন বলেছেন :

'ক্ষমতাচ্যুতির ফলে যে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধ **দশ গুণ** বেড়ে যায় সেই **অধিকতর শক্তিশালী** শত্রুর বিরুদ্ধে নতুন শ্রেণীটির সবচেয়ে দৃঢ়পণ ও সবচেয়ে নির্মম সংগ্রামই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।'

'পুরানো সমাজের শক্তি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কখনো রক্তাক্ত, কখনো রক্তপাতহীন, কখনো জবরদস্তিমূলক, কখনো শান্তিপূর্ণ, কখনো সামরিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, কখনো-বা প্রশাসনিক—এমনি ধারার কঠোর সংগ্রামই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব' (ঐ, পৃঃ ১৭৩ ও ১৯০)।

অল্প সময়ের মধ্যে, বা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এইসব কাজ সম্পন্ন করে ফেলা যাবে এমন সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই—এ কথা প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে রূপান্তরকে কয়েকটি 'মহা-বিপ্লবী' কাজকর্ম ও হুকুমনামা জারী করার অত্যন্ত সাময়িক অধ্যায় বলে গণ্য করা চলে না, বরং তাকে দেখতে হবে সমগ্র একটা ঐতিহাসিক যুগ হিসেবে যা সমাকীর্ণ হয়ে থাকবে গৃহযুদ্ধ আর বৈদেশিক দ্বন্দ্ব-

সংঘাতে, নিরবচ্ছিন্ন সাংগঠনিক কাজকর্মে ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রয়াসে, অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণ, জয় আর পরাজয়ে। সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিজয়ের জন্য অপরিহার্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যই যে শুধু এই ঐতিহাসিক যুগের প্রয়োজন এমন নয়, এর প্রয়োজন রয়েছে প্রথমতঃ শ্রমিক-শ্রেণীর নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য এবং দেশ শাসনে সমর্থ একটি শক্তি হিসেবে নিজেকে মজবুত করে তোলার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ, পেটি-বুর্জোয়া স্তরের জনসাধারণকে শ্রমিকশ্রেণী যাতে নতুন করে শিক্ষিত করে ও গড়ে তুলতে পারে, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠনের পথে তাদের নিশ্চিতভাবে নিয়ে যেতে পারে তার জন্যও এই ঐতিহাসিক যুগটির প্রয়োজন রয়েছে।

মার্কস শ্রমিকদের বলেছিলেন, 'শুধু বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে বদলাবার জন্যই নয়, আপনাদের নিজেদেরকে বদলাবার জন্য এবং আপনারা যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন তার জন্যও আপনাদের পনের, কুড়ি বা পঞ্চাশ বছর গৃহযুদ্ধ আর আন্তর্জাতিক সংঘাতের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে' (কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস্ : **রচনাবলী**, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৬ দ্রষ্টব্য)।

মার্কসের এই ধারণার সূত্র ধরে এবং তাকে আরও বিকশিত করে লেনিন লিখেছিলেন :

'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে লক্ষ লক্ষ কৃষক, ক্ষুদে মালিক, শত-সহস্র অফিস কর্মচারী, সরকারী কর্তাব্যক্তি ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের নতুন করে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের অধীনে ও শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে তাদের নিয়ে আসতে হবে, তাদের বুর্জোয়া অভ্যাস ও কুসংস্কার দূর করে দিতে হবে,' আর তার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চালাতে হবে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর নিজেদেরকে নতুন করে শিক্ষিত করে তোলার সংগ্রাম কারণ তারা নিজেরাও এক লহমায়, যাদুমন্ত্রবলে, ভার্জিন মেরীর প্রত্যাদেশে, একটি শ্লোগানের, প্রস্তাবের বা হুকুমনামার ধাক্কায় পেটি-বুর্জোয়া কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্ত হয়ে যায় না, তার জন্যও ব্যাপক পেটি-বুর্জোয়া প্রভাবের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন-কঠোর গণ-সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে' (লেনিন : **রচনাবলী**, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ২৪৮ ও ২৪৭)।

(খ) বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্যের রূপ

হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। আগে যা বলা হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সমাজের পুরানো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অটুট রেখে দিয়ে সরকারের কিছু লোকজনের বদল ও 'মন্ত্রীসভা' ইত্যাদির নিছক পরিবর্তনই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব নয়। সকল দেশের মেনশেভিক ও সুবিধাবাদীরাই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে যমের মতো ভয় করে এবং সেই ভয় থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণার স্থানে 'ক্ষমতা দখলের' ধারণা আমদানী করে থাকে, আর সাধারণতঃ এই ক্ষমতা দখলের ধারণা বলতে 'মন্ত্রীসভা' বদল এবং সিদেম্যান আর নস্কে, ম্যাকডোনাল্ড আর হেণ্ডারসনের মতো লোককে নিয়ে একটা মন্ত্রীসভা গঠনকেই তারা বোঝাতে চায়। এ কথা বলার কোন প্রয়োজনই হয় না যে এ ধরনের মন্ত্রীসভার রদবদলের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের এবং যথার্থ শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক সত্যিকারের ক্ষমতা দখলের কোন সম্বন্ধই নেই। ম্যাক-ডোনাল্ড ও সিদেম্যানরা গদীতে বসে আছেন অথচ পুরানো বুর্জোয়া ব্যবস্থাই বহাল রয়ে গেছে—এই অবস্থায় তাঁদের এই তথাকথিত সরকার বুর্জোয়াশ্রেণীকে সেবা করার একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, সাম্রাজ্যবাদের ক্ষতগুলিকে আড়াল করে রাখার একটি পর্দা, নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতের একটি হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। জনসাধারণকে এরকম একটি পর্দা ছাড়া নিপীড়ন ও শোষণ করা যখন অসুবিধাজনক, অলাভজনক ও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখন পুঁজিবাদের পক্ষে এ ধরনের সরকারের দরকার হয়। অবশ্যই এ ধরনের একটা সরকারের আবির্ভাব হলেই একটা লক্ষণ বোঝা যায় যে 'ওদের ওখানে' (অর্থাৎ পুঁজিবাদীদের শিবিরে) 'শিপকা গিরিপথে'* সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ধরনের সরকার পুঁজিপতিদের ছদ্মবেশী সরকারই থেকে যায়। একজন ম্যাকডোনাল্ড বা একজন সিদেম্যানের সরকারের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্ব বলতে শুধু সরকারের পরিবর্তন বোঝায় না—এ হচ্ছে এক নতুন রাষ্ট্র,

* **শিপকা গিরিপথে** জারের সৈন্যদল তুরস্কের সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। যুদ্ধে জারের সৈন্যদলের গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল কিন্তু রুশ সেনাবাহিনীর কর্তারা বলে বেড়াচ্ছিল—'সব ঠিক আছে'। সাধারণ মানুষ এ নিয়ে খুবই হাসাহাসি করত। কমরেড স্তালিন বিদ্রূপভরেই শিপকা গিরিপথের কথা এখানে বলছেন।—অনুবাদক, বাং. সং।

কেন্দ্রে ও অঞ্চলগতভাবে দু' জায়গাতেই তা নতুন ক্ষমতার যন্ত্র, এ হচ্ছে পুরানো বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র।

বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব গড়ে ওঠে না, বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ করে দিয়ে বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, জমিদার ও পুঁজিপতিদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে, উৎপাদনের প্রধান যন্ত্র ও উপায়গুলিকে সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে, প্রচণ্ড শ্রমিক-বিপ্লবের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব গড়ে ওঠে।

রাষ্ট্র হল শাসকশ্রেণীর হাতে শ্রেণী-শত্রুদের প্রতিরোধ দমন করার একটি যন্ত্র। **এই হিসেবে** শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে অন্য কোন শ্রেণীর একনায়কত্বের মূলগত কোন তফাৎ নেই কারণ শ্রমিক-রাষ্ট্র বুর্জোয়াশ্রেণীকে দমন করারই একটি যন্ত্র। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে একটি **মৌলিক** পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য হচ্ছে এই যে এ যাবৎ যত শ্রেণীরাষ্ট্র দেখা দিয়েছে সেগুলি ছিল সংখ্যালঘু শোষকদের হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে পরিচালিত একনায়কত্ব, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে সংখ্যালঘু শোষকদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিতের একনায়কত্ব।

> সংক্ষেপে বলা যায়: **শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে আইন-কানুনের বিধিনিষেধ-মুক্ত ও বলপ্রয়োগের ওপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়াশ্রেণীর ওপর শ্রমিকশ্রেণীর শাসন। তা এমন একটি শাসন যার পেছনে রয়েছে শ্রমজীবী ও শোষিত জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন** (লেনিন: **রাষ্ট্র ও বিপ্লব**)।

এ থেকে দুটি প্রধান সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়:

প্রথম সিদ্ধান্ত: শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে **সকলের** গণতন্ত্র, 'পূর্ণ' গণতন্ত্র হতে পারে না; শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে 'হতে হবে এক নতুন ধরনের গণতন্ত্র (**কেননা*** তা হল শ্রমিক ও সাধারণভাবে সম্পত্তি-হীন জনসাধারণের গণতন্ত্র), এবং তাকে হতে হবে **নতুন ধরনের** একনায়কত্ব (**কেননা*** তা হবে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে)' (দ্রষ্টব্য: **রচনাবলী**, ২১শ খণ্ড, পৃ: ৩৯৩)। কাউটস্কি আর তাঁর দলবল সার্বজনীন সমতা সম্পর্কে,

* বড় হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।

'বিশুদ্ধ' গণতন্ত্র, 'নিখুঁত' গণতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব বুলি কপচান— সেগুলি হচ্ছে শোষক ও শোষিতদের মধ্যে সমতা যে অসম্ভব এই সন্দেহাতীত বাস্তব সত্যকে আড়াল করার একটি বুর্জোয়া আবরণ মাত্র। 'বিশুদ্ধ' গণতন্ত্রের তত্ত্বটি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর সেই ওপরতলার তত্ত্ব যাদের সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা খাইয়ে-পরিয়ে পোষ মানিয়ে দলত্যাগী করে নিয়েছে। এদের এই তত্ত্বের আমদানী করা হয়েছে পুঁজিবাদের ক্ষতকে আড়াল করে রাখার জন্য, সাম্রাজ্যবাদের গায়ে রং-চং চড়াবার জন্য আর শোষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটা নৈতিক বল আহরণের জন্য। পুঁজিবাদের শাসনাধীনে শোষিত জনসাধারণের সত্যিকার কোন 'স্বাধীনতাই' নেই, তা থাকতেও পারে না; কেননা অন্য কোন কারণ ছাড়া শুধু এই জন্যই তা থাকতে পারে না—ঘরবাড়ি, ছাপাখানা, কাগজের সরবরাহ ইত্যাদি যেসব 'স্বাধীনতা' উপভোগের জন্য অপরিহার্য সেগুলির সুবিধা পায় শুধু শোষকেরাই। পুঁজিবাদের শাসনে শোষিত জনসাধারণ দেশের শাসন পরিচালনায় কখনোই প্রকৃত অংশগ্রহণ করে না এবং করতেও পারে না কেননা অন্যতম কারণটি হচ্ছে অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও পুঁজিবাদের আমলে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক রাজত্বেও জনসাধারণ সরকার প্রতিষ্ঠা করে না, সরকার বানায় রথস্‌চাইল্ড আর স্টিনিসেরা, রকফেলার আর মর্গানেরা। পুঁজিবাদের শাসনে গণতন্ত্র হচ্ছে **পুঁজিবাদী** গণতন্ত্র, সংখ্যালঘু শোষকদের গণতন্ত্র, সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত জনসাধারণের অধিকার খর্ব করার ভিত্তিতেই তা গড়ে ওঠে আর সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধেই তা পরিচালিত হয়। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনেই শোষিতদের প্রকৃত স্বাধীনতা এবং দেশ শাসনের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষক-জনগণের প্রকৃত অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বাধীনে গণতন্ত্র হচ্ছে **শ্রমিকশ্রেণীর** গণতন্ত্র, শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র, তা গড়ে ওঠে শোষক সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার খর্ব করার ভিত্তিতে এবং তা এই সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত: বুর্জোয়া সমাজ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ বিকাশের পরিণাম হিসেবেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের উদ্ভব হতে পারে না; তার উদ্ভব হতে পারে শুধুমাত্র বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র, বুর্জোয়া সেনাবাহিনী, বুর্জোয়া আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র ও বুর্জোয়া পুলিশবাহিনীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

কমিউনিস্ট ইস্তাহারের একটি ভূমিকায় মার্কস এবং এঙ্গেলস বলেছেন, 'আগে থেকে তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্রকে করতলগত করে নিয়েই শ্রমিক-শ্রেণী তাকে নিজের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে না।' ১৮৭১ সালে কুগেলম্যানকে লিখিত তাঁর পত্রে[২৯] মার্কস বলেছিলেন, 'আগের মতো আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্রটির নিছক হাত বদল করা নয়, তাকে **চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়াই'** শ্রমিক-বিপ্লবের কর্তব্য।...'ইউরোপীয় মহাদেশের যে-কোন সত্যিকারের গণ-বিপ্লবের জন্য এটাই হল প্রাথমিক প্রয়োজন।'

মার্কস ইউরোপীয় ভূখণ্ড সম্পর্কে এভাবে বিশেষরূপে বলার ফলে প্রত্যেক দেশের সুবিধাবাদী ও মেনশেভিকগণ এই রব তোলার একটা অজুহাত পেয়েছিল যে মার্কস এভাবে অন্ততঃ ইউরোপীয় মহাদেশের বাইরে (যেমন ব্রিটেন ও আমেরিকায়) বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রমিক গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। সত্যসত্যই মার্কস এই সম্ভাবনার কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের ব্রিটেন ও আমেরিকার ক্ষেত্রে এ কথা স্বীকার করে নেবার সঙ্গত কারণই তাঁর দিক থেকে ছিল কারণ তখনো একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব দেখা দেয়নি এবং ঐ সময়ে এই দেশগুলিতে তাদের বিকাশের বিশেষ পরিস্থিতির জন্য তখনো পর্যন্ত বিকশিত সমরতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠেনি। বিকশিত সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের পূর্বে এই ছিল অবস্থা। কিন্তু পরে ত্রিশ-চল্লিশ বছর কেটে যাবার পর যখন ঐ দেশগুলিতে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে, সাম্রাজ্যবাদ বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং ব্যতি-ক্রমহীনভাবে প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, ব্রিটেন ও আমেরিকাতেও সমরতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র দেখা দিয়েছে, ব্রিটেন ও আমে-রিকাতে শান্তিপূর্ণ বিকাশের বিশেষ অবস্থা দূরীভূত হয়ে গেছে—তখন এই দেশগুলি সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য আর স্বভাবতঃই খাটে না।

লেনিন বলেছেন, 'আজ ১৯১৭ সালে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের এই যুগে, মার্কসের উল্লিখিত বিশেষ বক্তব্য আর প্রযোজ্য নয়। সমরতন্ত্র আর আমলাতন্ত্র নেই এই অর্থে দুনিয়ার অ্যাংলো-স্যাক্সন "স্বাধীনতার" বৃহত্তম আর সর্বশেষ প্রতিনিধি ব্রিটেন ও আমেরিকা এই দুটিই ইউরোপ-জোড়া আমলাতান্ত্রিক-সামরিক প্রতিষ্ঠানের রক্তাক্ত, কুৎসিত পংককুণ্ডে

সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়েছে; সবকিছুই এই প্রতিষ্ঠানগুলির অধীনস্থ হয়ে পড়েছে এবং সবকিছুকেই এরা দুপায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছে। আজ ব্রিটেন এবং আমেরিকাতেও "প্রত্যেকটি সত্যিকারের গণ-বিপ্লবের" জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হল "আগে থেকে তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্রকে" **চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া, ধ্বংস করে দেওয়া** (ঐসব দেশগুলিতে এই রাষ্ট্রযন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী সাধারণ ইউরোপীয় মান অনুসারে ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যেই একেবারে নিখুঁত হয়ে উঠেছে)' (**রচনাবলী**, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫ দ্রষ্টব্য)।

অন্যভাবে বলা চলে, সশস্ত্র শ্রমিক-বিপ্লবের নিয়মটি, এই বিপ্লবের প্রাথমিক প্রয়োজন হিসেবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবার নিয়মটি পৃথিবীর প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের অনিবার্য নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য, সুদূর ভবিষ্যতে যখন প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক-শ্রেণী বিজয়ী হয়ে যাবে এবং যখন বর্তমান পুঁজিবাদী অবরোধের স্থানে সমাজ-তান্ত্রিক অবরোধ দেখা দেবে তখন কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে 'শান্তিপূর্ণ' পথে বিকাশের খুবই সম্ভাবনা থাকতে পারে যখন ঐসব দেশের পুঁজিপতিরা 'অসুবিধাজনক' আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের 'স্বেচ্ছায়' যথেষ্ট সুবিধা দিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচনা করবে। কিন্তু এ হল সুদূর ও সম্ভাব্য ভবিষ্যতের কথা। অদূর ভবিষ্যতে এরকম কিছু ঘটার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই।

সুতরাং লেনিন সঠিকভাবেই বলেছেন:

'বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে বলপূর্বক ধ্বংস করে তার জায়গায় **নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র** গড়ে না তুললে শ্রমিক-বিপ্লব অসম্ভব' (**রচনাবলী**, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪২)।

(গ) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্ররূপ হিসেবে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয় বলতে বোঝায় বুর্জোয়া-শ্রেণীকে দমন করা, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে চুরমার করে দেওয়া এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বদলে শ্রমিক গণতন্ত্রের প্রচলন করা। এটা খুবই পরিষ্কার কথা। কিন্তু কোন্ সংগঠনের সাহায্যে এই সুবিপুল কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব হবে? শ্রমিকশ্রেণীর যে পুরানো সংগঠন গড়ে উঠেছিল বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার ভিত্তিতে কাজকর্ম করার জন্য সংগঠনের সেই রূপগুলি এই কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত—এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর

সেই নতুন সংগঠনের কী রূপ হবে যা বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে কবরস্থ করে দিতে এবং তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতেই যে শুধু সমর্থ হবে তা নয়, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জায়গায় শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্র চালু করতে শুধু সমর্থ হবে তাই নয়, শ্রমিক রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতেও সমর্থ হবে ?

শ্রমিকশ্রেণীর এই নতুন ধরনের সংগঠনই হল সোভিয়েত।

পুরানো ধরনের সংগঠনগুলির তুলনায় সোভিয়েতের শক্তির উৎস কোথায় ?

সোভিয়েতসমূহ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর **সর্বব্যাপক** গণ-সংগঠন এবং একমাত্র এর মাঝেই নির্বিশেষে সকল শ্রমিক সমবেত হয়ে থাকে।

সোভিয়েতই হচ্ছে এমন **একমাত্র** গণ-সংগঠন যাতে সমস্ত নিপীড়িত ও শোষিত মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, নাবিক—সকলেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং এতে করে অগ্রবাহিনী শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অতি সহজে, পরিপূর্ণ-ভাবে গণ-সংগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব করা সম্ভব হয়।

সোভিয়েতসমূহ হচ্ছে জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামের, জনসাধারণের রাজনৈতিক কার্যকলাপের, জনসাধারণের অভ্যুত্থানের **সবচেয়ে শক্তিশালী** এমন **সংগঠন** যা লগ্নী পুঁজির কারবারীদের এবং তাদের রাজনৈতিক লেজুড়দের সর্বময় ক্ষমতাকে চূর্ণ করে দিতে সমর্থ।

সোভিয়েতসমূহ হচ্ছে জনসাধারণের **একান্ত নিকটবর্তী** সংগঠন অর্থাৎ ঐগুলি হচ্ছে **সবচেয়ে গণতান্ত্রিক** এবং তাই জনসাধারণের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন ; এই সংগঠনই নতুন রাষ্ট্র ও নতুন শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে জনসাধারণের অংশগ্রহণকে সবচেয়ে বেশি করে সম্ভবপর করে তোলে, পুরানো সমাজকে ধ্বংস করার সংগ্রামে, শ্রমিকশ্রেণীর নতুন সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামে জনসাধারণের বিপ্লবী শক্তিকে, উদ্যোগ ও সৃজনশীল ক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তোলে।

আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলিকে সংঘবদ্ধ করে একটি সাধারণ রাষ্ট্রীয় সংগঠন গড়ে তুলে তাকে নিপীড়িত ও শোষিত জনসাধারণের অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে, শাসকশ্রেণী হিসেবে, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র-সংগঠন হিসেবে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে তাদের সম্মিলনই হচ্ছে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি।

সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির মর্মবস্তুই হল এই যে তা হচ্ছে জনসাধারণের সবচেয়ে ব্যাপক ও সবচেয়ে বিপ্লবী এমন সংগঠন যা গড়ে উঠেছে সেইসব শ্রেণীগুলিকে নিয়ে যারা পুঁজিবাদী এবং জমিদারদের দ্বারা নিপীড়িত হতো কিন্তু এখন

যারা নিজেরাই 'সমগ্র রাষ্ট্রশক্তির ও সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রের **স্থায়ী ও একমাত্র** ভিত্তি হয়ে উঠেছে' ; তা গড়ে উঠেছে 'ঠিক সেই শ্রেণীগুলিকে নিয়েই সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রেও যারা' আইনের চক্ষে সমান হলেও 'আসলে হাজার রকম কায়দাকানুন ও ছলচাতুরির ফলে রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত ছিল, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল তারাই এখন সুনিশ্চিতভাবে **প্রতিনিয়ত** এবং তার চেয়েও বড় কথা, **চূড়ান্ত নির্ধারকভাবে** রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করছে' (লেনিন : **রচনাবলী**, ২৪শ খণ্ড ; পৃঃ ১৩) (বড় হরফ আমার দেওয়া —জে. স্তালিন)।

এই কারণেই সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি হল এক **নতুন ধরনের** রাষ্ট্রসংগঠন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক এবং পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা থেকে তা নীতিগতভাবেই **স্বতন্ত্র**। এই **নতুন ধরনের** রাষ্ট্র মেহনতী জনগণকে শোষণ ও নিপীড়নের জন্য গড়ে ওঠেনি, তা গড়ে উঠেছে তাদের সমস্ত শোষণ ও নিপীড়ন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিদানের জন্য, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সামনে যে কর্তব্য রয়েছে তা পালন করার জন্য।

লেনিন ঠিকই বলেছেন, সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার যুগ শেষ হয়ে এসেছে, দুনিয়ার ইতিহাসে এক নতুন যুগের—শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগের সূত্রপাত হয়েছে।'

সোভিয়েত শক্তির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কী কী ?

বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে এমন একটা সমাজে সম্ভাব্য সকল রাষ্ট্রসংগঠনের মধ্যে সোভিয়েত শক্তিই হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপক ও সবচেয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংগঠন ; কারণ শোষকদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে শ্রমিক আর শোষিত কৃষকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজকর্ম করার দরুণ মুষ্টিমেয় লোকের ওপর জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তিই এই সোভিয়েত শক্তিতে প্রতিফলিত হয় ; এটা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠেরই রাষ্ট্র, তাদের একনায়কত্বেরই প্রকাশ।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যত রকম রাষ্ট্রশক্তি হতে পারে তার মধ্যে সোভিয়েত শক্তিই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিকতাবাদী, কারণ সকল প্রকার জাতিগত নিপীড়নের ধ্বংসসাধন করে বলে এবং বিভিন্ন জাতির শ্রমজীবী

জনসাধারণের সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা এই জনসাধারণকে একটি-মাত্র রাষ্ট্রসমবায়ে সংঘবদ্ধ করার পথ প্রশস্ত করে দেয়।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাঠামোই এমন যে তার ফলে সোভিয়েতসমূহের মধ্যেকার সবচেয়ে সংঘবদ্ধ এবং সবচেয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন অন্তঃসারের অগ্রগামী বাহিনী শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিপীড়িত ও শোষিত জনসাধারণকে নেতৃত্ব প্রদানের কাজটি সহজ হয়ে ওঠে।

লেনিন বলেছেন: 'প্রত্যেক বিপ্লবের এবং নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের সকল আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই শ্রমজীবী ও শোষিত জনসাধারণের বিচ্ছিন্ন ও পশ্চাদ্‌পদ অংশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও পরিচালিত করতে পারে' (**রচনাবলী**, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৪)। আসল কথা হচ্ছে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাঠামোটি এই অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষাগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার পথ প্রশস্ত করে দেয়।

একক একটি রাষ্ট্র সংগঠনের মধ্যে আইন ও প্রশাসনিক শক্তিকে সুসংহত করে এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কেন্দ্রের বদলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের, কল ও কারখানার ভিত্তিতে নির্বাচন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে সোভিয়েত শক্তি শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত করে দেয়, কিভাবে দেশ শাসন করতে হয় তা তাদের শিখিয়ে দেয়।

একমাত্র সোভিয়েত শক্তিই সেনাবাহিনীকে বুর্জোয়াদের হুকুমদারির অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত করে দেয় এবং তাকে বুর্জোয়া ব্যবস্থাধীনে জনগণকে নির্যাতনের একটি যন্ত্র হয়ে থাকার পরিস্থিতির পরিবর্তনসাধন করে তাকে দেশী ও বিদেশী এই উভয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জোয়াল থেকে মুক্ত করে এবং তাকে জনগণের মুক্তির একটি হাতিয়ারে পরিণত করে।

'একমাত্র সোভিয়েত রাষ্ট্রসংগঠনই আশু ও কার্যকরভাবে প্রাচীন অর্থাৎ বুর্জোয়া, আমলাতান্ত্রিক ও বিচার বিভাগীয় যন্ত্রটিকে চূর্ণবিচূর্ণ এবং চূড়ান্তভাবে তার ধ্বংসসাধন করে দিতে সমর্থ' (ঐ)।

একমাত্র সোভিয়েত ধরনের রাষ্ট্রই শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের গণ-সংগঠনগুলিকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিয়ত ও বাধাহীনভাবে টেনে নিয়ে আসে বলে তা ভবিষ্যতের রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদী সমাজের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্যের অর্থাৎ ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের লোপ পেয়ে যাওয়ার পথ প্রস্তুত করে দিতে সমর্থ।

শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি, সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ জয়লাভ সম্পন্ন করা যাবে এমন যে রাষ্ট্রকাঠামোর সন্ধান এতকাল ধরে করে আসা হচ্ছিল তারই রাজনৈতিক রূপটির সন্ধান শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের মধ্যে।

প্যারি কমিউনই ছিল এ ধরনের রাষ্ট্রের ভ্রূণ অবস্থা; সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি হল তারই বিকশিত, চূড়ান্ত রূপ।

তারই জন্য লেনিন বলেছেন:

'শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র শুধু যে উন্নততর ধরনের একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তা নয়…তা হচ্ছে **একমাত্র** (বড় হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) রাষ্ট্ররূপ যা দিয়ে সবচেয়ে কম যন্ত্রণাদায়কভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভবপর' (**রচনাবলী**, ২২শ খণ্ড, পৃঃ ১৩১ দ্রষ্টব্য)।

৫। কৃষক-সমস্যা

এই বিষয়ে আমি চারটি প্রশ্ন বেছে নিচ্ছি:

(ক) সমস্যাটির স্বরূপ;

(খ) বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় কৃষকসমাজ;

(গ) শ্রমিক-বিপ্লবের সময় কৃষকসমাজ;

(ঘ) সোভিয়েত শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর কৃষকসমাজ।

(ক) সমস্যাটির স্বরূপ। কেউ কেউ মনে করেন লেনিনবাদের প্রধান বিষয়ই হচ্ছে কৃষক-সমস্যা; তাঁদের মতে 'কৃষকদের সমস্যা, তাদের ভূমিকা, তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বই হচ্ছে লেনিনবাদের প্রস্থানবিন্দুর নতুনত্ব। এটা একেবারেই ভুল। লেনিনবাদের মূল সমস্যা, তার নতুন প্রস্থানবিন্দু কৃষক-সমস্যা নয়—তা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সমস্যা, কী পরিস্থিতিতে এই একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাকে সংহত করে তোলা যায় তার সমস্যা। ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগীর সমস্যা হিসেবে কৃষক-সমস্যা হল আনুষঙ্গিক একটি সমস্যা।

কিন্তু তা থেকে শ্রমিক-বিপ্লবে কৃষক-সমস্যার নিঃসন্দেহে যে নিদারুণ গুরুত্ব রয়েছে তা আদৌ কমে যায় না। এটা সকলেই জানেন যে রুশ দেশে মার্কস-বাদীদের মধ্যে কৃষক-সমস্যা নিয়ে গুরুতর আলোচনা শুরু হয় ১৯০৫ সালের

প্রথম বিপ্লবের ঠিক প্রাক্কালেই—যখন জারতন্ত্রের উচ্ছেদের এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন পূর্ণ গুরুত্ব নিয়ে পার্টির সামনে দেখা দিয়েছিল এবং আসন্ন বুর্জোয়া-বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগীর প্রশ্ন একান্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এ কথাও সকলের জানা যে রাশিয়াতে শ্রমিক-বিপ্লবের সময় কৃষক-সমস্যাটি আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেই সময় শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা ও তাকে রক্ষা করার সমস্যা থেকেই দেখা দিয়েছিল আসন্ন শ্রমিক-বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগী মিত্রবাহিনীর সমস্যাটি। তা খুবই স্বাভাবিক ছিল। যারা ক্ষমতা দখলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তারা তাদের নিজেদের প্রকৃত মিত্রদের প্রশ্নে আগ্রহী না হয়েই পারে না।

এই হিসেবে কৃষক-সমস্যা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সাধারণ সমস্যারই অংশবিশেষ এবং সেই হিসেবে তা লেনিনবাদের অন্যতম একটি মূল সমস্যাও বটে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি কৃষক-সমস্যার প্রতি যে ঔদাসীন্য দেখাত, এমনকি, কখনো কখনো যে সরাসরি বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করত তাকে শুধু পাশ্চাত্যের উন্নতির বিশেষ অবস্থার ফল বলে মনে করা চলে না। তার প্রধান কারণ হল, এই পার্টিগুলি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে বিশ্বাস করে না, বিপ্লবকে ওরা ভয় করে এবং ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্বদানের কোন ইচ্ছাই ওদের নেই। বিপ্লবের ভয়ে যারা ভীত, শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতা দখলের পথে নেতৃত্ব দিতে যারা চায় না তারা বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রবাহিনীর প্রশ্ন সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারে না—তাদের কাছে সহযোগী মিত্রবাহিনীর প্রশ্নটি নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার এবং তার কোন আশু গুরুত্বও তাদের কাছে নেই। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীর পুরুষদের কৃষক-সমস্যার প্রতি বিদ্রূপাত্মক এই মনোভাবকে তারা 'সাচ্চা' মার্কসবাদের লক্ষণ এবং তাদের কৌলীন্যের সূচক বলেই মনে করে। আসলে এতে মার্কসবাদের বিন্দুমাত্রও নেই কারণ শ্রমিক-বিপ্লবের প্রাক্কালে কৃষক-সমস্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন সম্পর্কে উদাসীন থাকা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে অস্বীকার করারই নামান্তর, মার্কসবাদের প্রতি ওদের চরম বিশ্বাসঘাতকতারই তা নির্ভুল প্রমাণ।

প্রশ্নটি তাহলে দাঁড়াচ্ছে: যে বিশেষ অবস্থার মধ্যে কৃষকেরা জীবনযাপন করে তার ফলে তাদের মধ্যেকার সুপ্ত বিপ্লবী সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই নিঃশেষ

হয়ে গেছে কিনা? যদি তা না হয়ে গিয়ে থাকে তবে তাদের মধ্যেকার এই সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে শ্রমিক-বিপ্লবের সপক্ষে সদ্ব্যবহার করে কৃষক-সাধারণকে, তাদের মধ্যেকার অধিকাংশ শোষিত কৃষক-জনগণকে, পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া-বিপ্লবের সময় এবং এমনকি এখন পর্যন্ত তারা যেমনভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি মজুতবাহিনী হয়ে ছিল এবং রয়ে গেছে তা থেকে তাদের সরিয়ে এনে তাদেরকে শ্রমিকশ্রেণীর মজুতবাহিনীতে, একটি মিত্রবাহিনীতে রূপান্তরিত করার **কোন আশা, কোন ভিত্তি** আছে কিনা?

লেনিনবাদ এই প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দেয় অর্থাৎ তা কৃষক-জনগণের অধিকাংশের মধ্যে বৈপ্লবিক শক্তির অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে এবং এই সম্ভাবনাগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের স্বার্থে কাজে লাগানো সম্ভব বলে মনে করে।

রাশিয়াতে তিন তিনটি বিপ্লবের ইতিহাস এ ব্যাপারে লেনিনবাদের সিদ্ধান্তসমূহকে পরিপূর্ণভাবে যথার্থ বলে সপ্রমাণ করেছে।

সুতরাং এ থেকে এই বাস্তব সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে দাসত্ব আর শোষণের বিরুদ্ধে, নির্যাতন ও দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্তির জন্য মেহনতী কৃষক-জনগণের সংগ্রামকে অবশ্যই সমর্থন জানাতে হবে। এ থেকে অবশ্য এ কথা বোঝায় না যে শ্রমিকশ্রেণীকে **প্রতিটি** কৃষক-আন্দোলনকেই সমর্থন জানাতে হবে। আমরা শুধু বলতে চাই যে কৃষক-জনগণের যে আন্দোলন বা সংগ্রাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-আন্দোলনকে সহায়তা করবে বা কোন-না-কোনভাবে শ্রমিক-বিপ্লবে ইন্ধন যোগাবে, কৃষক জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর মজুতবাহিনী ও মিত্রবাহিনীতে পরিণত হতে সাহায্য করবে তাকেই সমর্থন জানাতে হবে।

(খ) বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় কৃষকসমাজ। ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লব থেকে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত যে সময়টুকু তাই হচ্ছে এই বিপ্লবের অধ্যায়। এই অধ্যায়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কৃষক-জনগণ উদারনীতিবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছে, কৃষক-জনগণ ক্যাডেটদের **পরিত্যাগ** করেছে, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি, বলশেভিক পার্টির প্রতি তারা **আকৃষ্ট** হয়েছে। এই অধ্যায়ের ইতিহাস হচ্ছে কৃষক-জনগণকে সপক্ষে টেনে আনার জন্য ক্যাডেটগণ (উদারনীতিবাদী বুর্জোয়াশ্রেণী) এবং বলশেভিকদের মধ্যেকার সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রামের ফলাফল

ডুমার আমলেই নির্ধারিত হয়ে যায় ; কারণ চারটে ডুমার আমলের অভিজ্ঞতাই কৃষকদের একটি নিদারুণ শিক্ষা দিল এবং এই শিক্ষা কৃষকদের কাছে এই সত্যকে স্পষ্ট করে তুলল যে ক্যাডেটদের কাছ থেকে তারা জমি বা স্বাধীনতা কিছুই পাবে না ; এই শিক্ষা তাদের দেখিয়ে দিল যে জার পুরোপুরি জমিদার-দেরই পক্ষে এবং ক্যাডেটরা জারকেই সমর্থন করে ; একমাত্র যে শক্তির ওপর কৃষকেরা নির্ভর করতে পারে তা হচ্ছে শহরাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ ও শ্রমিক-শ্রেণী। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ডুমার আমলের শিক্ষাগুলিকেই শুধু নতুন করে প্রমাণ করল, ফলে বুর্জোয়াদের প্রভাব থেকে কৃষকদের মুক্তি সম্পূর্ণ হল; উদারনীতিবাদী বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্নতা পূর্ণ হল—কারণ, যুদ্ধের এই কয়টি বছর দেখিয়ে দিল যে জার ও তার বুর্জোয়া মিত্রদের কাছ থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা করা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণার সামিল। ডুমার অধ্যায়ের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

এইভাবেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী রূপায়িত হয়ে ওঠে। এইভাবেই জারতন্ত্রের উচ্ছেদের সাধারণ সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব রূপায়িত হয়ে ওঠে—এই নেতৃত্বের ফলেই ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘটে।

এটা সকলেরই জানা আছে যে পশ্চিম ইউরোপের (ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার) বুর্জোয়া-বিপ্লব ভিন্ন পথেই চলেছিল। ঐসব দেশে বিপ্লবের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ছিল না, নিজের দুর্বলতার জন্য শ্রমিকশ্রেণী তখনো একটি স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়নি, দাঁড়াতে পারেও নি ; ফলে বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিল উদারনীতিবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। ঐসব দেশে শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যাগত দিক থেকে দুর্বল ও অসংগঠিত ছিল বলে তারা কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক শাসন থেকে মুক্ত করতে পারেনি, তাদের মুক্ত করেছিল বুর্জোয়াশ্রেণী। ঐসব দেশে কৃষক-জনগণ উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের একসাথে পা ফেলে পুরানো সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল। কৃষকেরা ওখানে কাজ করেছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর মজুতবাহিনী হিসেবে। ঠিক এই কারণেই ওখানে বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাব প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পক্ষান্তরে, রাশিয়াতে বুর্জোয়া-বিপ্লবের ঠিক উল্টো ফলই হয়েছিল। রাশিয়াতে বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বুর্জোয়াশ্রেণী শক্তিশালী

হয়নি, দুর্বলতরই হয়েছিল ; তাদের রাজনৈতিক মজুতবাহিনী বাড়েনি বরং তাদের প্রধান মজুতবাহিনী কৃষকেরাই তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। রাশিয়াতে বুর্জোয়া-বিপ্লবে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা পুরোভাগে এসে দাঁড়ায়নি, দাঁড়াল বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী, আর তার চতুর্দিকে সমবেত হল লক্ষ লক্ষ কৃষক।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, রাশিয়াতে বুর্জোয়া-বিপ্লব কেন তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রমিক-বিপ্লবে রূপান্তরিত হল এ থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বই হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভ্রূণ অবস্থা, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে উপনীত হবার তা একটি অন্তর্বর্তী স্তর।

পাশ্চাত্ত্যের বুর্জোয়া-বিপ্লবের ইতিহাসে যার কোন নজীরই নেই রুশ বিপ্লবের সেই বৈশিষ্ট্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এই বৈশিষ্ট্য এল কোথা থেকে?

এর কারণ ব্যাখ্যা করা যায় এইভাবে যে রাশিয়াতে বুর্জোয়া-বিপ্লব বিকশিত হয়ে উঠছিল পাশ্চাত্ত্যের চেয়ে অনেক অগ্রসর শ্রেণী সংগ্রামের পরিস্থিতিতে, রুশ দেশের শ্রমিকশ্রেণী ঐ সময়ের মধ্যেই একটি স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে, অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক মনোভাব দেখে উদার-নৈতিক বুর্জোয়াশ্রেণী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, (বিশেষ করে ১৯০৫ সালের শিক্ষার পর) বিপ্লবী মনোভাবের সামান্যতম আভাসও উদার-নীতিবাদী বুর্জোয়াশ্রেণী হারিয়ে ফেলেছিল এবং জারের ও জমিদারদের সঙ্গে তারা জোট পাকিয়েছিল বিপ্লবের বিরুদ্ধে, শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে।

রাশিয়ার বুর্জোয়া-বিপ্লবের বিশেষ চরিত্রের নির্ধারক হিসেবে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি মনে রাখা দরকার:

(ক) বিপ্লবের প্রাক্কালেই রাশিয়ান শিল্পব্যবস্থার অভূতপূর্ব রকমের কেন্দ্রীভবন ঘটে। উদাহরণ হিসেবে, এটা অনেকেরই জানা কথা যে রাশিয়াতে মোট শ্রমিকদের শতকরা ৫৪ ভাগই সেইসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করত যারা প্রত্যেকে ৫০০ জনের বেশি শ্রমিক খাটাত।' অথচ, আমেরিকান যুক্ত-রাষ্ট্রের মতো এমন প্রচুর উন্নত দেশেও এই ধরনের কলকারখানাতে মোট শতকরা ৩৩ ভাগের বেশি শ্রমিক কাজ করত না। এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে বলশেভিক পার্টির মতো বিপ্লবী একটি পার্টির অস্তিত্বের ফলে শুধু এই পরিস্থিতিতেই রুশ শ্রমিকশ্রেণী দেশের রাজনৈতিক জীবনে একটি প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়ে উঠেছিল।

(খ) কারখানাগুলিতে চলত জঘন্য ধরনের শোষণ আর তার সঙ্গে এসে জুটেছিল জারের খুনে পুলিশ বাহিনীর অসহ্য নির্যাতন—যার ফলে শ্রমিকদের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘটই বিরাট এক একটি রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ ধারণ করত এবং শ্রমিকশ্রেণীকে চূড়ান্ত বিপ্লবী শক্তি হিসেবে মজবুত করে তুলত।

(গ) রাশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণী এমনিতেই ছিল মেরুদণ্ডহীন, আর তাছাড়া ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর তারা জারতন্ত্র ও চূড়ান্ত প্রতিবিপ্লবীদের পদ-লেহনকারীতে পরিণত হয়েছিল—শুধু রাশিয়ান শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী মনোভাবই এর কারণ নয়, তার অন্য কারণ হচ্ছে বুর্জোয়ারা সরকারী ঠিকেদারীর ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

(ঘ) গ্রামাঞ্চলে ভূমিদাস প্রথার অত্যন্ত কুৎসিত ও একান্ত অসহ্য ভগ্নাবশেষের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জমিদারদের সীমাহীন আধিপত্য—এই পরিস্থিতিই কৃষকদের বিপ্লবের আবর্তের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল।

(ঙ) যা কিছু সজীব জারতন্ত্র তাকেই গলা টিপে মেরে ফেলত, জারতন্ত্রের এই স্বৈরাচার জমিদার ও পুঁজিপতিদের নিপীড়নকে চরমে ঠেলে দিয়েছিল—আর এই অবস্থাতে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রাম বিপ্লবের একই প্রবল বন্যা-স্রোতে এসে মিলিত হয়ে গিয়েছিল।

(চ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনের এই সমস্ত দ্বন্দ্বকে একত্রীভূত করে গভীর একটি বৈপ্লবিক সংকটের সৃষ্টি করেছিল এবং তার ফলে বিপ্লবের মধ্যে প্রচণ্ড আঘাত হানার শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে কৃষক-জনগণের পক্ষে কোন্‌দিকে যাওয়া সম্ভব ছিল? জমিদারদের অবাধ ক্ষমতার বিরুদ্ধে, জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, যে সর্বনাশা যুদ্ধের ফলে কৃষকেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে কার কাছ থেকে তারা সমর্থনের প্রত্যাশা করতে পারত? উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের কাছ থেকে? কিন্তু চার চারটে ডুমার দীর্ঘকালব্যাপী অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে তারা শত্রু ছাড়া আর কিছুই নয়। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের কাছ থেকে? সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা অবশ্য ক্যাডেটদের চেয়ে 'ভালো', আর তাদের কর্মসূচীও ছিল অনেকটা কৃষকদের 'উপযোগী', বলা যায় তা প্রায় কৃষকদেরই একটা কর্মসূচী ছিল; কিন্তু সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের কাছ থেকে কতটুকু আশা করা যেত কারণ তারা শুধু কৃষকদের ওপরই নির্ভর করত; শহরে তারা ছিল দুর্বল অথচ শত্রুপক্ষ শহর থেকেই প্রধানতঃ তাদের

শক্তি সংগ্রহ করত? শহর ও গ্রাম কোন জায়গাতেই যারা কিছুতে দমে যাবে না, যারা নির্ভীকভাবে জার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সবার আগে এগিয়ে যাবে, যারা কৃষকদের দাসত্ব-শৃংখল, জমির ক্ষুধা, নির্যাতন ও যুদ্ধের করালগ্রাস থেকে মুক্তি দেবে তেমন নতুন শক্তি কোথায়? এ ধরনের কোন শক্তি রাশিয়াতে আদৌ ছিল কি? হাঁ, ছিল। এ শক্তি হল রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী। অনেক আগে ১৯০৫ সাল থেকেই সে তার শক্তির পরিচয় দিয়ে এসেছে, শেষ পর্যন্ত লড়াই করার ক্ষমতা দেখিয়েছে, তার নির্ভীকতা ও বিপ্লবী তেজের পরিচয় দিয়ে এসেছে।

অন্ততঃ এ ধরনের অন্য কোন শক্তি ছিল না, অন্য কোথাও তা পাওয়া যেত না।

এই কারণেই কৃষকেরা যখন ক্যাডেটদের ত্যাগ করে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারিদের অনুসরণ করতে লাগল তখনো তারা শ্রমিকশ্রেণীর মতো বিপ্লবের নির্ভীক নেতার নেতৃত্ব মেনে নেবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছিল।

এইসব অবস্থাই ছিল রুশ বুর্জোয়া-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যের নিয়ামক।

(গ) শ্রমিকবিপ্লবের সময় কৃষক-সমাজ। এই বিপ্লবের অধ্যায় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব থেকে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত প্রসারিত। তুলনামূলক বিচারে এই অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত, সব মিলিয়ে আট মাস মাত্র। কিন্তু জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও বৈপ্লবিক শিক্ষার দিক থেকে বিচার করলে এই আট মাসকে বিনা দ্বিধায় সাধারণ নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতির কয়েক দশকের সমান পর্যায়ে ফেলা চলে কারণ তা ছিল **বিপ্লবের** আটটি মাস। এই অধ্যায়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে কৃষকেরা আরও বেশি বিপ্লবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি-দের **পরিত্যাগ করে নতুন করে সরাসরিভাবে জমায়েত** হচ্ছিল একমাত্র অবিচল বিপ্লবী শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে, কারণ ঐ শক্তিটিই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ ছিল। এই অধ্যায়ের ইতিহাস হচ্ছে কৃষক-জনগণকে সপক্ষে নিয়ে আসার জন্য সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে (অর্থাৎ পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে) বলশেভিকদের (অর্থাৎ সর্বহারা গণতন্ত্রের) সংগ্রামের ইতিহাস। কোয়ালিশনের অধ্যায়ের, কেরেন্স্কি আমলের অভিজ্ঞতা, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার অস্বী-কৃতি, যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক-

দের অপচেষ্টা, রণাঙ্গনে জুন মাসে নতুন আক্রমণ শুরু করা, সৈন্যদের মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কর্নিলভের বিদ্রোহ ইত্যাদির দ্বারাই এই সংগ্রামের ফলাফল নির্ধারিত হয়েছিল।

আগেকার পর্যায়ে যেখানে বিপ্লবের সামনে মূল সমস্যা ছিল জার এবং জমিদারদের ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধন কিন্তু ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরবর্তী এই অধ্যায়ে, যখন জার বলে কেউ নেই, যখন অবিরাম যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছিল এবং কৃষকদের চরম সর্বনাশ ঘটে গিয়েছিল তখন যুদ্ধের অবসান ঘটানোটাই বিপ্লবের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। নিছক আভ্যন্তরীণ ব্যাপার থেকে স্পষ্টতঃই সমস্যার ভারকেন্দ্র প্রধান সমস্যা—যুদ্ধের সমস্যায় এসে পড়ল। রণক্লান্ত দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এবং বিশেষভাবে কৃষকদের মধ্যে এই সাধারণ আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল: 'যুদ্ধ খতম কর', 'যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে এস'।

কিন্তু যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে প্রয়োজন ছিল অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ সাধন, বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনের উচ্ছেদ সাধন এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের শাসনের উচ্ছেদ সাধন কারণ তারা, একমাত্র তারাই 'চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত' যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। বাস্তবিকপক্ষে বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ না করে যুদ্ধের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথই ছিল না।

এ ছিল এক নতুন বিপ্লব, শ্রমিক-বিপ্লব, কারণ একটি নতুন শক্তি, শ্রমিক শক্তি, সোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বলশেভিক পার্টিকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক শান্তির পক্ষে বিপ্লবী সংগ্রামের পার্টি বলশেভিকে পার্টিকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের শেষ গোষ্ঠীকে, আর তার চরম বামপন্থী অংশ সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের উচ্ছেদ করাই ছিল এই বিপ্লবের লক্ষ্য। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, সোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকদের এই সংগ্রামকে কৃষক-জনগণের অধিকাংশই সমর্থন জানিয়েছিল।

কৃষকদের সামনে অন্য কোন পথই ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না।

কেরেন্স্কির আমল ছিল শ্রমজীবী কৃষক-জনগণের পক্ষে এক বাস্তব শিক্ষালাভের আমল কারণ তা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিল সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে যুদ্ধের কবল থেকে

অব্যাহতি পাওয়া যাবে না এবং কৃষকেরা কোনকালেই জমি আর স্বাধীনতা কোনটাই পাবে না। কৃষক-জনগণ দেখতে পেল, মেনশেভিক আর সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে ক্যাডেটদের তফাৎ শুধু মধুমাখা কথা আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে, আসলে তারা ক্যাডেটদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিই অনুসরণ করে; একমাত্র যে শক্তিটি দেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তা হল সোভিয়েত শক্তি। যুদ্ধকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষার সত্যতাই শুধু সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, যাতে করে বিপ্লবে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হল, লক্ষ লক্ষ কৃষক ও সৈনিক **সরাসরি এগিয়ে এসে দাঁড়াল** শ্রমিক-বিপ্লবের চারিদিকে। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের বিচ্ছিন্নতা তর্কাতীত সত্য হয়ে দেখা দিল। কোয়ালিশনের আমলের এই বাস্তব শিক্ষা ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত।

এইরকম পরিস্থিতিতেই বুর্জোয়া-বিপ্লবের শ্রমিক-বিপ্লবে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি সুগম হয়েছিল।

এইভাবেই রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব রূপায়িত হয়ে উঠেছিল।

(ঘ) সোভিয়েত শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর কৃষকসমাজ। এর আগে, বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ে, মূল লক্ষ্য ছিল জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন এবং তারপর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে প্রধান লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসা, আর এখন গৃহযুদ্ধের অবসানের পর এবং সোভিয়েত শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যাগুলিই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত শিল্পকে উন্নত ও শক্তিশালী করা, এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে কৃষি অর্থনীতিকে শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করা, উদ্বৃত্ত শস্য অধিগ্রহণ করার ব্যবস্থার পরিবর্তে পণ্যের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা যাতে করে পরে খাজনার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়ে আনা যায়, শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে কৃষিখামারে উৎপন্ন জিনিসের বিনিময়ের ব্যবস্থা করা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য আবার চালু করা, সমবায় সমিতি গড়ে তুলে তাতে বিপুল কৃষক-জনসাধারণকে সমবেত করা—লেনিন এইভাবেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় আশু অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজের রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন।

বলা হয়ে থাকে রাশিয়ার মতো একটি কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে এই কর্তব্য

সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিছু কিছু সংশয়বাদী লোক এমন কথাও বলে থাকেন যে এ নিছক স্বপ্নবিলাস ও অসম্ভব ব্যাপার; কারণ কৃষকেরা কৃষকই—ক্ষুদে উৎপাদনকারী এই কৃষকেরা কোনমতেই তাই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে কাজে আসতে পারে না।

কিন্তু এই সংশয়বাদীরা খুবই ভুল করছেন, কারণ তাঁরা বর্তমানের পক্ষে একেবারে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি পরিস্থিতিকে বিচার করে দেখতেই ভুলে গেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিস্থিতি আমরা পরীক্ষা করে দেখতে চাই:

প্রথমতঃ, সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষকসমাজকে পাশ্চাত্ত্যের কৃষকসমাজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। যে কৃষকেরা তিন তিনটে বিপ্লবের শিক্ষায় শিক্ষিত, শ্রমিকশ্রেণীর পাশে দাঁড়িয়ে, শ্রমিকশ্রেণীরই নেতৃত্বে যে কৃষকেরা জার আর বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে, যে কৃষকেরা শ্রমিক-বিপ্লবের কল্যাণে জমি ও শান্তি পেয়েছে এবং ফলে যারা শ্রমিকশ্রেণীর মজুতবাহিনীতে পরিণত হয়েছে—সেই কৃষকসমাজ নিশ্চয়ই ভিন্ন ধরনের হবে পশ্চিমী দেশগুলির সেই কৃষকসমাজের তুলনায় যারা বুর্জোয়া-বিপ্লবের সময় উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীনে সংগ্রাম করে এসেছে, যারা জমি পেয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে এবং যার ফলে তারা হয়ে উঠেছিল বুর্জোয়া-শ্রেণীরই মজুতবাহিনী। এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, যে সোভিয়েত কৃষকেরা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক মৈত্রীর ও রাজনৈতিক সহ-যোগিতার মূল্য বুঝতে শিখেছে আর যারা জানে এই মৈত্রী ও সহযোগিতাই তাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে সেই কৃষকসমাজ শ্রমিকদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক উপাদান না হয়েই পারে না।

এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'সমাজতান্ত্রিক দল কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল অদূর ভবিষ্যতের একটি ব্যাপার হয়ে উঠেছে' এবং 'রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য এই পার্টিকে প্রথমে শহর থেকে গ্রামে যেতে হবে, গ্রামাঞ্চলে শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে' (এঙ্গেলস: **কৃষক-সমস্যা**, ১৯২২ সালের সংস্করণ[৩০] দ্রষ্টব্য)। বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকে তিনি এই কথাগুলি লিখেছিলেন পাশ্চাত্ত্যের কৃষকদের কথা মনে রেখে। এ কথা প্রমাণের প্রয়োজন আছে কি যে রুশ কমিউনিস্টগণ তিন তিনটে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এ ব্যাপারে বিপুল পরিমাণ কাজকর্ম করে ইতিমধ্যেই গ্রামাঞ্চলে এমন প্রভাব বিস্তার ও সমর্থন অর্জন

করেছেন যার কথা আমাদের পশ্চিমের কমরেডরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না? এ কথা কি অস্বীকার করা যায় যে এই অবস্থার ফলে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার পথ সুনিশ্চিতভাবেই প্রশস্ত হয়েছে?

সংশয়ীরা বলেন ক্ষুদে চাষীরা সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মের সঙ্গে বেমানান একটি শক্তি। কিন্তু পশ্চিমের ক্ষুদে চাষীদের সম্পর্কে এঙ্গেলস কী বলেছেন শুনুন:

'আমরা নিশ্চিতভাবেই ক্ষুদে কৃষকদের পক্ষে রয়েছি; তার অবস্থার যাতে উন্নতি হয়, ইচ্ছা করলে যাতে সে সমবায় সমিতিতে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে তার জন্য অনুমোদনযোগ্য সবকিছুই আমরা করব। এমনকি যদি সে তার ক্ষুদ্র জোত-জমি নিয়েই থাকতে চায় বা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যদি তার যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয় তবে যথেষ্ট দীর্ঘ সময়ই তাকে সেভাবে থাকার সম্ভাব্য সবকিছু আমরা করে দেব। যে ক্ষুদে কৃষক নিজের জমিতে নিজেই চাষ করে তাকে আমাদের দিকে টেনে আনা যাবে বলেই যে আমরা তা করি তা নয়, পার্টির প্রত্যক্ষ স্বার্থের জন্যই আমরা এটা করে থাকি। যত বেশি সংখ্যক কৃষককে আমরা একেবারে নিঃস্ব শ্রমিকের পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া থেকে রক্ষা করতে পারব, কৃষক থাকতে থাকতেই তাদের যত বেশি সংখ্যায় আমাদের দিকে টেনে আনতে পারব, তত দ্রুত ও সহজে সামাজিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব হবে। যতদিন না পুঁজিবাদী উৎপাদন সব জায়গায় চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হচ্ছে, যতদিন না বৃহদায়তন পুঁজিবাদী উৎপাদনের জাঁতাকলে সর্বশেষ ক্ষুদে কারিগর ও সর্বশেষ ছোট কৃষক পিষে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই রূপান্তরের জন্য ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হতে পারে না। কৃষকদের স্বার্থে এই উদ্দেশ্যে যে বৈষয়িক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং জনসাধারণের অর্থ যে পরিমাণ ব্যয় করতে হবে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির দৃষ্টিতে যদিও তা নিতান্তই অপচয় বলে গণ্য হবে—কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা সস্তা হিসেবে খুবই চমৎকার কারণ এতে করে সাধারণভাবে সমাজকে পুনর্গঠন করার ব্যয় বেঁচে যাবে অন্ততঃ দশ গুণ। সুতরাং এই হিসেবেই আমরা কৃষকদের সঙ্গে খুবই উদার ব্যবহার করতে পারি' (ঐ)।

এই কথাগুলি এঙ্গেলস বলেছিলেন পাশ্চাত্ত্যের কৃষকসমাজের কথা মনে

রেখে। কিন্তু এটা কি খুবই পরিষ্কার নয় যে এঙ্গেলস যা বলেছেন তা শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের দেশের মতো এত সহজে, এমন পুরোপুরিভাবে আর কোথাও কার্যকর করা সম্ভব নয়? এটা কি খুবই স্পষ্ট নয় যে একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়াতেই এখন পুরোপুরিভাবে 'ক্ষুদে যে কৃষকেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করে' তাদের আমাদের দিকে নিয়ে আসা, এর জন্য 'প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ত্যাগ স্বীকার করা' এবং 'কৃষকদের প্রতি প্রয়োজনীয় উদার ব্যবহার করা' সম্ভব হবে? এটা কি খুবই স্পষ্ট নয় যে কৃষকদের পক্ষে এইসব ও অনুরূপ হিতকর ব্যবস্থাদি ইতিমধ্যেই রাশিয়াতে কার্যকর হচ্ছে? এটা কিভাবে অস্বীকার করা চলে যে, এই পরিস্থিতির পরিণামে সোভিয়েত দেশের অর্থ-নৈতিক গঠনকার্যের অগ্রগতিই সহজ হয়ে উঠবে?

দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার কৃষিকে পাশ্চাত্ত্যের কৃষির সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। পশ্চিমী দেশগুলিতে পুঁজিবাদের সাধারণ ধারায়, কৃষক-জনগণের মধ্যে গভীর পার্থক্যের একটা পরিস্থিতিতে, একদিকে বিরাট বিরাট পুঁজিবাদী খামার ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজিবাদী খামার আর অন্যদিকে শোচনীয় দারিদ্র্য, চরম দুর্দশা আর মজুরির দাসত্বের অবস্থার মধ্য দিয়ে কৃষির বিকাশ ঘটছে। এর ফলে ভাঙন ও অবক্ষয় সেখানে খুবই স্বাভাবিক। রাশিয়াতে কিন্তু সে অবস্থা নয়। এখানে কৃষি ওরকম একটা পথে চলতে পারে না কারণ এখানে সোভিয়েত শক্তি বর্তমান, প্রধান প্রধান উৎপাদন যন্ত্রগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে বলে ঐ রকম বিকাশ এখানে সম্ভব নয়। রাশিয়াতে কৃষি অগ্রসর হবে অন্য পথ ধরে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র আর মাঝারি কৃষকদের সমবায় সমিতিতে সংগঠিত করার, গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাজনক সহজ শর্তে ঋণের সাহায্যে গড়ে ওঠা ব্যাপক সমবায় আন্দোলনের পথ ধরেই কৃষি এখানে এগিয়ে যাবে। সমবায়ের ব্যাপারে লিখিত তাঁর প্রবন্ধগুলিতে লেনিন সঠিকভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের দেশে কৃষিব্যবস্থা অগ্রসর হবে নতুন পথে, সমবায় সমিতির মারফৎ সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মে সংখ্যাধিক কৃষককে টেনে নিয়ে আসার পথে, প্রথমে কৃষিজাত জিনিসপত্র কেনা-বেচার ব্যাপারে ও পরে উৎপাদনের ব্যাপারে কৃষিতে যৌথ খামারের নীতিগুলি ক্রমশঃ চালু করার পথেই কৃষিব্যবস্থা এগিয়ে যাবে।

গ্রামাঞ্চলে কৃষি সমবায়ের কাজকর্ম করার ব্যাপারে যে নতুন বিষয়গুলি লক্ষ্য করা গেছে তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। সকলেই জানেন শন, আলু,

মাখন ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য কৃষির বিভিন্ন শাখায় সেল্স্কোসোয়ুজ[31] আকারের নতুন বিরাট বিরাট সংগঠন গড়ে উঠেছে, এদের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। এদের মধ্যে, উদাহরণ হিসেবে, ফ্লাক্স সেণ্টার-এর কথা বলা যায়, সেখানে শন উৎপাদনকারী কৃষকদের অনেকগুলি সমিতি এসে একত্র হয়েছে। এই কেন্দ্রটি কৃষকদের বীজ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে; তারপর ঐসব কৃষকদের উৎপাদিত সমস্ত শন কিনে নেয়, বাজারে সে-সমস্ত পাইকারীভাবে বিক্রি করে দেয়, লাভের একটা অংশ দেয় কৃষকদের; আর এভাবে সেল্স্কোসোয়ুজ-এর মাধ্যমে কৃষি অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়। উৎপাদনের এই ধরনের সংগঠনকে কি নামে অভিহিত করা উচিত? আমার মতে, এ হল কৃষিক্ষেত্রে বৃহদায়তন রাষ্ট্রীয়-সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের ঘরোয়া ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয়-সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের এই ঘরোয়া ব্যবস্থার কথা বলার সময় আমি পুঁজিবাদের আমলের ঘরোয়া উৎপাদনের উপমা টানছি, যেমন ধরুন, সুতাকলের ব্যাপার; গ্রাম্য কারিগরেরা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে কাঁচামাল আর যন্ত্রপাতি পায় আর তার বদলে নিজেদের শ্রমের ফলে যা তৈরী হয় তা সবই দিয়ে দেয় পুঁজিপতিকে অর্থাৎ এরা নিজেদের ঘরে বসে কাজ করলেও কার্যতঃ হয়ে দাঁড়ায় আধা-মজুর। আমাদের কৃষিব্যবস্থা কোন্ পথ ধরে এগিয়ে যাবে এটি হচ্ছে সেই অসংখ্য ইঙ্গিতের মধ্যে একটি। কৃষির অন্যান্য শাখাতে এ ধরনের অনুরূপ ইঙ্গিতের উল্লেখ আমি এখানে আর করছি না।

এ বিষয়ে প্রমাণের কোন প্রয়োজনই হয় না যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকেরা আগ্রহভরে অগ্রগতির এই নতুন পথ ধরে অগ্রসর হবে, পুরানো আমলের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী খামারের মজুরির গোলামীর, দারিদ্র্য আর ধ্বংসের পথ তারা খারিজ করে দেবে।

আমাদের কৃষির বিকাশের ধারার কথা বলতে গিয়ে লেনিন বলেছেন:

'সমস্ত বৃহদায়তন উৎপাদন যন্ত্রের ওপর রাষ্ট্রের অধিকার, শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে আর অতি ক্ষুদে কৃষকদের সঙ্গে এই সর্বহারাশ্রেণীর মৈত্রী, কৃষক-জনগণের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর সুনিশ্চিত নেতৃত্ব—ইত্যাদিই কি সমবায় থেকে, কেবলমাত্র সমবায় থেকেই, পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু নয়? আগেকার দিনে এই সমবায় সমিতিগুলিকে আমরা হেলাভরে ক্ষুদে

ব্যবসায়ীদের কারবার বলে মনে করতাম এবং আজও নেপ্-এর আমলে কোন কোন দিক থেকে হেলাভরে এ কথা মনে করার অধিকার আমাদের রয়েছে। পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তার সব কিছুই কি এতে বর্তমান নেই? এটা এখনো সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা নয়, কিন্তু তা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই এর মধ্যে রয়েছে' (লেনিন: **রচনাবলী**, ২৭শ খণ্ড' পৃঃ ৩৯২ দ্রষ্টব্য)। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আমলে 'জনসাধারণকে সংগঠিত করার নতুন নীতি হিসেবে' এবং নতুন 'সমাজ ব্যবস্থা' হিসেবে সমবায় সমিতিগুলিকে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন আরও বলেছেন:

'প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থাই এক একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর আর্থিক সহায়তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। 'স্বাধীন' পুঁজিবাদ গড়ে তোলার জন্য যে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি রুবল ব্যয়িত হয়েছিল এখানে তার উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। এখন আমাদের এ কথা বুঝতে হবে এবং আমাদের বাস্তব কাজকর্মে তা প্রয়োগ করতে হবে যে অন্য সবার চেয়ে সমাজের যে ব্যবস্থাটিকে আমাদের অনেক বেশি করে সাহায্য করতে হবে তা হচ্ছে সমবায় ব্যবস্থা। কিন্তু সত্যিকার অর্থে সাহায্য বলতে যা বোঝায় তা-ই একে করতে হবে অর্থাৎ সাহায্য বলতে এ কথা বুঝলে চলবে না যে আমরা যেন এক ধরনের সমবায় বাণিজ্যকে সাহায্য করছি। সাহায্য বলতে আমরা বুঝব শুধু সেইসব সমবায় ব্যবসাকে সাহায্য করা যাতে **জনসাধারণের সত্যিকারের ব্যাপক অংশ সত্যিই অংশগ্রহণ করছে'** (ঐ, পৃঃ ৯৩)।

এসব তথ্য থেকে কী প্রমাণ হয়?

প্রমাণ হয়, সংশয়ীরা ভ্রান্ত।

প্রমাণ হয়, শ্রমজীবী কৃষক-জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর মজুতবাহিনী হিসেবে দেখে লেনিনবাদ ঠিকই করেছে।

প্রমাণ হয়, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণী শিল্পের সঙ্গে কৃষির যোগ সাধনের জন্য, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজনীয় ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য এবং প্রয়োজনীয় যে ভিত্তিটি গড়ে না উঠলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তর অসম্ভব তার জন্য

শ্রমিকশ্রেণী এই মজুতবাহিনীকে কাজে লাগাতে পারে এবং তাকে কাজে তারা লাগাবেই।

৬। জাতি-সমস্যা

এই বিষয় থেকে আমি দুটি মূল প্রশ্ন বেছে নিচ্ছি :

(ক) সমস্যাটির রূপ ;

(খ) নিপীড়িত মানুষের মুক্তি-সংগ্রাম ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব।

(ক) সমস্যার রূপ। গত দুই দশককালে জাতি-সমস্যাটির বেশ কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সময়ের জাতি-সমস্যা ও লেনিনবাদের সময়কালের জাতি-সমস্যা একেবারেই অভিন্ন ব্যাপার নয়। শুধু তাদের ব্যাপ্তিতেই নয়, তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির ক্ষেত্রেও তারা একে অপরের থেকে ব্যাপকভাবে পৃথক।

পূর্বে জাতি-সমস্যাটি মূলতঃ 'সভ্য' জাতিসত্তাসমূহের সমস্যার এক সংকীর্ণ পরিসরেই সচরাচর সীমাবদ্ধ থাকত। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পাণ্ডারা—আইরিশ, হাঙ্গেরী, পোল, ফিন্, সার্ব ও অন্যান্য কয়েকটি ইয়োরোপীয় জাতিসত্তা—এইসব অধিকারহীন জনগণের ভাগ্য নিয়েই উৎসুক ছিল। সাধারণতঃ তাদের দৃষ্টির সীমার বাইরেই থাকত সেই শত-সহস্র লক্ষ লক্ষ এশীয় ও আফ্রিকান মানুষ যারা সবচেয়ে বর্বর ও নিষ্ঠুর প্রথার জাতিগত নিপীড়ন ভোগ করছে। তারা 'সভ্য' ও 'অ-সভ্য', সাদা আর কালোদের একই পাল্লায় রাখতে দ্বিধাবোধ করত। দু-তিনটে অর্থহীন, নিষ্প্রাণ প্রস্তাব গ্রহণ যা উপনিবেশগুলির মুক্তির প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছিল—শুধু এই নিয়েই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পাণ্ডারা গর্ববোধ করতে পারত। এখন আমরা বলতে পারি যে জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে এই দুমুখোপনা এবং উৎসাহহীনতার অবসান ঘটানো হয়েছে। লেনিনবাদ এই উৎকট অসামঞ্জস্যের মুখোস খুলে দিয়েছে, সাদা আর কালোর মধ্যে, ইয়োরোপীয় ও এশীয়দের মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদের 'সভ্য' আর 'অ-সভ্য' দাসদের মধ্যে প্রাচীরটি ভেঙে দিয়েছে এবং এইভাবে জাতি-সমস্যাকে উপনিবেশের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করেছে। এইভাবে জাতি-সমস্যাটি একটি বিশেষ ও রাষ্ট্রের আভ্যন্তর সমস্যা থেকে এক সাধারণ ও আন্তর্জাতিক সমস্যায়, সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে পরাধীন দেশগুলির ও উপনিবেশগুলির নিপীড়িত জনগণের মুক্তির এক বিশ্ব সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে।

পূর্বে, জাতিগুলির স্বনিয়ন্ত্রণের নীতিকে সচরাচর ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হতো ও প্রায়শঃই তাকে জাতিগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের সংকীর্ণ ধারণায় পরিগণিত করা হতো, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কয়েকজন নেতা তো স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার বলেই বোঝাতে চাইতেন যেটার অর্থ হল শাসক জাতির হাতে সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নিপীড়িত জনগণের হাতে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রাখার অধিকার। ফলতঃ, স্বনিয়ন্ত্রণের নীতিটি পরদেশ গ্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার থেকে সেগুলির সাফাই তৈরীর হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার বিপদে পড়েছিল। এখন আমরা বলতে পারি যে এই বিভ্রান্তি অপসৃত। লেনিনবাদ স্বনিয়ন্ত্রণের ধারণাকে প্রসারিত করেছে তার এই ব্যাখ্যা দিয়ে যে সেটি হল পরাধীন দেশগুলির ও উপনিবেশগুলির নিপীড়িত জনগণের পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার, রাষ্ট্র হিসেবে জাতিগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্বাহের অধিকার। স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার রূপে ব্যাখ্যা দিয়ে পরদেশ গ্রাসের সাফাই রচনার সম্ভাবনা এতে দূর হয়েছে। এইভাবে খোদ স্বনিয়ন্ত্রণের নীতিকে জনগণকে ঠকানোর এক হাতিয়ার, যেরকম তা নিশ্চিত-ভাবেই ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় সমাজতন্ত্রী ভেকধারী উগ্র জাতীয়তা-বাদীদের হাতে, তা থেকে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী মতলব ও উগ্র জাতীয়তাবাদী ষড়যন্ত্রের মুখোস খুলে দেওয়ার এক হাতিয়ারে, আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষাদানের এক হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

পূর্বে, নিপীড়িত জাতিগুলির সমস্যাটি সাধারণতঃ নিছক এক আইনগত প্রশ্ন হিসেবে বিবেচিত হতো। 'সকল জাতির সমান অধিকার' সম্বন্ধে উদাত্ত ঘোষণা, 'জাতিসমূহের সাম্য' সম্বন্ধে অসংখ্য ঘোষণা—এই ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সেই পার্টিগুলির পুঁজি যারা এই ঘটনাটি একেবারে ভুলে গিয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে যেখানে একদল জাতি (সংখ্যালঘু) অন্য একদল জাতিকে শোষণ করেই বেঁচে থাকে সেখানে 'জাতিসমূহের সাম্যের' কথা হল নিপীড়িত জাতিগুলিকে নিছক বিদ্রূপ করা। এখন আমরা বলতে পারি যে জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে এই বুর্জোয়া-আইনগত দৃষ্টিভঙ্গির মুখোস খুলে গেছে। বাগাড়ম্বর পূর্ণ ঘোষণার উচ্চ শৃঙ্গ থেকে লেনিনবাদই জাতি-সমস্যাকে এক শক্ত মাটিতে এনে দাঁড় করিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে নিপীড়িত

জাতিগুলির মুক্তি-সংগ্রামের পক্ষে সর্বহারাশ্রেণীর পার্টিগুলির প্রত্যক্ষ সমর্থনের মদৎ ব্যতিরেকে 'জাতিসমূহের সাম্যের' সকল ঘোষণাই হল অর্থহীন ও মিথ্যা। এইভাবে নিপীড়িত জাতিসমূহের প্রশ্নটি হয়ে দাঁড়ায় জাতিসমূহের সত্যকারের সাম্যের জন্য, রাষ্ট্র হিসেবে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতিগুলির লড়াইয়ে তাদেরকে সমর্থন করার, তাদেরকে সত্যকারের ও সব সময়ের সহযোগিতা প্রদান করার প্রশ্ন।

পূর্বে জাতি-সমস্যাকে এক সংস্কারবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হতো যেন তা পুঁজির শাসনের, সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের, শ্রমিক-বিপ্লবের সাধারণ প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। প্রকারান্তরে এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে উপনিবেশগুলির মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে কোনও প্রত্যক্ষ মৈত্রীবন্ধন ছাড়াই ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ সম্ভব, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনও বৈপ্লবিক সংগ্রাম ছাড়াই জাতিগত ও ঔপনিবেশিক সমস্যাকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সড়ক থেকে দূরে রেখে 'আপনা আপনিই' সমাধান করা যেতে পারে। লেনিনবাদ এটা প্রমাণ করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও রাশিয়ায় বিপ্লব এটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে একমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর ভিত্তিতে ও তার পরিপ্রেক্ষিতেই জাতি-সমস্যাকে সমাধান করা সম্ভব, যে পাশ্চাত্যে বিপ্লবের বিজয়ের পথ নিহিত রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে বৈপ্লবিক মৈত্রীবন্ধনের ভেতর। জাতি-সমস্যা হল শ্রমিক-বিপ্লবের সাধারণ সমস্যাটির একটি অংশ, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সমস্যার অংশবিশেষ।

প্রশ্নটা দাঁড়ায় এইরকম: নিপীড়িত দেশগুলির বৈপ্লবিক মুক্তি-সংগ্রামে অন্তর্লীন বিপ্লবী সম্ভাবনা কি **ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে** অথবা যায়নি; আর যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে শ্রমিক-বিপ্লবের স্বার্থে, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের মজুত থেকে পরাধীন ও উপনিবেশ দেশগুলিকে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর মজুতে তাদের মিত্রশক্তিতে পরিণত করার জন্য এই সম্ভাবনাগুলির সদ্ব্যবহার করার কোনও আশা, কোনও ভিত্তি আছে কি?

লেনিনবাদ এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেয় অর্থাৎ তা নিপীড়িত দেশগুলির জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ভেতর বিপ্লবী ক্ষমতার অস্তিত্বকে এবং তাকে সাধারণ শত্রু উচ্ছেদের কাজে, সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের কাজে ব্যবহার করার সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ, সাম্রাজ্য-

বাদী যুদ্ধ এবং রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রক্রিয়া লেনিনবাদের এই সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি সমর্থন করে।

এই জন্যেই 'প্রভুত্ববিস্তারী' জাতিগুলির শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক নিপীড়িত ও পরাধীন জনগণের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে সমর্থন করার—দৃঢ় ও সক্রিয়ভাবে সমর্থন করার আবশ্যকতা আছে।

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই শ্রমিকশ্রেণীকে প্রত্যেক জাতীয় সংগ্রামকে সর্বদা এবং সর্বত্র সহযোগিতা করতে হবে। এর অর্থ এই যে, সেই ধরনের জাতীয় আন্দোলনগুলিকেই অবশ্য সহযোগিতা করতে হবে যেগুলি সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী বা সংরক্ষণ করতে নয়, বরং তাকে দুর্বল ও উচ্ছেদ করতে প্রয়াসী। এমনো ঘটনা ঘটে যখন কিছু কিছু নির্যাতিত দেশে জাতীয় আন্দোলনগুলি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশের স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতে আসে। এইসব ক্ষেত্রে অবশ্য সহযোগিতার প্রশ্ন আদৌ ওঠে না। জাতিসমূহের অধিকার কোনও বিচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ সমস্যা নয়; তা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সাধারণ সমস্যার অংশবিশেষ, তা সম্পূর্ণ সমস্যাটির অধীন এবং তাকে সম্পূর্ণ সমস্যার নিরিখেই বিচার করতে হবে। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে মার্কস পোল ও হাঙ্গেরীয়দের জাতীয় আন্দোলনের সমর্থন করেছিলেন এবং চেক্ ও দক্ষিণ শ্লাভদের জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কেন? কারণ চেক্ আর দক্ষিণ শ্লাভরা তখন ছিল 'প্রতিক্রিয়াশীল জনসাধারণ', ইউরোপের 'রুশ ঘাঁটি', স্বৈরতন্ত্রের আখড়া; আর সেখানে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পোল ও হাঙ্গেরীয়রা ছিল 'বিপ্লবী জনগণ'। কারণ সেই সময় চেক্ আর দক্ষিণ শ্লাভদের সমর্থন করা হতো ইউ-রোপের বিপ্লবী আন্দোলনের সব থেকে বিপজ্জনক শত্রু জারতন্ত্রকে পরোক্ষ সমর্থনের সমতুল।

লেনিন লিখেছেন: 'স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকার সহ গণতন্ত্রের বিভিন্ন দাবি কিছু নির্বূঢ় নয়, বরং তা দুনিয়াজোড়া সাধারণ গণতান্ত্রিক (বর্তমানে: সাধারণ সমাজতান্ত্রিক) আন্দোলনের এক **ক্ষুদ্র অংশ**। কিছু কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অংশ সমগ্রের বিরোধিতা করতে পারে, সে ক্ষেত্রে, তাকে বর্জনই করতে হবে' (**রচনাবলী**, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৭-৫৮ দ্রষ্টব্য)।

বিশেষ বিশেষ জাতীয় আন্দোলনের, সেইসব আন্দোলনের সম্ভাব্য প্রতি-ক্রিয়াশীল চরিত্রের প্রশ্ন সম্বন্ধে অবস্থাটা দাঁড়ায় এইরকম—অবশ্য যদি তারা

আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বা নির্ব্যূঢ় অধিকারের নিরিখে নয়, পক্ষান্তরে বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে বিবেচিত হয়।

সাধারণভাবে সব জাতীয় আন্দোলনের বিপ্লবী চরিত্র সম্পর্কেই এই একই কথা বলতে হবে। কোন কোন বিশেষ জাতীয় আন্দোলনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের মতোই ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয় আন্দোলনের প্রশ্নাতীত বিপ্লবী চরিত্র হল আপেক্ষিক ও অদ্ভুত। সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের পরিবেশে একটি জাতীয় আন্দোলনের বৈপ্লবিক চরিত্র থেকে এটা আবশ্যিকভাবে ধরে নেওয়া যায় না যে ঐ আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণী বিদ্যমান বা ঐ আন্দোলনে কোন বিপ্লবী অথবা সাধারণতান্ত্রিক কর্মসূচী বর্তমান বা ঐ আন্দোলনের একটি গণতান্ত্রিক ভিত্তি রয়েছে। আফগানিস্তানের আমীর ও তাঁর সহচরদের রাজতান্ত্রিক মানসিকতা সত্ত্বেও আফগানিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের জন্য আমীর যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তা হল বস্তুগতভাবেই এক বিপ্লবী সংগ্রাম কারণ তা সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল, ছত্রভঙ্গ ও বিধ্বস্ত করে দেয়; অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় কেরেন্স্কি ও সেরেতেলি, রেনাদেল ও সিদেম্যান, চেরনভ ও দান, হেণ্ডারসন এবং ক্লাইনেসের মতো 'দুঃসাহসী' গণতন্ত্রী ও 'সমাজতন্ত্রী', 'বিপ্লবী' এবং সাধারণতন্ত্রীরা যে লড়াই চালিয়েছিল সেটা ছিল এক প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন, কারণ এর ফল হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের সুসংস্কার সাধন, তাকে বলিষ্ঠ করা এবং তার বিজয়লাভ। এই একই কারণে মিশরের জাতীয় আন্দোলনের নেতারা বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে উদ্ভূত ও বুর্জোয়া উপাধিবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, তারা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই ঘটনা সত্ত্বেও মিশরের স্বাতন্ত্র্যের জন্য মিশরী বণিক আর বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা যে লড়াই চালাচ্ছেন তা বস্তুতঃ একটি বিপ্লবী সংগ্রাম; অপরদিকে সেই একই কারণে ব্রিটিশ 'শ্রমিক' সরকারের সদস্যরা সর্বহারাশ্রেণী থেকে উদ্ভূত হলেও এবং তাদের সর্বহারাশ্রেণীর উপাধি থাকলেও, তারা সমাজতন্ত্রের 'সপক্ষে' এই ঘটনা সত্ত্বেও সেই সরকার মিশরের পরাধীন অবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য যে লড়াই পরিচালনা করছে সেটা হল একটি প্রতিক্রিয়াশীল লড়াই। ভারত এবং চীনের মতো অন্যান্য বৃহত্তর ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির জাতীয় আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, মুক্তির লক্ষ্যসাধনে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের দাবির যদি বিরুদ্ধেও যায় তাহলেও তা সাম্রাজ্যবাদের ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত অর্থাৎ তা নিঃসংশয়েই এক বিপ্লবী পদক্ষেপ।

লেনিন যথার্থই বলেছিলেন যে নিপীড়িত দেশগুলির জাতীয় আন্দোলন-গুলিকে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং বিচার করতে হবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাধারণ জমা-খরচের খতিয়ান থেকে পাওয়া বাস্তব ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ 'বিচ্ছিন্নভাবে নয়, দুনিয়াজোড়া পরিপ্রেক্ষিতে' (**রচনাবলী**, ১৯শ খণ্ড, পৃ: ২৫৭ দ্রষ্টব্য) ।

(খ) নিপীড়িত মানুষের মুক্তি-সংগ্রাম ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব। জাতিগত সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে লেনিনবাদ নিম্নলিখিত তত্ত্বাবলীর ভিত্তিতে অগ্রসর হয় :

(ক) পৃথিবী দুটি শিবিরে বিভক্ত : সেই মুষ্টিমেয় সভ্য জাতির শিবির যারা অর্থ-পুঁজির দখল রাখে ও বিশ্বের জনগণের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠকে শোষণ করে ; এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা যারা তৈরী করে সেই উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির নিপীড়িত এবং শোষিত জনগণের শিবির ;

(খ) অর্থ-পুঁজির দ্বারা নিপীড়িত ও শোষিত উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের জন্য এক বিরাট মজুত ভাণ্ডার ও তার শক্তির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস গঠন করে ;

(গ) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির নিপীড়িত জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামই হল একমাত্র পথ যা নিপীড়ন ও শোষণ থেকে তাদের মুক্তির দিকে পরিচালিত করে ;

(ঘ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলি ইতিমধ্যেই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেছে এবং তার ফলে বিশ্ব ধনতন্ত্রের সংকট না এসে পারে না ;

(ঙ) অগ্রসর দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও উপনিবেশসমূহে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন উভয়ের স্বার্থেই দরকার সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক সাধারণ শিবিরে বিপ্লবী আন্দোলনের এই দুটি পদ্ধতির মিলন ;

(চ) এক সাধারণ বিপ্লবী শিবির গঠন ও সংহতিকরণ ব্যতিরেকে অগ্রসর দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ এবং সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে নিপীড়িত জনগণের মুক্তি অসম্ভব ;

(ছ) 'স্বদেশীয়' সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়ক জাতিগুলির সর্বহারা-শ্রেণী যদি নিপীড়িত জনগণের মুক্তি-আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও দৃঢ় সমর্থন না

যোগায় তাহলে একটি সাধারণ বিপ্লবী শিবির গঠন করা অসম্ভব কারণ 'কোন জাতিই স্বাধীন হতে পারে না যদি তা স্বয়ং অপর জাতিগুলিকে পীড়ন করে' (এঙ্গেলস্);

(জ) এই সমর্থনের অর্থ দাঁড়ায় জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার, রাষ্ট্র হিসেবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্বাহের অধিকারের শ্লোগানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, তা রক্ষা করা ও বাস্তবে রূপায়ণ করা;

(ঝ) এই শ্লোগান বাস্তবে রূপায়িত না হলে, একটি একক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভেতর জাতিসমূহের যে মিলন ও সহযোগিতা বিশ্ব সমাজতন্ত্রের জয়লাভের বস্তুগত বনিয়াদ তা অর্জন করা যেতে পারে না;

(ঞ) জনগণের পারস্পরিক আস্থা ও সৌভ্রাত্রিক সম্পর্কের ভিত্তিতে উদ্ভূত এই মিলন একমাত্র স্বেচ্ছামূলকই হতে পারে।

সুতরাং, জাতি-সমস্যার দুটি দিক, দুটি প্রবণতা রয়েছে: সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল থেকে রাজনৈতিক মুক্তির দিকে ও একটি স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের দিকে প্রবণতা—যে প্রবণতার উদ্ভব হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন ও ঔপনিবেশিক শোষণের পরিণতিস্বরূপ; এবং জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সম্পর্ক যার উদ্ভব হয়েছে একটি বিশ্ব বাজার ও একটি বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিণতিস্বরূপ।

লেনিন বলেছেন: 'বিকাশমান ধনতন্ত্র জাতি-সমস্যার ক্ষেত্রে দুটি ঐতিহাসিক প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত: প্রথমতঃ, জাতীয় জীবন ও জাতীয় আন্দোলনের জাগরণ, সকল জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়তঃ, জাতিসমূহের মধ্যে সকল ধরনের যোগাযোগের বিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধি, জাতীয় সীমান্তের অবলুপ্তি, পুঁজি, সাধারণভাবে অর্থনৈতিক জীবন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতির আন্তর্জাতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

'উভয় প্রবণতাই হল ধনতন্ত্রের বিশ্ব-বিস্তৃত বিধান। প্রথমটি তার বিকাশকালের সূচনার সময় প্রাধান্য বিস্তার করে, আর দ্বিতীয়টি সেই পরিপক্ব পুঁজিবাদের চরিত্র নির্দেশ করে যা সমাজতান্ত্রিক সমাজে তার রূপান্তরের অভিমুখে আগুয়ান' (**রচনাবলী**, ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ১৩৯-৪০ দ্রষ্টব্য)।

সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এই দুটি প্রবণতা এক অমীমাংসাযোগ্য দ্বন্দ্বের প্রতি-

ফলন ঘটায় কারণ উপনিবেশগুলিকে শোষণ না করে এবং তাদেরকে 'অবিভাজ্য সমগ্র'-এর কাঠামোর মধ্যে জোর করে ধরে না রেখে সাম্রাজ্যবাদ বেঁচে থাকতে অক্ষম; কারণ সাম্রাজ্যবাদ একমাত্র পরদেশ গ্রাস আর উপনিবেশ বিজয়ের মাধ্যমেই জাতিগুলিকে একত্র করতে পারে আর সেটা ছাড়া সাধারণভাবে বলা চলে যে সাম্রাজ্যবাদ অকল্পনীয়।

অপরদিকে সাম্যবাদের পথে এই প্রবণতা দুটি একটি একক লক্ষ্যের দুটি দিকমাত্র—সে লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে নিপীড়িত জনগণের মুক্তি সম্বন্ধীয়; কারণ সাম্যবাদ এটা জানে যে একটি একক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের মিলন একমাত্র পারস্পরিক আস্থা ও স্বেচ্ছামূলক সম্মতির ভিত্তিতেই সম্ভব এবং জনগণের একটি স্বেচ্ছামূলক মিলন সংগঠিত করার পথ নিহিত আছে 'অবিভাজ্য' সাম্রাজ্যবাদী 'সমগ্র' থেকে উপনিবেশগুলির বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, উপনিবেশগুলিকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে রূপায়ণের মধ্যে।

এই কারণেই শাসক জাতিগুলির (ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইতালী, জাপান প্রভৃতি) সেই 'সমাজতন্ত্রী' যারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চায় না, যারা 'তাদের' উপনিবেশগুলিতে নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য, বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য নিপীড়িত মানুষের লড়াইকে মদৎ দিতে চায় না, তাদের প্রভু-জাতিক দাম্ভিকতার বিরুদ্ধে এক কঠোর, অবিরাম ও অঙ্গীকারবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে।

এই ধরনের একটি সংগ্রাম ছাড়া সত্যকারের আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে, পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির মেহনতী মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের আদর্শে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের জন্য সত্যকারের প্রস্তুতির আদর্শে শাসক জাতিগুলির শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষালাভ অকল্পনীয়। রুশ শ্রমিকশ্রেণী যদি পূর্বতন রুশ সাম্রাজ্যের নিপীড়িত জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন না পেত তাহলে রাশিয়াতে বিপ্লব বিজয়লাভ করতে পারত না এবং কলচাক ও ডেনিকিন বিধ্বস্ত হতো না। কিন্তু এই জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন করার জন্য সর্বপ্রথমে দরকার হল রুশ সাম্রাজ্যবাদের শেকল ভাঙা এবং সেই জনগণকে জাতিগত নিপীড়নের জোয়াল থেকে মুক্ত করা।

এসব ছাড়া সোভিয়েত ক্ষমতাকে সুসংহত করা, প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রবর্তন করা এবং জনগণের সহযোগিতার জন্য সেই চমৎকার সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব যার নাম হল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের

যুক্তরাষ্ট্র (ইউ. এস. এস. আর) এবং যা একটি একক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন জনগণের ভবিষ্যৎ মিলনের মূর্ত প্রতীক।

এইখানেই নিপীড়িত দেশগুলির সেইসব সমাজতন্ত্রীদের জাতীয় কূপমণ্ডুক-বৃত্তি, সংকীর্ণতা ও এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যারা তাদের জাতীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে নারাজ এবং যারা তাদের নিজেদের দেশের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে শাসক দেশগুলির সর্বহারা-আন্দোলনের সংযোগটা বুঝে উঠতে পারে না।

এরকম একটি সংগ্রাম ব্যতিরেকে এটা অকল্পনীয় যে নিপীড়িত জাতিগুলির শ্রমিকশ্রেণী একটি স্বতন্ত্র কর্মনীতি অনুসরণ করতে বা সাধারণ শত্রুকে উচ্ছেদের লড়াইয়ে, সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের লড়াইয়ে শাসক দেশগুলির শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্গে তার শ্রেণী-সংহতি বজায় রাখতে পারবে।

এরকম একটি সংগ্রাম ছাড়া আন্তর্জাতিকতাবাদ দুর্লভ হবে।

ঠিক এই পদ্ধতিতেই প্রভুত্ববিস্তারী ও নিপীড়িত জাতিগুলির মেহনতী মানুষকে বৈপ্লবিক আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে অবশ্যই শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে শ্রমিকদেরকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে সাম্যবাদের এই দ্বিমুখী কর্তব্য সম্পর্কে লেনিন নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন :

'বৃহৎ নিপীড়ক জাতি ও ক্ষুদ্র নিপীড়ত জাতির ক্ষেত্রে, পরদেশ গ্রাসী জাতি ও পদানত জাতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষাদান কি…**পুরোপুরি এক ধাঁচের** হতে পারে?

'নিশ্চয়ই তা হতে পারে না। পূর্ণ সাম্য, **সকল জাতির** মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক এবং পরবর্তী পদক্ষেপস্বরূপ তাদের **ঐক্যবন্ধন**—এই একটি লক্ষ্যের প্রতি প্রত্যেক বিশেষ অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে এখানে অবশ্যই এগোতে হবে; ঠিক যেমন ধরা যাক একটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার মধ্যস্থ কোনও বিন্দুতে উপনীত হওয়ার রাস্তা হল একটা দিক থেকে বাঁ-হাতি আর তার উল্টোদিকটি থেকে ডান-হাতি। কোনও বৃহৎ, নিপীড়ক, পরদেশ গ্রাসী জাতিভুক্ত কোনও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট সাধারণভাবে জাতিসমূহের ঐক্যবন্ধনের সপক্ষে বক্তব্য রাখার সময় যদি এ কথাটি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হয় যে "তার" দ্বিতীয় নিকোলাস, "তার" উইলহেম, জর্জ, পঁয়কেয়ার প্রমুখও ক্ষুদ্র জাতিগুলির সঙ্গে ঐক্যবন্ধনের সপক্ষে

(আগ্রাসনের মাধ্যমে)—দ্বিতীয় নিকোলাস চায় গ্যালিসিয়ার সঙ্গে "মিলন", দ্বিতীয় উইল্‌হেম্‌ চায় বেলজিয়ামের সঙ্গে "মিলন" ইত্যাদি ইত্যাদি—তাহলে সেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট হবে তত্ত্বের ক্ষেত্রে বাস্তব-জ্ঞানশূন্য এক উপহাসাস্পদ বিদ্যাদিগ্‌গজ আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হবে সাম্রাজ্যবাদের এক দালাল।

'নিপীড়ক দেশগুলির শ্রমিকদেরকে আন্তর্জাতিক শিক্ষাদানের সময় অবশ্যই নিশ্চিতভাবে বেশ জোর দিয়ে বোঝাতে হবে যাতে তাঁরা নিপীড়িত দেশগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন ও তার সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। এতদ্ব্যতীত কোন আন্তর্জাতিকতা গড়ে উঠতে পারে না। একটি নিপীড়ক দেশের যেসব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট এই প্রচার পরি-চালনায় ব্যর্থ হয় তাদের প্রত্যেককে একজন সাম্রাজ্যবাদী ও একজন বজ্জাত বলে গণ্য করা আমাদের অধিকার আর কর্তব্যও। সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে এই বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা যদি হাজারে এক ভাগও হয় তাহলেও এটা হল এক চূড়ান্ত দাবি।...

'অপরদিকে, একটি ক্ষুদ্র জাতিভুক্ত কোনও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটকে তার প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ তত্ত্বসূত্রের যে দ্বিতীয় অংশের ওপর অবশ্যই জোর দিতে হবে, তা হল: জাতিসমূহের "স্বেচ্ছামূলক ঐক্য"। আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসেবে তার দায়িত্ব লংঘন না করেই সে হয় তার নিজের জাতির রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে অথবা ক, খ, গ ইত্যাকার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে তার অন্তর্ভুক্তির পক্ষে থাকতে পারে। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই তাকে নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র-জাতিসুলভ সংকীর্ণচিত্ততা, কূপমণ্ডুক-বৃত্তি ও এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, তাকে সাধারণ ও সম্পূর্ণ দাবির স্বীকৃতির জন্য, বিশেষের স্বার্থকে সাধারণের স্বার্থের অধীনস্থ করার জন্য অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে।

'সমস্যাটি সম্পর্কে যেসব লোক আদ্যন্ত ভাবেননি তাঁরা মনে করেন যে, নিপীড়িত জাতিগুলির সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা যেখানে "ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অধিকার"-এর ওপর জোর দিয়ে থাকে সেখানে "বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার"-এর ওপর নিপীড়ক জাতিগুলির সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা জোর দেওয়ায় তাতে এক "স্ববিরোধিতা"-র উদ্ভব হয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যায় যে এই নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে আন্তর্জাতিকতায় ও

জাতিসমূহের মিলনে উপনীত হওয়ার মতো অন্য কোনও রাস্তা, এই লক্ষ্যে পৌছানোর ভিন্ন কোনও পথ নেই, আর থাকতেও পারে না।'

৭। রণনীতি ও রণকৌশল

এই বিষয় থেকে আমি ছটি প্রশ্ন গ্রহণ করছি :

(ক) সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের নেতৃত্ব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হিসেবে রণনীতি ও রণকৌশল ;

(খ) বিপ্লবের স্তরসমূহ ও রণনীতি ;

(গ) আন্দোলনের জোয়ার-ভাঁটা এবং রণকৌশল ;

(ঘ) রণনীতিগত নেতৃত্ব ;

(ঙ) রণকৌশলগত নেতৃত্ব;

(চ) সংস্কারবাদ ও বিপ্লববাদ।

(ক) সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের নেতৃত্ব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হিসেবে রণনীতি ও রণকৌশল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের আধিপত্যের সময়পর্বটি ছিল মুখ্যতঃ মোটামুটি শান্তিপূর্ণ বিকাশের পরিবেশে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণের সময়কাল। সে সময়টা ছিল শ্রেণী-সংগ্রামের প্রধান রূপ হিসেবে সংসদীয় রাজনীতির কাল। বিশাল শ্রেণী-সংঘাতের, বৈপ্লবিক সংঘর্ষের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর প্রস্তুতির, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জনের মাধ্যমের প্রশ্নগুলি সে সময়ে আমল পেত বলে বোধ হয় না। সর্বহারা বাহিনীকে প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে আইনসঙ্গত ব্যবস্থার সব মাধ্যমকে ব্যবহার করা, যে অবস্থায় সর্বহারাশ্রেণী একটি বিরোধী পক্ষ হিসেবে থাকত বা তখন মনে হয়েছিল যে সে রকম থাকতেই তা বাধ্য হতো তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংসদীয় ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা—এর মধ্যেই তখন কর্তব্য ছিল সীমাবদ্ধ। এতে প্রমাণের অপেক্ষা সামান্যই থাকে যে এমন এক সময়ে এবং শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্যের বিষয়ে এমন এক ধারণা নিয়ে কোনও সামগ্রিক রণনীতি বা বিস্তৃত রণকৌশল তৈরী হতে পারে না। রণকৌশল আর রণনীতি সম্পর্কে তখন ছেঁড়াফাটা আর বিচ্ছিন্ন ধারণা ছিল, কিন্তু প্রকৃত রণকৌশল ও রণনীতি বলে কিছু ছিল না।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যে সেই সময়ে সংগ্রামের সংসদীয় পদ্ধতিগুলিকে

কাজে লাগানোর রণকৌশল অনুসরণ করেছিল সেইখানেই তার নৈতিক অপরাধটা নিহিত ছিল না বরং তা নিহিত ছিল এইখানে যে তা ঐসব পদ্ধতির গুরুত্বের ওপর বেশি জোর দিয়েছিল, কার্যতঃ সেগুলিকেই তা একমাত্র পদ্ধতি বলে ধরে নিয়েছিল এবং প্রকাশ্য বৈপ্লবিক লড়াইয়ের সময় যখন সূচিত হয় ও সংগ্রামের সংসদ-বহির্ভূত পদ্ধতির প্রশ্ন যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দলগুলি সেই নতুন কর্তব্যের প্রতি অবহেলা দেখায় ও সেগুলি নির্বাহে নারাজ হয়।

একমাত্র পরবর্তী সময়কালে, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময়পর্বে, শ্রমিক-বিপ্লবের সময়কালে যখন বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদের প্রশ্নটি আশু ব্যবহারিক পদক্ষেপের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল, যখন সর্বহারাশ্রেণীর মজুত-বাহিনীর প্রশ্নটি (রণনীতি) সবচেয়ে জলন্ত সমস্যাগুলির অন্যতম হয়ে দাঁড়াল, যখন সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত সকল পদ্ধতির সংগ্রাম ও সংগঠন (রণকৌশল) বেশ স্পষ্ট করে নিজেদেরকে প্রকাশ করল—একমাত্র সেই ধরনের সময়কালেই সর্বহারাশ্রেণীর সংগ্রামের এক সামগ্রিক রণনীতি ও বিস্তারিত রণকৌশল প্রণয়ন করা সম্ভব ছিল। ঠিক এই সময়েই লেনিন রণকৌশল ও রণনীতি সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের সেই চমৎকার চিন্তাধারাকে প্রকাশ্যে প্রকাশ করেন যেগুলিকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদীরা ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলসের রণকৌশল সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ প্রস্তাবগুলিকে পুনরুদ্ধার করেই লেনিন নিজেকে ক্ষান্ত রাখেননি। তিনি সেগুলিকে সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের নেতৃত্বের পথপ্রদর্শক নীতি ও বিধান-সমূহের একটি ধারার মধ্যে গ্রথিত করে আরও বিকশিত করেন ও নতুন চিন্তা আর সিদ্ধান্ত দিয়ে সমৃদ্ধ করেন। **কী করতে হবে ?, দুই কৌশল, সাম্রাজ্যবাদ, রাষ্ট্র ও বিপ্লব, সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি, 'বামপন্থী' কমিউনিজম্** প্রভৃতি লেনিনের পুস্তিকাগুলি নিঃসংশয়ে মার্কসবাদের সাধারণ রত্নাগারে, তার বিপ্লবী অস্ত্রাগারে অমূল্য অবদান বহন করেছে। লেনিনবাদের রণনীতি ও রণকৌশল সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের নেতৃত্ব-বিজ্ঞানকে সংগঠিত করেছে।

(খ) বিপ্লবের স্তরসমূহ ও রণনীতি। রণনীতি হল বিপ্লবের একটি নির্দিষ্ট স্তরে শ্রমিকশ্রেণী যে প্রধান আঘাতটি হানবে তার দিক্ নির্ণয় করা, সাথে সাথে বিপ্লবী শক্তির (প্রধান ও গৌণ মজুত) বিন্যাসের বিস্তৃত পরি-

কল্পনা করা এবং সেই পরিকল্পনাকে বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরে আনুপূর্বিক রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম করা।

আমাদের বিপ্লব ইতিমধ্যেই দুটি স্তর অতিক্রম করেছে এবং অক্টোবর বিপ্লবের পর তা তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। তদনুসারে আমাদের রণনীতিও পালটিয়েছে।

প্রথম স্তর। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। লক্ষ্য: জারতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন ও মধ্যযুগীয় অবশেষগুলি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা। বিপ্লবের প্রধান শক্তি: শ্রমিকশ্রেণী। আশু মজুতবাহিনী: কৃষক সম্প্রদায়। প্রধান আঘাতের লক্ষ্য: যে উদারপন্থী-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াশ্রেণী কৃষক সম্প্রদায়কে সপক্ষে টানার ও জারতন্ত্রের সঙ্গে এক **সমঝওতার** মাধ্যমে বিপ্লবকে নিশ্চিহ্ন করার কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা। বাহিনী বিন্যাসের পরিকল্পনা: কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীবন্ধন। 'ব্যাপক কৃষক-জনগণের সঙ্গে নিজেকে মৈত্রীবদ্ধ করে শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সুসম্পন্ন করবে যাতে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধকে বলপূর্বক বিধ্বস্ত করা যায় এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্থিরচিত্ততাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায়' (**রচনাবলী**, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় স্তর। ১৯১৭-র মার্চ থেকে ১৯১৭-র অক্টোবর পর্যন্ত। লক্ষ্য: রাশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা ও সামাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসা। বিপ্লবের প্রধান শক্তি: শ্রমিকশ্রেণী। আশু মজুতবাহিনী: দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়। সম্ভাব্য মজুত হিসেবে প্রতিবেশী দেশগুলির শ্রমিক-শ্রেণী। একটি অনুকূল পরিস্থিতি হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের সংকট। প্রধান আঘাতের লক্ষ্য: যে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা (মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি) মেহনতী কৃষক-জনগণকে সপক্ষে টানার এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটি **আপোষ** করে বিপ্লবকে শেষ করে দেওয়ার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা। বাহিনী বিন্যাসের পরিকল্পনা: দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীবন্ধন। 'জনগণের ব্যাপক আধা-সর্বহারা অংশের সঙ্গে নিজেকে মৈত্রীবদ্ধ করে শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে যাতে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধকে বলপূর্বক বিধ্বস্ত করা যায় এবং কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের অস্থিরচিত্ততাকে নিষ্ক্রিয় করা যায়' (ঐ, **রচনাবলী**)।

তৃতীয় উত্তর। অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে শুরু। লক্ষ্য: একটিমাত্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে সুসংহত করা, সবকটি দেশে সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের জন্য তাকে একটি ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা। একটিমাত্র দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিপ্লব বিস্তৃত হচ্ছে; বিশ্ব বিপ্লবের যুগ সূচিত হয়েছে। বিপ্লবের প্রধান শক্তি: একটি দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, সবকটি দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন। মূল মজুত: উন্নত দেশগুলিব আধা-শ্রমিক ও ক্ষুদ্র কৃষক-জনগণ, উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে মুক্তি-আন্দোলন। প্রধান আঘাতের লক্ষ্য: সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ নীতির যারা মূল সমর্থক সেই পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের বিচ্ছিন্ন করা, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা। বাহিনী বিন্যাসের পরিকল্পনা: উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীব বিপ্লবের সাযুজ্য রচনা।

রণনীতি বিপ্লবের প্রধান শক্তি ও তার মজুত নিয়ে আলোচনা করে। এক স্তর থেকে বিপ্লবের অন্য স্তরে উত্তরণের সাথে সাথে তা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু কোনও একটি নির্দিষ্ট স্তরে তা আদ্যন্ত অপরিবর্তিত থেকে যায়।

(গ) আন্দোলনের জোয়ার-ভাঁটা এবং রণকৌশল। রণকৌশল হল আন্দোলনের জোয়ার ভাঁটার, বিপ্লবের উত্থান-পতনের অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর আচরণ পদ্ধতি নির্ণয় করা, সংগ্রামের পুরানো কায়দা সরিয়ে দিয়ে নতুন কায়দা অনুসরণ করে, পুরানো শ্লোগানের বদলে নতুন শ্লোগান তুলে, এইসব কায়দার সমন্বয় সাধন করে সেই পদ্ধতিকে রূপায়ণের জন্য লড়াই চালানো। রণনীতির যেখানে লক্ষ্য হল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, অথবা ধরুন বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করা, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া, সেখানে রণকৌশল আরও কম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যকে অনুসরণ করে কারণ তার উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ জয় নয়, পক্ষান্তরে কয়েকটি বিশেষ লড়াই, বিশেষ খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করা, বিপ্লবের উত্থান-পতনের নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কয়েকটি বিশেষ অভিযান ও লড়াইকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করা। রণকৌশল হল রণনীতির একটি অংশ, তারই অধীন ও তারই ভৃত্য।

জোয়ার আর ভাঁটার তালে তালে রণকৌশল পরিবর্তিত হয়। বিপ্লবের প্রথম স্তরে (১৯০৩ সাল থেকে ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) রণনীতিগত পরিকল্পনা যেখানে অপরিবর্তিত অবস্থায় বজায় ছিল, রণকৌশল সে সময়

কয়েকবারই পাল্‌টেছিল। ১৯০৩ থেকে ১৯০৫-এর সময়পর্বে পার্টি আক্রমণাত্মক রণকৌশল অনুসরণ করেছিল কারণ বিপ্লবের জোয়ার তখন উর্ধ্বমুখী, আন্দোলন উচ্চ স্তরে, আর এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রণকৌশল প্রণীত হয়েছিল। বিপ্লবের সেই উর্ধ্বমুখী জোয়ারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংগ্রামের কায়দাও হয়েছিল বৈপ্লবিক। স্থানীয় রাজনৈতিক হরতাল, রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন, সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট, ডুমা বয়কট, অভ্যুত্থান, বৈপ্লবিক জঙ্গী ধ্বনি—সেই সময়ে এইরকমই ছিল সংগ্রামের ক্রমিক কায়দা। সংগ্রামের কায়দার এই পরিবর্তনের সাথে সাথেই সংগঠনের রূপেও এসেছিল পরিবর্তন। কারখানা কমিটি, বিপ্লবী কৃষক কমিটি, ধর্মঘট কমিটি, শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সোভিয়েত, শ্রমিকদের প্রায় প্রকাশ্যে সক্রিয় একটি পার্টি—সেই সময়ে এইরকমই ছিল সংগনের রূপ।

১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত সময়কালে পার্টি পশ্চাদপসরণের কৌশল গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল, কারণ তখন আমরা বিপ্লবী আন্দোলনে একটা ঘাটতি, বিপ্লবে একটা ভাঁটার সম্মুখীন হয়েছিলাম এবং রণকৌশল রচনার ক্ষেত্রে এই ঘটনাকে আবশ্যিকভাবে বিবেচনা করতে হয়েছিল। তদনুসারে সংগ্রামের কায়দা এবং সেই সঙ্গে সংগঠনের রূপও পাল্‌টেছিল: ডুমা বয়কটের বদলে ডুমায় অংশগ্রহণ; ডুমার বাইরে প্রকাশ্য বিপ্লবী কার্যক্রমের বদলে ডুমার ভেতরে লড়াই ও কাজ চালানো; সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটের বদলে আংশিক অর্থনৈতিক ধর্মঘট অথবা কাজকর্মে হয়তো কিছুটা ঝিমিয়ে পড়া-ই। অবশ্য পার্টিকে সেই সময় গা ঢাকা দিতে হয়েছিল এবং বিপ্লবী গণ-সংগঠনগুলিকে সরিয়ে তাদের জায়গায় আনা হয়েছিল সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, সমবায়িক, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ইত্যাদি অন্যান্য আইনী সংগঠনগুলিকে।

বিপ্লবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় সম্বন্ধেও একই কথা বলতে হবে, সে সময় রণনীতিগত পরিকল্পনা যেখানে অপরিবর্তিত ছিল রণকৌশলটি সে জায়গায় বহুবার পরিবর্তিত হয়েছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের কায়দা ও সংগঠনের রূপ, সেগুলির পরিবর্তন ও সমন্বয়ই হল রণকৌশলের আলোচ্য। বিপ্লবের একটি নির্দিষ্ট স্তরে বিপ্লবের জোয়ার-ভাঁটা, উত্থান-পতনের ওপর নির্ভর করে রণকৌশল কয়েকবারই পরিবর্তিত হতে পারে।

(ঘ) রণনীতিগত নেতৃত্ব। বিপ্লবের মজুতবাহিনী হতে পারে:

প্রত্যক্ষ : (ক) কৃষকসমাজ ও সাধারণভাবে দেশের জনগণের মধ্যবর্তী স্তরগুলি ; (খ) প্রতিবেশী দেশগুলির বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী ; (গ) উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলন ; (ঘ) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অর্জিত জয় ও সাফল্য—শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে শক্তিশালী শত্রুর কবল এড়ানো ও এক সাময়িক বিরতি অর্জন করার জন্য এর কিছুটা অংশ শ্রমিকশ্রেণী সাময়িককালের জন্য ত্যাগ করতে পারে।

পরোক্ষ : (ক) দেশের অভ্যন্তরে অ-শ্রমিকশ্রেণীগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত যা শ্রমিকশ্রেণী শত্রুকে দুর্বল করার জন্য ও তার নিজের মজুতকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে ; (খ) শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুস্থানীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও যুদ্ধ (যথা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ) যা শ্রমিকশ্রেণী তার আক্রমণোদ্যোগের ক্ষেত্রে অথবা কোনও বাধ্যতামূলক পশ্চাদপসরণের ক্ষেত্রে কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ব্যবহার করতে পারে।

প্রথম পর্যায়ভুক্ত মজুতগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নেই, কারণ সেগুলির গুরুত্ব সকলের কাছেই স্পষ্ট। আর দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত মজুত, যেগুলির গুরুত্ব সর্বদা স্পষ্ট নয়, সেগুলির সম্পর্কে এটা বলতেই হবে যে বিপ্লবের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কখনো কখনো তা প্রধান গুরুত্বসম্পন্ন। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম বিপ্লবের সময়কালে ও তার পরবর্তীকালে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী (সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি) এবং উদারপন্থী-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের (ক্যাডেটরা) সেই দ্বন্দ্বটি বিরাট গুরুত্ববিশিষ্ট যা বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব থেকে কৃষকদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে নিঃসংশয়ে নিজের ভূমিকা পালন করেছিল, অক্টোবর বিপ্লবের সময়কালে প্রধান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলি যে এক ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এই ঘটনাটির বিরাট গুরুত্ব অস্বীকারের পেছনে যুক্তি আরও সামান্যই রয়েছে, তখন সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধরত থাকায় নবীন সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সকল শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে অক্ষম ছিল আর ঠিক এই কারণেই শ্রমিকশ্রেণী তার বাহিনীসমূহকে সংগঠিত করার ও নিজের শক্তিকে সংহত করার কাজে এবং কলচাক ও ডেনিকিনকে উৎখাত করার প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা এখন অবশ্যই অনুমান করতে হবে যে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব যত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে এক নতুন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ছে তখন শ্রমিক-

শ্রেণীর পক্ষে এই ধরনের মজুতবাহিনীর গুরুত্ব আরও বেড়ে উঠবে।

রণনীতিগত নেতৃত্বের কর্তব্য হল বিপ্লবের বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে তার প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য এই সমস্ত মজুতের সদ্ব্যবহার করা।

মজুতবাহিনীগুলির সদ্ব্যবহার বলতে কি বোঝায়?

এর অর্থ হল কয়েকটি আবশ্যিক শর্ত পূরণ করা যার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হল প্রধান:

প্রথমতঃ। সেই চূড়ান্ত মুহূর্তে যখন বিপ্লব ইতিমধ্যেই দানা বেঁধে উঠেছে, যখন আক্রমণোদ্যোগ পুরো দমে এগিয়ে যাচ্ছে; অভ্যুত্থান যখন দরজায় ঘা মারছে এবং সাফল্যের নিশ্চিত শর্ত যখন হচ্ছে অগ্রগামী বাহিনীর পাশে মজুত-বাহিনীকে সামিল করা ঠিক তখনই শত্রুর সবচেয়ে দুর্বলতম স্থানে বিপ্লবের প্রধান শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা। মজুতবাহিনীকে এইভাবে ব্যবহার করার একটি দৃষ্টান্ত হল ১৯১৭-র এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্বে অনুসৃত পার্টির রণনীতি। নিঃসংশয়ে সেই সময়ে শত্রুর সবচেয়ে দুর্বল স্থান ছিল যুদ্ধক্ষেত্র। নিঃসন্দেহে অন্যতম মৌলিক প্রশ্ন হিসেবে এই বিষয়ের ভিত্তিতেই অগ্রগামী শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে পার্টি জনগণের ব্যাপকতম অংশকে সামিল করেছিল। সেই সময় পার্টির রণনীতি ছিল সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে অগ্রগামী বাহিনীকে রাজপথের লড়াইয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্-রণাঙ্গনের সোভিয়েতসমূহ ও সম্মুখ-রণাঙ্গনের সৈনিক কমিটিসমূহের মাধ্যমে অগ্রগামী বাহিনীর পাশে মজুতবাহিনীকে সামিল করা। বিপ্লবের ফলাফল দেখিয়ে দিয়েছে যে মজুতবাহিনীগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল।

অভ্যুত্থান সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের সুবিদিত তত্ত্বকে প্রতিধ্বনিত করে বিপ্লবের শক্তিসমূহের রণনীতিগত সদ্ব্যবহারের এই শর্তটি সম্পর্কে লেনিন নিম্নরূপ বলেছেন:

'(১) অভ্যুত্থান নিয়ে **খেলা** করবেন না, পরন্তু তা শুরু করার সময় দৃঢ়ভাবে মনে রাখবেন যে আপনাকে শেষ পর্যন্ত যেতে হবে।

'(২) চূড়ান্ত সময়ে চূড়ান্ত স্থানে বিরাট পরিমাণ **উন্নত শক্তি** কেন্দ্রীভূত করবেন অন্যথায় উন্নততর প্রস্তুতি ও সংগঠন সমৃদ্ধ শত্রুপক্ষ অভ্যুত্থানকারীদের বিধ্বস্ত করে দেবে।

'(৩) অভ্যুত্থান একবার শুরু হয়ে গেলে, সবচেয়ে বেশি **দৃঢ়তা**

নিয়ে আপনাকে অবশ্যই এগুতে হবে এবং যে-কোন উপায়েই অব্যর্থভাবে আক্রমণোদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। "আত্মরক্ষণ হল যে-কোন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মৃত্যুসম।"

'(৪) শত্রুকে আচম্বিতে পর্যুদস্ত করার জন্য এবং তার বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ ঠিক সেই মুহূর্তটির সুযোগ নেওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই চেষ্টা চালাতে হবে।

'(৫) যত ছোটই হোক না কেন আপনাকে **প্রত্যেক দিনই** কিছু সাফল্য অর্জনের জন্য (একটিমাত্র শহরের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ঘণ্টার কথাও বলা যায়) এবং যে-কোনও মূল্যেই "নৈতিক বল বজায় রাখার" জন্য চেষ্টা করতে হবে' (লেনিন: **রচনাবলী**, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৯-২০)।

দ্বিতীয়তঃ। চূড়ান্ত আঘাত হানার মুহূর্ত, অভ্যুত্থান আরম্ভ করার মুহূর্তকে এমন সময়মতো বাছাই করা যাতে তার সঙ্গে সেই সময়ের একটি সাযুজ্য থাকে যখন সংকট তার চরম সীমায় উপনীত, যখন বোঝা গেছে যে অগ্রবাহিনী শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাতে প্রস্তুত, মজুতবাহিনী অগ্রবাহিনীকে সহযোগিতা দানে প্রস্তুত এবং শত্রুপক্ষের শিবিরে চূড়ান্ত আতংক কায়েম রয়েছে।

লেনিন বলেছেন যে চূড়ান্ত লড়াইটি পুরোপুরি দানা বেঁধে উঠেছে বলে ধরা যাবে তখনি **যখন** '(১) আমাদের বিরুদ্ধপক্ষীয় সকল শ্রেণীশক্তিসমূহ যথেষ্ট ফাঁদে পড়েছে, নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট মারদাঙ্গায় লিপ্ত, এমন একটি লড়াইয়ে নিজেদেরকে বহুল পরিমাণে দুর্বল করে ফেলেছে যা তাদের শক্তির সীমার বাইরে'; **যখন** '(২) সকল দোদুল্যমান, দোলাচলচিত্ত, অস্থিরমতি, মধ্যমার্গী লোকগুলি অর্থাৎ যারা বুর্জোয়াদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে পেটি-বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী তারা নিজেদের স্বরূপকে জনসমক্ষে যথেষ্ট ফাঁস করে ফেলেছে, তাদের ব্যবহারিক দেউলিয়াপনার মাধ্যমে নিজেদেরকে যথেষ্ট হেয় প্রতিপন্ন করেছে'; **যখন** '(৩) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে দৃঢ়, সবচেয়ে সাহসিক, বিপ্লবী কার্যক্রমকে সহযোগিতাদানের পক্ষে অনুকূল এক ব্যাপক মানসিকতার উদ্ভব হয়েছে এবং প্রচণ্ড গতিতে তা বেড়ে উঠতে শুরু করেছে। বিপ্লব তখনি হবে নিশ্চিতভাবে পরিপক্ব; আর ওপরে লিখিত সবকটি শর্তকে যদি আমরা সঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারি...এবং ঠিকমতো সময় যদি আমরা বেছে নিতে পারি তাহলে তখনি আমাদের জয়লাভ হবে নিঃসংশয়ে

সুনিশ্চিত' (**রচনাবলী**, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ২২৯)।

অক্টোবর অভ্যুত্থানকে যে পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হয়েছিল তাকে এই ধরনের রণনীতির একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

এই শর্ত পূরণে ব্যর্থতার পরিণতি হবে এক বিপজ্জনক ভ্রান্তি যার নাম হল 'তাল হারিয়ে ফেলা', তখন পার্টি ব্যর্থতার বিপদকে বরণ করে নিয়েই আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পড়বে বা তা থেকে অনেক বেশি দূর এগিয়ে যাবে। আমাদের কমরেডদের একটি অংশ যে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে গণতান্ত্রিক সম্মেলনকে বন্ধ করে অভ্যুত্থান শুরু করার প্রয়াস পেয়েছিল তার মধ্যে আমরা এই ধরনের 'তাল হারিয়ে ফেলার' বা কোনও অভ্যুত্থানের মুহূর্ত কিভাবে স্থির করা উচিত নয় তার একটি দৃষ্টান্ত পেতে পারি, যখনো পর্যন্ত সোভিয়েত-গুলির মধ্যে দোলাচলচিত্ততা বিদ্যমান, যখনো পর্যন্ত রণাঙ্গনের সেনাবাহিনী সিদ্ধান্ত নিরূপণে দ্বিধাগ্রস্ত, আর মজুতবাহিনী তখনো অগ্রবাহিনীর স্তরে উন্নীত হয়নি।

তৃতীয়তঃ। লক্ষ্য অভিমুখী পথে যত বিপত্তি আর জটিলতার সম্মুখীন হতে হোক না কেন নির্ধারিত পথে অবিচলভাবে যেতে হবে; অগ্রবাহিনী যাতে লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য না হারিয়ে ফেলে এবং সেই লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় ও অগ্রবাহিনীর চতুষ্পার্শে সামিল হওয়ার জন্য চেষ্টা চালানোর সময় যাতে জনগণ পথভ্রষ্ট না হয় সেই কারণেই এটি প্রয়োজন। এই শর্তপূরণে ব্যর্থতার পরিণতি হবে এমন এক মারাত্মক ভ্রান্তি, নাবিকদের কাছে যেটা 'দিকভ্রষ্ট হওয়া' বলে সুবিদিত। এই 'দিকভ্রষ্ট হওয়ার' উদাহরণ হিসেবে আমরা পার্টির সেই ভুল আচরণকে উল্লেখ করতে পারি যখন গণতান্ত্রিক সম্মেলনের অব্যবহিত পরে প্রাক্-পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য পার্টি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই মুহূর্তে পার্টি যেন ভুলেই গিয়েছিল যে প্রাক্-পার্লামেন্ট হল সোভিয়েতের পথ থেকে দেশকে বুর্জোয়া সংসদীয়বাদে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি প্রচেষ্টা, যে এই ধরনের কোনও সংস্থায় পার্টির অংশগ্রহণের ফলে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে ও সেই শ্রমিক এবং কৃষকরা বিভ্রান্ত হতে পারে যারা 'সোভিয়েতের হাতে সকল ক্ষমতা' এই স্লোগানের ভিত্তিতে এক বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রাক্-পার্লামেন্ট থেকে বলশেভিকদের সরে আসার মাধ্যমে এই ভুলটির সংশোধন করা হয়েছিল।

চতুর্থতঃ। শত্রু যখন শক্তিশালী, পশ্চাদপসরণ যখন অবধারিত, শত্রুর দ্বারা আমাদের ওপর জোর করে চাপানো লড়াইয়ে সাড়া দেওয়া যখন নিশ্চিতভাবেই অসুবিধাজনক, যখন প্রদত্ত শক্তির ভিত্তিতে অগ্রগামী বাহিনীর ওপর আঘাত এড়ানোর এবং তাদের জন্য মজুতবাহিনীকে অটুট রাখার একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায় পিছু হঠা তখন একটি যথাযথ পশ্চাদপসরণের উদ্দেশ্যে মজুতবাহিনীকে কৌশলে পরিচালনা করা।

লেনিন বলেছেন যে, 'বিপ্লবী পার্টিগুলিকে অবশ্যই তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে হবে। তারা আক্রমণ পরিচালনা করতে শিখেছে। এই শিক্ষার সাথে সাথে কিভাবে ঠিকমতো পিছু হঠা যায় সে সম্পর্কিত শিক্ষাও যে অবশ্যই মেলাতে হবে এই ব্যাপারটি এখন তাদের বুঝতে হবে। তাদের বুঝতে হবে—আর বিপ্লবী শ্রেণী তো তার নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে শেখে—যে তারা যদি কিভাবে আক্রমণ চালাতে আর কিভাবে যথাযথ পশ্চাদপসরণ করতে হয় তা না শেখে তবে জয়লাভ অসম্ভব' (রচনাবলী, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৭)।

এই রণনীতির লক্ষ্য হল সময় অর্জন করা, শত্রুপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করা এবং পরবর্তীকালে আক্রমণোদ্যোগ গ্রহণের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা।

এই রণনীতির একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে ব্রেস্ট শান্তি চুক্তিকে, কারণ তা পার্টিকে সময় অর্জন করতে, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিতে, শত্রুর বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করতে, কৃষকসমাজের সমর্থনকে অব্যাহত রাখতে এবং কলচাক ও ডেনিকিনের বিরুদ্ধে আক্রমণোদ্যোগের প্রস্তুতি হিসেবে শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম করেছিল।

লেনিন সে সময় বলেছিলেন যে, 'একটি পৃথক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে আমরা বর্তমান মুহূর্তে যুধ্যমান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলি থেকে নিজেদেরকে যথাসম্ভব মুক্ত রেখেছি, তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও সংঘর্ষ আমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনও ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দিচ্ছে, এর সুযোগ আমরা গ্রহণ করছি এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে প্রসারিত ও সুসংহত করার উদ্দেশ্যে কিছুটা সময়ের জন্য আমাদের হাত খালি থাকছে।'

ব্রেস্ট শান্তি চুক্তির তিন বছর পরে লেনিন বলেছিলেন যে, 'এখন সব চাইতে বড় মূর্খও দেখতে পাবে যে "ব্রেস্ট শান্তি চুক্তি" ছিল এমন একটি

রেয়াৎ যা আমাদেরকে শক্তিশালী করেছিল এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য-বাদের বাহিনীগুলি ভেঙে দিয়েছিল' (লেনিন: **রচনাবলী**, ২১তম খণ্ড)।

সঠিক রণনীতিগত নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করার জন্য এইগুলিই হল প্রধান শর্ত।

(৫) রণকৌশলগত নেতৃত্ব। রণকৌশলগত নেতৃত্ব হল রণনীতিগত নেতৃত্বের অংশ, তারই কর্তব্য আর প্রয়োজনের অধীন। রণকৌশলগত নেতৃত্বের দায়িত্ব হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও লড়াইয়ের সব কায়দা আয়ত্ত করা এবং প্রদত্ত শক্তির ভিত্তিতে রণনীতিগত সাফল্য অর্জনের পথে সবচেয়ে বেশি লাভ যাতে করা যায় সেজন্য ঐ কায়দাগুলির যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।

শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও লড়াইয়ের সব কায়দার যথাযথ ব্যবহার বলতে কি বোঝায়?

এর অর্থ হল কতকগুলি আবশ্যিক শর্ত পূরণ করা যার মধ্যে নিম্নলিখিত-গুলিকে প্রধান বলে গণ্য করতে হবে:

প্রথমতঃ। একটি নির্দিষ্ট সময়ে আন্দোলনের জোয়ার বা ভাঁটার অবস্থায় সংগঠন ও লড়াইয়ের যেসব কায়দা সবচেয়ে ভাল খাপ খেয়ে থাকে ঠিক সেই-গুলিকে সামনে হাজির করা যাতে ব্যাপক জনগণকে বিপ্লবী ভূমিকায় নিয়ে আসা, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিপ্লবের রণাঙ্গনে সামিল করা ও বিপ্লবের রণাঙ্গনে তাদেরকে বিন্যস্ত করা সহজসাধ্য ও সুনিশ্চিত হয়।

ব্যাপারটি এই নয় যে পুরানো জমানাকে অব্যাহত রাখার অসম্ভাব্যতা ও তাকে উচ্ছেদের অনিবার্যতা শুধু অগ্রগামী বাহিনীই অনুধাবন করবে। ব্যাপারটি এই যে ব্যাপক লক্ষ লক্ষ মানুষকেও এই অনিবার্যতা বুঝতে হবে এবং অগ্রগামী বাহিনীকে সমর্থন করার জন্য তাদের উদ্‌গ্রীব ভাবকে প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু জনসাধারণ এটা বুঝতে পারে একমাত্র তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই। ব্যাপক জনগণ যাতে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে পুরানো জমানা উচ্ছেদের অনিবার্যতা বুঝতে পারে, এবং সংগ্রামের কায়দা ও সংগঠনের পদ্ধতি যাতে এমনভাবে গৃহীত হয় যে জনগণ তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই বিপ্লবী শ্লোগানগুলির নির্ভুলতা সহজে অনুধাবন করতে পারে সেটা দেখতে হবে।

ডুমার অসারতা, ক্যাডেটদের প্রতিশ্রুতির অসত্যতা, জারতন্ত্রের সঙ্গে

আপোষের অসম্ভাব্যতা এবং কৃষকসমাজ ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি মৈত্রী-বন্ধনের অনিবার্যতা যাতে জনগণ আরও সহজভাবে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই অনুভব করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পার্টি যদি সে সময় ডুমায় অংশ না নিত, ডুমার মধ্যেই কাজ চালানোর জন্য তার সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করার ও সেই কাজের ভিত্তিতে একটি সংগ্রাম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত না নিত তাহলে অগ্রবাহিনী শ্রমিকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং শ্রমিকশ্রেণী জনসাধারণের থেকে সংযোগ হারিয়ে ফেলত। ডুমার সময়কালে জনসাধারণ যদি তাদের অভিজ্ঞতা লাভ না করত তাহলে ক্যাডেটদের মুখোস উদ্‌ঘাটন ও শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য কায়েম অসম্ভব হয়ে পড়ত।

'অট্জোভিস্ট' (১৯০৮-১২ সালে যে কয়েকজন প্রাক্তন বলশেভিক ডুমা থেকে শ্রমিক-প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রমুখ আইনী সংগঠনগুলিতে সমস্ত কাজ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার দাবি তুলেছিল তারা—অনুবাদক, বাং সং) কৌশলের বিপদ ছিল এই যে তারা অগ্রবাহিনীকে তার লক্ষ লক্ষ মজুতবাহিনীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার আশংকা সৃষ্টি করেছিল।

যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের উকীল হিসেবে মেনশেভিক আর সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের স্বরূপ যখন উদ্‌ঘাটিত হয়নি, জনসাধারণ যখন তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে শান্তি, জমি আর স্বাধীনতা সম্বন্ধে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বক্তৃতাবাজীর অসত্যতা বুঝে উঠতে পারেনি তখন সেই ১৯১৭ সালের এপ্রিলে 'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা যে অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী যদি তা অনুসরণ করত তাহলে পার্টি শ্রমিকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং ব্যাপক কৃষক ও সৈনিক জনগণের ওপর থেকে শ্রমিকশ্রেণী তার প্রভাব হারিয়ে ফেলত। কেরেন্‌স্কির সময়কালে জনগণ যদি এই অভিজ্ঞতা অর্জন না করত তাহলে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বিচ্ছিন্ন করা যেত না এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ত। সুতরাং সোভিয়েতসমূহের ভেতরে প্রকাশ্য সংগ্রাম পরিচালনার এবং পেটি-বুর্জোয়া দলগুলির ভুলভ্রান্তি 'ধৈর্যসহকারে ব্যাখ্যা'র রণকৌশলই ছিল একমাত্র সঠিক কৌশল।

'বামপন্থী' কমিউনিস্টদের রণকৌশলে বিপদ ছিল এই যে তাতে সর্বহারা-বিপ্লবের নেতা থেকে পার্টিকে মুষ্টিমেয় পরিণামহীন ষড়যন্ত্রীতে রূপান্তরের আশংকা ছিল।

লেনিন বলছেন যে, 'শুধুমাত্র অগ্রবাহিনীর মাধ্যমে জয়লাভ হতে পারে না। অগ্রবাহিনীর সরাসরি সমর্থন বা নিদেনপক্ষে তার প্রতি উদার নিরপেক্ষ অবস্থানে যতক্ষণ না সমগ্র শ্রেণী, ব্যাপক জনগণ এসে দাঁড়াচ্ছে তার আগেই অগ্রবাহিনীকে নিঃসঙ্গভাবে চূড়ান্ত লড়াইয়ে নিক্ষেপ করা ...শুধু ভুলই নয়, অপরাধও বটে। এবং বাস্তবে যাতে ব্যাপক শ্রমজীবী জনসাধারণ ও পুঁজির দাপটে যারা নির্যাতিত তারা ঐ ধরনের একটি অবস্থান গ্রহণ করতে পারে সেজন্য শুধুমাত্র প্রচার আর বিক্ষোভই যথেষ্ট নয়। এজন্য জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আবশ্যক। সব মহান বিপ্লবেরই এই বুনিয়াদি বিধানটির সত্যতা এখন শুধু রাশিয়াতেই নয়, জার্মানিতেও আশ্চর্যরকম জোরের সঙ্গে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে। শুধু রাশিয়ার কৃষ্টিহীন, প্রায় নিরক্ষর জনগণকেই নয়, জার্মানির উন্নত সংস্কৃতিবান, পূর্ণতঃ শিক্ষিত জনগণকেও সাম্যবাদের প্রতি দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য তাদের নিজেদের দুঃখময় অভিজ্ঞতা থেকে এটা অনুভব করতে হয়েছে যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একমাত্র বিকল্প হল চূড়ান্ত নিবীর্যতা ও মেরুদণ্ডহীনতা, বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে চূড়ান্ত অসহায়তা ও দাসত্ব, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীর নায়কদের সরকারের চূড়ান্ত নোংরামি আর একেবারে অবশ্যম্ভাবী চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের (রাশিয়ায় কর্নিলভ এবং জার্মানিতে ক্যাপ্ ও তার পারিষদবর্গ) একাধিপত্য' (লেনিন : রচনাবলী, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ২২৮)।

দ্বিতীয়তঃ। কোনও নির্দিষ্ট মুহূর্তে আন্দোলনের বিকাশসূত্রের একটি বিশেষ গ্রন্থিকে স্থির করা যেটা ধরতে পারলে আমাদের পক্ষে গোটা সূত্রটিই অধিকার করা এবং রণনীতিগত সাফল্য অর্জনের পথ প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

এখানে মূল বিষয় হল পার্টির সম্মুখীন সমস্ত কর্তব্যের ভেতর থেকে সেই বিশেষ আশু কর্তব্যটিকে বাছাই করে নেওয়া যেটি হল কেন্দ্রীয় সমস্যা এবং যেটির সমাধান অন্যান্য আশু কর্তব্যেরও সফল সম্পাদনাকে নিশ্চিত করবে।

দুটি উদাহরণের দ্বারা এই তত্ত্বের গুরুত্বটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, এর একটি নেওয়া যায় দূর অতীত থেকে (পার্টির গোড়াপত্তনের সময় থেকে) আর অপরটি নেওয়া যায় নিকট বর্তমান থেকে (নেপ্ সময়পর্ব থেকে)।

পার্টির গোড়াপত্তনের সময়, যখন অসংখ্য গোষ্ঠী আর সংগঠনগুলিকে একত্র গ্রথিত করা যায়নি, যখন গোষ্ঠীগুলির আনাড়িপনা আর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

পার্টিকে আগাগোড়া বিপর্যস্ত করছিল, যখন পার্টির অন্তর্জীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ছিল মতাদর্শগত বিভ্রান্তি সেই সময়কালে নিঃসংশয়ে পার্টির সম্মুখীন কর্তব্যধারায় মূল কর্তব্যটি ও আন্দোলনপর্যায়ে প্রধান সন্ধিস্থলটি ছিল একটি নিখিল-রুশ বে-আইনী সংবাদপত্র (ইস্ক্রা) প্রতিষ্ঠা করা। কেন ? কারণ, সেই সময়ে কায়েম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র একটি নিখিল-রুশ বে-আইনী সংবাদপত্রের মাধ্যমেই সম্ভব পার্টির এমন একটি দৃঢ় অন্তঃসার গড়ে তোলা যা অসংখ্য গোষ্ঠী ও সংগঠনকে একটি সামগ্রিক সংস্থায় ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম, সম্ভব মতাদর্শগত ও কৌশলগত ঐক্যের পরিবেশ প্রস্তুত করা এবং এইভাবে একটি সত্যিকারের পার্টি প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ তৈরী করা।

যুদ্ধ থেকে অর্থনৈতিক গঠনকর্মে উত্তরণের সময়পর্বে যখন শিল্পব্যবস্থা ভাঙনের মুখে নিশ্চল হয়ে পড়ছিল এবং কৃষিব্যবস্থা শহুরে শিল্পজ পণ্যের ঘাটতিতে ধুঁকছিল, যখন সকল সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের জন্য রাষ্ট্রীয় শিল্প আর কৃষি অর্থনীতির মধ্যে মেলবন্ধন এক মৌলিক শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল— সেই সময়ে দেখা গেল যে আন্দোলনের ধারায় প্রধান সন্ধিস্থল, অনেকগুলি কর্তব্যের মধ্যে প্রধান কর্তব্য হল বাণিজ্যকে বিকাশ করা। কেন ? কারণ নেপ্ পরিস্থিতিতে বাণিজ্যের মাধ্যম ব্যতিরেকে শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যেতে পারে না ; কারণ নেপ্ পরিস্থিতিতে বিক্রয় ব্যতীত উৎপাদন হবে শিল্পের পক্ষে বিপজ্জনক ; কারণ একমাত্র বিকাশমান বাণিজ্যের ফল হিসেবে বিক্রয়ের প্রসারের মাধ্যমেই শিল্পকেও বাড়ানো যায় ; কারণ একমাত্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকাকে আমরা সংহত করার পরেই, বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণভার আমাদের হাতে আসার পরেই, এই গ্রন্থিটি আমরা আয়ত্তে আনতে পারলে তবেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদ গঠনের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শিল্পকে কৃষি-বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করার এবং অন্যান্য আশু কর্তব্য সফলভাবে সমাধা করার আশা আছে।

লেনিন বলেছেন যে, 'সাধারণভাবে একজন বিপ্লবী বা সমাজতন্ত্রের অনুরাগী বা কমিউনিস্ট হওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক বিশেষ মুহূর্তেই আন্দোলন ধারার বিশেষ সন্ধিস্থলটি খুঁজে বের করতে হবে এবং সেটিকে আপ্রাণ চেষ্টায় আয়ত্তে রাখতে হবে যাতে গোটা ধারাটিকেই বশে রাখা যায় ও পরবর্তী সন্ধিস্থলে পৌছানোর দৃঢ় প্রস্তুতি চালানো যায়।'…

'বর্তমান মুহূর্তে…এই সন্ধিস্থলটি হল যথাযথ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে (নির্দেশে)

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন। বাণিজ্যই হল ১৯২১-২২ সালে আমাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের অন্তর্বর্তী রূপের, ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের সেই "সন্ধিস্থল" "যা আমাদের সকল শক্তি দিয়ে আমাদের আয়ত্তে আনতে হবে"...' (লেনিন: রচনাবলী, ২৭তম খণ্ড, পৃঃ ৮২)।

এই হল সেই মুখ্য শর্তগুলি যা সঠিক রণকৌশলগত নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করে।

(৬) সংস্কারবাদ ও বিপ্লববাদ। বিপ্লবী রণকৌশল আর সংস্কারবাদী রণকৌশলের মধ্যে পার্থক্য কি?

কেউ কেউ মনে করেন যে লেনিনবাদ সাধারণভাবেই সংস্কারের বিরুদ্ধে, সমঝওতা আর আপোষের বিরোধী। এটা একেবারেই ভুল। অন্য সকলের মতোই বলশেভিকরাও এটা ভালভাবে জানেন যে এক হিসেবে 'প্রত্যেকটি ছোটখাটো সুবিধা', কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সংস্কার এবং বিশেষভাবে সমঝওতা প্রয়োজন ও উপযোগী।

লেনিন বলেছেন যে, 'বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সাধারণ যুদ্ধগুলির ভেতর যেগুলি সবচেয়ে প্রচণ্ড তার থেকেও শতগুণ কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল যুদ্ধ হল আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার জন্য পরিচালিত লড়াই— এমন একটি লড়াই চালানো হবে অথচ আগেভাবে কোনও কৌশল গ্রহণ করতে, শত্রুদের মধ্যে স্বার্থের যে দ্বন্দ্ব (তা সাময়িক হলেও) তাকে ব্যবহার করতে, সম্ভাব্য (সাময়িক, নড়বড়ে, দোদুল্যমান, শর্তাধীন হওয়া সত্ত্বেও) মিত্রের সঙ্গে সমঝওতা বা আপোষ করতে অস্বীকার করা হবে—এটা কি চূড়ান্ত হাস্যকর নয়? এটা কি সেইরকমই হবে না যে এক অনাবিষ্কৃত এবং এতাবৎ-দুর্গম এক পর্বতে দুঃসাধ্য অভিযান চালানোর সময় আমরা আগেভাগেই পাকদণ্ডী পরিহার করছি, চলতি পথ থেকে কখনো ফিরছি না, একবার নির্ধারিত পথ কখনো বর্জন করতে ও অন্য পথ গ্রহণ করতে গররাজী হচ্ছি?' (রচনাবলী, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ২১০।)

সুতরাং স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে সংস্কার বা সমঝওতা ও আপোষ চাওয়া-না-চাওয়ার এটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে সংস্কার আর সমঝওতাকে কাজে লাগানোর।

একজন সংস্কারপন্থীর কাছে সংস্কারই সবকিছু আর বিপ্লবী কার্যক্রম নিতান্ত

আপতিক, কথার কথা মাত্র, নিছক চোখের ধূলো। সেই কারণে বুর্জোয়া শাসনের পরিবেশে সংস্কারবাদী রণকৌশল নিলে সেই সংস্কারগুলি সেই শাসনকে শক্তিশালী করার এক হাতিয়ারে, বিপ্লবকে বিধ্বস্ত করার এক হাতিয়ারে অবধারিতভাবে রূপান্তরিত হয়।

পক্ষান্তরে, একজন বিপ্লবীর কাছে সংস্কার নয়, বিপ্লবী কাজকর্মই হল আসল ব্যাপার; তার কাছে সংস্কার হল বিপ্লবেরই উপ-জাত। সুতরাং বুর্জোয়া শাসনের পরিবেশে বিপ্লবী রণকৌশল নিলে সেই সংস্কারগুলি স্বভাবতঃই সেই শাসনকে বিধ্বস্ত করার একটি হাতিয়ারে, বিপ্লবকে শক্তিশালী করার একটি হাতিয়ারে, বিপ্লবী আন্দোলনকে আরও প্রসারিত করার এক শক্ত শিবিরে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

বিপ্লবীরা কোনও সংস্কারকে গ্রহণ করবে এমনভাবে যাতে আইনী কাজের সঙ্গে বে-আইনী কাজের সংযোগ রচনায় সেটিকে কাজে লাগানো যায় ও তার আড়ালে থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদের জন্য জনগণের বৈপ্লবিক প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে বে-আইনী কাজকে প্রসারিত করা যায়।

সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশে সংস্কার আর সমঝওতাকে বৈপ্লবিকভাবে কাজে লাগানোর সারকথা হল **এইটাই**।

পক্ষান্তরে, সংস্কারপন্থীরা সংস্কারকে বরণ করবে এমনভাবে যাতে সব বে-আইনী কাজ বর্জন করা যায়, বিপ্লবের জন্য জনসাধারণের প্রস্তুতিকে বানচাল করা যায় এবং 'অন্যের প্রদত্ত' সংস্কারের ছায়াতলে বিরাম লাভ করা যায়।

এইটাই হল সংস্কারবাদী রণকৌশলের সারকথা।

সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশে সংস্কার ও সমঝওতা প্রসঙ্গে অবস্থা হল এই রকমই।

সাম্রাজ্যবাদের উৎখাতের পর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে অবশ্য অবস্থা কিছুটা পাল্টায়। কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন অবস্থায় শ্রমিকদের শক্তি সাময়িকভাবে কায়েমী অবস্থার বিপ্লবী পুনর্গঠনের পথ ছাড়তে ও তার ক্রমিক রূপান্তরের পথ নিতে, লেনিন তাঁর সুবিদিত 'সোনার গুরুত্ব'[৩২] নিবন্ধে যেমনটি বলেছিলেন সেই 'সংস্কারবাদী পথ' নিতে, পাশ কাটিয়ে যাবার পথ নিতে, সংস্কারের ও অ-শ্রমিকশ্রেণীগুলিকে রেয়াৎ দেওয়ার পথ নিতে বাধ্য হতে পারে যাতে এইসব শ্রেণীকে ছত্রভঙ্গ করা যায়, বিপ্লবকে একটা বিশ্রাম দেওয়া যায়, নিজের শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় ও এক নতুন আক্রমণোদ্যোগ

গ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া যায়। অস্বীকার করা যায় না যে এটা একদিক থেকে 'সংস্কারবাদী' পথই। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এখানে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে এই ঘটনায় যে এ-ক্ষেত্রে সংস্কারটি আসছে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি থেকে, তা শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিকেই দৃঢ় করে তোলে, তারই জন্ম একটি প্রয়োজনীয় বিশ্রাম তা এনে দেয়, এর লক্ষ্য হল বিপ্লবকে নয় বরং অ-শ্রমিক শ্রেণীগুলিকেই ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া।

এই অবস্থায় সংস্কার রূপান্তরিত হয় তার বিপরীতে।

শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি এরকম একটি নীতি গ্রহণ করতে সক্ষম এই কারণে এবং একমাত্র এই কারণেই যে পূর্ববর্তী আমলে বিপ্লবের গতি ছিল যথেষ্ট দুর্বার আর সেইজন্যই পিছু হঠবার, আক্রমণাত্মক কৌশলের বদলে সাময়িক পিছু হঠার কৌশল, পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কৌশল গ্রহণ করার মতো যথেষ্ট ব্যাপক পরিসর তাতে পাওয়া যেত।

সুতরাং পূর্বে বুর্জোয়া শাসনাধীনে যেখানে সংস্কারগুলি ছিল বিপ্লবেরই উপ-জাত, এখন সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বাধীনে সেখানে সংস্কারের উৎস হল শ্রমিকশ্রেণীর অর্জিত বিপ্লবী সাফল্যসমূহ, শ্রমিকশ্রেণীর হাতে সঞ্চিত মজুত এবং তা এই সাফল্যগুলি নিয়েই গঠিত।

> লেনিন বলেছেন যে, 'একমাত্র মার্কসবাদই বিপ্লবের সঙ্গে সংস্কারের সম্পর্ককে স্পষ্ট করে সঠিকভাবে নির্ণয় করেছে। অবশ্য, মার্কস এই সম্পর্কটি কেবল একটি দিক থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন, সেটি হল একটিমাত্র দেশে হলেও শ্রমিকশ্রেণীর দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী প্রথম জয়লাভের আগেকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত থেকে। সেইরকম অবস্থায় যথাযথ সম্পর্কের ভিত্তি ছিল এই যে : সংস্কার হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রামের একটি উপ-জাত।...একটিমাত্র দেশে হলেও শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভের পর সংস্কার আর বিপ্লবের সম্পর্কের মধ্যে নতুন একটা কিছু বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে। তত্ত্বগত দিক থেকে এই বিষয়টি ঠিক পূর্বেরই অনুরূপ, কিন্তু কাঠামোর দিক থেকে একটা পরিবর্তন ঘটে যা মার্কসও স্বয়ং আন্দাজ করতে পারেননি অথচ তা একমাত্র মার্কসবাদের দর্শন আর রাজনীতির ভিত্তিতেই উপলব্ধি করা যায়।...বিপ্লবের পর সেগুলি (অর্থাৎ সংস্কারগুলি—জে. স্তালিন) (যদিও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি 'উপ-জাত' ফলই থাকে) যে দেশে বিজয় অর্জিত হয়েছে সেখানে সেইসব ক্ষেত্রে এক উপরন্তু প্রয়োজনীয় ও

স্থায়সঙ্গত বিশ্রামে পরিণত হয় যেখানে ব্যাপকতম প্রয়াস গ্রহণের পরও নিশ্চিত দেখা যায় যে কোন-না-কোন বৈপ্লবিক রূপান্তর সম্পাদনের জন্ম যথেষ্ট শক্তির অভাব রয়েছে। জয়লাভের ফলে এমন 'শক্তি মজুত' হয় যে বাধ্য হয়ে কখনো পশ্চাদপসরণের সময়ও তা অটুট রাখা, বস্তুগত ও নীতিগত উভয় দিক থেকেই অটুট রাখা সম্ভব হয়' (লেনিন: রচনাবলী, ২৭তম খণ্ড, পৃ: ৮৪-৮৫)।

৮। পার্টি

প্রাক্-বিপ্লব যুগে, মোটামুটি শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগে, যখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পার্টিগুলিই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রাধান্ত-বিস্তারী শক্তি ছিল এবং সংসদীয় পদ্ধতির সংগ্রামই মূল পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতো—সেই ধরনের অবস্থায় পার্টির সেই বিরাট ও নির্ধারক গুরুত্ব ছিল না বা থাকতে পারতও না যা সে পরবর্তীকালে প্রকাশ্য বিপ্লবী লড়াইয়ের পরিবেশে অর্জন করেছিল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে আঘাতের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে কাউট্স্কি বলেছেন যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি যুদ্ধের নয়, শান্তির হাতিয়ার, আর সেজন্যই তারা যুদ্ধের সময়, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক বিপ্লবী কার্যক্রম অনুসরণের সময় কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে অক্ষম ছিল। এটা খুবই সত্য। কিন্তু এর অর্থটা কি? এর অর্থ হচ্ছে এই যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের পক্ষে অনুপযুক্ত, তারা শ্রমিক-শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠানে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সর্বহারার জঙ্গী পার্টি নয়, পরন্তু সংসদীয় নির্বাচন আর সংসদীয় লড়াইয়ের জন্ম উপযুক্ত নির্বাচনযন্ত্র মাত্র। বস্তুতঃ এর দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয় যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদীরা যখন মাতব্বরি করত তখন পার্টি কেন সর্বহারাশ্রেণীর মুখ্য রাজনৈতিক সংগঠক ছিল না, সেটা ছিল তার সংসদীয় গোষ্ঠীই। এটা সুবিদিত যে সেই সময় পার্টি ছিল বস্তুতঃ সেই সংসদীয় গোষ্ঠীর লেজুড় ও বশংবদ মাত্র। এতে প্রমাণের প্রয়োজন সামান্যই যে এমন পরিস্থিতিতে এবং ক্ষমতায় কায়েম এমন একটি পার্টিকে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বিপ্লবের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কিন্তু নতুন যুগের সূচনার সাথে সাথে ব্যাপারটি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন যুগটি হল প্রকাশ্য শ্রেণী-সংঘাতের, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক অনুসৃত বিপ্লবী

কার্যক্রমের, সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের একটি যুগ যখন সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ও সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের জন্য সকল শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে সমবেত করা হয়েছে। এই যুগে শ্রমিকশ্রেণী নতুন কর্তব্যের সম্মুখীন, এই কর্তব্য হল সমস্ত পার্টি কার্যক্রমকে নতুন, বিপ্লবী পথে পুনঃসংগঠিত করা; ক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লবী সংগ্রামের আদর্শে শ্রমিকদেরকে শিক্ষিত করা; মজুতবাহিনী প্রস্তুত ও পরিচালনা করা; প্রতিবেশী দেশগুলির সর্বহারাদের সঙ্গে এক মৈত্রীবন্ধন প্রতিষ্ঠা করা; উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধন কায়েম করা ইত্যাদি ইত্যাদি। সংসদীয় রীতির শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যারা লালিত হয়ে এসেছে সেই পুরানো সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিগুলিই এইসব নতুন কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে এরকম চিন্তার অর্থই হল নিজেকে নিষ্ফল নিরাশায়, অবধারিত পরাজয়ে নিমজ্জিত করা। এই ধরনের কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে সর্বহারাশ্রেণী যদি ঐ পুরানো পার্টিগুলির নেতৃত্বাধীনই থাকে তবে তা পুরোপুরিই নিঃসহায় হবে। এতে প্রমাণের প্রয়োজন সামান্যই যে শ্রমিকশ্রেণী এ ধরনের পরিস্থিতিতে সম্মত হতে পারে না।

এই কারণেই এমন একটি নতুন পার্টি, জঙ্গী পার্টি, বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজন যা ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট সাহসী, যা বিপ্লবী পরিস্থিতির জটিল পরিবেশের মধ্যে নিজের স্থান বেছে নেওয়ার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং যা তার লক্ষ্যে পৌছানোর পথে সব লুকানো প্রতিবন্ধককে কাটিয়ে সামনে আগুয়ান হতে পারবে।

এমন একটি পার্টি ছাড়া সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জন করার চিন্তাও নিরর্থক।

এই নতুন পার্টি হল লেনিনবাদের পার্টি।

এই নতুন পার্টির বিশেষ লক্ষণ কি?

(১) শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে পার্টি। পার্টিকে সর্বপ্রথমেই হতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর **অগ্রগামী** বাহিনী। পার্টিকে অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর সর্বোত্তম ব্যক্তিদেরকে, তাদের অভিজ্ঞতাকে, তাদের বিপ্লবী আদর্শকে, সর্বহারাশ্রেণীর লক্ষ্যের প্রতি তাদের নিঃস্বার্থ নিষ্ঠাকে নিজের ভেতর পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সত্য সত্যই যাতে তা অগ্রগামী বাহিনী হতে পারে সেজন্য পার্টিকে বিপ্লবী তত্ত্বে, আন্দোলনের বিধান সংক্রান্ত জ্ঞানে, বিপ্লবের বিধান সংক্রান্ত জ্ঞানে বলীয়ান হতে হবে। এসব ছাড়া শ্রমিক-

শ্রেণীর সংগ্রাম পরিচালনায়, শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্বদানে তা অক্ষম হবে। পার্টি একটি সত্যকারের পার্টি হতে পারবে না যদি তা নিজেকে ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণী যা অনুভব করে ও চিন্তা করে সেটুকুর প্রতিফলনেই মাত্র নিজেকে সংকুচিত রাখে, যদি তা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের লেজুড়বৃত্তি করে, যদি তা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের জড়তা ও রাজনৈতিক ঔদাসীন্য অতিক্রম করতে অপারগ হয়, যদি তা শ্রমিকশ্রেণীর তাৎক্ষণিক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে অক্ষম হয়, যদি তা জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের বোধের স্তরে উন্নীত করতে অসমর্থ হয়। পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর পুরোভাগে থাকতে হবে, শ্রমিকশ্রেণীর চাইতে তাকে আরও দূরে দেখতে হবে এবং স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের লেজুড়বৃত্তি করা তার চলবে না। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যে পার্টিগুলি 'লেজুড়বৃত্তির' ওকালতি করত তারা ছিল এমন এক বুর্জোয়া মতবাদের বাহক যা সর্বহারাশ্রেণীকে বুর্জোয়াদের হাতের এক যন্ত্রের ভূমিকায় নামিয়ে দেয়। একমাত্র যে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীর অবস্থান গ্রহণ করে ও শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের বোধের স্তরে জনগণকে উন্নীত করতে পারে—একমাত্র সেই ধরনের পার্টিই শ্রমিকশ্রেণীকে ট্রেড ইউনিয়নবাদের পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারে ও তাকে এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে।

পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা।

শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের কঠোরতার কথা, সেই লড়াইয়ের জটিল পরিস্থিতির কথা, রণনীতি আর রণকৌশলের কথা, মজুতবাহিনীর ও কৌশলী অভিযানের, আক্রমণের ও পশ্চাদপসরণের কথা আমি ইতিমধ্যেই বলেছি। যুদ্ধের পরিস্থিতির চাইতে এই পরিস্থিতির জটিলতা বেশি যদি না-ও হয় তবু কম কিছু নয়। কে এই পরিস্থিতির ভেতরে স্পষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে, লক্ষ লক্ষ সর্বহারাকে কে দিতে পারে যথার্থ নেতৃত্ব? যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করতে না চাইলে কোনও সেনাবাহিনীই অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী ছাড়া চলতে পারে না। এটা কি স্পষ্ট নয় যে সর্বহারাশ্রেণী যদি নিজেকে তার চরম শত্রুর হাতে নিশ্চিহ্ন না করতে চায় তাহলে তার পক্ষে এমনধারা এক সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী ছাড়া চলা আরও অসম্ভব? কিন্তু কোথায় সেই সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী? সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিই কেবল এই সেনাধ্যক্ষমণ্ডলীর ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি বিপ্লবী পার্টি ছাড়া কোনও শ্রমিকশ্রেণী হল এক সেনাধ্যক্ষ-

মণ্ডলীহীন একটি সেনাবাহিনীর সমতুল।

পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী।

কিন্তু পার্টি কেবল অগ্রগামী বাহিনীই থাকতে পারে না, তাকে একই সঙ্গে হতে হবে সমগ্র শ্রেণীর বাহিনী, শ্রেণীর অংশ, শ্রেণীর সঙ্গে তা সকল সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত। অগ্রগামী বাহিনী এবং শ্রমিকশ্রেণীর অবশিষ্টাংশ, পার্টি-সদস্য ও পার্টির বাইরের লোক—এদের মধ্যেকার পার্থক্য দূর হতে পারে না যতক্ষণ না শ্রেণীগুলিই অবলুপ্ত হচ্ছে; সেটা বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন পূর্বের অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত লোকেরা শ্রমিকশ্রেণীর সারিতে এসে তাকে পুনর্নবীকৃত করছে, যতদিন শ্রমিকশ্রেণী সামগ্রিকভাবে অগ্রগামী বাহিনীর স্তরে উন্নীত হওয়ার অবস্থায় না আসছে। কিন্তু পার্টি আর পার্টিই থাকবে না যদি এই পার্থক্য এক শূন্যতার রূপ নেয়, যদি পার্টি নিজেকে নিজেতেই আবদ্ধ রাখে ও পার্টির বাইরের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পার্টি যদি পার্টির বাইরের জনগণের সঙ্গে যুক্ত না থাকে, পার্টি আর পার্টির বাইরের জনগণের মধ্যে যদি কোনও বন্ধন না থাকে, এই জনগণ যদি পার্টির নেতৃত্বকে বরণ না করে, পার্টি যদি জনগণের নৈতিক ও রাজনৈতিক কোনও আস্থা না পায় তবে তা শ্রেণীকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না।

সম্প্রতি শ্রমিকদের ভেতর থেকে দু'লক্ষ সদস্যকে আমাদের পার্টিতে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার উল্লেখযোগ্যতা এই যে এইসব ব্যক্তি শুধু নিজেরাই পার্টিতে যোগ দেয়নি, বরং তাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে বাদবাকী পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিকরা যারা নতুন সদস্যভুক্তির ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে এবং যাদের অনুমোদন ছাড়া কোনও নতুন সদস্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এই ঘটনা দেখিয়ে দেয় যে ব্যাপক পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিকরা আমাদের পার্টিকে **তাদের** পার্টি বলে, তাদের **কাছের** ও **আদরের** পার্টি বলে গণ্য করে, তার প্রসার ও সংহতির জন্য তারা বিশেষ আগ্রহান্বিত, তার নেতৃত্বের কাছে তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের ভবিষ্যৎ' ভার অর্পণ করেছে। এতে প্রমাণের প্রয়োজন সামান্যই যে এইসব অদৃশ্য নীতিসূত্র যা পার্টিকে পার্টি-বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে যুক্ত রাখে তা ছাড়া পার্টি তার শ্রেণীর চূড়ান্ত শক্তিতে পরিণত হতে পারে না।

পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

লেনিন বলেছেন যে, 'আমরা হলাম একটি শ্রেণীর পার্টি, সুতরাং

প্রায় সমগ্র শ্রেণীটিই (আর যুদ্ধের সময়, গৃহযুদ্ধের সময় সমগ্র শ্রেণীই) আমাদের পার্টির নেতৃত্বে কাজ করবে, যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের পার্টির প্রতি আশ্লিষ্ট থাকবে। কিন্তু ধনতন্ত্রের আমলে প্রায় সমগ্র শ্রেণী বা সমগ্র শ্রেণীই তার অগ্রগামী বাহিনীর, তার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির কার্যক্রম ও সচেতনতার স্তরে উন্নীত হতে সক্ষম এরকম ভাবা আত্ম-সন্তুষ্টি (ম্যানিলভবাদ) ও লেজুড়বৃত্তির পরিচায়ক হবে। কোনও বুদ্ধিমান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটই এতাবৎ এবিষয়ে সন্দেহ করেননি যে ধনতন্ত্রের আমলে এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিও (যেগুলি অনেক বেশি প্রাচীন ধরনের, আর অনুন্নত স্তরের কাছে অনেক বেশি সহজবোধ্য) প্রায় সমগ্র, অথবা সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। অগ্রগামী বাহিনী এবং সেই সমগ্র জনগণ যারা সেই বাহিনীর প্রতি ঝুঁকে থাকে, এই দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্য ভুলে যাওয়া, আরও বৃহত্তর স্তরকে এই সবচেয়ে অগ্রগামী মানে **উন্নীত করার** যে অবিরাম দায়িত্ব অগ্রগামী বাহিনীর থাকে সেটা ভুলে যাওয়ার অর্থ হল নিজেকে ঠকানো, আমাদের কর্তব্যগুলির বহুলতার প্রতি নিজের চোখ বুঁজে রাখা এবং সেই কর্তব্য-গুলিকে সংকীর্ণ করা' (লেনিন: **রচনাবলী**, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০৫-০৬)।

(২) শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত বাহিনা হিসেবে পার্টি। পার্টি শ্রমিক-শ্রেণীর কেবল **অগ্রগামী** বাহিনীই নয়। যদি তা সত্য সত্যই শ্রেণীর সংগ্রামকে পরিচালনা করতে ইচ্ছুক হয় তবে তাকে একই সঙ্গে তার শ্রেণীর **সংগঠিত** বাহিনীও হতে হবে। পুঁজিবাদের আমলে পার্টির কর্তব্য হয় বহু বিস্তৃত এবং চরম বিচিত্র। আভ্যন্তর ও বাহ্যিক বিকাশের অস্বাভাবিক কঠিন পরিবেশে পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই পরিচালনা করতে হবে; পরিস্থিতি যখন আক্রমণ হানার অনুকূল তখন পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর আক্রমণোদ্যোগ পরি-চালনায় নেতৃত্ব দিতে হবে; পরিস্থিতি যখন পিছু হঠার তখন পার্টিকে এমন-ভাবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দিতে হবে যাতে তা শক্তিশালী শত্রুর আঘাত এড়াতে পারে; পার্টিকে পার্টির বাইরের লক্ষ লক্ষ অসংগঠিত শ্রমিককে সংগ্রামের শৃংখলার ও রীতির আদর্শে, সংগঠনের ও ধৈর্যের আদর্শে উজ্জীবিত করতে হবে। কিন্তু পার্টি এইসব কর্তব্য তখনি মাত্র সমাধা করতে পারে যখন তা স্বয়ং শৃংখলা ও সংগঠনের মূর্ত প্রতীক হয়, যখন তা স্বয়ং শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী হয়। এই শর্তগুলি ছাড়া পার্টির পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর

ব্যাপক জনগণকে সত্যকারের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী।

একটি সংগঠিত সমগ্র হিসেবে পার্টি সম্পর্কে ধারণাটি লেনিনের রচিত আমাদের পার্টি নিয়মাবলীর সুবিদিত প্রথম অনুচ্ছেদে গ্রথিত আছে, সেখানে পার্টিকে তার সংগঠনগুলির মোট যোগফল হিসেবে এবং পার্টি-সদস্যকে পার্টির কোনও একটি সংগঠনের সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যে মেনশেভিকরা সুদূর ১৯০৩ সালেই এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিল তারা এর পরিবর্তে পার্টিতে এক স্বয়ং-অন্তর্ভুক্তির 'পদ্ধতি' আনতে চেয়েছিল। সে পদ্ধতিটি হল যে-কোন 'অধ্যাপক' এবং 'হাই স্কুলের ছাত্র', যে-কোন 'দরদী' আর 'ধর্মঘটী' যারা কোন-না-কোনভাবে পার্টিকে সমর্থন করেছে কিন্তু কোনও পার্টি সংগঠনেই যোগ দেয়নি ও যোগ দিতে চায়নি তাকে পার্টি-সদস্যের 'উপাধি' প্রদান। এতে প্রমাণের প্রয়োজন সামান্যই যে এই একটি-মাত্র 'পদ্ধতি'ও যদি আমাদের পার্টির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হতো তাহলে তা অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের পার্টিকে অধ্যাপক আর হাই স্কুলের ছাত্রের প্লাবনে ভাসিয়ে দিত, তাকে এক শিথিল, অনির্দিষ্ট, বিশৃংখল সংগঠনে অধঃপতিত করত, 'দরদী'-সাগরে হারিয়ে ফেলত যার ফলে পার্টি ও শ্রেণীর পার্থক্য-রেখা মুছে যেত এবং অসংগঠিত জনগণকে অগ্রগামী বাহিনীর স্তরে উন্নীত করার যে কর্তব্য পার্টির আছে তা বানচাল হয়ে যেত। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এমন এক সুবিধাবাদী 'পদ্ধতিতে' আমাদের বিপ্লবের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনী অন্তঃসারের যে ভূমিকা আমাদের পার্টির আছে সেটা তার পক্ষে পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

কমরেড লেনিন বলেছেন, 'কমরেড মার্তভের দৃষ্টিকোণ থেকে পার্টির সীমানা-রেখা একেবারেই অনির্দিষ্ট হয়ে যায় কারণ "প্রত্যেক ধর্মঘটীই নিজেকে একজন পার্টি-সদস্য ঘোষণা" করতে পারে। এই ধোঁয়াটে ভাবের দরকারটা কি? শুধু "উপাধির" বিস্তৃত প্রসারণ। এর বিপদ এই যে তা এমন এক বিশৃংখল ভাব প্রবর্তন করে যা শ্রেণী আর পার্টিকে গুলিয়ে দেয়' (লেনিন : রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১১)।

কিন্তু পার্টি নিছক পার্টি-সংগঠনগুলির মোট যোগফল নয়। পার্টি একই সঙ্গে হল এইসব সংগঠনের একটি ঐক্যবদ্ধ ধারা, এক ঐক্যবদ্ধ সমগ্রের মধ্যে তাদের আনুষ্ঠানিক মিলন যেখানে উচ্চতর আর নিম্নতর নেতৃস্থানীয়

সংস্থা রয়েছে, সংখ্যালঘু সেখানে সংখ্যাগুরুর অধীন, কার্যকরী সিদ্ধান্তগুলি সকল পার্টি-সদস্যের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য। এইসব শর্ত ছাড়া পার্টি সেই ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত সমগ্র হয়ে উঠতে পারে না যা শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে রীতিমতো ও সংগঠিত নেতৃত্বদানে সক্ষম।

লেনিন বলেছেন যে, 'পূর্বে আমাদের পার্টি কোনও আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত সমগ্র ছিল না, ছিল পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর সমষ্টিমাত্র, আর সেই কারণে এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মতাদর্শগত প্রভাব ছাড়া কোনও সম্পর্ক সম্ভব ছিল না। এখন আমরা হয়েছি একটি সংগঠিত পার্টি আর তার অর্থই হল এই যে একটি কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছে, আদর্শের ক্ষমতা রূপান্তরিত হয়েছে কর্তৃত্বের ক্ষমতায়, নিম্নতম পার্টি সংস্থাগুলি উচ্চতর পার্টি সংস্থাগুলির অধীনে এসেছে' (লেনিন: **রচনাবলী**, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯১)।

সংখ্যাগুরুর কাছে সংখ্যালঘুর নতি স্বীকারের নীতি, একটিই কেন্দ্র থেকে পার্টির কাজকর্ম পরিচালনার নীতির জন্য দোদুল্যমান চিত্তের ব্যক্তিরা প্রায়ই আক্রমণ করেছে, অভিযোগ তুলেছে 'আমলাতান্ত্রিকতা', 'আনুষ্ঠানিকতা' ইত্যাদির। এতে প্রমাণের অবকাশ নেই বললেই চলে যে এইসব নীতি বাস্তবায়িত না করতে পারলে পার্টির পক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ সমগ্র হিসেবে রীতিমাফিক কাজ করা ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে পরিচালনা করা হতো অসম্ভব। সংগঠনের ক্ষেত্রে লেনিনবাদ হল এইসব নীতিরই অবিচল রূপায়ণ। এই নীতিগুলির বিরোধী লড়াইকে লেনিন বলতেন 'রুশ নেতিবাদ' ও 'অভিজাত নৈরাজ্যবাদ' যা বিদ্রূপের আর ঝেঁটিয়ে বিদায় করার যোগ্য।

এইসব দোদুল্যমান চিত্তের ব্যক্তিদের সম্পর্কে লেনিন তাঁর **এক পা আগে** গ্রন্থে লিখেছেন:

'এই অভিজাত নৈরাজ্যবাদ হল রুশ নেতিবাদীদের বিশেষ লক্ষণ। তারা পার্টিকে এক দৈত্যাকার "কারখানা" মনে করে; মনে করে যে সমগ্রের প্রতি অংশের ও সংখ্যাগুরুর প্রতি সংখ্যালঘুর অধীনতার অর্থ হল "দাসত্ব"···একটি কেন্দ্রের নির্দেশে ভাগাভাগি করে কাজ করতে গেলে তারা "নাটবল্টুতে" পরিণত হচ্ছে বলে এমন চিৎকার তোলে যাতে হাসিও আসে, কান্নাও পায়···, পার্টির সাংগঠনিক নিয়মকানুনের প্রসঙ্গে তারা অবজ্ঞাভরে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে ওঠে···বলে যে এসব নিয়মকানুন ছাড়াই একজনে ভালভাবে কাজে চালাতে পারে।'

'আমার মনে হয় এটা স্পষ্ট যে এই প্রখ্যাত আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে জিগিরটি হল কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি যে রকম লোকজন নিয়ে তৈরী হয়েছে তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের এক আবরণমাত্র, একটি নিছক আড়াল।...তুমি আমলা কারণ তুমি আমার ইচ্ছায় নয় বরং তার বিরুদ্ধেই নিযুক্ত হয়েছ কংগ্রেসের দ্বারা; তুমি আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব কারণ তুমি আমার মতামতের ওপর নয়, কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে থাক; তুমি পুরোপুরি যান্ত্রিক পথে কাজ করছ কারণ তুমি পার্টি কংগ্রেসের "যান্ত্রিক" সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে ওকালতি করছ এবং আমার কমিটিতে গৃহীত হওয়ার ইচ্ছাকে আমল দিচ্ছ না; তুমি একজন স্বৈরাচারী কারণ তুমি পুরানো ঘুঘুদের* হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে গররাজী' (লেনিন: **রচনাবলী**, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১০, ২৮৭)।

(৩) শ্রমিকশ্রেণীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের শ্রেণী-সংগঠন হিসেবে। পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র সংগঠন পার্টি নয়। শ্রমিকশ্রেণীর আরও অন্যান্য সংগঠন আছে যেগুলি ছাড়া পুঁজির বিরুদ্ধে একটি সফল সংগ্রাম পরিচালনায় তা অক্ষম, যথা: ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় প্রতিষ্ঠান, কারখানা সংগঠন, সংসদীয় গোষ্ঠী, পার্টি-বহির্ভূত মহিলাদের সমিতি, সংবাদপত্র, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, যুব লীগ, বিপ্লবী লড়াকু সংগঠন (প্রকাশ্য বিপ্লবী কার্যক্রমের সময়ে)। রাষ্ট্রীয় সংগঠন হিসেবে ডেপুটিদের সোভিয়েত (শ্রমিকশ্রেণী যদি ক্ষমতায় থাকে) প্রভৃতি। এইসব সংগঠনের অধিকাংশই হল পার্টির বাইরের, মাত্র কয়েকটিই প্রত্যক্ষভাবে পার্টির সঙ্গে যুক্ত বা তার থেকে নির্গত প্রশাখাবৎ। এই সবকটি সংগঠনই কিছু কিছু পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে চূড়ান্ত প্রয়োজনীয় কারণ এগুলি ছাড়া সংগ্রামের বিচিত্রমুখী ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-অবস্থানকে পার্টির পক্ষে সংগঠিত করা অসম্ভব; কারণ এগুলি ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীকে এমন একটি শক্তিতে ইস্পাতদৃঢ় করে তোলা অসম্ভব যার লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিয়ে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অপসারণ। কিন্তু সংগঠনের এই বাহুল্য রেখে একক নেতৃত্বের প্রয়োগ হবে কি উপায়ে? এই অসংখ্য সংগঠনের ফলে যে বিভিন্নমুখী নেতৃত্বের উদ্ভব হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? বলা যেতে পারে যে

*'ঘুঘু' বলা হয়েছে অ্যাক্সেলরড, মার্তভ, পোত্রেসভ ও অন্যান্যদের, তাঁরা দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মানেননি ও লেনিনকে একজন 'আমলা' বলে অভিযোগ করেছিলেন।—জে. স্তালিন।

এইসব সংগঠনের প্রত্যেকটিই নিজের নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে তার নিজের নিজের কাজ চালিয়ে থাকে, আর সেইজন্য এই সংগঠনগুলির কেউই কাউকে বাধা দেয় না। এটা অবশ্যই সত্য। কিন্তু এটাও সত্য যে এইসব সংগঠনেরই উচিত এক পথে কাজ চালানো কারণ তারা একটি শ্রেণীরই সেবা করে, সে শ্রেণী হল সর্বহারাদের। এক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে : কে সেই কর্মপন্থাকে, সেই সাধারণ গতিপথকে নির্ণয় করবে যার মাধ্যমে এইসব সংগঠনের কাজ নির্বাহ হবে? কোথায় সেই কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা থাকার দরুণ যা এমন একটি সাধারণ কর্মপন্থা প্রণয়নে সক্ষম আর তদুপরি যথেষ্ট মর্যাদা থাকার দরুণ এইসব সংগঠনকে এই কর্মপন্থা গ্রহণে অনুপ্রাণিতও করতে পারে যাতে নেতৃত্বের ঐক্য অর্জন করা যায় ও সংঘাতকে করা যায় অসম্ভব?

সেই সংগঠনই হল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি।

পার্টি এই সমস্ত প্রয়োজনীয় যোগ্যতারই অধিকারী কারণ প্রথমতঃ তা শ্রমিকশ্রেণীর সেই সর্বোত্তম ব্যক্তিদের সমাবেশ-কেন্দ্র যাদের সঙ্গে সর্বহারাদের পার্টি-বহিভূত সংগঠনগুলির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে এবং প্রায়ই যারা সেগুলিকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে; দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর সর্বোত্তম ব্যক্তিদের সমাবেশ-কেন্দ্র হিসেবে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর এমন সব নেতাদের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ-বিদ্যালয় যারা তাদের শ্রেণীর সব ধরনের সংগঠনকে পরিচালনায় সক্ষম; তৃতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ-বিদ্যালয় হিসেবে পার্টি তার অভিজ্ঞতা ও মর্যাদার দরুণ এমন একমাত্র সংগঠন যা সর্বহারার সংগ্রামের নেতৃত্বকে কেন্দ্রীভূত করতে ও তার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যেকটি অ-পার্টি সংগঠনকে এক সহায়ক সংগঠনে এবং শ্রেণীর সঙ্গে পার্টির সংযোগ রচনাকারী এক সংবাহী বলয়ে পরিণত করতে সক্ষম।

পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের শ্রেণী-সংগঠন।

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে পার্টি-বহির্ভূত সংগঠনগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে পার্টি-নেতৃত্বের কাছে সরকারীভাবে বশংবদ থাকতে হবে। এর অর্থ শুধু এই যে পার্টির যেসব সদস্য এই সংগঠনগুলির অন্তর্ভুক্ত এবং যেখানে নিঃসংশয়ে প্রভাবশালী তাদের সকল প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে যাতে এই পার্টি-বহির্ভূত সংগঠনগুলিকে সেগুলির কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নিকটতর করার জন্য ও তার নেতৃত্বকে স্বেচ্ছায় বরণ করার জন্য তারা অনুপ্রাণিত করতে পারে।

সেই কারণেই লেনিন বলেছেন যে পার্টি হল 'শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ', তার নেতৃত্বকে শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য ধরনের সকল সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করতে হবে (লেনিন : **রচনাবলী**, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৯৪)।

আর সেই কারণেই পার্টি-বহির্ভূত সংগঠনগুলির 'স্বাতন্ত্র্য' ও 'নিরপেক্ষতা'-র সেই সুবিধাবাদী তত্ত্বটি যা পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন সাংবাদিকদের, সংসদের স্বাধীন সদস্যদের, সংকীর্ণমনা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ও উদাসীন উন্নাসিক সমবায় প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডাদের লালন করে থাকে তা লেনিনবাদের তত্ত্ব ও রূপায়ণের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

(৪) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একটি হাতিয়ার হিসেবে পার্টি। পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংগঠন। পার্টি হল শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে ও সেই শ্রেণীর সংগঠনগুলির মুখ্য চালিকাশক্তি। কিন্তু এর অর্থ কোনমতেই এরকম দাঁড়ায় না যে পার্টিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তি হিসেবে নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংগঠনই শুধু নয়, তা একই সঙ্গে একনায়কত্ব যখন পর্যন্ত অর্জিত হয়নি ততক্ষণ সেটি অর্জনের জন্য ও একনায়কত্ব যখন অর্জিত হয়ে গেছে তখন তা সংহত ও প্রসারিত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর হাতে একটি হাতিয়ার। পার্টি গুরুত্বের এত শীর্ষে আরোহণ করতে পারত না বা শ্রমিকশ্রেণীর অন্য সব ধরনের সংগঠনের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারত না যদি শ্রমিক-শ্রেণী ক্ষমতালাভের প্রশ্নের সম্মুখীন না হতো, সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতি, যুদ্ধের অনিবার্যতা ও একটি সংকটের অস্তিত্বের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সকল শক্তিকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করার, বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদের জন্য ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবী আন্দোলনের সকল সূত্রকে একটি স্থানে গ্রথিত করার প্রয়োজন দেখা না দিত। পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজন সর্ব-প্রথমে তার সেনাধ্যক্ষমণ্ডলী হিসেবে, সফল ক্ষমতা দখলের জন্য তাকে সেটি পেতেই হবে। এতে প্রমাণের অবকাশ সামান্যই যে, শ্রমিকশ্রেণীর গণ-সংগঠন-গুলিকে নিজের চতুষ্পার্শে সামিল করতে এবং সংগ্রামের অগ্রগতির সময় গোটা আন্দোলনের নেতৃত্বকে কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম এমন একটি পার্টি ছাড়া রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী তার বিপ্লবী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারত না।

কিন্তু একনায়কত্ব অর্জনের জন্যই শুধু পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজন নয়; তার সেটি দরকার আরও বেশি যাতে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ের উদ্দেশ্যে সেই

একনায়কত্বকে বজায় রাখা যায়, তাকে সংহত ও প্রসারিত করা যায়।

লেনিন বলেছেন যে, 'প্রায় সকলেই এখন নিশ্চয়ই বুঝবেন যে বলশেভিকদের পক্ষে আড়াই বছর দূরস্থান, আড়াই মাসও নিজেদেরকে ক্ষমতায় বজায় রাখা সম্ভব হতো না যদি আমাদের পার্টিতে কঠোরতম, সত্যকারের লৌহদৃঢ় শৃংখলা না থাকত, যদি সমগ্র ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর অর্থাৎ তার সকল চিন্তাশীল, সৎ, আত্মত্যাগী ও প্রভাবশালী সদস্য যাঁরা পশ্চাদ্পদ অংশকে নেতৃত্বদানে বা নিজেদের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম তাঁরা পার্টিকে পূর্ণতম অবিচল সমর্থন না দিতেন' (লেনিন: রচনাবলী, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩)।

এখন এই একনায়কত্বকে 'বজায়' রাখা ও 'প্রসারিত' করার অর্থ কি? এর অর্থ হল লক্ষ লক্ষ সর্বহারাকে শৃংখলা ও সংগঠনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা; এর অর্থ হল সর্বহারা জনগণের মধ্যে এক শক্তিশালী বন্ধন গড়ে তোলা এবং পেটি-বুর্জোয়া শক্তির ও পেটি বুর্জোয়া অভ্যাসের অবক্ষয়ী প্রভাবের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলা; এর অর্থ হল পেটি-বুর্জোয়া স্তরের লোকদের নতুন করে শিক্ষিত ও নতুন করে বিন্যস্ত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনী কাজকে জোরদার করা; এর অর্থ হল ব্যাপক শ্রমিকদেরকে সাহায্য করা যাতে তারা এমন একটি শক্তিতে গড়ে ওঠে যা শ্রেণীভেদকে অবলুপ্ত করতে ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম। কিন্তু আপন সংহতি ও শৃংখলায় শক্তিশালী একটি পার্টি ছাড়া এসব সম্পাদন করা অসম্ভব।

লেনিন বলেছেন যে, 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল পুরানো সমাজের শক্তি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত ও রক্তহীন, সহিংস ও শান্তিপূর্ণ, সামরিক ও অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক ও প্রশাসনিক এক দৃঢ় সংগ্রাম। লক্ষ লক্ষ মানুষের অভ্যাসের জোর হল অত্যন্ত প্রচণ্ড শক্তি। সংগ্রামের আগুনে পোড়-খাওয়া একটি পার্টি ছাড়া, নির্দিষ্ট শ্রেণীর সকল সৎ ব্যক্তির আস্থাভাজন একটি পার্টি ছাড়া, জনগণের মানসিকতা অনুধাবন ও প্রভাবিত করতে সক্ষম একটি পার্টি ছাড়া এরকম কোনও সংগ্রামের সকল পরিচালনা অসম্ভব' (লেনিন: রচনাবলী, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৯০)।

একনায়কত্ব অর্জন করা ও বজায় রাখার জন্যই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে প্রয়োজন। পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একটি হাতিয়ার।

কিন্তু এ থেকে এইটাই দাঁড়ায় যে শ্রেণীগুলি যখন অন্তর্হিত হয় এবং শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব উবে যায় পার্টিও তখন মুছে যায়।

(৫) **ইচ্ছাশক্তির ঐক্যের, উপদলের অস্তিত্বের সঙ্গে অসমঞ্জস ঐক্যের প্রতীক হিসেবে পার্টি।** আপন সংহতি ও লৌহদৃঢ় শৃংখলায় শক্তিশালী একটি পার্টি ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জন করা ও তা বজায় রাখা অসম্ভব। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির ঐক্য ছাড়া, পার্টির সকল সদস্যের কাজের মধ্যে পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত ঐক্য ছাড়া পার্টিতে লৌহদৃঢ় শৃংখলা অকল্পনীয়। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে পার্টিতে মতামতের বিরোধের সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। পক্ষান্তরে, পার্টির মধ্যে সমালোচনা ও মত-বিরোধকে লৌহদৃঢ় শৃংখলা উড়িয়ে তো দেয়ই না বরং তা আগাম ধরেই নিয়ে থাকে। এর অর্থ এরকম তো আদৌ হতে পারে না যে শৃংখলাটি হবে 'অন্ধ' আনুগত্য। বরং লৌহদৃঢ় শৃংখলা সচেতন ও স্বেচ্ছাভিত্তিক আনুগত্যকে বাদ দেয় না, তাকে আগামই ধরে নেয় কারণ একমাত্র সচেতন শৃংখলাই সত্যকারের লৌহদৃঢ় শৃংখলা হতে পারে। কিন্তু মতবিরোধ একবার শেষ হলে, সমালোচনা নিঃশেষ হলে এবং একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গেলে ইচ্ছাশক্তির ঐক্য আর সকল পার্টি-সদস্যের কাজের ঐক্যই হবে সেই প্রয়োজনীয় শর্ত যা ছাড়া পার্টি ঐক্য বা পার্টির ভেতরে লৌহদৃঢ় শৃংখলা কোনটাই কল্পনা করা যায় না।

লেনিন বলেছেন, 'তীব্র গৃহযুদ্ধের বর্তমানকালে কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্তব্য একমাত্র তখনই পালন করতে সক্ষম হয় যখন তা সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে সংগঠিত হয়, সামরিক শৃংখলার অনুরূপ লৌহদৃঢ় শৃংখলা তাতে বজায় থাকে এবং পার্টি-কেন্দ্রটি যদি এমন শক্তিমান ও কর্তৃত্বশালী হাতিয়ার হয় যা ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে ও পার্টি-সদস্যদের সার্বজনীন আস্থা ভোগ করে থাকে' (লেনিন: **রচনাবলী**, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ২৮২-৮৩)।

একনায়কত্ব অর্জনের প্রাক্কালীন সংগ্রামের পর্বে পার্টির আভ্যন্তর শৃংখলার প্রশ্নে অবস্থাটি হল এইরকম।

একনায়কত্ব অর্জিত হওয়ার পরেও পার্টির আভ্যন্তর শৃংখলা প্রসঙ্গে এই একই কথা আরও ব্যাপক মাত্রাতেই বলতে হবে।

লেনিন বলেছেন, 'শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির লৌহদৃঢ় শৃংখলাকে যে ব্যক্তি

দুর্বল করে (বিশেষতঃ তার একনায়কত্বের সময়পর্বে) সে-ই বাস্তবে শ্রমিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীকে মদৎ দেয়' (লেনিন: **রচনাবলী,** ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৯০)।

কিন্তু এ থেকে এইটাই দাঁড়ায় যে উপদলগুলির অস্তিত্ব পার্টির ঐক্যের বা তার লৌহদৃঢ় শৃংখলার কোনটারই অনুপন্থী নয়। এতে প্রমাণের প্রয়োজনই পড়ে না যে উপদলের অস্তিত্ব থেকে জন্ম নেয় অনেকগুলি কেন্দ্রের অস্তিত্ব আর অনেকগুলি কেন্দ্রের অস্তিত্বের অর্থ হল পার্টির মধ্যে এক সাধারণ কেন্দ্রের অনুপস্থিতি, ইচ্ছাশক্তির ঐক্যে ভাঙন, শৃংখলার দৌর্বল্য ও বিপর্যয়, একনায়কত্বের দৌর্বল্য ও বিপর্যয়। অবশ্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি যারা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ও শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতায় নিয়ে যাওয়ার কোনও ইচ্ছাই যাদের নেই তারা উপদলের স্বাধীনতার মতো উদার নীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারে কারণ লৌহদৃঢ় শৃংখলার কোনও প্রয়োজনই তাদের নেই। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি যাদের কাজের শর্তই হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জন ও সংহত করা তারা 'উদার' হতে বা উপদলগুলিকে স্বাধীনতা দিতে পারে না।

পার্টি ইচ্ছাশক্তির সেই ঐক্যকে প্রতিফলন করে যা পার্টির মধ্যে সকল উপদলীয় ও কর্তৃত্বের বিভাগকে পরিহার করে।

এই কারণেই 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সাফল্যের বুনিয়াদী শর্ত হিসেবে পার্টি ঐক্যের এবং শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর ইচ্ছাশক্তির ঐক্যকে বাস্তবে রূপায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে উপদলীয়তার বিপদ' সম্পর্কে লেনিন সতর্ক করে দিয়েছিলেন, 'পার্টি ঐক্য প্রসঙ্গে'[৩৩] আমাদের পার্টির দশম কংগ্রেসের বিশেষ প্রস্তাবটিতে এটি লিপিবদ্ধ আছে।

এই কারণেই 'পার্টি থেকে নিঃশর্ত ও অবিলম্বে বহিষ্কারের' মাধ্যমে 'সকল উপদলীয়তার পূর্ণ বিলুপ্তির' এবং 'বিভিন্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে যেসব গোষ্ঠীগুলি তৈরী হয়েছে বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সবকটির অবলুপ্তির' জন্য লেনিন দাবি করেছিলেন ('পার্টি ঐক্য প্রসঙ্গে' প্রস্তাবটি দ্রষ্টব্য)।

(৬) সুবিধাবাদী শক্তির হাত থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ করার মাধ্যমে পার্টি শক্তিশালী হয়। পার্টিতে উপদলীয়তার উৎস হল তার সুবিধাবাদী শক্তিগুলি। শ্রমিকশ্রেণী কোনও বিচ্ছিন্ন শ্রেণী নয়। পুঁজিবাদের বিকাশের দ্বারা নিয়ত শ্রমিকায়িত কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া এবং বুদ্ধিজীবীদের

অনুপ্রবেশে তা অবিরাম নবগঠিত হচ্ছে। একই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর মহল, প্রধানতঃ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও সংসদ সদস্যরা, যারা উপনিবেশগুলি থেকে আহৃত বুর্জোয়াদের অতি-মুনাফায় প্রতিপালিত হচ্ছে তারা এক অধঃপতনের পর্যায়ে চলেছে। লেনিন বলছেন যে, 'বুর্জোয়ায়িত শ্রমিকদের বা "অভিজাত শ্রমিকদের" এই স্তরটি যারা নিজেদের জীবনধারণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে, নিজেদের আয়ের আয়তনে এবং নিজেদের সামগ্রিক মানসিকতার ক্ষেত্রে উদাসীন উন্নাসিক, তারাই হল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রধান খুঁটি এবং আমাদের যুগে **বুর্জোয়া-শ্রেণীর** প্রধান **সামাজিক** (সামরিক নয়) **খুঁটি**। কারণ **শ্রমিকশ্রেণীর** আন্দোলনের ভেতর তারাই হল সত্যকারের **বুর্জোয়াশ্রেণীর দালাল**, পুঁজি-পতিশ্রেণীর শ্রমিক বরকন্দাজ···, সংস্কারবাদ আর জাতীয়তাবাদের সত্যকারের প্রবেশপথ' (লেনিন: **রচনাবলী**, ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ৭৭)।

যে কোনভাবেই হোক, এইসব পেটি-বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলি পার্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ও সেখানে দ্বিধার ও সুবিধাবাদের একটি ধারণাকে, অধঃপতনের ও অনিশ্চয়তার একটি মনোভাবকে প্রবর্তন করে। মুখ্যতঃ তারাই উপদলীয়তা ও বিপর্যয়ের উৎসকে, বিশৃংখলা ও পার্টির মধ্যে বিভেদের উৎসকে তৈরী করে থাকে। পশ্চাদ্‌ভূমিতে এই ধরনের 'মিত্রকে' নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ হল দুদিক থেকে, সামনে ও পেছনের দিক থেকে, আগুয়ান আগুনের মাঝখানে নিক্ষিপ্ত হওয়া। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের এক পূর্বশর্তই হল এইসব শক্তির বিরুদ্ধে নিষ্করুণ লড়াই, পার্টি থেকে তাদের বহিষ্কার।

পার্টির ভেতরেই মতাদর্শগত লড়াইয়ের মাধ্যমে সুবিধাবাদী শক্তিকে 'পরাজিত করার' তত্ত্ব, একটি একক পার্টির চৌহদ্দীর মধ্যেই এসব শক্তিকে 'নিষ্ক্রিয় করার' তত্ত্ব হল এমন এক পচা ও বিপজ্জনক তত্ত্ব যা পার্টিকে অকর্মণ্যতা ও ধারাবাহিক অক্ষমতায় আক্রান্ত করার হুমকি দেয়, হুমকি দেয় পার্টিকে সুবিধাবাদের শিকারে পরিণত করতে, শ্রমিকশ্রেণীকে একটি বিপ্লবী পার্টিবিহীন করার হুমকি দেয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে তার প্রধান হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত করারও হুমকি দেয়। আমাদের পার্টির সদস্যসারিতে যদি মার্তভ ও দান, পোত্রেসভ ও অ্যাক্সেলরডের মতো লোক থাকত তাহলে তা প্রশস্ত পথে এগিয়ে আসতে পারত না, তা ক্ষমতা দখল করতে ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়ক সংগঠিত করতে পারত না, পারত না গৃহযুদ্ধে বিজয়লাভ করতে। আমাদের

পার্টি যে আভ্যন্তর ঐক্য অর্জনে ও আপন সদস্যসারির মধ্যে অতুলনীয় সাযুজ্য রচনায় সফল হয়েছে তার প্রাথমিক কারণ এই যে তা সঠিক সময়ে নিজেকে সুবিধাবাদী দূষণ থেকে বিশুদ্ধ করতে পেরেছিল, বিলুপ্তিবাদী আর মেনশেভিক-দের থেকে নিজের সদস্যদের মুক্ত করতে পেরেছিল। সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদী, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক-জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী ভণ্ড দেশপ্রেমিক আর সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী শ্রেণী-শান্তি কর্মীদের বহিষ্কার করে দিয়ে নিজেদেরকে বিশুদ্ধ রাখার মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলি বিকশিত হয়ে ওঠে ও শক্তিশালী হয়।

সুবিধাবাদী শক্তিকে বহিষ্কার করে নিজেকে বিশুদ্ধ রাখার মাধ্যমেই পার্টি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

লেনিন বলেছেন যে, 'সংস্কারবাদীদের, মেনশেভিকদের আমাদের সদস্য-সারিতে রেখে দিলে সর্বহারা-বিপ্লবে জয়লাভ **অসম্ভব, অসম্ভব** তা রক্ষা করাও। এটা তত্ত্বগতভাবে নিশ্চিত এবং রাশিয়া ও হাঙ্গেরী উভয়ের অভিজ্ঞতার নিরিখেই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।...রাশিয়াতে এমন **অনেক সময়** এসেছে যখন আমাদের পার্টিতে যদি মেনশেভিক, সংস্কারবাদী ও পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা থাকত তাহলে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা **একেবারে সুনিশ্চিত** উৎখাত হয়ে যেত।...সাধারণতঃ স্বীকার করা হয় যে ইতালীতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে চূড়ান্ত লড়াই আসন্ন। এরকম একটি সময়ে পার্টি থেকে শুধু মেনশেভিক, সংস্কারবাদী ও তুরাতিপন্থীদের হঠানোই চূড়ান্ত আবশ্যক নয়, এই একই সঙ্গে সেই চমৎকার কমিউনিস্টদেরও সকল দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারণ করা আরও প্রয়োজন হবে যারা দোদুল্যমান চরিত্রের হয়ে থাকে এবং সংস্কারবাদীদের সঙ্গে 'ঐক্য' রচনার দিকে ঝুঁকবার প্রবণতা প্রকাশ করে থাকে।...বিপ্লবের ঠিক পূর্বে একটি সময়ে যখন তার জয়ের জন্য প্রচণ্ডতম লড়াই পরিচালিত হচ্ছে তখন পার্টির সারিতে বিন্দুমাত্র দোদুল্য-মানতাও **সবকিছুকে নস্যাৎ** করে দিতে পারে, বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দিতে পারে ও শ্রমিকশ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারে; কারণ ঐ ক্ষমতা তখনো পর্যন্ত সংহত হয়ে ওঠেনি, তার ওপর আঘাত তখনো খুবই প্রচণ্ড চলছে। এমন এক সময়ে দোদুল্যমান নেতাদের অপসারণ পার্টি, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও বিপ্লবকে দুর্বল করে না বরং সেগুলিকে

শক্তিশালীই করে থাকে' (লেনিন: রচনাবলী, ২৫তম খণ্ড, পৃ: ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪)।

৯। কাজের রীতি

আমি সাহিত্যিক রীতির কথা উল্লেখ করছি না। বলতে চাইছি কাজের রীতির কথা, লেনিনবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগে সেই বিশেষ, নির্দিষ্ট গুণের কথা যা লেনিনবাদী কর্মীর এক বিশেষ ধাঁচ গড়ে তোলে। লেনিনবাদ হল তত্ত্ব ও ব্যবহারিক প্রয়োগের এমন একটি বিদ্যালয় যা বিশেষ ধাঁচের পার্টি ও সরকারী কর্মীকে প্রশিক্ষিত করে তোলে, কাজের ক্ষেত্রে গড়ে তোলে এক বিশেষ লেনিনীয় পদ্ধতি।

এই রীতির চারিত্রিক লক্ষণ কি কি? কিই-বা এর বিশেষত্বগুলি?

এর দুটি বিশেষ লক্ষণ আছে:

(ক) রুশীয় বিপ্লবী গতিবেগ, এবং

(খ) মার্কিনী কুশলতা।

পার্টির ও রাষ্ট্রের কাজের ক্ষেত্রে এই দুটি বিশেষ লক্ষণের সংযুক্তির মধ্যেই লেনিনবাদের রীতি নিহিত আছে।

রুশীয় বিপ্লবী গতিবেগ হল জড়তা, গতানুগতিক নিয়ম, রক্ষণশীলতা, মানসিক স্থবিরতা ও পুরানো অভ্যাসের কাছে দাসসুলভ আত্মসমর্পণের প্রতিষেধক। রুশীয় বিপ্লবী গতিবেগ হল সেই প্রাণদায়ী শক্তি যা চিন্তাকে উজ্জীবিত করে, সবকিছুকে এগিয়ে নিয়ে যায়, প্রাচীনকে ভাঙে আর নতুন সুযোগ করে উন্মুক্ত। এ ছাড়া কোনও অগ্রগতিই সম্ভব নয়।

'কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই রুশীয় বিপ্লবী গতিবেগের পুরোপুরি সম্ভাবনা আছে ফাঁকা 'বিপ্লবী' আত্মসন্তুষ্টিতে অধঃপতিত হওয়ার যদি না তা কাজের ক্ষেত্রে মার্কিনী কুশলতার সঙ্গে গ্রথিত হয়। এই ধরনের অধঃপতনের উদাহরণ অনেক। কেবল হুকুমের জোরেই সবকিছু ঠিক করা যায়, পুনর্বিন্যস্ত করা যায় এ ধরনের বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত 'বিপ্লবী' গোঁজামিল উদ্ভাবন ও 'বিপ্লবী' পরিকল্পনা প্রণয়নের রোগের কথা কে না জানে? আই. ইরেনবুর্গ নামক জনৈক রুশ লেখক তাঁর সাচ্চা কমিউনিস্ট মানুষ গল্পে এই রোগে আক্রান্ত একজন 'বলশেভিকের' চরিত্র এঁকেছেন যে আদর্শ নিখুঁত মানুষের একটি ফর্মুলা খুঁজে পাওয়ার কাজে নিজেকে নিবদ্ধ করেছিল…সে এই 'কাজে' একেবারে

'ডুবেই' গেছিল। গল্পটির মধ্যে বেশ অতিরঞ্জন থাকলেও এতে নিশ্চয়ই রোগটির সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু আমার মতে লেনিন ছাড়া আর কেউই এই রোগে যারা,আক্রান্ত তাদের এত নির্মম ও তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেননি। গোঁজামিল দেওয়া আর হুকুম জারী করার ওপর এই বিকৃত বিশ্বাসকে লেনিন 'কমিউনিস্টের অসার আত্মশ্লাঘা' বলে নিন্দা করেছিলেন।

লেনিন বলেছেন যে, 'কমিউনিস্টের অসার আত্মশ্লাঘার অর্থ হল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কোনও ব্যক্তি যে এখনো পর্যন্ত পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়নি সে ভেবে থাকে যে সে তার সব সমস্যাই বুঝি কমিউনিস্ট হুকুম জারী করে সমাধান করতে পারে' (লেনিন : **রচনাবলী**, ২৭তম খণ্ড, পৃঃ ৫০-৫১)।

লেনিন ফাঁকা 'বিপ্লবী' বুলি আওড়ানোর সঙ্গে সাধারণতঃ সাদামাটা প্রাত্যহিক কাজের তুলনা করতেন এবং এইভাবে জোর দিয়ে দেখাতেন যে 'বিপ্লবী' গোঁজামিল দেওয়া হল সত্যকারের লেনিনবাদের আদর্শ ও বক্তব্যের পরিপন্থী।

লেনিন বলেছেন, 'বাক্যালঙ্কার কমাও, বাড়াও **রোজকার**, সরলতর কাজকর্ম...।'

'রাজনৈতিক আতসবাজী কমাতে হবে এবং আরও বেশি নজর দিতে হবে সবচেয়ে সাদাসিধে কিন্তু একান্ত জরুরী...কমিউনিস্ট গঠনকর্মের তথ্যের ওপর...' (লেনিন : **রচনাবলী**, ২৪তম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩, ৩৩৫)।

অপরদিকে, মার্কিনী কুশলতা হল 'বিপ্লবী' আত্মসন্তুষ্টিবাদ ও অলীক গোঁজামিল দেওয়ার অভ্যাসের প্রতিষেধক। মার্কিনী কুশলতা এমন অদম্য শক্তি যা বাধাবিপত্তি কাকে বলে জানে না, তার পরোয়াও করে না; তা ব্যবসায়িক অধ্যবসায়ে সব বিপত্তি ঝেঁটিয়ে তাড়ায়; ছোট কাজ হলেও একটা কাজ শুরু করলে সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা চালিয়েই যায়; আর তাকে বাদ দিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ গঠনাত্মক কাজ অকল্পনীয়।

কিন্তু মার্কিনী কুশলতার সব সম্ভাবনাই রয়েছে সংকীর্ণ ও নীতিহীন কার্যকরিতাবাদে অধঃপতিত হওয়ার যদি তাকে রুশীয় বিপ্লবী গতিবেগের সঙ্গে সংযুক্ত না করা হয়। সেই সংকীর্ণ প্রয়োগবাদ আর নীতিহীন কার্যকরীবাদের কথা কে না জানে যা প্রায়শঃই কিছু 'বলশেভিকের' অধঃপতন ঘটিয়েছে ও তাদেরকে বিপ্লবের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করেছে? এই বিশেষ রোগটির ছবি

আমরা দেখতে পাই বি. পিল্‌নিয়াকের লেখা বন্ধ্যা বছরটি নামে গল্পটিতে যেখানে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও ব্যবহারিক দৃঢ়তাসম্পন্ন এমন্ন সব রুশ 'বলশেভিকের' চরিত্র চিত্রিত হয়েছে যারা খুব 'উৎসাহ নিয়ে কাজ করে', কিন্তু তাদের কোনও দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না, জানা থাকে না 'কিসের জন্য এসব চলছে', আর সেইজন্যই বিপ্লবী কাজের পথ থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে যায়। লেনিনের মতো আর কেউই এত তীক্ষ্ণভাবে এই কার্যকরিতাবাদের রোগকে বিদ্রূপ করেননি। তিনি একে 'সংকীর্ণমনা প্রয়োগবাদ' ও 'বুদ্ধিবর্জিত কার্যকরিতাবাদ' বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি সাধারণতঃ এর সঙ্গে একান্ত জরুরী বিপ্লবী কাজের এবং আমাদের সকল প্রাত্যহিক কাজের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবী পরিপ্রেক্ষিত থাকার আবশ্যকতার তুলনা করতেন, এইভাবেই জোর দিয়ে দেখাতেন যে 'বিপ্লবী' গোঁজামিল দেবার মতো এই নীতিহীন কার্যকরিতাবাদও সত্যকারের লেনিনবাদের পরিপন্থী।

পার্টি ও রাষ্ট্রের কাজের ক্ষেত্রে লেনিনবাদের নির্যাসই হল রুশীয় বিপ্লবী গতিবেগের সঙ্গে মার্কিনী কুশলতার সমন্বয় রচনা।

একমাত্র এই সমন্বয়ই পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের লেনিনবাদী কর্মীকে, কাজের ক্ষেত্রে লেনিনবাদী রীতিকে তৈরী করতে পারে।

প্রাভদা, সংখ্যা ৯৬, ৯৭, ১০৩, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১১
২৬ ও ৩০শে এপ্রিল
৯, ১১, ১৪, ১৫ এবং ১৮ই মে, ১৯২৪

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র
ত্রয়োদশ কংগ্রেস[৩৪]

২৩-৩১শে মে, ১৯২৪

প্রাভদা, সংখ্যা, ১১৮ ও ১১৯
২৭ ও ২৮শে মে, ১৯২৪

কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্ট

২৪শে মে

কমরেডস্‌, গত বছরের মধ্যে দেশের ভিতর এবং পার্টিকে ঘিরে সাধারণ পরিবেশটা যেভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে করে তাকে বর্ণনা করা যেতে পারে অনুকূল বলে। মূল ঘটনাগুলি হল : আর্থিক উন্নতি, সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বর্ধিত কর্মতৎপরতা, পার্টির মধ্যে বলিষ্ঠতর অবস্থা।

মোটামুটিভাবে প্রশ্নটা হল, পার্টি তার চারিদিকের গণ-সংগঠনগুলির ভেতর প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে সারা বছর ধরে এই পরিবেশের সদ্ব্যবহার করতে কতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য হয়েছে; এর পার্টি-সভ্যদের গঠন, সাধারণতঃ এর ক্রিয়া-কলাপের, রেজিস্ট্রিকরণের, দায়িত্বশীল কর্মীদের কাজে নিয়োগ ব্যবস্থা ও পদোন্নয়নের উন্নতিবিধান করতে কতদূর পর্যন্ত সাফল্যলাভ করেছে; এবং সর্বশেষে পার্টি কতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য হয়েছে এর সংগঠনগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি সাধন করতে।

এ থেকে আটটি বিচার্য বিষয় এসে যাচ্ছে, যেগুলি নিয়ে আলোচনা করতে আমি ইচ্ছে করি :

(ক) যে গণ-সংগঠনগুলি চারিদিক থেকে পার্টিকে ঘিরে আছে এবং শ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে সেগুলির প্রকৃত হালচাল এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের ভেতর কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধি;

(খ) রাষ্ট্রযন্ত্রের অবস্থা—গণ-কমিশার সংসদসমূহ এবং ব্যবসায়ী-হিসেব রক্ষণ ভিত্তিতে সক্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলি—এবং নিম্নতর সোভিয়েত শাসনযন্ত্রের ও এই ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট প্রভাবের ক্রমোন্নতি;

(গ) পার্টির গঠন-পদ্ধতি এবং লেনিনের স্মৃতিতে সভ্য সংগ্রহ অভিযান;

(ঘ) পার্টির প্রধান প্রধান দলীয় সংস্থাগুলির গঠন-পদ্ধতি; পার্টি ক্যাডার এবং পার্টির মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণ সম্প্রদায়;

(ঙ) আন্দোলন ও প্রচারক্ষেত্রে পার্টির কাজকর্ম; গ্রামাঞ্চলে কাজকর্ম;

(চ) দলীয় এবং দল-বহির্ভূত কর্মীদের রেজিস্ট্রিকরণ, বিলি ব্যবস্থা এবং দায়িত্বশীল কর্মীদের পদোন্নয়নে পার্টির কাজ;

(ছ) আভ্যন্তরীণ পার্টি জীবন ;

(জ) উপসংহার।

আমাকে অনেক সংখ্যাতত্ত্বের উল্লেখ করতে হবে, কেননা সেগুলি ছাড়া রিপোর্টটা হবে অসম্পূর্ণ এবং অসন্তোষজনক। কিন্তু এ শর্তও আমি অবশ্য করে রাখব যে, তাদের যথার্থতার ওপর আমার আদৌ কোন আস্থা নেই, কারণ আমাদের পরিসংখ্যান মানোপযোগী নয়, যেহেতু সব সোভিয়েত পরিসংখ্যানবিদ্, দুর্ভাগ্যবশতঃ, প্রাথমিক বৃত্তিমূলক গর্ব পোষণ করেন না।

এই প্রয়োজনীয় শর্তে আমি সংখ্যাতত্ত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

১। পার্টিকে শ্রেণীর সঙ্গে সংযোগকারী গণ-সংগঠনসমূহ

(ক) ট্রেড ইউনিয়নগুলি। পরিসাংখ্যিক বিবরণ অনুসারে গত বছর ট্রেড ইউনিয়ন সভ্যসংখ্যা ছিল ৪৮,০০,০০০। এ বছর ৫০,০০,০০০। সংখ্যা বৃদ্ধিতে কোন সন্দেহ নেই। বারোটি প্রধান শিল্প ইউনিয়নের আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন সভ্যসংখ্যা সমস্ত কর্মরত শ্রমিকের ৯২ শতাংশ। বুনিয়াদী শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন সভ্যসংখ্যা শ্রমিকশ্রেণীর ৯১-৯২ শতাংশ নিয়ে গঠিত। শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই হল অবস্থা।

কৃষিক্ষেত্রের চিত্রটা অপেক্ষাকৃত কম সন্তোষজনক, যেখানে রয়েছে অল্প-বিস্তর ৮,০০,০০০ কর্মী, এবং যেখানে, রাষ্ট্রায়ত্ত কর্মসংস্থানগুলির বাইরে নিযুক্ত কৃষি-কর্মীদের গণনার মধ্যে ধরা হলে, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন দাঁড়ায় ৩ শতাংশে।

ইউনিয়নগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের কাছে গুবের্নিয়ার সভাপতিগণ এবং আঞ্চলিক ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে। দ্বাদশ কংগ্রেসের সময়ে তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিরোধকালীন পার্টিসভ্য সংখ্যার অনুপাত ছিল শতকরা ৫৭-র বেশি; বর্তমান কংগ্রেসের সময় ৩৫ শতাংশ মাত্র। এটা একটা অবনমন, কিন্তু ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পরে যেসব ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি পার্টিতে যোগদান করেছিলেন তাঁদের আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ব্যাখ্যা হল এই যে, ট্রেড ইউনিয়নের সভ্যপদ বেড়ে গেছে, গুপ্ত অবস্থাকালীন সভ্যসংখ্যা পর্যাপ্ত নয় এবং ক্যাডাররা হচ্ছে পার্টির অপেক্ষাকৃত নবীন উপাদানের দ্বারা

সম্প্রসারিত। এই সভাপতিদের ভিতর আনুপাতিক শ্রমিক সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৫ ভাগ; এখন এটা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬১ ভাগ। প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির সামাজিক গঠন-পদ্ধতির উন্নতি হয়েছে।

(খ) সমবায়সমূহ। অন্য যে-কোন ক্ষেত্র অপেক্ষা এই ক্ষেত্রের সংখ্যাগুলি বিভ্রান্তিকর এবং কোন আস্থা সঞ্চার করে না। গত বৎসর ক্রেতা সমবায়গুলির ছিল প্রায় ৫০,০০,০০০ সভ্য। এই বৎসর সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৭০,০০,০০০-এর কাছাকাছি। ঈশ্বর প্রতিদিনই আমাদের একটি করে নতুন বৎসর দিন, কিন্তু আমার এইসব পরিসংখ্যানে কোন আস্থা নেই, কারণ ক্রেতা সমবায় সমিতিগুলি এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছামূলক সদস্যকরণের দিকে যায়নি, এবং নিঃসন্দেহে অনেক 'মৃত আত্মা' এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে, গত বৎসর কৃষি সমবায়গুলির সভ্য ছিল ২০,০০,০০০ (যদিও সেল্স্কোসোয়ুজ থেকে গত বছরে পাওয়া আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে সভ্যসংখ্যা দেওয়া হয়েছে ৪০,০০,০০০)। এ বৎসর সেগুলির সদস্য ১৫,০০,০০০। কৃষি সমবায়গুলির সদস্য-সংখ্যা যে হ্রাস পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। গত বৎসর কেন্দ্রীয় ক্রেতা সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে পার্টি-সদস্য সংখ্যা ছিল শতকরা ৮৭—বর্তমানে ৮৬ শতাংশ—এটা একটা অবনমন। গুবেনিয়া এবং জেলা সমবায় ইউনিয়ন সম্বন্ধে বলতে হয়, গত বৎসরের সংখ্যা শতকরা ৬৮ আর এই বৎসর শতকরা ৮৬—এটা পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি। যাই হোক, আমরা যদি, 'মুখ্য' প্রতিষ্ঠানগুলি নয়, পক্ষান্তরে যারা যথার্থ নেতা সেই দায়িত্বশীল শ্রমজীবীদের নিয়ে পরীক্ষা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, সমস্ত দায়িত্বশীল শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের আনুপাতিক সংখ্যা মাত্র শতকরা ২৬। আমার বিশ্বাস এই সংখ্যাটাই বাস্তবের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। গত বৎসর কৃষি সমবায় আন্দোলনের প্রধান সংস্থাগুলিতে পার্টি-সদস্যপদ ছিল শতকরা ৪৬, এ বৎসর ৫৫। কিন্তু, বিষয়টা আর একটু গভীর-ভাবে তলিয়ে দেখলে এবং দায়িত্বশীল নেতাদের ধরে নিলে দেখা যাবে যে, শতকরা মাত্র ১৩ জন কমিউনিস্ট।

এমনি করেই আমাদের পরিসংখ্যানবিদ্‌রা সদরটা, বাইরের দিকটা দেন সাজিয়ে-গুছিয়ে, আর ভেতরের দিকটা রাখেন গোপন করে।

(গ) ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ। গত বৎসর লীগের সদস্য ও প্রার্থী-সদস্য ছিল ৩,১৭,০০০ (যদিও রু.যু.ক.লী-এর কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্যের

স্বাক্ষরিত গত বছরের যে পরিসংখ্যান আমার কাছে রয়েছে তাতে সদস্যপদ দেওয়া আছে ৪,০০,০০০); এ বছরের সংখ্যা হল ৫,৭০,০০০। যদিও সংখ্যা-গুলি কিছুটা গোলমেলে, প্রতিষ্ঠানটার ক্রমোন্নতি কিন্তু সন্দেহের অতীত। গত বছর ক.যু.ক.লী-এ শ্রমিকদের আনুপাতিক হার ছিল ৩৪, এ বছরে ৪১; গত বছরে কৃষকদের আনুপাতিক হার ছিল ৪২, আর এ বছর ৪০। গত বছর কারখানা শিক্ষণ শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫০,০০০, এ বছর ৪৭,০০০। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগে রু.ক.পা. (ব)-এর সদস্যদের অনুপাত গত বছর ছিল শতকরা প্রায় ১০, আর এ বছর তা হল শতকরা ১১। এক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে অগ্রগতি হয়েছে।

(ঘ) নারী শ্রমিক ও কৃষক মহিলা প্রতিষ্ঠানসমূহ। এই ক্ষেত্রের মূল সংগঠন হচ্ছে প্রতিনিধি-সভা। যত গোলমেলে সংখ্যা এইখানে, কিন্তু, সতর্ক বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, গত বছর শহরগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধি ছিলেন ৩৭,০০০, পক্ষান্তরে এ বছর কিছুটা বেশি—৪৬,০০০। গ্রামগুলিতে, যেখানে গত বছর ছিলেন ৫৮,০০০ প্রতিনিধি, সেখানে এ বছর হল ১,০০,০০০। এই প্রতিনিধিরা যাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, সেই নারী শ্রমিক ও কৃষক মহিলা-দের মোট সংখ্যা সম্বন্ধে একটা সঠিক গণনার মতো কোন কিছু সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি।

সোভিয়েত ও পার্টির কাজে নারী শ্রমিক আর কৃষক মহিলাদের টেনে আনার বিশেষ গুরুত্ব থাকার জন্যে, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি, সোভিয়েতগুলি, গুবের্নিয়া ও উয়েজ্‌দ্‌ পার্টি কমিটিগুলিতে তাদের শতকরা হারে অংশগ্রহণটাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাটা অনাবশ্যক হবে না। গত বছর গ্রাম সোভিয়েত-গুলিতে মহিলাদের অনুপাত ছিল এক শতাংশের কাছাকাছি (শোচনীয়ভাবে সামান্য)। এ বছর এটা শতকরা ২·৯ (এও অতি সামান্যই), তা হলেও একটা সুনিশ্চিত বৃদ্ধি হয়েছে। ভোলস্ত সোভিয়েতের কর্মপরিষদগুলিতে গত বছর শতকরা হার ছিল ০·৩, আর এ বছর ০·৫; একটা অকিঞ্চিংকর বৃদ্ধি—উল্লেখেরও অযোগ্য। উয়েজ্‌দ্‌ সোভিয়েতগুলির কর্মপরিষদগুলিতে গত বছর মহিলাদের হার ছিল প্রায় ২ শতাংশ, আর এ বছর দুই শতাংশের সামান্য কিছু বেশি (আমার সংখ্যাগুলি রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের জন্য; সমস্ত প্রজাতন্ত্রের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই)। রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রে গুবের্নিয়া সোভিয়েতগুলির কর্মপরিষদসমূহের জন্য পরিমাণ হচ্ছে: গত বছর

ছুই শতাংশের ওপর, আর এ বছর তিন শতাংশের ওপর। এ বছর ট্রেড-ইউনিয়ন সদস্যপদের ২৬ শতাংশ (গত বছরের কোন হিসেব পাওয়া যায়নি), ফ্যাক্টরী ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিগুলির সদস্যপদের ১৪ শতাংশ, বিভিন্ন ইউ-নিয়নের গুবের্নিয়া কমিটিগুলিতে ৬ শতাংশ, এবং ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি-গুলিতে ৪ শতাংশের উপর পূরণ করেছে মহিলারা। পার্টিতে মহিলা সভ্যদের আনুপাতিক হার গত বছর ছিল মোটামুটিভাবে ৮ শতাংশ, আর এ বছর প্রায় ৯ শতাংশ। গত বছর প্রার্থী-সভ্যদের ভেতর মহিলাদের অনুপাত ছিল ৯ শতাংশের কাছাকাছি, এখন হল প্রায় ১১ শতাংশ। এই সমস্ত সংখ্যানই লেনিনের স্মৃতিতে সভ্য সংগ্রহ অভিযানের পূর্বেকার অবস্থা সম্পর্কিত। ত্রয়োদশ কংগ্রেসের সময় গুবের্নিয়া পার্টি কমিটিগুলির সদস্যপদের ৩ শতাংশ আর উয়েজ্‌দ্‌ কমিটিগুলির প্রায় ৬ শতাংশ নারীরা পুষিয়ে দেয়। প্রধান মহিলা সংগঠনগুলি, প্রতিনিধি সমাবেশগুলিতে কমিউনিস্টদের শতকরা হার ১০ থেকে ৮-এ নেমে গিয়েছে, অধোগতির কারণ হল নির্দলীয় প্রতিনিধি সংখ্যার বৃদ্ধি। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যার অর্ধেক—নারী—একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, অথবা সোভিয়েত ও পার্টি ব্যাপারের প্রধান সড়ক থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

(ঙ) **সেনাবাহিনী।** সেনাবাহিনীতে, সমর বিদ্যালয়গুলিতে এবং নৌবাহিনীতে কমিউনিস্টদের মোট সংখ্যা ৬১,০০০ থেকে হ্রাস পেয়ে ৫২,০০০-এ দাঁড়িয়েছে। এটা একটা ত্রুটি, যা অবশ্যই দূর করতে হবে। একই সময়ে নেতৃত্বদায়ী কর্মিবৃন্দের ভেতর পার্টি সদস্যসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। দ্বাদশ কংগ্রেসের সময় কর্তৃত্বকারী কর্মিবৃন্দের ১৩ শতাংশ ছিল কমিউনিস্ট; বর্তমানে সংখ্যাটা হচ্ছে ১৮ শতাংশ। সৈন্যবাহিনীতে কমিউনিস্টদের পার্টি অবস্থিতির তথ্য কৌতূহলোদ্দীপক। গোপন আন্দোলনের পর্যায়কালে সৈন্যবাহিনীতে ৫২,০০০ কমিউনিস্টের ভেতর পার্টিতে যোগদান করেছিলেন ০·৯ শতাংশ—এমনকি ১ শতাংশও নয়; ফেব্রুয়ারির পরে ও অক্টোবর ১৯১৭ পর্যন্ত ৩ শতাংশের একটু বেশি যোগ দিয়েছিলেন, ১১ শতাংশ যোগ দিয়েছিলেন ১৯১৯-এর আগে, ২২ শতাংশ ১৯১৯-এ, ২৩ শতাংশ ১৯২০ সালে, আর ১৯২১-২৩-এ ২০ শতাংশ। এ থেকে আপনারা দেখতে পাবেন যে, একচেটিয়াভাবে না হলেও, প্রধানতঃ, পার্টির তরুণ অংশ সেনাবাহিনীতে পার্টির কাজ চালাচ্ছেন।

(চ) **স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠানসমূহ।** গত

বৎসরের একটা উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ হচ্ছে একটা নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব—স্বতঃপ্রবৃত্ত জনগণ প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠানসমূহ—বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত চক্র ও সমিতিগুলি, ক্রীড়া সংঘ, সহায়ক সমিতি, শ্রমিক ও কৃষক সংবাদদাতাদের প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। এই সংস্থাগুলির মোট সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে, এবং এটা লক্ষণীয় যে, কেবলমাত্র সোভিয়েত শক্তির প্রতি সহানুভূতিশীলই নয়, অধিকন্তু কতকগুলি বিরোধী প্রতিষ্ঠানও এদের অন্তর্ভুক্ত। ক. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণ প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠান-গুলির মোট সংখ্যা গত বছরের ৭৮-৮০ থেকে বেড়ে গিয়ে এ-বছর ৩০০-এরও বেশি হয়েছে। শরীর চর্চা প্রতিষ্ঠানকে ক. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ধরা হলে, এর সদস্য ছিল গত বছর ১,২৬,০০০, আর এ-বছর ৩,৭৫,০০০। এর সামাজিক গঠন হল: গত বছর ৩৫ শতাংশ শ্রমিক, এখন ৪২ শতাংশ। কার-খানাগুলির ভেতরের ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি আর ক্লাবগুলির চতুর্দিকে এবং গ্রামগুলিতে কৃষক পারস্পরিক সাহায্য কমিটিগুলির[৩৫] চতুর্দিকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রমিক ও কৃষক সংবাদ-দাতাদের প্রতিষ্ঠানগুলি, যাদের উদ্দেশ্য সর্বহারা জনসাধারণের মতামত প্রকাশের মাধ্যমরূপে কাজ করা। শ্রমিক সংবাদদাতাদের প্রতিষ্ঠানগুলি ২৫,০০০ সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে, কৃষক সংবাদদাতাদের সমিতির ৫,০০০ সদস্য। ক. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর এই প্রতিষ্ঠানগুলির গুবেনিয়া কার্যনির্বাহক-দের মধ্যে কমিউনিস্টদের অনুপাত গত বছরের ১৯ শতাংশ থেকে এ-বছর ২৯ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষে, উল্লেখ করা উচিত, গতকাল লেনিন সমাধি সৌধের[৩৬] সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল যে-একটি নতুন প্রতিষ্ঠান সেই ইয়ং পাইওনিয়ারের। আমাদের পরিসংখ্যান অনুসারে (যা, আমি পূর্বেই বলেছি, সর্বতোভাবে মানোপযোগী নয়) এর সদস্য ছিল গত জুনে ৭৫,০০০ আর এই এপ্রিলে ১,৬১,০০০-এর ওপরে। শিল্প গুবেনিয়াগুলিতে ইয়ং পাইওনিয়ারদের ৭১ শতাংশ শ্রমিকদের ছেলেমেয়ে, আর ৭ শতাংশ কৃষকদের ছেলেমেয়ে। জাতীয় অঞ্চলগুলিতে সদস্যপদের ৩০ শতাংশ হল শ্রমিকদের ছেলেমেয়ে; কৃষক গুবেনিয়াগুলিতে ৩৬ শতাংশ।

এই হল বৃহদায়তন গণ-প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা যা পার্টির চারিপাশে রয়েছে, আর পার্টিকে সংযুক্ত করছে শ্রেণীর সঙ্গে। মূলতঃ এইসব প্রতিষ্ঠানে পার্টির প্রভাব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধিলাভ করেছে।

২। রাষ্ট্রযন্ত্র

(ক) কর্মচারীদের সংখ্যা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গণ-কমিশার সংসদ প্রতিষ্ঠানগুলির, অর্থাৎ, যাদের খরচ জোগানো হয় রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে, গত বছর ছিল ১৫,০০,০০০-এর বেশি কর্মচারী, আর—যেমন জানতে পারা গিয়েছে—এ বছর ১২,০০,০০০। ৩,০০,০০০ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ব্যবসায় হিসেবরক্ষণ ভিত্তিতে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধরা হলে দেখা যায় যে, তাদের মোট কর্মচারী সংখ্যা প্রায় ২,০০,০০০ (গত বছরের কোন হিসেব পাওয়া যায়নি)। অন্য কথায়, রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারিবর্গ হ্রাস করে যে লাভ হয়েছিল তার বেশির ভাগই শোধবোধ হয়ে গেছে ব্যবসায় হিসেব-রক্ষণ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মিবৃন্দের বৃদ্ধি দ্বারা। কর্মিবৃন্দের অংশবিশেষ যে স্থানীয় বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং কাজে কাজেই, এই সংখ্যাগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এটা হল এই তথ্যটা বাদ দিয়েই। হিসেব-নিকেশের পর কর্মীদের মোট সংখ্যা একই রয়েছে, অথবা এমনকি বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর রয়েছে সমবায় কর্মচারিবর্গ—গত বছর ১,০৩,০০০, এ বছর ১,২৫,০০০—এটা একটা বৃদ্ধি; ট্রেড ইউনিয়ন কর্মচারিবর্গ—২৮,০০০ গত বছর, বর্তমানে ২৭,০০০; এবং পার্টি পরিচালন ব্যবস্থায় কর্মচারিবর্গ—গত বছর ২৬,০০০, বর্তমানে ২৩,০০০। স্থানীয় বাজেট থেকে প্রাপ্ত অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান-গুলির কর্মচারীদের গণনা না করে, সর্বসমেত এতে হল ১৫,৭৫,০০০। কাজেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সাধারণভাবে অফিসের, এবং বিশেষভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্মচারিবর্গ হ্রাস করায় উন্নতি হয়েছে বলে বিবরণ পেশ করার এখনো পর্যন্ত কোন সংগত কারণ ঘটেনি।

(খ) উচ্চতর কার্যনির্বাহী সংস্থাগুলিতে পার্টির বিন্যাস। ১৯২৩ সালে আমাদের উচ্চতর কার্যনির্বাহক সংস্থাগুলির সভ্যদের, কলেজিয়ামগুলির সদস্যদের, কেন্দ্রীয় বিভাগগুলির প্রধানদের এবং তাদের সহকারীদের (শ্রমশিল্প বাদ দিয়ে) ৮৩ শতাংশ পূরণ করেছিলেন কমিউনিস্টরা; এ বছর তার সংখ্যা হল ৮৬ শতাংশ। দুবছর আগের অবস্থার সঙ্গে তুলনায় কিছুটা উন্নতি নিঃসন্দেহে হয়েছে। প্রধান প্রধান সংস্থাগুলিতে শ্রমিকদের অনুপাত ছিল গত বছর ১৯ শতাংশ, এবং বর্তমানে ২১ শতাংশ। এটা বেশি কিছু নয়, তথাপি যেভাবেই হোক, সংখ্যাবৃদ্ধি একটা হয়েছে।

(গ) শ্রমশিল্প পরিচালকমণ্ডলীতে পার্টির গঠন। শিল্প পরিচালনা—

ট্রাস্ট, সিণ্ডিকেট এবং বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানগুলি—সম্পর্কিত চিত্রটি নিম্নরূপ : গত বছর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ট্রাস্টের সমগ্র পরিচালন ব্যবস্থায় কমিউনিস্টরা পূরণ করেছিলেন ৬ শতাংশের সামান্য কিছু বেশি, আর এ বছরের হিসেবে ১০ শতাংশের সামান্য কিছু বেশি। ট্রাস্ট, সিণ্ডিকেট এবং বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকমণ্ডলীতে গত বছরের সংখ্যা ছিল ৪৭ শতাংশের কিছু বেশি। বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকদের ভিতর গত বছর ছিলেন ৩১ শতাংশ কমিউনিস্ট, আর এ বছর ৬১ শতাংশ। রু.স.প্র.সো. যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাস্টগুলির সমগ্র পরিচালন ব্যবস্থায় সংখ্যাগুলি হল যথাক্রমে ৯.৫ এবং ১২ শতাংশের ওপর (১৩ শতাংশের কাছাকাছি), এবং রু.স.প্র.সো. যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাস্টগুলির প্রধান অংশগুলির ক্ষেত্রে ৩৭ এবং ৪৯ শতাংশ। সমগ্রভাবে সিণ্ডিকেটগুলির পরিচালনযন্ত্রের দরুণ সংখ্যাগুলি হল ৯ এবং ১০ শতাংশ, এবং তাদের কার্যনির্বাহকমণ্ডলীর দরুণ ৪২ এবং ৫৫ শতাংশ।

মোটের উপর, এ কথা বলা যেতে পারে যে, আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে, যদি কার্যনির্বাহী কর্মিবর্গকে ধরা যায়, কমিউনিস্টরা পূরণ করছেন প্রায় ৪৮-৫০ শতাংশ।

(ঘ) ব্যবসায় ও ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলিতে পার্টির বিন্যাস। একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে আমাদের ব্যবসায় ও ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলি, যা বর্তমান সন্ধিক্ষণে আমাদের সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থায় অসাধারণ গুরুত্বলাভ করেছে। আমাদের সমগ্র উন্নয়নের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আন্তর বাণিজ্যের গণ-কমিশার সংসদের কথাই উদাহরণ হিসেবে ধরুন না কেন। শেষ সংস্কার সাধনের পূর্বে এর কেন্দ্রীয় পরিচালনযন্ত্রের কার্যনির্বাহী কর্মিবর্গের মাত্র ৪ শতাংশ ছিলেন কমিউনিস্ট। বৈদেশিক বাণিজ্য গস্‌টর্গের* একটা অত্যাবশ্যক বিভাগের গণ-কমিশার সংসদকে ধরা হলে দেখা যায় যে, দায়িত্বশীল অফিসারদের ১৯ শতাংশ মাত্র কমিউনিস্ট, এবং তাঁরা যে ঠিক কোন্ ধরনের কমিউনিস্ট, এই ঘটনা থেকেই তা বিচার করা যেতে পারে যে, কেন্দ্রীয় গস্‌টর্গ দপ্তরগুলিতে কমিউনিস্টদের শতকরা ১০০ জনকে বিমুক্ত করা হয়েছে। (হাস্যধ্বনি।) আর একটি জরুরী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে খ্লেবোপ্রোডাক্ট,** আমাদের সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থায় যার ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই হল

* রাষ্ট্রীয় আমদানী-রপ্তানী প্রতিষ্ঠান।—অনুবাদক, ইং সং।

** শস্য ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠান।—অনুবাদক, ইং সং।

আমাদের সেখানকার চিত্র : কেন্দ্রীয় দপ্তর, স্থানীয় প্রতিনিধিবর্গ এবং তাদের প্রতিভূদের গণনা না করে, এর ৫৮টা শাখা দপ্তর সর্বসমেত ৯,৯০০ লোক নিয়োগ করে, যার ভেতর ৫·৯ শতাংশ হচ্ছে কমিউনিস্ট এবং ০·৭ শতাংশ ক. যু. ক. লীগের সভ্য, অবশিষ্টাংশ নির্দলীয়। প্রতিষ্ঠানটির কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতমভাবে সম্পর্কিত অংশগুলিতে—শস্য বিলি কেন্দ্রগুলি এবং সবরকম সহায়ক কেন্দ্র—এবং শস্য ক্রেতাদের ভেতর, কমিউনিস্টরা ভর্তি করছেন মাত্র ১৭ শতাংশ। খে্লবোপ্রোডাক্টের কেন্দ্রীয় দপ্তরে ১৩৭ জন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা আছেন, যাঁদের ভেতর ১৩ অথবা ৯ শতাংশ রু. ক. পা (ব)-এর সভ্য। এটা লক্ষণীয় যে খে্লবোপ্রোডাক্ট-এ পার্টি-সদস্যদের কাজে লাগানো হচ্ছে অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে: মাত্র ২০ শতাংশ করছেন দায়িত্বপূর্ণ কাজ, আর এদিকে বাকী ৮০ শতাংশই নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী। আমাদের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে এমনি বৃহৎ যার গুরুত্ব, সেই মূল ঋণ-কেন্দ্র রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে অবস্থা এর চেয়ে মোটেই ভাল নয়। ঋণ যত বড় একটা শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারে আপনারা জানেন—যেভাবে তথাকথিত গুরুত্বমূলক পক্ষপাতী ঋণ বণ্টন করা হয়, তার ওপর কেবল নির্ভর করে জনসমষ্টির যে-কোন একটা অংশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে অথবা উন্নতিশীল হতে পারে। তারপর দেখুন, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের পুরো পরিচালন ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট মাত্র ৭ শতাংশ এবং এর কার্যনির্বাহক কর্মিবৃন্দের ১২ শতাংশ। তথাপি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কিছুসংখ্যক উদ্যোগ এবং বহুসংখ্যক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য নির্ধারণ করে।

(ঙ) সোভিয়েতগুলিতে পার্টির বিন্যাস। রু.স.প্র.সো. যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়। গ্রামীণ সোভিয়েতগুলিতে কমিউনিস্টদের অনুপাত গত বছরের প্রায় ৬ শতাংশের তুলনায় এখন ৭ শতাংশের সামান্য একটু বেশি। ভোলস্ত সোভিয়েতগুলির কর্মপরিষদগুলিতে কমিউনিস্টদের অনুপাত ৩৯ শতাংশের সামান্য কিছু বেশি থেকে ৪৮ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে; উয়েজ্‌দ্ সোভিয়েতগুলির কর্মপরিষদগুলিতে—শতকরা ৮০-র একটু বেশি থেকে শতকরা ৮৭-র একটু বেশি; উয়েজ্‌দ্ শহরগুলির শহর সোভিয়েতগুলিতে অনুপাত ৬১ শতাংশ থেকে ৫৮ শতাংশে নেমে গিয়েছে, গুবেনিয়া সোভিয়েতগুলির কর্মপরিষদগুলিতে ৯০ শতাংশ থেকে ৮৯ শতাংশে, আর গুবেনিয়া শহরগুলির ভেতর শহর সোভিয়েতগুলিতে ৭৮ শতাংশ থেকে ৭১ শতাংশে। উয়েজ্‌দ্ শহরগুলিতে শহর সোভিয়েতগুলি, গুবেনিয়া সোভিয়েতগুলির কর্মপরিষদ আর

গুবের্নিয়া শহরগুলির মধ্যেকার শহর সোভিয়েতগুলি—এই শেষের তিনটি ক্ষেত্রে নির্দলীয় লোকেদের প্রভাব অকিঞ্চিৎকর, তৎসত্ত্বেও এটা বেড়ে যাচ্ছে। গুবের্নিয়া সোভিয়েতসমূহের কর্মপরিষদগুলির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন সম্পর্কে প্রায় ২,৬২৩ জন সদস্যের সংবাদ সমেত প্রায় ৬৯টা গুবের্নিয়া সম্বন্ধে আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য রয়েছে। তা থেকে কী দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে যে, এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনগুলির সদস্যপদের প্রায় ১১ শতাংশ নির্দলীয়। সর্বোচ্চ শতকরা হার সাইবেরিয়া এবং দূর পূর্ব অঞ্চলে, যেখানে এর অংশ শতকরা ২০। রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রগুলি সম্পর্কে, গুবের্নিয়া সোভিয়েতগুলির কর্মপরিষদগুলিতে নির্দলীয় সদস্যদের অনুপাত শতকরা ৭—অর্থাৎ সর্বনিম্ন শতকরা হার। এবং এটা জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলিতে, যেখানে পার্টি-সদস্যপদ সাধারণতঃ অল্পসংখ্যক।

৩। পার্টির গঠন। লেনিনের স্মৃতিতে সভ্য-তালিকাভুক্তি

(ক) সদস্যপদ। দ্বাদশ কংগ্রেসের সময়ে পার্টির সভ্য ও প্রার্থীসভ্য ছিল ৪,৮৫,০০০-এর অভিমুখে। বর্তমানে, লেনিনের স্মৃতিতে তালিকাভুক্তিকরণ বাদ দিয়ে, সংখ্যা হল ৪,৭২,০০০। লেনিনের স্মৃতিতে তালিকাভুক্ত সভ্যদের গণনা করে, ১লা মে তারিখের সংখ্যা ধরে নিয়ে (যে তারিখ পর্যন্ত ১,২৮,০০০ সভ্য ভর্তি করা হয়েছে) আমাদের মোট সভ্য হয় ৬,০০,০০০। এখন থেকে প্রায় পক্ষকালের মধ্যে লেনিনের স্মৃতিতে তালিকাভুক্ত সদস্যসংখ্যা ২,০০,০০০তে গিয়ে পৌছাবে, এইভাবে ভেবে দেখলে, সম্ভাব্য পার্টি-সভ্য-সংখ্যার হিসেব করা যায় ৬,৭০,০০০-৬,৮০,০০০।

(খ) পার্টির সামাজিক গঠন। গত বছর মোট সভ্য-সংখ্যার শতকরা ৪৪.৯ ভাগ ছিল শ্রমিকদের হিসেবে; এ বছর, লেনিনের স্মৃতিতে তালিকা-ভুক্ত সভ্যদের বাদ দিয়ে, তাদের ভাগে পড়ে ৪৫.৭৫ শতাংশ—০.৮ শতাংশ বৃদ্ধি। কৃষকদের অনুপাত শতকরা ২৫.৭ থেকে শতকরা ২৪.৬তে নেমে গিয়েছে, অর্থাৎ ১.১ শতাংশ হারে। সভ্যপদের ঠিক ২৯ শতাংশের উপর পূরণ করেছিলেন অফিস কর্মচারী ও অন্যান্য শ্রেণী; এখন শতকরা হার ২৯ শতাংশের কতকটা বাড়তি, কিংবা সামান্য বেড়েছে। সভ্য এবং প্রার্থীসভ্য-দের গণনা করে এবং ১লা মে তারিখের লেনিন তালিকা অন্তর্ভুক্ত করে রু. ক. পা (ব)-র সামাজিক গঠনপদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ: শ্রমিক ৫৫.৪ শতাংশ,

কৃষক ২৩ শতাংশ, অফিস কর্মিবৃন্দ ও অন্যান্য ২১·৬ শতাংশ।

(গ) পার্টি অবস্থান সম্বন্ধীয় গঠন। ১৯০৫-এর পূর্বতন পার্টিতে যোগদানকারী সদস্য গত বছর ছিল ০·৭ শতাংশ, আর এই বছর ০·৬ শতাংশ। ১৯০৫-১৬ এই সময়ের মধ্যে যোগদানকারী সভ্য গত বছর ছিল দুই শতাংশ, আর এই বছরের সংখ্যাও তাই। ১৯১৭ সালের আগে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন গত বছর তাঁরা ছিলেন নয় শতাংশের সামান্য উপরে, আর এ বছর নয় শতাংশের সামান্য নীচে। ১৯১৮ সালে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ১৬·৫ শতাংশ, আর এখন ১৫·৭ শতাংশ; আর যাঁরা যোগদান করেছিলেন ১৯২০ সালে, তাঁদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩১·৫ শতাংশ ও ৩০·৪ শতাংশ ১৯২১ সালে যে সভ্যরা যোগদান করেছিলেন তাঁরা গত বছর পূরণ করেছিলেন ১০·৫ শতাংশ, আর এ বছর ১০·১ শতাংশ। যেসব সভ্য যোগ দিয়েছিলেন ১৯২২ সালে তাঁদের সংখ্যা এখন ৬·২ শতাংশ; গত বছরের কোন সংখ্যা নেই। ১৯২৩ সালে যে সভ্যরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা পূরণ করেন ২·৩ শতাংশ। এই সমস্ত সংখ্যাই লেনিনের স্মৃতিতে সদস্য সংগ্রহ অভিযান কর্মসূচী বহির্ভূত।

(ঘ) জাতি ও নারী-পুরুষ অনুসারে গঠন। ত্রয়োদশ কংগ্রেস গ্রেট-রাশিয়ানদের (বৃহৎ রুশীয়দের) পার্টি সদস্যপদের ৭২ শতাংশ গঠন করতে দেখতে পায়; লেনিনের স্মৃতিতে তালিকাভুক্তিকরণের ফলে অনুপাতটা স্পষ্টতঃই বেড়ে যাবে। দ্বিতীয় স্থানে ইউক্রেনীয়রা—৫·৮৮ শতাংশ, তৃতীয়, ইহুদীরা—৫·২ শতাংশ, তার পরে আসছে তাইয়ুর্ক জাতিপুঞ্জ যারা শতকরা চার ভাগের ওপরে, তার পরবর্তী হচ্ছে অন্যান্য জাতি, যথা লাতভিয়াবাসী, জর্জীয়, আর্মেনীয় ইত্যাদি। দ্বাদশ কংগ্রেসের সময় পার্টির মহিলা সদস্যদের হার ছিল শতকরা ৭·৮ আর এখন ৮·৮। মহিলা প্রার্থী-সভ্যদের সংখ্যা যথাক্রমে ৯ শতাংশ ও ১০·২ শতাংশ। লেনিনের স্মৃতিতে তালিকাভুক্ত নতুন সভ্যদের ১৩ শতাংশ মহিলা, আর এর ফলে উপরে উল্লিখিত শতকরা হারগুলিকে কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

সর্বশেষে, ১৯২৩ সালের ১লা ডিসেম্বর সমস্ত কমিউনিস্টদের (সভ্যগণ এবং প্রার্থীসভ্যগণ) ১৭ শতাংশ ছিল শ্রমিক কারিগর, এবং লেনিনের স্মৃতিতে তালিকাভুক্তিকরণের ফলে, সংখ্যাটাকে ১,২৮,০০০ ধরে নিয়ে, অনুপাতটা হয় ৩৫·৩ শতাংশ।

(ঙ) শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সংগঠনের মাত্রা। আমাদের পার্টিতে শ্রমিকদের সংখ্যা ১লা যে যেমন ছিল ধরে নিয়ে, তার সঙ্গে, এখন থেকে প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে আমরা যা ভর্তি করে নেব, যখন লেনিনের স্মৃতিতে তালিকাভুক্তির সংখ্যা পৌঁছে যাবে (এবং সম্ভবতঃ অতিক্রম করে যাবে) ২,০০,০০০-এর সীমায়, সেই মোট সংখ্যা যোগ করে, ৬,৭২,০০০ সভ্যপদের ভেতর আমাদের পার্টিতে আমরা পাই সর্বসমেত ৪,১০,০০০ শ্রমিক। যুক্ত-রাষ্ট্রের সমগ্র শিল্প এবং গ্রামীণ সর্বহারাদের, সংখ্যায় ৪১,০০,০০০, এ হল ১০ শতাংশ।

সংগঠনে আমরা এমন একটা মান অর্জন করেছি যাতে প্রতি ১০০ জন শ্রমিকের ১০ জনই পার্টির ভিতরে।

৪। পার্টির প্রধান অঙ্গগুলির গঠন। ক্যাডার ও তরুণ পার্টি উপকরণ

(ক) স্থানীয় সংস্থাগুলির গঠন। ৪৫টি গুবেনিয়া এবং আঞ্চলিক পার্টি কমিটি সম্পর্কে আমি নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলি নজির হিসেবে উল্লেখ করব। গুপ্ত আন্দোলনের কাল থেকে পার্টি-সভ্যরা গড়ে তোলেন ৩২ শতাংশের ওপরে, যে সভ্যরা পরে পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে অবশিষ্ট ৬৭ শতাংশ: ১৯১৭তে ২৩ শতাংশ, ১৯১৮-১৯এ ৩৩ শতাংশ এবং ৯ শতাংশ ১৯২০তে। প্রধান স্থানীয় সংস্থাগুলিতে, গুবেনিয়া ও আঞ্চলিক পার্টি কমিটিগুলিতে, উভয়তঃই, সেই সভ্যদেরই প্রাধান্য দেখা যায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন অক্টোবরের পরে, গুপ্ত আন্দোলন পর্যায়ের সভ্যদের নয়। ৫২টা গুবেনিয়া এবং আঞ্চলিক পার্টি কমিটির সর্বোচ্চ সভাপতিমণ্ডলীর কথা বিচার করলে, যে সম্বন্ধে পার্টি অবস্থান সম্পর্কিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, তাদের সদস্যের ৪৯ শতাংশ পার্টিতে যোগদান করেছিলেন বিপ্লবের পূর্বে, ১৯ শতাংশ ১৯১৭ সালে, ফেব্রুয়ারির পরে, ২৬ শতাংশ ১৯১৮-১৯এ, এবং অবশিষ্ট ৬ শতাংশ পরবর্তীকালে। এখানে যাঁরা ফেব্রুয়ারির পরে যোগ দিয়েছিলেন এখনো আমাদের সেই পার্টি-সভ্যদের প্রাধান্য। গুবেনিয়া এবং আঞ্চলিক পার্টি কমিটিগুলির সাংগঠনিক বিভাগের প্রধানদের মধ্যে দ্বাদশ কংগ্রেসের সময়ে ২৭.৪ শতাংশ, এবং ত্রয়োদশ কংগ্রেসকালীন ৩০ শতাংশের পার্টি-সদস্যতার তারিখ হিসেব করা হয় গুপ্ত আন্দোলনের পর্যায়কাল থেকে। বিক্ষোভ এবং প্রচার বিভাগগুলির প্রধান

ব্যক্তিদের অনুরূপ সংখ্যা হচ্ছে ৩১ ও ২৩ শতাংশ। গুবের্নিয়া এবং আঞ্চলিক কমিটিগুলির সম্পাদকদের বেলায় একটা বিপরীত ঝোঁক দেখা যায়: এদের ভেতর দ্বাদশ কংগ্রেসের সময়ে ৬২·৫ শতাংশ এবং বর্তমান কংগ্রেসের সময়ে ৭১ শতাংশ পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন গুপ্ত আন্দোলনের যুগে।

দায়িত্বটা দ্ব্যর্থহীন—গুবের্নিয়া পার্টি কমিটিগুলির সম্পাদকদের ব্যাপারে পার্টি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধীয় চাহিদাগুলিকে আমরা অবশ্যই কমিয়ে আনব।

৬৭টা উয়েজ্দ্ কমিটির গঠন হল: গুপ্ত আন্দোলন পর্যায়কালীন পার্টি-সদস্য—১২ শতাংশ, ১৯১৭ থেকে হিসেবে সভ্যপদ—২২ শতাংশ, ১৯১৪-১৯ সাল থেকে—৪৩ শতাংশ। বর্তমান ত্রয়োদশ কংগ্রেসের সময় ২৪৮টা উয়েজ্দ্ কমিটির সম্পাদকদের সম্বন্ধে অর্জিত তথ্য হল: গুপ্ত আন্দোলন যুগের সভ্য সংখ্যা—২। শতাংশ, ১৯১৭ থেকে অক্টোবরের পূর্বে—২৭ শতাংশ, ১৯১৯-এর পূর্ব থেকে তারিখ ধরে সদস্যপদ—৩৭ শতাংশ। ২৮টা গুবের্নিয়া পার্টি ইউনিটের ৬,৫৪১ জন সম্পাদক সম্পর্কে অর্জিত তথ্য হল: গুপ্ত আন্দোলন-কালীন সভ্য—৩ শতাংশের সামান্য উপরে, এবং ১৯১৭-১৮এ অক্টোবরের পরে যেসব সদস্য পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে গঠিত বৃহত্তম অনুপাত হল ৫৫ শতাংশ।

এই বছরে ৪৫টা গুবের্নিয়া ও আঞ্চলিক কমিটির সামাজিক গঠন সংক্রান্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সেগুলির সদস্যদের ৪৮ শতাংশ শ্রমিক। ৫২টা গুবের্নিয়া এবং আঞ্চলিক কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর ৪১ শতাংশ গঠন করে শ্রমিকরা। গুবের্নিয়া এবং আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদকদের মধ্যে শ্রমিকদের অনুপাত দ্বাদশ কংগ্রেসের সময়কার ৪৪·৬ শতাংশ থেকে ত্রয়োদশ কংগ্রেসের সময়ে ৪৮·৬ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। উয়েজ্দ্ কমিটি সদস্যপদের (৬৭টা উয়েজ্দ্) ৬৩·৪ শতাংশ এবং উয়েজ্দ্ কমিটির সম্পাদকদের (২৪৮টা উয়েজ্দ্) ৫০ শতাংশ পূরণ করে শ্রমিকরা।

এই সমস্ত পরিসংখ্যান বিগত গুবের্নিয়া এবং উয়েজ্দ্ পার্টি সম্মেলনগুলির পূর্ববর্তী পর্যায় সংক্রান্ত।

কিন্তু এই বিগত সম্মেলনগুলির ফলাফল সম্বন্ধে কংগ্রেসের ঠিক আগে আমি কিছু পরিসংখ্যান পেয়েছি। সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করে ১১টা গুবের্নিয়া ও ১৬টা অঞ্চল এবং নির্দেশ করে যে, গুবের্নিয়া আর আঞ্চলিক কমিটিগুলিতে গুপ্ত আন্দোলন-পর্যায়কালীন পার্টি-সদস্যদের অনুপাত ২৭ শতাংশে নেমে

গিয়েছে, আর ঠিক সেই সময় শ্রমিকদের অনুপাত উঠে গেছে ৫৩ শতাংশে।

এটা স্পষ্টতঃই দুটি প্রবণতার দিকে নির্দেশ করে: একদিকে, পার্টি ক্যাডারে অপেক্ষাকৃত তরুণ পার্টি উপাদানের প্রবর্তন ও ক্যাডারদের সম্প্রসারণ এবং অন্যদিকে, পার্টি সংগঠনগুলির সামাজিক গঠনের উন্নতিবিধান।

(খ) কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের গঠন-পদ্ধতি। কেন্দ্রীয় কমিটির ৫৬ জন সভ্য ও প্রার্থীসভ্যদের ৪৪.৬ শতাংশ হচ্ছে শ্রমিক এবং ৫৫.৩ শতাংশ কৃষক কিংবা বুদ্ধিজীবী। সুতরাং, আমাদের উচিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে শ্রমিকদের অনুপাত বৃদ্ধি করে একে প্রশস্ত করা। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনে সভ্য ও প্রার্থীসভ্যদের ৪৮ শতাংশ শ্রমিক আর ৫২ শতাংশ কৃষক অথবা বুদ্ধিজীবী। এখানেও একই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। পার্টি অবস্থান বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও প্রার্থী-সদস্যদের ৯৬ শতাংশ পার্টিতে যোগদান করেছিলেন গুপ্ত আন্দোলনের যুগে, ফেব্রুয়ারি ১৯১৭-এর আগে। কেন্দ্রীয় কমিটির ৫৬ জন সদস্য ও প্রার্থী সদস্যের মাত্র ২ জন অর্থাৎ ৪ শতাংশ পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন পরবর্তী পর্যায়গুলিতে। সেই একই চিত্র দেখতে পাই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনে। এর ৬০ জন সদস্য ও প্রার্থী-সদস্যের মধ্যে ৫৭ জন পার্টিতে যোগদান করেছিলেন গুপ্ত আন্দোলনের যুগে, এবং ৩ জন (অর্থাৎ ৫ শতাংশ) পরবর্তী যুগে। কাজেকাজেই, আমাদের অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিদের বাড়াতে হবে।

(গ) বর্তমান কংগ্রেসের গঠন প্রণালী। সর্বসমেত ৭৪২ জন প্রতিনিধিকে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয়েছে যার ৬৩.২ শতাংশ শ্রমিক, আর ৪৮.৪ শতাংশ গুপ্ত আন্দোলন-পর্যায়কালীন সভ্য। অবশিষ্টাংশ ন্যূনাধিক তরুণ সভ্য।

৫। আন্দোলন ও প্রচারক্ষেত্রে পার্টির ক্রিয়াকলাপ

(ক) সাম্যবাদী শিক্ষা। এখানে যেটা প্রকট হয়ে দেখা দেয় সেটা হচ্ছে, পার্টিসভ্যদের মধ্যে রাজনৈতিক নিরক্ষরতার বিপুল অনুপাত: কোন কোন গুবেনিয়ায় এটা ৭০ শতাংশের মতো উঁচুতে। কয়েকটি কেন্দ্রীয় রুশ গুবের্নিয়ার (৬০,০০০ লোক পরীক্ষা করা হয়েছিল) গড় ৫৭ শতাংশ; গত বছর ছিল ৬০ শতাংশের প্রায় কাছাকাছি। এটা আমাদের কাজের অন্যতম মৌলিক

একটি ত্রুটি। স্পষ্টতঃ, কাজ এগিয়ে গিয়েছে প্রগাঢ়তার পরিবর্তে বরং ব্যাপকভাবে। কতকগুলি বিদ্যালয় আঞ্চলিক বাজেটে স্থানান্তরিত হবার ফলে সোভিয়েত-পার্টি বিদ্যালয়গুলির মোট সংখ্যা, অথবা বরং তাদের ছাত্র সংখ্যা, কিছুটা সংকুচিত হয়েছে। সাম্যবাদী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গত বছরের চেয়ে বেশি ছাত্র আছে। যা হোক, প্রাপ্তিসাধ্য আর্থিক সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, তাদের বাস্তব অবস্থার উন্নতিসাধন করতে এবং ঝোঁকটাকে আরও প্রগাঢ় সাম্যবাদী শিক্ষার দিকে নিয়ে আসার জন্য, আমাদের মোট সংখ্যাটাকে কিছুটা পরিমাণ হ্রাস করতে হবে। আমাদের সাম্যবাদী শিক্ষার কাজে সুনিশ্চিতভাবে প্রণিধানযোগ্য লেনিনবাদের প্রচারকার্যের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(খ) সংবাদপত্র। গত বছর আমাদের ৫৬০টি সংবাদপত্র ছিল; এই বছর মোট সংখ্যাটা কম—৪৯৫টি, কিন্তু প্রচার সংখ্যা ১৫,০০,০০০ থেকে বেড়ে গিয়ে ২৫,০০,০০০ হয়েছে। রুশ ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের বৃদ্ধিটা উল্লেখযোগ্য। এমনকি, আমাদের এমন প্রজাতন্ত্র আছে যেখানে একটি সংবাদপত্রও রুশ ভাষায় নেই—যেমন ধরা যাক, আর্মেনিয়া, যেখানে ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত পত্রিকা আর্মেনীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। জর্জিয়ায় শতকরা ৯১টি সংবাদপত্র জর্জীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। বিয়েলোরাশিয়ায় শতকরা ৮৮টি প্রকাশিত হয় রুশ ব্যতীত অন্যান্য ভাষায়। জাতীয় ভাষাসমূহে সংবাদপত্রের এই সংখ্যা বৃদ্ধি প্রত্যেকটি জাতীয় অঞ্চল ও প্রজাতন্ত্রে সর্বতোভাবে লক্ষণীয়। আমাদের সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয় কর্মিবৃন্দের গঠন-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ২৮৭টি সংবাদপত্র নিরীক্ষণ করে দেখা যায় যে, তাদের সম্পাদকদের মাত্র ১০ শতাংশ গুপ্ত আন্দোলনকালীন পার্টি-সদস্য। সম্পাদকদের বৃহত্তম অংশ পার্টিতে যোগদান করেন ১৯১৮-১৯এ। এটা একটা এমন ত্রুটি যা অবশ্যই সংশোধন করতে হবে অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠদের সাহায্যের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ ও অধিকতর অভিজ্ঞ সংবাদপত্রসেবীদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে।

(গ) কৃষকদের মধ্যে কাজ। এই ক্ষেত্রে রয়েছে একাধিক ত্রুটি। গ্রামীণ ও ভোলস্ত সোভিয়েতগুলি এখনো পর্যন্ত কর-আদায়কারী দল মাত্র এবং কৃষক সম্প্রদায়ও তাদের প্রধানতঃ তাই মনে করে। গ্রামাঞ্চল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আমলারা আমাদের গ্রামীণ সংঘগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তাঁদের

এই সাধারণ মত প্রকাশ করেন: আমাদের কর্মনীতি সঠিক, কিন্তু অঞ্চল-গুলিতে প্রযুক্ত হচ্ছে বেঠিকভাবে। গ্রামীণ ও ভোলস্ত সোভিয়েত সংঘগুলির গঠন সম্বন্ধে অনেক কিছু প্রত্যাশা করার আছে। গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টি ইউনিটগুলিতে অত্যধিক সংখ্যক প্রশাসন আধিকারিক অন্তর্ভুক্ত থাকার অবস্থাটা তাদের ক্রিয়াকলাপকে বিপরীতভাবে প্রভাবান্বিত করে। তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আমলাদের প্রদর্শিত সোভিয়েত আইন-কানুন সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং তাদের কৃষক দরিদ্রদের কাছে এইসব আইন-কানুন স্পষ্ট ও বোধগম্য করার অক্ষমতা, সোভিয়েত আইন-কানুন এবং এইসব আইন-কানুন দরিদ্র কৃষকদের যেসব সুবিধা ও অধিকার দিয়েছে, তাদের ওপর ভিত্তি করে কুলাক (ধনী কৃষক) কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দরিদ্র এবং মধ্যবর্তী কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করতে তাদের অক্ষমতা। তারপর রয়েছে সাধারণ ভুলটা: কেবল বক্তৃতাবাজী দ্বারা কৃষকদের সম্মুখীন হওয়ার প্রচেষ্টা, এটা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না যে, কৃষক সম্প্রদায় চায় বাচনিক নয়, বাস্তব আন্দোলন, যে আন্দোলন দেখায় সুস্পষ্ট অধিগম্য ফল।' সমবায়গুলিতে নতুন সভ্য ভর্তি করা, দরিদ্র কৃষকদের দেওয়া সুবিধাগুলির সদ্ব্যবহার, কৃষি ঋণ, কৃষক কমিটিগুলি দ্বারা সংগঠিত পারস্পরিক সাহায্য—এইগুলিই হল প্রধানতঃ বিচারের বিষয়, যা কৃষক সম্প্রদায়কে আগ্রহান্বিত করতে পারে।

৬। বিভিন্ন বাহিনীর রেজিস্ট্রিকরণ, কর্মবণ্টন এবং উন্নতিবিধানে পার্টির কাজ

(ক) রেজিস্ট্রিকরণ ও কর্মবণ্টন। গত বছর আমাদের তালিকায় দায়িত্বশীল শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ৫,০০০, এ বছর আমাদের তালিকায় আছে সর্বশ্রেণীর প্রায় ১৫,০০০ দায়িত্বশীল শ্রমিক। আমাদের রেজিস্ট্রিকরণের কাজের যে উন্নতি হচ্ছে এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সংখ্যাগুলি থেকে দেখা যায় যে, গত বছর আমরা সব রকমের ১০,০০০ পার্টি-শ্রমিক ভাগ করে দিয়েছি, তাদের মধ্যে ৪,০০০-এর বেশি দায়িত্বপরায়ণ পার্টি-শ্রমিক। এই বছর ৪,০০০ দায়িত্ববান শ্রমিক সমেত ৬,০০০-এর কাজ নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বাহিনীর দায়িত্ব বিভাজনে পার্টির প্রধান কাজ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, প্রথমতঃ, পার্টির জন্য আমলা সরবরাহের

ওপর ; দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের বিভিন্ন সংস্থার জন্যে ; এবং সর্বশেষে, অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর—প্রধানতঃ এর কর আদায়কারী সংস্থার জন্য। অন্যান্য সমস্ত অংশে কমিউনিস্টদের বণ্টন ব্যবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসরে। আমাদের কাজে সেটা একটা মস্ত ভুল। যে সময় আর্থিক জীবনের কেন্দ্রস্থল ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে সরে গিয়েছে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরের ও বাইরের আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বাধিক সংখ্যক সক্রিয় শ্রমিক সরবরাহ করতে তখন আমরা অপ্রতুল উদ্যম ও বলিষ্ঠতা দেখিয়েছি। আমি বিশেষ করে গস্‌টর্গ ও খে্‌ল্লবোপ্রোডাক্ট-এর মতন সংস্থাগুলির উল্লেখ করছি।

৭। আভ্যন্তরীণ পার্টি-জীবন

কেন্দ্রীয় কমিটি এবং তার অঙ্গগুলি যেসব প্রশ্ন পরীক্ষা করে দেখেছে, তাদের, অথবা, সেসব প্রশ্নের প্রকৃতির আমি বিশদ বর্ণনা করব না। এর গুরুত্ব নিষ্পত্তিমূলক নয়, এবং অধিকন্তু, আপনাদের নিকট প্রচারিত লিখিত রিপোর্টে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনাও করা হয়েছে। আমি কেবল নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই :

প্রথমতঃ, আমাদের সংগঠনগুলির আভ্যন্তরীণ জীবন, নিঃসন্দেহে উন্নত হয়েছে। লোকের এই ধারণাই হয় যে, সংগঠনগুলি স্থিতিলাভ করেছে, ঝগড়াঝাটি সামান্যই এবং কাজকর্ম চলছে ব্যবসায়ী শৃংখলায়। কতকগুলি ব্যতিক্রম দেখা যাবে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে, যেখানে কমিউনিজ্‌ম্‌ সম্পর্কে অতিশয় সুপণ্ডিত নয় এমন সব প্রবীণতর পার্টি-কর্মীদের পাশাপাশি সামনের দিকে এগিয়ে আসছে স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত, পার্টির কাজে উত্তমরূপে ওয়াকিবহাল, কিন্তু সোভিয়েতের কাজ সম্পর্কে শোচনীয়ভাবে কাঁচা, তরুণ মার্কসবাদী ক্যাডাররা। সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে অপেক্ষাকৃত নবীন ও প্রবীণ শ্রমিকদের মধ্যের এই বিরোধগুলি দূর হয়ে যেতে কিছুটা সময় নেবে। এই সম্পর্কে সীমান্ত অঞ্চলগুলি একটা ব্যতিক্রম। বেশির ভাগ কেন্দ্রীয় রাশিয়ান গুবের্নিয়া সম্বন্ধে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সেখানে পার্টি সংগঠনগুলি স্থিতিশীল হয়েছে, এবং ব্যবসায়সুলভ শৃংখলার সঙ্গে কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। যে প্রজাতন্ত্রে হৈ-চৈ-বাগবিতণ্ডা ছিল যে-কোন স্থানের চেয়ে বেশি, এবং বিগত কংগ্রেসে যা ছিল এত বেশি আলোচনার বিষয়, সেই জর্জিয়ায় পার্টি-

জীবনকে নিয়ে আসা হয়েছে শান্তিপূর্ণ প্রণালীগুলির ভেতর। পূর্বের বিপথ-গামীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল উপাদানগুলি, যেমন ফিলিপ মাখারাদ্জে ও ওকুদ্‌ঝাভা, সুনিশ্চিতভাবে চরম বিপথগামীদের ত্যাগ করেছেন এবং মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করে যাবার প্রতি-সম্মতি ঘোষণা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, গুবেনিয়া কমিটিগুলিতে, এবং বিশেষ করে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে কাজের প্রধান গুরুত্ব ব্যুরো বা সভাপতিমণ্ডলীসমূহ থেকে গত বছরে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনগুলিতে সরিয়ে আনা হয়েছে। পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহ মৌলিক প্রশ্নগুলির মীমাংসার ভার দিত পলিটব্যুরোর ওপর। এখন আর সে-অবস্থা নেই। এখন, আমাদের কর্মনীতি ও অর্থব্যবস্থার অপরিহার্য বিষয়গুলি প্লেনামগুলি দ্বারা মীমাংসিত হয়। সমস্ত গুবেনিয়া কমিটিতে প্রচারিত আমাদের প্লেনামগুলির আলোচ্য বিষয়সূচীগুলি আর স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্টগুলির ভেতরে চোখ দিয়ে ভাল করে দেখুন, তাহলেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কর্মতৎপরতার কেন্দ্র রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ব্যুরোগুলি থেকে প্লেনামে স্থানান্তরিত হয়েছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আমাদের প্লেনামগুলি ১০০-১২০ জন লোক একত্রিত করে (কেন্দ্রীয় কমিটির এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভ্য এবং প্রার্থীসভ্য), এবং যেহেতু কর্মতৎপরতার কেন্দ্র প্লেনামে স্থানান্তরিত হয়েছে, সেহেতু পরে উল্লিখিতটা, শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের শিক্ষাদানের জন্য একটা অতিশয় মূল্যবান বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। নতুন লোক, শ্রমিক-শ্রেণীর আগামী দিনের নেতৃবৃন্দ, ঠিক আমাদের চোখের সামনে উন্নতিলাভ করছেন এবং পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে আসছেন, আর এরই ভেতর রয়েছে আমাদের সম্প্রসারিত পূর্ণ পরিষদগুলির অপরিমেয় মূল্য।

এটা উল্লেখযোগ্য যে এই একই প্রবণতা অঞ্চলগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। প্রধান সমস্যাগুলির মীমাংসা গুবেনিয়া কমিটিগুলির ব্যুরোগুলি থেকে পূর্ণ পরিষদগুলিতে চলে যাচ্ছে। পূর্ণ পরিষদগুলি সম্প্রসারিত হচ্ছে, তারা দীর্ঘতর অধিবেশন চালাচ্ছে, যেখানে গুবেনিয়ার প্রত্যেকটি সর্বোৎকৃষ্ট শক্তি আমন্ত্রিত, এবং এইভাবে পূর্ণ পরিষদগুলি স্থানীয় এবং আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দকে শিক্ষা দেবার বিদ্যালয় হয়ে উঠছে। অঞ্চলসমূহে, গুবেনিয়া এবং উয়েজ্‌দগুলিতে, এই প্রবণতাকে নিয়মিত অভ্যস্ত কর্মে পরিণত করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, এই গত বছর আভ্যন্তরীণ পার্টি-জীবন হয়েছে অধিকমাত্রায়,

বলা যেতে পারে, পূর্ণ বলিষ্ঠ। আমরা বলশেভিকরা সাফল্যের সঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ কর্মভারের সম্মুখীন হতে অভ্যস্ত, কাজেই আমরা যে-সকল কর্মভার সম্পাদন করি তা র মহত্ত্ব প্রায়ই লক্ষ্য করতে পারি না। অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ এবং লেনিনের স্মৃতিতে সভ্যতালিকাভুক্তকরণের মতন বাস্তব অবস্থা—এবং এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না—দেশের এবং পার্টির পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রমবিকাশ, এবং, স্পষ্টতঃই তারা আভ্যন্তরীণ পার্টি-জীবনকে উদ্দীপিত না করে পারেনি।

এই দুটি ঘটনার তাৎপর্য কী? এগুলি দেখায় যে, আমাদের পার্টি, যা একটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে, পাহাড়ের মতন অটল। সেগুলি দেখায় যে, আমাদের পার্টি, যা সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর ইচ্ছায় এবং সম্মতিতে ২,০০,০০০ নতুন সভ্য ভর্তি করেছে, অপরিহার্যভাবে একটি নির্বাচিত পার্টি—শ্রমিকশ্রেণীর নির্বাচিত মুখপাত্র।

৮। উপসংহার

(১) আমাদের পার্টির চতুর্দিকে অবস্থিত গণ-সংগঠনগুলির মধ্যে সমবায়-সমূহ এবং নারী শ্রমিক ও কৃষক রমণীদের সংগঠনগুলির প্রতি বিশেষ মনো-যোগ দেওয়া উচিত। আমি এদের আলাদা করে বেছে নিয়েছি, কারণ বর্তমান সংকটকালে তারাই হল দুর্বলতম স্থান।

(ক) এটা সন্দেহের অতীত যে, যার কর্তব্য রাষ্ট্রীয় শ্রমশিল্পের সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের অর্থব্যবস্থার সংযোগ সাধন করা, সেই ক্রেতা সমবায় সমিতি-গুলির হাতিয়ার তার সম্মুখীন কর্মভারের সমান সমান হতে পারেনি। এটা এই অখণ্ডনীয় তথ্য দ্বারা সমর্থিত যে, ক্রেতা সমবায়গুলির মোট সভ্যের কৃষক বিভাগ মাত্র এক-তৃতীয়াংশের হিসেব দেয়। আমাদের এমন একটা পারি-পার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ক্রেতা সমবায়গুলিতে কৃষকসমাজ তাদের যোগ্য আসন লাভ করবে। কৃষক-সাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টদের গুবের্নিয়াগুলি থেকে তাদের কর্মতৎপরতা-কেন্দ্রকে উয়েজ্‌দ্‌ ও জেলাগুলিতে স্থানান্তরিত, আর এইভাবে ক্রেতা সমবায়-গুলিকে শ্রমশিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার মধ্যে একটা সংযোগ গ্রন্থিতে পরিবর্তিত করতে হবে।

(খ) কৃষি সমবায় সম্পর্কিত ব্যাপারগুলি এর চেয়ে ভাল কিছু নয়। বিগত

বৎসর ব্যাপী বিশৃংখল পরিসংখ্যান এবং সদস্তপদের পতনের ঘটনাগুলি ঐকান্তিক বিবেচনা দাবি করে। ক্রেতা সমবায়গুলিতে যেমন, এখানেও তেমনি, কমিউনিস্টদের তাদের কর্মতৎপরতার কেন্দ্র কৃষক-সাধারণের নিকটতর উয়েজ্‌দ্‌ ও জেলাগুলিতে স্থানান্তরিত করতে হবে। সেল্‌স্কোসোয়ুজের আঞ্চলিক অফিসগুলি কুলাক আধিপত্যের একটা বর্ম হিসেবে যাতে ব্যবহৃত না হয়, তা সুনিশ্চিত করাটাকে তারা তাদের উদ্দেশ্য করবে। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। আমরা অবশ্যই সাম্যবাদী শক্তিগুলি দিয়ে সেল্‌স্কোসোয়ুজের প্রধান অঙ্গগুলিকে শক্তিশালী করে তুলব, কেননা, ইদানীং এর ক্রিয়াকলাপের গুরুতর অবনতি আরম্ভ হয়েছে।

(গ) নারীদের মধ্যে কাজের অবস্থা আরও খারাপ। সত্য বটে, নারী শ্রমিক এবং কৃষক রমণীদের প্রতিনিধি-সভাগুলি সংখ্যায় ও কর্মপরিধিতে বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের সক্রিয় শক্তিগুলি বিক্ষোভ প্রদর্শনের ভেতর দিয়ে যা সম্পাদন করেছে, তা আদৌ সাংগঠনিকভাবে দৃঢ় সন্নিবদ্ধ করা হয়নি। এই ব্যাপারে আমরা ন্যূনতম প্রয়োজনের এক-শতাংশও অর্জন করতে পারিনি। সোভিয়েতসমূহ, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং পার্টিতে অংশগ্রহণকারী নারী শ্রমিক ও কৃষক রমণীদের শতকরা হারই এর অকাট্য প্রমাণ। অতি নিকট ভবিষ্যতে এই অভাব পূরণ করার জন্যে পার্টিকে প্রতিটি উপায় অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। যে অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যার অর্ধাংশ সোভিয়েত এবং পার্টির ক্রমবিকাশের প্রশস্ত পথ থেকে একপাশে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে, সেরকম একটি পরিবেশ আমরা বরদাস্ত করতে পারি না।

(ঘ) স্বেচ্ছাসেবী জন-প্রবর্তক সংগঠনগুলি বিশেষ মনোযোগের যোগ্য, বিশেষতঃ, শ্রমিক ও কৃষক সংবাদদাতাদের সংগঠনগুলি। এগুলির আছে একটা মহান ভবিষ্যৎ। বিকাশলাভ করার উপযুক্ত অবস্থা পেলে, সেগুলি সর্বহারা জনমতের ইচ্ছাশক্তিকে ব্যক্ত ও বহন করার একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী মাধ্যম হতে পারে। আমাদের সোভিয়েত জনজীবনে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি প্রকট করে তুলে ধরতে এবং সংশোধন করতে সর্বহারাদের জনমতের শক্তি সম্বন্ধে আপনারা অবহিত। প্রশাসনিক চাপের চেয়ে এটা অনেক বেশি কার্যকর। সেই কারণেই পার্টি অবশ্যই এই সংঠনগুলিকে প্রত্যেক রকমে সাহায্য করবে।

(২) বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি। এই কর্মক্ষেত্রের

অবস্থা যে অসন্তোষজনক সে-বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করার অবকাশ একরকম নেই বললেই চলে।

(ক) রাষ্ট্রযন্ত্রকে ছোট ও সহজ করার জন্যে লেনিনের নির্দেশগুলিকে সম্পাদন করা হয়েছে মাত্র আংশিকভাবে, যৎপরোনাস্তি অল্পমাত্রায়। যখন একই সময় একটা নতুন যন্ত্র—ট্রাস্ট, সিণ্ডিকেট, প্রভৃতি—তাদের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে, তখন গণ-কমিশার সংসদসমূহ থেকে ২,০০,০০০ বা ৩,০০,০০০ কর্মচারী হ্রাস করাটাকে যন্ত্রটির হ্রাস বা সরলীকরণ বলে যথাযথভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে না। এই ক্ষেত্রে লেনিনের নির্দেশগুলিকে লৌহকঠিন হস্তে কার্যে পরিণত করাটাকে সুনিশ্চিত করার জন্য পার্টি অবশ্যই সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) আপনাদের আমি যে অংকগুলি দিয়েছি তা থেকে দেখা যায় যে, আমাদের সোভিয়েতগুলিতে অংশগ্রহণকারী পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তির অনুপাত অতিশয় কম। কমরেডস্, এ কিছুতেই চলতে পারে না; এইভাবে আমরা নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারি না। গুবের্নিয়া আর উয়েজ্দ্গুলিতে পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিদের আকর্ষণ করার ওপর বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক কাজ করা অসম্ভব। বিভিন্ন পদ্ধতি উত্থাপন করা যেতে পারে। নিম্নলিখিতটি একটি সুবিধাজনক পদ্ধতি হতে পারে: পার্টি-বহির্ভূত জনগণকে প্রশাসনের বিভিন্ন শাখায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে আকর্ষণ করে নিয়ে আসা এবং পরবর্তীকালে এই নির্দলীয় শ্রমিক ও কৃষকদের ভিতর থেকে সর্বোৎকৃষ্ট-দের, অধিকতর সক্ষমদের নির্বাচিত এবং সরকারী কাজে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে গুবের্নিয়া ও উয়েজ্দ্ সোভিয়েতগুলির বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্গত দলগুলির, অথবা আরও ভাল, পার্টি-বহির্ভূত লোকদের—শহরের শ্রমিক ও উয়েজ্দসমূহের কৃষকদের—জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি নিয়ে নিয়মিত আহূত সম্মেলন-গুলির সংগঠন। আমাদের শহর ও উয়েজ্দ্ সোভিয়েতগুলির বনিয়াদটার সম্প্রসারণ ব্যতীত, সোভিয়েত ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিটাকে বিস্তারিত এবং এর মধ্যে পার্টি-বহির্ভূত লোকদের আকৃষ্ট না করে, সোভিয়েতগুলি মর্যাদায় ও প্রভাবে একটা গুরুতর পশ্চাৎগতির বিপদের মধ্যে পড়ে।

(গ) আমাদের পার্টির মধ্যে একটা ধারণা চালু আছে যে, পার্টির আসল কাজ গুবের্নিয়া, আঞ্চলিক ও উয়েজ্দ্ কমিটিগুলির মধ্যে এবং পার্টি ইউনিট-গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য যে-কোন রকমের কাজ সম্পর্কে এই যুক্তি

দেখানো হয় যে, এটা সঠিক পার্টি কাজ নয়। যারা ট্রাস্ট ও সিণ্ডিকেটগুলিতে কাজ করে তাদের প্রায়ই বিদ্রূপ করা হয়: বলা হয়, 'ওরা পার্টির সঙ্গে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলেছে।' (কণ্ঠস্বর: 'তারা বহিষ্কৃত।') অর্থনৈতিক সংস্থা ও পার্টি সংগঠনগুলি, উভয়ক্ষেত্রেই, কিছু কমরেড বহিষ্কৃত হওয়া উচিত। সে যাই হোক, আমি আলোচনা করছি ব্যতিক্রম নিয়ে নয়, হুবহু ব্যাপার নিয়ে। পার্টির কাজকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করাটা আমাদের মধ্যে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে: গুবেনিয়ায় ও আঞ্চলিক কমিটিসমূহে, পার্টি ইউনিটগুলিতে, কেন্দ্রীয় কমিটিগুলিতে, খাঁটি পার্টি কাজ অন্তর্ভুক্ত করে একটা উচ্চতর শ্রেণী; এবং পার্টির কাজ হিসেবে কেবল উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে উল্লিখিত, একটা নিম্নতর শ্রেণী, সমস্ত সোভিয়েত সংস্থা এবং সর্বোপরি বাণিজ্য সংস্থাগুলির ক্রিয়াকলাপ যার অন্তর্ভুক্ত। কমরেডস্, ব্যবসায় পরিচালকবর্গের প্রতি এইরকম একটা মনোভাব নিগূঢ়ভাবে লেনিনবাদ-বিরোধী। এইরকম প্রত্যেক ব্যবসা-পরিচালক, যে, এমনকি, জঘন্যতম দোকানে, চরম দুর্দশাগ্রস্ত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, সেও যদি এর কাজ এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং এর উন্নতিসাধন করে, তাহলে, সে-ই হচ্ছে খাঁটি পার্টি-কর্মী এবং পার্টির কাছ থেকে সবরকম সাহায্য-লাভের যোগ্য। যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি এই আভিজাতিক, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়সুলভ অভিমুখিতা চলতে থাকে, তাহলে আমাদের গঠনমূলক কাজে আমরা এক পাও এগিয়ে যেতে সক্ষম হব না। সম্প্রতি স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছি, এবং বক্তৃতাকালে আমি বলেছি যে, হয়তো-বা আমাদের পার্টির কাজে অথবা শিল্প থেকে কমবেশি ১০,০০০ কমিউনিস্টকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে স্থানান্তরিত করতে হতে পারে। তারা হেসেছিল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চায় না। তথাপি, এটা পুরোপুরি পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, যদি না আমরা বাণিজ্য সম্বন্ধে এইসব আভিজাতিক-বুদ্ধিজীবী-সুলভ কুসংস্কারগুলি পার্টি থেকে সমূলে উৎপাটিত করি এবং যদি না আমরা কমিউনিস্টরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সবদিক আয়ত্ত করি তাহলে সমাজতান্ত্রিক গঠন সম্পর্কে আমাদের যত বিচার-বিশ্লেষণ সব শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বরে অধঃপতিত হতে পারে।

(ঘ) কমরেডস্, সঠিক হিসেব রাখা ছাড়া, কোন গঠনমূলক কাজ, কোন রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতা, কোন পরিকল্পনা চিন্তা করা যায় না। আবার পরিসংখ্যান ছাড়া হিসেব করার কথাও কল্পনা করা যায় না। পরিসংখ্যান ব্যতীত হিসেব-

রক্ষণ এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে পারে না। রাইকভ সম্প্রতি একটা সম্মেলনে বলেছেন যে, যুদ্ধকালীন কমিউনিজ্‌ম্ পর্যায়ে জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদে কর্মরত তাঁর একজন পরিসংখ্যানবিদ্ ছিলেন, যিনি একটা প্রদত্ত বিষয়ে এক দফা সংখ্যা দিতেন একদিন, আর একটা ভিন্ন দফা সংখ্যা দিতেন পরের দিন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, সেইজাতীয় পরিসংখ্যানবিদ্ আমাদের এখনো আছেন। পরিসংখ্যানের প্রকৃতিই এইরকম যে, আলাদা আলাদা উপাদান দিয়ে একটা ধারাবাহিক শৃংখল তৈরী হয়, আর এর গ্রন্থিগুলির একটাও ত্রুটিপূর্ণ হলে সমগ্র কাজটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বুর্জোয়া দেশগুলিতে পরিসংখ্যানবিদের একটা ন্যূনতম পেশাদারী আত্মাভিমান আছে। তিনি মিথ্যা বলবেন না। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ও প্রবণতা যাই হোক না কেন, বাস্তব সত্য ও সংখ্যানের প্রশ্নে, অসত্য তথ্য পেশ করার চেয়ে বরং তিনি জীবন দিতে প্রস্তুত। আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন এবং একটা ন্যূনতম বৃত্তিমূলক আত্মাভিমান আছে, ঐ জাতীয় বুর্জোয়া পরিসংখ্যায়কদের আমরা আরও অধিক সংখ্যায় কাজে লাগাতে পারতাম! পরিসাংখ্যিক কাজের প্রতি আমাদের এই অভিমুখিতা না থাকলে আমাদের গঠনমূলক কাজ এক ইঞ্চিও এগোবে না।

একই কথা বলতে হবে **হিসেবরক্ষণ** সম্বন্ধে। সঠিক হিসেবরক্ষণ ব্যতিরেকে অর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের কোন বিভাগই উন্নতি করতে পারে না। কিন্তু, দুভার্গ্যক্রমে, একজন সাধারণ সততাপরায়ণ, বুর্জোয়া হিসেবরক্ষকের প্রাথমিক গুণগুলি পর্যন্ত আমাদের হিসেবরক্ষকদের সব সময় থাকে না। আমাদের কিছু সংখ্যক হিসেবরক্ষকের উপর আমার একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে; তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সৎ এবং একান্ত অনুরক্ত কর্মী। কিন্তু এ সত্য থেকেই দাঁড়াচ্ছে যে, আমাদের অনেক অপদার্থ হিসেবরক্ষক আছে, যারা সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে যে-কোনরকম বিবৃতি উদ্ভাবন করতে পারে এবং যারা প্রতিবিপ্লবীদের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি না কাটিয়ে উঠে, তাদের পরিহার না করে, আমরা দেশের অর্থব্যবস্থা অথবা এর বাণিজ্য, কোনটাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি না।

(ঙ) কোন কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সংস্থায় শ্রমিক ও কমিউ-নিস্টদের শতকরা হার এখনো পর্যন্ত ন্যূনতম স্তরে এবং অপর্যাপ্ত রয়েছে। আমাদের অর্থব্যবস্থার এবং সর্বোপরি আমাদের রাষ্ট্রীয় শিল্পের অস্তিত্ব ও ক্রমবিকাশের পক্ষে বর্তমান সময়ে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের পরিচালন

সংস্থাগুলির এবং আমাদের বাণিজ্য সংগঠনগুলির (বহির্বাণিজ্য, অন্তর্বাণিজ্য, সিণ্ডিকেটগুলি) বৈদেশিক প্রতিনিধি এবং ঋণদান প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, এই বিচ্যুতি অতি প্রকটভাবে প্রতীয়মান। এই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পার্টি নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অন্যথায়, পার্টির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্দেশগুলিকে কার্যে পরিণত করার কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।

(চ) এখনো পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটা অপরিহার্য সমস্যা রয়েছে, যা হল ট্রাস্টগুলিকে সংগঠিত করা এবং তাদের সঠিক আকার দেওয়া। কেন্দ্র-বিন্দু যখন বাণিজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে, এখন, তাহলে প্রশ্ন ওঠে দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য মিশ্র ও যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলির[৩৭] সংগঠন সম্পর্কে। অভ্যস্ত আচরণ থেকে দেখা যায় যে, যদিও আমরা সাফল্যের সঙ্গে ট্রাস্টগুলির সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তথাপি মিশ্র ও যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যাপারে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি সংশোধনাতীতভাবে ক্রটিপূর্ণ। একটা এমন ধরনের বাণিজ্য উদ্যোগগুলি গঠন করার প্রবণতা দেখা যায়, যা এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে ন্যূনতম মাত্রায় পরিণত করে। এইরকমের প্রবণতার সঙ্গে পার্টি যে সক্রিয় শক্তি নিয়ে লড়াই করবে তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

(৩) সাধারণভাবে পার্টির এবং বিশেষভাবে এর প্রধান অংশগুলির গঠন-পদ্ধতির উন্নতির জন্য আমরা অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। কোন অবস্থাতেই পার্টি-ক্যাডারদের একটা রুদ্ধদ্বার কর্পোরেশনের মতন গণ্য করা উচিত নয়। যা ক্যাডারদের শূন্যস্থান পূর্ণ করবে, সেই অপেক্ষাকৃত তরুণ পার্টি-কর্মীদের আকর্ষণ করে এনে ক্রমে ক্রমে তাদের প্রসারিত করা উচিত।

(৪) বিক্ষোভ কর্মতৎপরতা সম্পর্কে :

(ক) পার্টি-সভ্যদের ভিতর রাজনৈতিক অক্ষরজ্ঞান সম্পর্কিত অবস্থাটা ক্রটিপূর্ণ (রাজনৈতিকভাবে ৬০ শতাংশ নিরক্ষর)। লেনিনের স্মৃতিতে সভ্যতালিকাভুক্তি অনুপাতটা বাড়িয়ে দেবে। এই অসুবিধা দূর করতে প্রয়োজন প্রণালীবদ্ধভাবে কাজ করার, এবং করণীয় হচ্ছে এইরকম কাজ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

(খ) চলচ্চিত্রের অবস্থাও ক্রটিপূর্ণ। চলচ্চিত্র গণ-আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান একটা উপায়। এখন কর্তব্য হচ্ছে এই ব্যাপারটাকে হাতে নেওয়া।

(গ) সংবাদপত্র উন্নতি করছে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে নয়। কর্তব্য হল,

ক্রেস্তায়ানস্কায়া গ্যাজেতার[৩৮] প্রচারসংখ্যা দশ লক্ষতে, প্রাভদার ৬,০০,০০০তে বাড়ানো এবং লেনিনের স্মৃতিতে সভ্যতালিকাভুক্তকরণের জন্যে, অন্ততঃ, পাঁচ লক্ষ প্রচারসংখ্যা গড়ে তুলে, একটা জনসাধারণের উপযোগী পত্রিকা চালু করা।

(ঘ) জনসাধারণ্যে প্রাচীরপত্রের প্রচারকার্যেরও উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়। করণীয় হল, প্রাচীরপত্রের সংবাদদাতাদের সহায়তা করা এবং কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

(ঙ) গ্রামাঞ্চলের কাজও একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের বিক্ষোভ প্রধানতঃ বাস্তবধর্মী হওয়া চাই। এর ভিতর থাকবে দরিদ্র ও মধ্যবর্তী কৃষকসমাজকে পক্ষপাতমূলক ঋণদান সমেত, সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য প্রদান; যেখানে ৫,০০০ যৌথ খামার আছে, সেই ইউক্রেনের কৃষক দরিদ্রদের কমিটি-গুলির[৩৯] পদ্ধতি বরাবর প্রাথমিক যৌথ খামারের (কমিউনগুলি নয়) ক্রম-সম্প্রসারণ; সমবায় প্রতিষ্ঠান, প্রধানতঃ কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে কৃষক সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্তিকরণ। কৃষক কমিটিগুলিতে একটা কর্তৃত্বপূর্ণ প্রভাব লাভ করাটাকে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কাজ বলে বিবেচনা করতে হবে। অথবা আমাদের রাষ্ট্রাধীন সংগঠনগুলিকেও[৪০] উপেক্ষা করা উচিত নয়, যেগুলি গ্রামাঞ্চলে বিক্ষোভের জন্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ দেয়।

(৫) পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত শক্তিসমূহের লিপিবদ্ধকরণ, কর্তব্য বণ্টন ও পদোন্নয়ন সম্পর্কে:

(ক) যথাযথভাবে তালিকাভুক্ত করার কাজ অল্পবিস্তর সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) ক্যাডারদের কাজে নিয়োগের ব্যাপারগুলি অপেক্ষাকৃত খারাপ, কারণ, আভ্যন্তরীণ বিকাশের নতুন পরিবেশে আমাদের কার্যকর শক্তি-গুলির পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজগুলি—একাদশ কংগ্রেসে লেনিন যেসব কাজের একটা খসড়া তৈরী করেছিলেন[৪১]—এখনো পর্যন্ত সম্পাদিত হয়নি। আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শক্তিগুলিকে সর্বাধিক সংখ্যায় বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ভিতরে নিয়ে আসার অব্যবহিত করণীয় কর্ম এখনো পর্যন্ত সমাধানের প্রতীক্ষা করে।

যথাযথভাবে বলতে গেলে, জাতীয় অর্থব্যবস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ এবং অর্থ-বিষয়ক গণ-কমিশার, বিশেষ করে এর কর সংগ্রহ ব্যবস্থার জন্যে গত বছর তালিকাভুক্তি ও কর্মবণ্টন বিভাগ কাজ করেছে, এবং প্রধানতঃ, এই প্রতিষ্ঠান-

গুলিকেই কর্মী সরবরাহ করেছে। এখন করণীয় কাজ হচ্ছে, আমাদের দৃষ্টিকে বাণিজ্য আর ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে ফিরিয়ে আনা এবং সক্রিয় কর্মীবণ্টন ব্যবস্থার ব্যাপারে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপরে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া। একাজে অল্পবিস্তর ৫,০০০ কমিউনিস্ট প্রয়োজন হতে পারে।

একই সময়, করণীয় হচ্ছে, বাহিনীদের স্থান নির্দেশের বিদ্যমান প্রণালীর ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করতে নতুন প্রণালী সংযোজিত করা: স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজে যোগদান, সোভিয়েত ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলিতে স্বেচ্ছাকর্মীদের তালিকায় নাম লেখানো। কোন কোন জেলায় অনুকরণীয় কর্মপ্রচেষ্টা সংগঠিত করার প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রণালী প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, এ এমন একটা ব্যাপার, যা বর্তমান অবস্থায় সরিয়ে রাখা যায় না। আদর্শ কর্ম সম্পর্কে লেনিনের ধারণাকে, যার একটা মোটামুটি রূপরেখা তিনি এঁকেছেন তাঁর **পণ্যের মাধ্যমে কর**[৪২] নামক পুস্তকে, তা অবশ্যই ফলপ্রসূ করতে হবে।

(গ) পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত নতুন কর্মীদের পদোন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ একান্তভাবে নিয়োজিত করতেই হবে। উপর থেকে নিয়োগ করে নতুন লোক বৃদ্ধি করার পদ্ধতিটা পর্যাপ্ত নয়। একে সম্পূরণ করতে হবে বাস্তব ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকার সময়, আমাদের কর্মতৎপরতার মধ্যে নতুন লোক গ্রহণ করার সময়, নিম্নস্থ লোকদের উচ্চতর পদে উন্নীত করার প্রণালী দ্বারা। এই সম্পর্কে শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ট্রাস্টগুলির দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে কারখানা শ্রমিকদের এগিয়ে দেওয়ার কাজে, কারখানা ও ট্রাস্টগুলির উৎপাদন মন্ত্রণা-সভার একটা বৃহৎ অংশ গ্রহণ করা উচিত। গুবেনিয়া ও উয়েজ্‌দ্‌ শহরসমূহের সোভিয়েতগুলির বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত শ্রমিক দলগুলিকে, বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণকারী সাময়িক সম্মেলনে পরিবর্তিত করে এবং এইসব সম্মেলনের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, সোভিয়েতসমূহের যারা সভ্য এবং, বিশেষভাবে, যারা সভ্য নয়—শ্রমিক ও কৃষক, নারী ও পুরুষ—উভয়কে আকর্ষণ করে নিয়ে এসে, আমরা এদের নিশ্চয়ই সম্প্রসারিত করব। একমাত্র এইসব প্রশস্ত ব্যবহারিক কর্মতৎপরতার ভিতর দিয়েই আমরা পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্য থেকে নতুন নতুন কর্মীদল উন্নীত করতে সমর্থ হব। বড় শহরগুলিতে লেনিনের স্মৃতিতে তালিকাভুক্তকরণের বিরাট ঢেউ এবং কৃষকগোষ্ঠীর বর্ধিত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সমস্ত সন্দেহ অতিক্রম করে

দেখিয়ে দেয় যে, এই নতুন শক্তির উন্নয়ন পদ্ধতি বিরাটভাবে ফলপ্রসূ হতে বাধ্য।

(৬) আভ্যন্তরীণ পার্টি-জীবন সংক্রান্ত ছুটি সিদ্ধান্ত :

(ক) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্রশস্ত করার তথাকথিত 'নীতি' নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্রশস্ত করার অপরিমেয় মূল্য, অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে, যেসব কমরেড কেন্দ্রীয় কমিটিকে সংকুচিত করার 'নীতি' সমর্থন করেছিলেন তাঁরা একটা ভুল পথ নিয়েছিলেন।

(খ) পার্টি একটা ভাঙন অবস্থার মধ্যে, বিচার-বিশ্লেষণের সময় বিরোধী পক্ষ এটা জাহির করে যে সম্পূর্ণ ভুল করেছিল, তা এখন সকলের কাছে স্পষ্ট। কোনরকম গুরুত্ব আছে, এরকম একটা প্রতিষ্ঠানও আমাদের পার্টির মধ্যে আপনাদের খুঁজে বের করার সম্ভাবনা নেই, যে, আভ্যন্তরীণ পার্টি-জীবনের ক্রমোন্নতি এবং পার্টির বলিষ্ঠ ক্রমবৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে, বলবে না যে, এই সেদিন মাত্র যারা দাঁড়কাকের মতো আমাদের পার্টি সর্বনাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বলে তারস্বরে চিৎকার করছিল, বস্তুতঃপক্ষে, তারা পার্টিকে জানত না, পার্টি থেকে তারা ছিল বহু দূরে, এবং যাদের সঙ্গতভাবেই বর্ণনা করা উচিত পার্টির ভিতরে বহিরাগত বলে, এরা তাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে : আমাদের পার্টি ক্রমে ক্রমে বড় হচ্ছে; দৃঢ়তার সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; শ্রমিকশ্রেণীর কার্যসাধনের সর্বাধিক প্রভাবশালী মাধ্যম হয়ে উঠছে। লেনিনের স্মৃতিতে তালিকাভুক্তি তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। (**দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।**)

আলোচনার জবাব

২৭শে মে

কমরেডস্, আমি বক্তৃতাগুলির কোনটার মধ্যেই কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠন সংক্রান্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ খুঁজে পেলাম না। এর দ্বারা আমি এটাই বলতে চাই যে, সেই রিপোর্টের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে কংগ্রেস একমত। (**হর্ষধ্বনি।**)

আমার রিপোর্টে আমি আভ্যন্তরীণ-পার্টি মতভেদ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে সুচিন্তিতভাবে নিরস্ত থেকেছি। আমি সেগুলির উল্লেখমাত্র করিনি, কেননা, যে ঘা শুকিয়ে গেছে এবং তাই মনে হয়েছিল, তাকে আবার খুঁচিয়ে বের করতে ইচ্ছা করিনি। কিন্তু, যেহেতু, ট্রট্স্কি ও প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি কতকগুলি বেঠিক বিবৃতি দিয়ে আর চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কিছুটা বলেছেন, সেইহেতু চুপ করে থাকাটা ঠিক হবে না। এই অবস্থায় নীরবতার অর্থ বোধগম্য হবে না।

কমরেড ক্রুপ্স্কায়া আমাদের মতবিরোধগুলি নিয়ে বিতর্কের পুনরাবৃত্তিতে এখানে আপত্তি করেছেন। এইরকম পুনরাবৃত্তির আমি চূড়ান্তভাবে বিরোধী, এবং আমার রিপোর্টে এই অনৈক্যগুলি সম্বন্ধে আমি যে কিছুমাত্র বলিনি, তার যথাযথ কারণও তাই। কিন্তু, যখন বিরোধী পক্ষের কমরেডরা বিষয়-বস্তুটাকে উদ্গীরণ করেছেন এবং একটা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, তখন আর নীরব হয়ে থাকার আমাদের কোনও অধিকার নেই।

আমাদের অনৈক্যের কথা বলতে গিয়ে ট্রট্স্কি ও প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি, উভয়েই, কংগ্রেসের মনোযোগ একটা সিদ্ধান্তের ওপর কেন্দ্রীভূত করতে চেষ্টা করেন, সেটা হল ডিসেম্বর ৫ তারিখের। তাঁরা ভুলে যান যে, এটা ছাড়াও, পর্যালোচনার ফলাফলের ওপর আরও একটি সিদ্ধান্ত[৪৩] আছে। তাঁরা ভুলে যান যে, একটা পার্টি সম্মেলন হয়েছিল, এবং পর্যালোচনার একটা নতুন ঢেউ কেন্দ্রীয় কমিটির ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তের অনুসারীও হয়েছিল, যার ফলাফলের মূল্যাবধারণ হয় ত্রয়োদশ সম্মেলনের একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে। তাঁরা ভুলে যান যে, ত্রয়োদশ সম্মেলনকে চেপে রাখাটা বিরোধীদলের পক্ষে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে পারে না।

সম্মেলন যে অর্থ সংক্রান্ত নীতি সম্বন্ধে একটি, আর, পার্টি ব্যাপারের উপর দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এই ঘটনার প্রতি আমি কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কেন? সমগ্র পার্টি কর্তৃক অনুমোদিত এবং কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা ৫ই ডিসেম্বর গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত ছিল, এবং তার পরে, একই প্রশ্নে, পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি সম্বন্ধে, একটা দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অপরিহার্যতা দেখা দেয়। কেন এই জ্বালাতন? কৈফিয়ৎটা কী? কৈফিয়ৎটা হচ্ছে এই যে, সমগ্র পর্যালোচনাটা দুটি পর্যায়ে নিষ্পন্ন হয়েছিল। প্রথমটার পরিসমাপ্তি হয় ৫ই ডিসেম্বরের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে সাথে, আর দ্বিতীয়টার,

পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি বিষয়ক সিদ্ধান্তের সাথে সাথে। সেই সময়, অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে, আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে, ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তটা সম্ভবতঃ পার্টির ভিতরের মতবিরোধের একটা অবসান ঘটাবে, এবং সেই কারণেই, গতবারে ত্রয়োদশ সম্মেলনে এই পর্যায় নিয়ে আলোচনার সময় আমি বলেছিলাম যে, বিরোধী পক্ষ যদি সেইরকম ইচ্ছা করত, ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তটা পার্টির আভ্যন্তরীণ বিবাদটাকে নিষ্পত্তি করতে পারত। সেই কথাই আমি বলেছিলাম, এবং সেইটাই আমরা সকলে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু, আসল বিষয়টা হচ্ছে এই যে, সেই পর্যায়ের সঙ্গে আলোচনার অবসান ঘটানো হয়নি। ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তের পরে প্রকাশিত হল ট্রট্স্কির পত্রাবলী—একটা নতুন কর্মসূচী, যা জাগিয়ে তুলল নতুন বিতর্কের বিষয়; এবং এইটা পূর্ববর্তীটার চেয়ে আরও প্রচণ্ড। একটি আলোচনার নতুন ঢেউ পার্টির অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগটাকে এইটাই দিল ধ্বংস করে। এইটাই হল দ্বিতীয় পর্যায়কাল, যেটাকে বিরুদ্ধবাদীরা এখন চাপা দিতে আর এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে।

আসল বক্তব্যটা হল এই যে, প্রথম পর্যায়ের যে আলোচনা প্রতিফলিত হয়েছিল ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তের মধ্যে, তার সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার বিরাট পার্থক্য আছে। সেই গৃহীত প্রস্তাবে ক্যাডারদের কোন অধোগতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি। যাঁর সঙ্গে যুক্তভাবে আমরা প্রস্তাবটির কাঠামোটা তৈরী করেছিলাম, সেই ট্রাট্স্কিও ক্যাডারদের একটা অধঃপতনের পরোক্ষ উল্লেখ করার মতো ততটা কিছু করেননি। স্পষ্টতঃ, তিনি এই অতিরিক্ত বিতর্কের বিষয়টাকে জিইয়ে রাখছিলেন তাঁর পরবর্তী ঘোষণার জন্যে। অধিকন্তু, ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ই যে নির্ভুলতম ব্যারোমিটার এ প্রশ্ন ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্ত উত্থাপন করে না। এই প্রশ্নটাও ট্রট্স্কি নতুন আলোচনার্থ মত ঘোষণার জন্যে বাহ্যতঃ মজুত করে রাখছিলেন। ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তের মধ্যে না ছিল হাতিয়ারকে আক্রমণ করার প্রবণতার কোনরকম কিছু, না ছিল পার্টিযন্ত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্যে দাবিগুলির কোন কিছু যে সম্পর্কে ট্রট্স্কি তাঁর পরবর্তী পত্রাবলীতে এত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। পরিশেষে, ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তে উপদলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন ইঙ্গিতই ছিল না, যদিও এই প্রশ্নটি, এই উপদলের প্রশ্নে ট্রট্স্কি তাঁর পরবর্তী পত্রাবলীতে এত বিশদভাবে বলেছেন।

সেখানে ৫ই ডিসেম্বরের পূর্বে বিরোধী পক্ষ যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন এবং ৫ই ডিসেম্বরের পরে এর নেতৃবৃন্দ যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন, তার মধ্যে আপনারা পাবেন অপরিমেয় বৈসাদৃশ্য।

এখন, কৌশলে পার্টিকে পরাস্ত করা যাবে, স্পষ্টতঃ এই বিশ্বাসে, ট্রট্স্কি এবং প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি যেটা আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকটিত হয়েছিল, সেই তাঁদের দ্বিতীয় কর্মপন্থাটাকে চাপা দিয়ে গোপন করতে সচেষ্ট। না, আপনারা সাফল্যলাভ করবেন না। আপনাদের অতি চতুর কৌশল এবং কূটনীতি সত্ত্বেও আপনারা কংগ্রেসকে প্রতারণা করতে পারবেন না। ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তের সংক্ষেপিত আলোচনার প্রথম পর্যায় এবং পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি সংক্রান্ত সম্মেলনের সিদ্ধান্তে সংক্ষেপিত দ্বিতীয় পর্যায়, এ দুটি বিষয়েই কংগ্রেস যে তার মতামত বিবৃত করবে আমার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই দুটি সিদ্ধান্ত একটিমাত্র পূর্ণ বস্তুর—পর্যালোচনাটির—দুটি অংশ। এবং যিনি মনে করেন যে এই দুটি অংশকে তালগোল পাকিয়ে কংগ্রেসকে প্রতারিত করতে পারবেন, তিনি ভ্রান্ত। পার্টি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে; এর রাজনৈতিক বোধশক্তি একটা উচ্চতর মানে রয়েছে, অতএব, কুটিল কৌশলের দ্বারা একে ছলনা করা যাবে না। এইটাই বিরোধী পক্ষ বুঝতে পারেন না, এবং সেইটাই হচ্ছে তার ভ্রান্তির সারমর্ম।

আসুন, আমরা পরীক্ষা করে দেখি, ৫ই ডিসেম্বরের পরে বিরোধী পক্ষ উত্থাপিত কর্মসূচী সম্পর্কে কারা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। ট্রট্স্কির পত্রাবলীতে লালিত চারটি নতুন সমস্যা সম্বন্ধে কারা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে?

প্রথম বিচার্য বিষয়: ক্যাডারদের নীতিভ্রষ্টতা। আমরা সকলে দাবি করেছি এবং দাবি করে যাচ্ছি যে, ক্যাডররা যে নীতিভ্রষ্ট হচ্ছে তা প্রমাণ করার জন্যে প্রকৃত ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হোক। কিন্তু কোন ঘটনাই পেশ করা হয়নি, করা যেতও না, কারণ এ ধরনের কোন ঘটনাই নেই। এবং আমরা যখন যথাযথভাবে বিষয়টা অনুসন্ধান করলাম, কোনও কোনও বিরোধী নেতার পক্ষে পেটি-বুর্জোয়া নীতির দিকে সন্দেহাতীতভাবে ভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া, আমরা সকলে আর কোনও অধোগতি খুঁজে পেলাম না। তাহলে কারা, সঠিক প্রমাণিত হল? বিরোধীপক্ষ নয়, এইটাই প্রতিভাত হবে।

দ্বিতীয় বিচার্য বিষয়: সেই যে ছাত্র-যুব সম্প্রদায় যাদের তাঁরা মনে করেন

বিশুদ্ধ ব্যারোমিটার হিসেবে। এই দফাটায় কারা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে? আবার এই ধারণাই হবে যে, বিরোধী পক্ষ নয়। এই পর্যায়কালে পার্টির ক্রমবৃদ্ধির দিকে, ২,০০,০০০ নতুন সভ্য ভর্তি হওয়ার দিকটা দেখলেই এটা মেনে নিতে হয় যে, ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়, ব্যারোমিটারটা খুঁজতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ কর্মিবৃন্দের মধ্যে, এবং পার্টিকে অবশ্যই নতুন করে রূপায়িত করতে হবে, ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের নয়, শ্রমিকশ্রেণীর প্রাণকেন্দ্রকে ভিত্তি করে। দু-লক্ষ নতুন সভ্য—সেটাই হল ব্যারোমিটার। এখানেও বিরোধী পক্ষ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয় বিচার্য বিষয়: হাতিয়ারের বিরুদ্ধে পিটুনি প্রতিবিধান, পার্টি-যন্ত্রের উপর আক্রমণ। কারা নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে? এবারেও, বিরোধী পক্ষ নয়। হাতিয়ারের ওপর আক্রমণের পতাকা গুটিয়ে নিয়ে এরা প্রতিরক্ষার দিকে চলে গেছে। আপনারা সকলেই দেখেছেন এরা কী রকম কৌশল খাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে, কেমন করে পার্টিযন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশৃংখল-ভাবে পশ্চাদপসরণ করেছে।

চতুর্থ বিচার্য বিষয়: চক্রান্তকারী বিরোধী দল ও উপদল। ট্রটস্কি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি দৃঢ়ভাবে উপদল-বিরোধী। সে-সমস্তই খুব ভাল কথা, চমৎকার। কিন্তু যদি প্রশ্নটার ইতিহাসটাকে নিয়ে সতর্কভাবে পর্যালোচনা করতেই হয়, তাহলে আমাকে কোন কোন বাস্তব সত্য পুনরায় প্রতিপাদন করতে দিন। ডিসেম্বর মাসে পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির (একটি সাব-কমিশন) ৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত সিদ্ধান্তটি রচনা করে। এই সাব-কমিশন তিনজন সভ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল: ট্রটস্কি, কামেনেভ, স্তালিন। ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তের মধ্যে যে উপদলগুলির কোন উল্লেখ নেই, এটা কি আপনারা লক্ষ্য করেছেন? স্বার্থান্বেষী চক্রান্তকারী বিরোধী দলগুলির নিষিদ্ধকরণ নিয়ে এটি আলোচনা করেছে, কিন্তু উপদলগুলিকে নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে কিছুই বলেনি। তার ভিতর পার্টি-ঐক্য সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের একটা উল্লেখমাত্র আছে। এর ব্যাখ্যা করা যাবে কেমন করে? এটা কি কোনও আকস্মিক ঘটনা ছিল? না, এটা তা নয়। উপদলগুলি নিষিদ্ধ করার জন্যে কামেনেভ আর আমি জিদ্ ধরে-ছিলাম। তাদের নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন ট্রটস্কি, আর তাঁর প্রতিবাদটা ছিল একটা চরমপত্রের অনুরূপ, কেননা, তিনি এই

অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে পারেন না। আর আমরা ঐ অবস্থায় দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার মধ্যে আমাদের সীমাবদ্ধ রাখলাম, যেটা ট্রট্স্কির, আপাতঃদৃষ্টিতে, সে সময়ে পড়া ছিল না, এবং যেটা শুধু পার্টি-বিরোধী চক্রকেই নয়, উপদলগুলির নিষিদ্ধকরণের শর্তও আরোপ করে। (উচ্চহাস্য, হর্ষধ্বনি।) সে সময় ট্রট্স্কি ছিল উপদলগুলির স্বাধীনতার পক্ষে। এই কংগ্রেসে তিনি ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন। কিন্তু রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ৯ই ডিসেম্বর, অর্থাৎ পার্টি-ব্যাপার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চারদিন পরের চিঠিতে, ট্রট্স্কি লেখেন: 'উপদল এবং দলাদলিমূলক গঠনগুলির প্রশ্ন সম্বন্ধে পলিটব্যুরোর সভ্যদের নিছক আনুষ্ঠানিক আচরণে আমি বিশেষভাবে আশংকিত।' সে ব্যাপারে আপনারা কী মনে করেন? এখানে আমরা পাচ্ছি একজন এমন লোক যিনি সিদ্ধান্তটির উচ্চ প্রশংসা করেন, কিন্তু যিনি, বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, উপদল ও দলাদলির প্রশ্ন সম্বন্ধে পলিটব্যুরোর আচরণে অন্তরে অন্তরে আতংকিত। এটা এমন লক্ষণ প্রকাশ করে বলে মনে হয় না যে, তিনি তখন উপদল নিষিদ্ধ করার পক্ষে ছিলেন। না, সেই সময় ট্রট্স্কি ছিলেন উপদল গঠন এবং তার স্বাধীনতার পক্ষে।

অধিকন্তু, দশম পার্টি কংগ্রেস কর্তৃক মীমাংসিত দলাদলির প্রশ্নটাকে, কতক-গুলি বাধানিষেধ দূর করার অর্থে, আরও স্পষ্টভাবে একটা নির্দিষ্ট রূপদান করা হোক, এই দাবি করে প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি মস্কোতে যে প্রস্তাবটি পেশ করে-ছিলেন, কে সেটা স্মরণ করেন না? এখানে, মস্কোতে, প্রত্যেকের এটা মনে আছে। ব্রেস্ট শান্তির সময়ে পার্টির মধ্যে যে সুশৃংখল অবস্থা ছিল, তাকে আমাদের ফিরিয়ে আনার জন্য যে সংবাদপত্র প্রবন্ধগুলিতে প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি দাবি করেছিলেন, সেগুলির কথা যাঁর স্মরণে নেই, এমন কেউ আপনাদের মধ্যে আছেন কি? তথাপি, আমরা জানি যে, ব্রেস্ট পর্বে চক্রগুলিকে টিঁকে থাকার অনুমতি দিতে পার্টি বাধ্য হয়েছিল—সেটা আমরা সকলে খুব ভালভাবে জানি। আর, কার এ কথা মনে নেই যে, ত্রয়োদশ সম্মেলনে আমি যখন সবচেয়ে সহজ বিষয়টার প্রস্তাব করেছিলাম—ঐক্য সম্বন্ধে, উপদল নিষিদ্ধ-করণ সম্বন্ধে পার্টি-সদস্যদের সিদ্ধান্তের সপ্তম দফা মনে করিয়ে দেওয়া—তখন, কার মনে নেই যে, সমস্ত বিরুদ্ধবাদীরা কী প্রচণ্ড আক্রোশে গোঁ ধরেছিলেন

যে, এ বিষয়টা উপস্থিত করা উচিত নয়? সুতরাং, এই প্রশ্নটায় বিরোধী পক্ষের মনোভাব ছিল সমগ্রভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে উপদলগুলির স্বাধীনতার পক্ষে। এঁরা মনে করেছিলেন যে, পার্টি-বিরোধী চক্রের নয়, কাজের সুবিধার জন্য শাখাদল-গুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য এঁরা দাবি করছিলেন, এই ঘোষণা করে এঁরা পার্টির সদা সতর্ক পাহারাকে শিথিল করে দিতে পারবেন। আজ যদি আমাদের বলা হয় যে, বিরোধী পক্ষ উপদলগুলির বিপক্ষে, তা বেশ, সে সবই ভাল কথা। কিন্তু এটাকে তাঁদের পক্ষ থেকে একটা আক্রমণ বলে নিশ্চয়ই অভিহিত করা যায় না: এটা একটা বিশৃংখল পশ্চাদপসরণ, এই প্রশ্নেও যে কেন্দ্রীয় কমিটি সঠিক ছিল এটা তারই একটা নিদর্শন।

কমরেডস্, বাস্তব ঘটনাগুলিকে আগাগোড়া সমালোচনার পর ট্রট্স্কি ও প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি পার্টি সংগঠন সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে তাঁদের উক্তিগুলির মধ্যে যে কিছু কিছু মৌলিক ভুল করেছেন, সে সম্বন্ধে আমাকে দু-চারটে কথা বলার অনুমতি দিন।

ট্রট্স্কি বলেছেন যে, গণতন্ত্রের মূল উপাদানটিকে জন পারম্পর্যের প্রশ্নে পরিণত করা যেতে পারে। সেটা ভুল, মূল নীতির দিক থেকে ভুল। গণতন্ত্রের সার অংশকে কোনক্রমেই তাতে পরিণত করা যায় না। সমকালীন গণপর্যায়ের প্রশ্ন গৌণ। আমাদের পার্টির প্রাণশক্তি এবং সেই সম্পর্কিত অঙ্কগুলি থেকে দেখা যায় যে, পার্টির অপেক্ষাকৃত তরুণ সম্প্রদায়কে ধাপে ধাপে ক্যাডারদের স্তরে টেনে আনা হচ্ছে—যুবদের কর্মীস্তর থেকে ক্যাডারদের সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। সর্বসময়ে সেটাই হচ্ছে, আর সেটাই হবে পার্টির পদ্ধতি। মাত্র তারাই, যারা, আমাদের ক্যাডারদের মনে করে একটা রুদ্ধদ্বার সত্তা বলে, একটা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত জাত বলে, যারা তাদের কর্মীস্তরগুলিতে নতুন সভ্যদের ঢুকতে দেয় না, মাত্র তারাই, যারা, আমাদের ক্যাডারদের মনে করে পুরানো শাসনতন্ত্রের একরকমের অফিসার বাহিনী বলে, যারা, তাদের পক্ষে 'মর্যাদা-হানিকর' বলে অন্যান্য সব পার্টিসভ্যদের অবজ্ঞার চোখে দেখে, মাত্র তারাই, যারা ক্যাডারদের আর যুবদের পার্টি উপাদানের মধ্যে একটা গোঁজ ঢোকাতে চায়—একমাত্র তারাই পারে পার্টির মধ্যে সমকালীন ব্যক্তি পর্যায়ের প্রশ্নটাকে গণতন্ত্রের অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে তুলতে। গণতন্ত্রের মূল উপাদান সম-কালীন ব্যক্তিবর্গের প্রশ্নের মধ্যে নিহিত থাকে না, থাকে স্বাধীন কর্মতৎপরতার, পার্টি-নেতৃত্বে পার্টি-সভ্যদের একটা সক্রিয় অংশগ্রহণ করার প্রশ্নের মধ্যে।

অবশ্য আমাদের আলোচনাটা যদি একটা নিছক আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক পার্টি সম্পর্কে না হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর জনসমষ্টির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংযুক্ত একটা অকৃত্রিমভাবে সর্বহারাদের পার্টি সম্পর্কে হয়ে থাকে, তাহলে, এইভাবে, এবং একমাত্র এইভাবে, গণতন্ত্রের প্রশ্নটাকে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। ট্রট্স্কি বলেন, সবচেয়ে বড় বিপদ হল পার্টিযন্ত্রকে আমলাতান্ত্রিকতায় পরিণতকরণ। এটাও ভুল। বিপদটা এখানেই নয়, বিপদ থাকে পার্টির সত্যসত্যই নির্দলীয় জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনার মধ্যে। এরকম আপনাদের একটা পার্টি থাকতে পারে যার হাতিয়ারটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত, কিন্তু পার্টিটা যদি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত না থাকে, তাহলে এই গণতন্ত্র হবে একেবারে অকেজো, একটা কানাকড়ির দামও এর থাকবে না। পার্টি থাকে শ্রেণীর জন্য। যতদিন পর্যন্ত তা শ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, পার্টি-বহির্ভূত জনসাধারণের মধ্যে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার পাত্র থাকে, আমলাতান্ত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও ততদিন পর্যন্ত তা বাঁচতে এবং বিকাশলাভ করতে পারে, আমলাতান্ত্রিক অথবা গণতান্ত্রিক যে পদ্ধতিতেই আপনারা পার্টি প্রতিষ্ঠান গঠন করুন না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু এইসবের অভাবে পার্টির ধ্বংস অনিবার্যই হয়। পার্টি হল শ্রেণীর অংশ; শ্রেণীর জন্যই তা বেঁচে থাকে, নিজের জন্য নয়।

তৃতীয় যুক্তি, এটাও আদর্শের দিক দিয়ে ভ্রমাত্মক: ট্রট্স্কি বলেন, পার্টি কোন ভুল করে না। সেটা ভুল। বড় একটা করে না এমন নয়, পার্টি ভুল করে; ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে কেমন করে নির্ভুল নেতৃত্বের অনুশীলন করতে হয়, পার্টিকে সেই শিক্ষা দিতে ইলিচ আমাদের শিখিয়েছেন। পার্টি যদি কোন ভুল না করত, তাহলে এমন কিছুই থাকত না, যা থেকে একে শিক্ষা দেওয়া যায়। আমাদের করণীয় হচ্ছে এই ভুলগুলিকে খুঁজে বের করা, তাদের মূল কারণগুলিকে নগ্নভাবে প্রকট করা, এবং পার্টি আর শ্রমিকশ্রেণীকে দেখিয়ে দেওয়া, আমরা কেমন করে এই ভুল করেছিলাম, আর কেমন করেই-বা ভবিষ্যতে এরূপ ভুলের পুনরাবৃত্তিকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি। এ ছাড়া, পার্টির ক্রমোন্নতি অসম্ভব হয়ে উঠবে। এ না হলে পার্টি নেতৃবৃন্দের আর ক্যাডারদের উন্নতিসাধন অসম্ভব হয়ে উঠবে, যেহেতু তাদের ভুলভ্রান্তির সঙ্গে লড়াই করা এবং তাদের অতিক্রম করার কঠোর চেষ্টার মধ্যে তারা বর্ধিত ও শিক্ষিত হয়েছে। ট্রট্স্কির এই বিবৃতিটাকে আমার কাছে এক রকমের

প্রশংসা বলে এবং সেই সঙ্গে পার্টিকে বিদ্রূপ করার একটা চেষ্টা—সত্য বটে একটা ব্যর্থ চেষ্টা—বলে মনে হয়।

তার পর প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি সম্বন্ধে। তিনি বলেছেন বহিষ্করণের কথা। প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি অনুভব করেন যে, বহিষ্করণটা বিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠের একটা অস্ত্রবিশেষ। স্পষ্টতঃই তিনি বহিষ্করণ কার্যে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলিকে অনুমোদন করেন না। এটা একটা নীতিগত প্রশ্ন। অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সময় সময় বের করে না দিলে যে পার্টি তার কর্মীস্তরকে শক্তিশালী করতে পারে না, এটা উপলব্ধি করার ব্যর্থতাই প্রিয়োব্রাঝেন্স্কির নিগূঢ় ভ্রান্তি। কমরেড লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন যে, পার্টি যদি অবাঞ্ছিত উপাদানগুলিকে, যা সাধারণ সদস্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং করতে থাকবে, দৃঢ়তার সঙ্গে নিয়মিতভাবে দূর করে দেয় একমাত্র তাহলেই নিজেকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে। সাধারণভাবে আমরা যদি পার্টি থেকে অবাঞ্ছিতদের বহিষ্করণকে অস্বীকার করতাম, তাহলে আমাদের লেনিনবাদের বিরুদ্ধাচরণ করা হতো। বর্তমান বহিষ্করণের সম্পর্কে ভুলটা কোথায়? বলা হয়ে থাকে, কতকগুলি ব্যক্তিগত ভুল করা হয়েছে। নিশ্চয়ই করা হয়েছে। কিন্তু, ব্যক্তিগত ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত এমন কোন বড় রকমের কর্মপ্রচেষ্টা কোন-কালে ছিল কি? কখনো না। একক ভুল হতে পারে এবং হবে; কিন্তু অবাঞ্ছিতদের বহিষ্করণটা, মোটের উপর, নির্ভুল। আমাকে বলা হয়েছে, বুদ্ধিজীবী ও অফিস কর্মচারীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অ-শ্রমিকশ্রেণীর লোক কী আতঙ্ক আর স্নায়বিক বিক্ষেপের মধ্যে বহিষ্করণের প্রতীক্ষা করেছিল। আমার কাছে এই দৃশ্যটা বর্ণনা করা হয়: বহিষ্করণ কমিশনের সামনে ডাক পড়বার প্রতীক্ষায় একদল লোক একটা অফিসের মধ্যে বসে আছে। এটা হচ্ছে কোন একটি সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানের মধ্যের পার্টি ইউনিট। আর একটা ঘরে বহিষ্করণ কমিশন। কমিশনের ঘর থেকে পার্টি ইউনিটের একজন সভ্য ঘর্মাক্ত দেহে ছুটে বেরিয়ে আসে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কী হয়েছে, কিন্তু, সে শুধু 'আমাকে দম নিতে দিন, আমাকে দম নিতে দিন, আমি নিদারুণ পরিশ্রান্ত', এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না। (**উচ্চহাস্য।**) যারা সে রকম যন্ত্রণা ভোগ করে, আর ঘামতে থাকে, সেই প্রকার লোকের পক্ষে বহিষ্করণটা খারাপ হতে পারে; কিন্তু, পার্টির পক্ষে এটা খুব ভাল জিনিস। (**হর্ষধ্বনি।**) দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমাদের এখনো এমন কিছু সংখ্যক

পার্টি-সদস্য আছেন যাঁরা প্রতি মাসে ১,০০০ অথবা ২,০০০ রুবল পেয়ে থাকেন, যাঁরা পার্টি-সদস্য বলে বিবেচিত হন, কিন্তু, যাঁরা ভুলে যান যে, পার্টি বেঁচে আছে। আমি কোন একটি কমিশার সংসদের একটি পার্টি ইউনিটের কথা জানি, যার মধ্যে এই জাতীয় লোকেরা কাজ করেন। এই ইউনিটের সভ্যদের ভেতর কয়েকজন শোফার (মোটর গাড়ির মাইনে করা ড্রাইবার—বাংলা অনুবাদক।) আছে এবং তাদেরই একজনকে বহিষ্করণ কমিশনে বসবার জন্যে ইউনিট মনোনীত করেছে। এটা অসন্তোষের কানা-ঘুষা কম ডেকে আনেনি, যেমন বলা যে, সোভিয়েত হোমড়া-চোমড়াদের দল থেকে বের করে দেবার ক্ষমতা একজন শোফারকে দেয়া উচিত নয়। সেরকম ব্যাপার এখানে, মস্কোতে, হয়েছে। যেসব পার্টি-সদস্য স্পষ্টতঃ পার্টির সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছে, তারা হয়েছে একটা অবজ্ঞার ভাব নিয়ে ক্রুদ্ধ, তারা এটা বরদাস্ত করতে পারছে না যে, তাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে, জেরা করে, বহিষ্করণের রায় দেবে 'কয়েকটা শোফার'। এই রকমের পার্টি-সদস্যদের অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে, এবং নতুন করে আবার শিক্ষা দিতে হবে, কখনো কখনো পার্টি থেকে বের করে দিয়ে। বিতাড়ন ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে এটা এই জাতীয় লোকগুলিকে সচেতন করিয়ে দেয় যে, পার্টির বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত অপরাধমূলক আচরণের কৈফিয়ৎ তলব করার জন্যে একজন নিয়ন্ত্রণকারী আছে, যে, পার্টিটা আছে। এই পরিচালকের মধ্যে মধ্যে একটা লম্বা ঝাঁটা দিয়ে পার্টি-কর্মীস্তরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ঝেঁটিয়ে আসাটাকে আমার কাছে একান্ত অপরিহার্য বলে মনে হয়। (উচ্চহাস্য।)

প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি বলেন: আপনার কর্মনীতি নির্ভুল, কিন্তু আপনার সাংগঠনিক পন্থা ভুল, আর, তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে পার্টির সম্ভাব্য সর্বনাশের বীজ। কমরেডস্, এ কথার কোন অর্থ হয় না। নির্ভুল কর্মনীতি থাকা সত্ত্বেও যে একটা পার্টি সংগঠন পদ্ধতির ত্রুটির জন্যে ধ্বংস হয়ে যাবে, এ একটা এমন কিছু, যা কখনো ঘটে না। এটা সেভাবে কখনো কাজ করে না। পার্টি-জীবন এবং পার্টি-ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি নিহিত থাকে তার নীতির মধ্যে, তার স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র নীতির মধ্যে, কোন্ সাংগঠনিক রূপ গ্রহণ করে কিংবা কোন্ নির্দিষ্ট সময়ে গ্রহণ করতে পারে তার মধ্যে নয়। পার্টির কর্মনীতি যদি ঠিক হয়, পার্টি যদি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিতর্কিত বিষয়গুলির সঠিকভাবে সম্মুখীন হচ্ছে

পারে—তাহলে সাংগঠনিক ত্রুটিবিচ্যুতির কোনও নির্ধারক গুরুত্ব থাকতে পারে না; এর কর্মনীতিই একে সব বাধার ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। এই-রকমই বরাবর হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও এইরকমই হতে থাকবে। যারা এটা উপলব্ধি করতে পারে না, তারা খারাপ মার্কসবাদী; তারা মার্কসবাদের প্রাথমিক সূত্রগুলিই ভুলে যায়।

আলোচনার মধ্যে বিজড়িত বিষয়গুলি সম্বন্ধে—অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে এবং পার্টি-ব্যাপারের প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে পার্টি কি ঠিক ছিল? যে এর সরাসরি, সংক্ষিপ্ত উত্তর পেতে চায়, তারই উচিত পার্টির দিকে, কর্মীসাধারণের দিকে ঘুরে দাঁড়ানো এবং প্রশ্ন করা: পার্টি-বহির্ভূত কর্মীসাধারণ পার্টিকে কিভাবে দেখে? এটা কি সহানুভূতিশীল, অথবা সমবেদনা শূন্য? বিরোধী পক্ষের সভ্যদের যদি সেইভাবে প্রশ্নটা করতে হতো, তাঁরা যদি নিজেদেরকেই জিজ্ঞাসা করতেন: শ্রমিকশ্রেণী পার্টিকে কী চোখে দেখে—এটা কি সহানু-ভূতিশীল, না সহানুভূতিহীন? তাহলে তাঁরা উপলব্ধি করতেন যে, পার্টি ঠিক পথেই আছে। পর্যালোচনার ফলাফল সম্পর্কিত সবকিছু উপলব্ধির সহায়ক হচ্ছে লেনিনের স্মৃতিতে সভ্যতালিকাভুক্তকরণ। পার্টি যদি বেছে বেছে ২,০০,০০০ একনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ সভ্য পার্টিতে পাঠায়, তাতে এ-ই বুঝায় যে, এইরকমের একটা পার্টি অপরাজেয়, যেহেতু, এটা বাস্তবিকই শ্রমিকশ্রেণীর কার্যসাধনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে, এমন একটা মাধ্যম যা শ্রমিকশ্রেণীর অবিচ্ছিন্ন আস্থাভাজন। এইরকম পার্টিই বেঁচে থাকে, শত্রুর মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে; এইরকম পার্টি ভেঙে টুকরো টুকরো হতে পারে না। বিরোধী পক্ষের অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এঁরা আলোচনার ফলাফল আর পার্টি-সমস্যা-গুলির মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেননি, যে জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের মাপকাঠি দিয়ে পার্টির মূল্য যাচাই করে—যেহেতু জনসমষ্টির জন্যেই পার্টি, তার বিপরীতভাবে নয়—পক্ষান্তরে তাদের সম্মুখীন হয়েছে একটা আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, একটা 'নিছক' যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। পর্যালোচনার পরিণামগুলি উপলব্ধির একটা সরল এবং সরাসরি সূত্র খুঁজে পেতে হলে দৃষ্টিটাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনতে হবে সাংগঠনিক হাতিয়ার সম্পর্কে বাজে কচ্‌কচানির দিকে নয়, পরন্তু, সেই ২,০০,০০০-এর দিকে যারা পার্টিতে যোগদান করেছে, এবং যারা এর প্রগাঢ় গণতান্ত্রিকতা প্রতিপাদন করেছে। বিরুদ্ধবাদীদের বক্তৃতাগুলির মধ্যে গণতন্ত্রের উল্লেখগুলি নির্বোধের উক্তিমাত্র।

কিন্তু, শ্রমিকশ্রেণী যখন পার্টির ভিতরে ২,০০,০০০ নতুন সভ্য পাঠায়, সেটা হল প্রকৃত গণতন্ত্র। আমাদের পার্টি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নির্বাচিত মুখপাত্র। আমাকে আর একটা এইরকম পার্টি দেখিয়ে দিন তো! আপনারা একটাও দেখাতে পারবেন না, কারণ, এখনো পর্যন্ত এরকম একটাও নেই। কিন্তু, এটা যতই বিস্ময়কর মনে হোক না কেন, আমাদেরটার মতন এইরকম একটা শক্তিশালী পার্টিও বিরুদ্ধবাদীদের পছন্দ নয়। কোথায়ই-বা এই পৃথিবীতে এর চেয়ে ভাল একটা তাঁরা খুঁজে বের করবেন? আশংকা হচ্ছে, এর চেয়ে একটা ভাল পার্টির সন্ধানে তাঁদের মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দিতে হবে। (উচ্চহাস্য।)

সর্বশেষ প্রশ্ন—বিরোধী পক্ষের পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতির; জোরের সঙ্গে জাহির করা যে পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতির অভিযোগটা অন্যায়। সে কি সত্য? না, তা সত্য নয়। অভিযোগটা উঠল কিভাবে, এটার ভিত্তিটাই-বা কী? এটা দাঁড়িয়ে আছে এই বাস্তব ঘটনাটার ওপরে যে, বিরুদ্ধবাদীরা পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের জন্যে তাঁদের লাগামছাড়া বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে নয়া বুর্জোয়া-শ্রেণী যারা আমাদের পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের কিছুমাত্র পরোয়া করে না কিন্তু যারা নিজেদের জন্যে দেশের মধ্যে গণতন্ত্র পেতে চায়, তাদের জন্য না জেনে-শুনে, অনিচ্ছাকৃতভাবে, একরকম প্রতিনিধির মতন কাজ করেছেন। গণতন্ত্রের প্রশ্ন নিয়ে পার্টির যে অংশটা একটা হৈ-চৈ তুলেছে, তারা নিজেদের অজ্ঞাতে, একনায়কতন্ত্রকে দুর্বল করার, সোভিয়েত সংবিধানকে 'ঢিলেঢালা' করার এবং শোষকশ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে নয়া বুর্জোয়াশ্রেণী প্রণোদিত দেশের মধ্যের বিক্ষোভটারই পক্ষে মুৎসুদ্দির আর মাধ্যমের কাজ করেছে। কেন যে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা, যাঁরা নিঃসন্দেহে পার্টিকে ভালবাসেন এবং পার্টির মঙ্গল চান ইত্যাদি, নিজেরা এটা লক্ষ্য না করে, যে লোকগুলি কেমন করে একনায়কতন্ত্রকে হীনবল আর বিচ্ছিন্ন করা যায় তা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, পার্টির বাইরের সেই লোকগুলির মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন, এখানেই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং গোপন তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে।'

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা বিরোধী পক্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল। সেটা কি আকস্মিক? না, তা নয়। আন্তর্জাতিকভাবে শক্তিগুলি এমনভাবে শ্রেণীবদ্ধ যে, আমাদের পার্টির কর্তৃত্ব এবং আমাদের দেশে একনায়কতন্ত্রের স্থায়িত্বকে দুর্বল করার

প্রত্যেকটা প্রচেষ্টাকে বিপ্লবের শত্রুরা সাগ্রহে ধরে নেবে তাদের একটা সুনিশ্চিত জয় বলে, তা সে প্রচেষ্টাগুলি আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষেরই হোক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদেরই হোক। এটা যে উপলব্ধি করতে না পারে, আমাদের পার্টির ভিতরের দলাদলিমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মারপ্যাচটা বুঝে উঠতে না পারে, সে এটাও উপলব্ধি করতে পারে না যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি নির্ভর করে সোভিয়েত এবং সোভিয়েত বিরোধীদের মধ্যে সামগ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফলের উপর, ব্যক্তিবিশেষ আর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার উপর নয়। আমরা যে বিরোধী পক্ষের ভেতর একটা পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি, এই বাস্তব অবস্থার সেইটেই হল ভিত্তি।

পার্টি-শৃংখলা এবং পার্টি-সদস্যদের মধ্যে ঐক্য সম্বন্ধে লেনিন একবার বলেছিলেন: 'যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির লৌহ-শৃংখলাকে এতটুকুও শিথিল করে (বিশেষ করে এর একনায়কত্বের সময়) সে প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সাহায্য করে' (২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৯০ দেখুন)। এরপরে কি আর এটা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন আছে যে, মস্কো সংগঠন এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপর তাঁদের আক্রমণের দ্বারা বিরোধী পক্ষীয় কমরেডরা পার্টি-শৃংখলাকে দুর্বল এবং একনায়কতন্ত্রের বনিয়াদটাকেই ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন, যেহেতু পার্টিই হচ্ছে একনায়কতন্ত্রের মৌলিক মর্মস্থল?

এই কারণেই আমি মনে করি যে, ত্রয়োদশ সম্মেলন ঠিকই ঘোষণা করেছিল যে, পেটি-বুর্জোয়া কর্মনীতির ভুল পথ অনুসরণ করার বিষয় নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করছি। এটা এখনো পর্যন্ত একটা পেটি-বুর্জোয়া কর্মনীতি নয়। কোনওক্রমেই নয়। দশম কংগ্রেসে লেনিন ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, বিপথগমনটা এমন একটা কিছু যা এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করেনি, এমন কিছু যা একটা সুনির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করেনি। এবং আপনারা, বিপক্ষ কমরেডস্‌, যদি এই পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি, এই ছোটখাট ভুল-গুলিকে আঁকড়ে না থাকেন—তাহলে সব কিছুর বিহিত হয়ে যাবে, এবং পার্টির কর্মতৎপরতা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু আপনারা যদি জিদ ধরেন, তাহলে পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতিটা একটা পেটি-বুর্জোয়া কর্মনীতি হয়ে উঠতে পারে। কাজেকাজেই, বিপক্ষীয় কমরেডস্‌, সব কিছু নির্ভর করে আপনাদের ওপর।

সিদ্ধান্তগুলি কী? সিদ্ধান্তগুলি হচ্ছে এই যে, পার্টির পরিপূর্ণ ঐক্যের ভিত্তিতে আমরা আভ্যন্তরীণ পার্টি ক্রিয়াকলাপ অবশ্যই চালিয়ে যাব। এই কংগ্রেসের দিকে, কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মনীতির প্রতি এর বলিষ্ঠ সমর্থনের দিকে তাকান—সেখানে দেখবেন পার্টির ঐক্য। বিরোধী পক্ষ প্রতিনিধিত্ব করেন পার্টির মধ্যে একটা অকিঞ্চিৎকর সংখ্যালঘু অংশের। আমাদের পার্টি যে ঐক্যবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ থাকবেও, সেটা হাতেকলমে প্রমাণিত হয়েছে বর্তমান কংগ্রেসের দ্বারা, এর ঐক্যমত এবং সংহতি দ্বারা। পার্টির মধ্যে বিরোধী পক্ষ বলে পরিচিত সেই অকিঞ্চিৎকর উপদলটার সঙ্গে আমাদের ঐক্য থাকবে কিনা সেটা নির্ভর করে তাঁদের ওপর। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সংহতি রক্ষা করেই আমরা কাজ করতে চাই। গত বছর, পর্যালোচনার চরম অবস্থায়, আমরা বলেছিলাম যে, বিরোধী পক্ষের সঙ্গে একত্রে কাজ করা অত্যাবশ্যক। আমরা এটা আজ এখানে আবার বলছি। কিন্তু এই ঐক্য লাভ করা যাবে কিনা আমি জানি না, কারণ ভবিষ্যতে ঐক্যটা নির্ভর করবে সম্পূর্ণভাবে বিরোধী পক্ষের ওপর। বর্তমান ক্ষেত্রে ঐক্য আসছে দুটি বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ—পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের। সংখ্যাগরিষ্ঠ চায় ঐক্যবদ্ধ সক্রিয়তা। সংখ্যালঘিষ্ঠ এটা আন্তরিকভাবে চায় কিনা, আমি জানি না। সেটা নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে বিপক্ষীয় কমরেডদের ওপর।

সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা অবশ্যই ত্রয়োদশ কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিকে অনুমোদন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মতৎপরতাকে অনুমোদন করি। আমি নিঃসংশয় যে, কংগ্রেস এই প্রস্তাবগুলিকে অনুমোদন করবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যকলাপ সত্য বলে মেনে নেবে। (দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।)

রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র
ত্রয়োদশ কংগ্রেসের ফলাফল

(রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রদত্ত রিপোর্ট,
উয়েজ্‌দ্ পার্টি কমিটিসমূহের সম্পাদকদের জন্য
আচরণবিধি ১৭ই জুন, ১৯২৪),

কমরেডস্, আমি ত্রয়োদশ কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির একটা বিশদ বিশ্লেষণ দিতে ইচ্ছা করি না। সংখ্যায়ও তা বেশ কিছু—সব নিয়ে একখানা গোটা পুস্তিকা—আর, তাদের এখন পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করা বড় একটা সম্ভব নয়, আরও বেশি করে এই কারণে যে, আপনারা বা আমি, ঠিক এখন সময় করে উঠতে পাবব না। কাজেই আমি মনে করি যে, আপনারা যাতে বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্তগুলিকে অধ্যয়ন করতে পারেন তার সুবিধার জন্য মূল আরম্ভিক বিষয়গুলির একটা মোটামুটি রূপরেখা তৈরী আর ব্যাখ্যা করাই বেশি উপযোগী হবে।

এবং সেইহেতু, ত্রয়োদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি বিশদভাবে অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, নানান প্রশ্ন নিয়ে তাতে আলোচনা হয়েছে, সেগুলিকে চারটি মৌলিক প্রশ্নে দাঁড় করানো যায়, যেগুলি একটা লাল সুতোর মতো সমস্ত সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে গেছে।

এই প্রশ্নগুলি কী ?

প্রথম মৌলিক প্রশ্ন বা প্রথমশ্রেণীর প্রশ্নগুলি আমাদের সাধারণতন্ত্রের বহির্বিষয়ক অবস্থা, এবং আন্তর্জাতিক সংহতি বিধান সম্পর্কিত অবস্থা।

দ্বিতীয় মৌলিক প্রশ্ন বা দ্বিতীয়শ্রেণীর প্রশ্নসমূহ রাষ্ট্রীয় শিল্পসংস্থা এবং কৃষি অর্থনীতির মধ্যে বন্ধন, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্কিত।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রশ্নাবলীর অন্তর্গত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র ও সমাজবাদের ভাব নিয়ে শ্রমজীবী জনগণের শিক্ষা এবং পুনরায় নতুনভাবে শিক্ষা। রাষ্ট্রযন্ত্র, কৃষকদের মধ্যে, মেহনতী নারী এবং যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

সর্বশেষে, চতুর্থশ্রেণীর প্রশ্ন পার্টির নিজের সম্পর্কেই, তার আভ্যন্তরীণ জীবন এবং তার অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্পর্কে।

ত্রয়োদশ কংগ্রেসের নির্দেশগুলি সম্পর্কে উয়েজ্‌দ্‌ পার্টি-কর্মীদের কর্তব্য সম্পর্কে আমি আমার রিপোর্টের সমাপ্তিকালীন অংশে বিশেষভাবে আলোচনা করব।

বৈদেশিক বিষয়

গত বছর সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার নতুন কী উন্নতি হয়েছে? গত বছর থেকে নতুন বছরে এগিয়ে যাবার সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন্‌ কোন্‌ মৌলিক, নতুন ক্রমবিকাশসমূহের হিসেব অবশ্যই করতে হবে যে ক্রমবিকাশগুলিকে ত্রয়োদশ কংগ্রেস বিবেচনার বিষয়াধীন না করে পারেনি?

এই ক্রমবিকাশগুলির মধ্যে রয়েছে, প্রথমতঃ, গত এক বছরব্যাপী পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে আভ্যন্তরীণ কর্মনীতিকে প্রকাশ্য ফ্যাসিবাদে রূপান্তরিত করার একাধিক চেষ্টা প্রত্যক্ষ করার আমাদের সুযোগ হয়েছে; যে চেষ্টাগুলি ব্যর্থ এবং অকার্যকর হয়েছে। যেখানে ফ্যাসিবাদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে সেই ইতালীর কথা ছেড়ে দিলেও, ইউরোপের প্রধান দেশগুলিতে, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনে ফ্যাসিবাদ পরিণত করার চেষ্টা অকার্যকর হয়েছে, এবং এই চেষ্টার উদ্ভাবক, পঁয়কেয়ার এবং কার্জন, সোজা কথায়, ধপাস করে পড়ে গিয়েছেন, মঞ্চ থেকে তাঁদের ছুঁড়ে মাটিতে ফেলা দেওয়া হয়েছে।

গত বছরের এই হল প্রথম নতুন ঘটনা।

গত বছরের দ্বিতীয় নতুন ঘটনা ছিল আমাদের দেশকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ও ফ্রান্সের একটার পর একটা চেষ্টা, যে চেষ্টাগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে বড় একটা সন্দেহ থাকতে পারে না যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পঁয়কেয়ারের বহুসংখ্যক ষড়যন্ত্র এবং কার্জনের কুখ্যাত চরমপত্র আমাদের দেশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু কী ঘটল? বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাস্তব স্বীকৃতি লাভ হয়েছে। অধিকন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নকারীরাই বিচ্ছিন্ন হয়েছে, পঁয়কেয়ার ও কার্জন পদত্যাগ করেছেন। কিছু সংখ্যক অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিবিদ যেটা স্বভাবতঃ বিশ্বাস

করার পক্ষপাতী ছিলেন, আমাদের দেশ তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এই হল দ্বিতীয় নতুন ঘটনা।

এই সমস্তের ব্যাখ্যা কী ?

আমাদের নীতির বিচক্ষণতাকে এর কারণ বলে নির্দেশ করার দিকে কারও কারও একটা ঝোঁক আছে। আমি অস্বীকার করি না যে, আমাদের নীতি বিচক্ষণ না হলেও যে-কোন অবস্থাতেই নির্ভুল, এবং এটা ত্রয়োদশ কংগ্রেসের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু আমাদের নীতির বিচক্ষণতা কিংবা যথার্থতা কোনটাকেই পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বলে বিবেচনা করা যেতে পারে না। সম্প্রতি ইউরোপে যে পরিবেশের উদ্ভব হয়েছে, আর যা আমাদের নীতির সাফল্যকে নির্ধারিত করেছে, ব্যাখ্যাটা তার মধ্যে যতটা রয়েছে আমাদের কর্মনীতির যাথার্থ্যের মধ্যে ততটা নয়। এই সম্পর্কে তিনটি পারিপার্শ্বিক অবস্থা

প্রথমতঃ। যুদ্ধ জয়ের ফলগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে আয়ত্ত করার এবং ইউরোপে চলনসই শান্তির মতো একটা কিছু স্থাপন করার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের অক্ষমতা। পরাজিত দেশ ও উপনিবেশগুলিকে লুণ্ঠন না করে, লুঠের মালের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে, তারা আর উন্নতিলাভে অসমর্থ। এই কারণেই নতুন যুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থা। এই কারণেই আর একটা যুদ্ধের বিপদ রয়েছে। কিন্তু জনগণ যুদ্ধ চায় না, কারণ, পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য যে ত্যাগ তাদের স্বীকার করতে হয়েছে, তারা এখনো তা ভুলতে পারেনি। এই কারণে, যুদ্ধবাদী সাম্রাজ্যবাদী নীতি জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ জাগিয়ে তুলছে।

সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সেটাই হল কারণ। কার্জন আর পঁয়কেয়ারকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কেন? কারণ, জনগণের অভিমত, তারা আর একটা যুদ্ধের প্ররোচক। কারণ, তাদের খোলাখুলি যুদ্ধবাদী নীতি তারা সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছে, আর এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে একটা বিপদের সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয়তঃ। দেশের অভ্যন্তরে সোভিয়েত শক্তির সংহতি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি দেশের অভ্যন্তরে সোভিয়েত শক্তির পতনটাকে সুনিশ্চিতরূপে আশা করেছিল। ঋষিরা বলেন, দৈববাণী কখনো কখনো শিশুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে

আসে। বেশ, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদটাকে যদি একটা দেবত্ব বলে মেনে নিতে হয়, তাহলে এটা স্বাভাবিক যে তার নিজস্ব একটি শিশু ছাড়া সে চলতে পারে না। এবং তা-ই খুঁজে পেয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ার অনজ্ঞাত বহির্বিষয়ক মন্ত্রী বেনেস ব্যক্তিটির মধ্যে। দুনিয়ার কাছে এই ব্যক্তিটির মারফৎ ঘোষণা করেছে যে, সোভিয়েত শক্তির অনিশ্চিত স্থায়িত্বের কথা বিবেচনা করে সাধারণতান্ত্রিক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীকৃতিদানের জন্যে তাড়াহুড়ো করার মতো কিছু নেই, আর, যখন তার বদলে একটা নতুন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সরকার শীঘ্রই হচ্ছে, সে অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 'স্বাভাবিক সম্পর্ক' স্থাপন করা থেকে উপস্থিত সময়ের জন্য 'বিরত থাকাই' অধিকতর সমীচীন হবে। মাত্র কিছুকাল আগেও এরকমই ছিল অবস্থা। কিন্তু, এই শিশুটির মুখ দিয়ে দুনিয়ার কাছে ঘোষণা করানো সাম্রাজ্যবাদের 'সত্যটা' দু'মাসও টিঁকে থাকেনি, কারণ আমরা যেমন জানি, অল্পকালের মধ্যেই কতকগুলি দেশ 'স্বীকৃতিদানের' পক্ষে 'নিরস্ত' থাকার নীতি বিসর্জন দিয়েছে।[৪৪] কেন? কারণ, বাস্তব সত্যের বিরুদ্ধে যাওয়া যায় না, এবং বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, সোভিয়েত শক্তি পাহাড়ের মতো দৃঢ়। একজন সাধারণ লোকের কথা দিয়েই শুরু করা যাক, রাজনীতির দিক থেকে যতই সরল-সাদাসিধে হোক না কেন, এটা সে লক্ষ্য না করে পারেনি যে, যে-কোন বুর্জোয়া সরকারের চেয়ে সোভিয়েত সরকার স্পষ্টতঃই বেশি স্থায়ী, যেহেতু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের এই সাত বছরের মধ্যে বুর্জোয়া সরকারগুলি এসেছে আর গিয়েছে, কিন্তু সোভিয়েত সরকার বহাল আছে। অধিকন্তু, একজন সাধারণ লোক আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি লক্ষ্য না করে পারেনি, তা যদি একমাত্র আমাদের রপ্তানীর নিয়মিত বৃদ্ধির দিক থেকেও হয়। এই সমস্ত অবস্থাই যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সপক্ষেই বলে, বিপক্ষে নয়, তার জন্য অতিরিক্ত প্রমাণের দরকার আছে কি? পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাবার জন্য আমাদের ওপর দোষারোপ করা হয়। আমি অবশ্যই বলব যে, আমাদের দিক থেকে এরকম প্রচারকার্য চালাবার কোন প্রয়োজন নেই; আমরা এর প্রয়োজনবোধ করি না। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের সত্যসত্যই অস্তিত্ব, তার ক্রমোন্নতি, তার বাস্তব সমৃদ্ধি, তার সন্দেহাতীত সংহতি, এ সমস্তই সোভিয়েত শক্তির অনুকূলে ইউরোপীয় শ্রমিকদের মধ্যে সর্বাধিক ফলপ্রসূ প্রচারকার্য। যে-কোন শ্রমিকই এখানে

আসবেন আর আমাদের সব কিছুর প্রলেতারীয় বিন্যাসের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করবেন, তিনিই এটা লক্ষ্য না করে পারবেন না যে, এই সোভিয়েত শক্তি কি, এবং কার্যসাধনে সক্ষম ক্ষমতাসীন শ্রমিকশ্রেণীই-বা কি। বাস্তবিকপক্ষে, এই হল আসল প্রচারকার্য, কিন্তু এ হচ্ছে বাস্তব ঘটনা দ্বারা প্রচার, শ্রমিকের ওপর যার প্রভাব বাচনিক বা মুদ্রিত প্রচারের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, আমরা পূর্বাঞ্চলে প্রচারকার্য চালাচ্ছি। সেটাও অর্থহীন। পূর্বাঞ্চলে প্রচারকার্য চালাবার আমাদের কোন প্রয়োজনই নেই। পরাধীন কোন দেশ বা উপনিবেশের যে-কোনও অধিবাসী সোভিয়েত ইউনিয়নে এসে যেই দেখবেন, কেমন করে জনগণ দেশটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কেমন করে কালো ও সাদা, রুশীয় ও অ-রুশীয়, প্রতি বর্ণের আর প্রতি জাতির জনগণ একটা মহান দেশের পরিচালন-কর্মসাধনে সংঘবদ্ধ হয়েছে, অমনি তাঁর স্থিত আত্মপ্রতীতি জন্মাবে যে, আমাদেরই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে জাতিসত্তাসমূহের সমধর্মিতা একটা বাক্যালংকার মাত্র নয়, পরন্তু একটা জীবন্ত বাস্তব সত্য। সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্বের মতো বাস্তব ঘটনা দ্বারা এইরকম প্রচারক্রিয়া থাকতে আমাদের মত ও নীতির প্রসারের জন্য কোন বক্তৃতামঞ্চ বা ছাপাখানার আবশ্যক নেই।

তৃতীয়তঃ। সোভিয়েত সরকারের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং মর্যাদা, পুঁজিবাদী দেশগুলির জনসাধারণের মধ্যে সুবিপুল জনপ্রিয়তা, যার প্রথম ও প্রধান কারণ এই বাস্তব সত্য যে, পৃথিবীর মধ্যে আমাদেরই হচ্ছে একমাত্র দেশ, যে একটা শান্তির নীতি অনুসরণ করতে সক্ষম এবং প্রকৃতই অনুসরণ করছে—কপট ভাবে নয়, এই নীতি অনুসরণ করছে সততার সঙ্গে এবং খোলাখুলিভাবে, দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সংগতিপূর্ণভাবে। আজ প্রত্যেকে, শত্রু এবং মিত্র উভয়েই, স্বীকার করে যে, আমাদেরই হচ্ছে একমাত্র দেশ যাকে ন্যায়সংগতভাবে বলা যেতে পারে সারা দুনিয়াব্যাপী শান্তি-নীতির আলম্বন এবং পতাকাবাহী। এটা প্রমাণ করার কোনও আবশ্যক আছে কি যে, এই অবস্থা ইউরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সমর্থন এবং সমমর্মিতা বৃদ্ধি করতে বাধ্য? আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে, কোন কোন ইউরোপীয় শাসক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 'বন্ধুত্বের' উপর তাদের জীবনধারা গড়ে তুলতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যে, তাদের ভেতর, এমনকি মুসোলিনির

মতো ব্যক্তিরাও সময় সময় এই 'বন্ধুত্বের' সুযোগে 'সুবিধা' করে নিতে বিমুখ নয়। পুঁজিবাদী দেশগুলির ভেতর ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে সোভিয়েত সরকার যে একটা যথার্থ বাস্তব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, এটা তারই প্রত্যক্ষ নিদর্শন। পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীর প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও যে সোভিয়েত সরকার সততা ও শৌর্যের সঙ্গে শান্তির নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে; অন্য যে-কোন কিছুর অপেক্ষা এইটাই তার জনপ্রিয়তার সমধিক কারণ।

মোটামুটি বিচারে এগুলিই হচ্ছে হেতু, যা গত বছরে আমাদের বৈদেশিক নীতির সাফল্য নির্ধারিত করেছে।

ত্রয়োদশ কংগ্রেস তার সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় কমিটির বহির্বিষয়ক নীতিকে অনুমোদন করেছে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ কী? এর অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, শান্তির নীতিকে, এবং আর একটা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প সংগ্রামের নীতিকে, এবং নতুন যুদ্ধোপকরণের ও নতুন সংঘর্ষের প্রত্যেকটি সমর্থক, প্রবক্তা এবং সাহায্যকারীর নির্মমভাবে মুখোস খোলার নীতিকে চালিয়ে যাবার জন্য কংগ্রেস পার্টিকে বাধ্য করেছে।

শহর ও গ্রামের মধ্যে বন্ধনের প্রশ্নাবলী

শহর ও গ্রামের মধ্যে বন্ধনের অর্থ কী? অর্থ হচ্ছে শহর ও গ্রামের মধ্যে, আমাদের শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সংযোগ, অবিরাম আদান-প্রদান, আমাদের শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যসমূহের সঙ্গে কৃষি অর্থব্যবস্থায় উৎপাদিত খাদ্য ও কাঁচামালের বিনিময়। কৃষি অর্থব্যবস্থা তার খাদ্যদ্রব্য আর কাঁচামাল শহরের বাজারে বিক্রি করে, তার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি না পেলে সমৃদ্ধিলাভ করতে পারে না, বেঁচে থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে, রাষ্ট্রীয় শিল্প ও কৃষি-বাজারে তার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে, তার বদলে খাদ্য আর কাঁচামালের জোগান না পেলে বিকাশলাভ করতে পারে না। সুতরাং, দেশী বাজার, সকলের ওপরে কৃষি-বাজার, কৃষি অর্থব্যবস্থাই হচ্ছে আমাদের সমাজতন্ত্রী শিল্পের জীবন-উৎস। সেই কারণে, শহর আর গ্রামের মধ্যে যোগসূত্রটা এমন একটা প্রশ্ন যার সঙ্গে জড়িত আমাদের শিল্পের অস্তিত্ব, একেবারে শ্রমিকশ্রেণীরই অস্তিত্ব; এটা আমাদের সাধারণতন্ত্রের জীবন-মরণের প্রশ্ন, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের প্রশ্ন।

কৃষি-খামার দ্রব্যের সঙ্গে শিল্পপণ্যের সরাসরি বিনিময়ের ভেতর দিয়ে শিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে এই নিরন্তর যোগাযোগ এই সংযোগসাধন করতে আমরা সফলতালাভ করিনি। আমরা সফল হয়নি, কারণ আমাদের শিল্পোন্নয়ন নিম্ন মানের, আমাদের সমগ্র দেশব্যাপী একটা বহুধাবিস্তৃত সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল না, এবং যুদ্ধের পরিণতিতে আমাদের অর্থ-ব্যবস্থা ছিল সামগ্রিকভাবে একটা বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে। সেই জন্যই আমরা নয়া অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি, অর্থাৎ আমরা বাধ্য হয়েছি অবাধ বাণিজ্য, অবাধ পণ্য চলাচল ঘোষণা করতে, দেশের মধ্যে মালপত্রের নিয়মিত সরবরাহ ব্যবস্থার সৃষ্টি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য লক্ষ লক্ষ কৃষক ও ছোট মালিকদের প্রচেষ্টাকে চালু রাখার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদকে প্রবেশাধিকার দিতে, শেষ পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল অবস্থানগুলির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা করায়ত্ত করে বাণিজ্যের ভেতর দিয়ে শিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার মধ্যে বন্ধনটাকে গড়ে তুলতে। একেই লেনিন বলেছিলেন ঘোরা পথে বন্ধন গড়ে তোলা—সরাসরিভাবে নয়, কৃষি-খামারজাত দ্রব্যের সরাসরি বিনিময় নয়, বাণিজ্যের মাধ্যমে।

করণীয় কাজ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ ছোট মালিকের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যের কর্তৃত্বলাভ করা, শহর ও গ্রামের প্রধান সরবরাহ প্রণালীগুলিকে রাষ্ট্র ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে নিয়ে আসা, আর এইভাবে শিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার মধ্যে অব্যাহত সংযোগ, একটা অলঙ্ঘ্য বন্ধন স্থাপন করা।

এটা বলা ভুল হবে যে, এই কর্মসূচী আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। এটা ভুল, কারণ শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতাসীন থাকায় বাণিজ্যের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের মধ্যে পরোক্ষভাবে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয়, বলতে গেলে, সমস্ত প্রধান উপকরণগুলি আয়ত্তে আছে। প্রথমতঃ, শ্রমিকশ্রেণীর অধিকারে রয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। দ্বিতীয়তঃ, তা শিল্পেরও মালিক। তৃতীয়তঃ, ঋণ-দান ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে, আর রাষ্ট্রের হাতে ঋণদান ব্যবস্থা হচ্ছে একটা প্রবল কার্যকরী শক্তি। চতুর্থতঃ, ভাল বা মন্দ, যাই হোক না কেন, এর নিজস্ব বাণিজ্য হাতিয়ার আছে, যা ধীরে ধীরে উন্নত আর শক্তিশালী হচ্ছে। সর্বশেষে, এর কিছু পরিমাণ পণ্যসম্ভার আছে, যেগুলি বাজারের অস্থিরতাকে সংযত বা নিরপেক্ষ করতে, মূল্যের ওপর প্রভাব বিস্তার ইত্যাদির জন্য সময় সময় বাজারে ছেড়ে দেওয়া যায়। এই সমস্ত উপকরণই শ্রমিক রাষ্ট্রের আয়ত্তে,

আর সেই কারণেই এটা বলা যেতে পারে না যে, বাণিজ্যের ভেতর দিয়ে শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা আমাদের সাধ্যের অতীত।

শহরের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক গড়ে তোলা আর তা সংস্থাপনের সম্ভাবনা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলির এই হচ্ছে অবস্থা।

কাজেকাজেই, শহর আর গ্রামের মধ্যে সংযোগসাধনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে গত বছরটা নতুন আর তাৎপর্যপূর্ণ কী উন্নতিবিধান করেছে?

এই সংযোগসাধন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গঠন করার সময়ে ত্রয়োদশ কংগ্রেসের কী কী নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে হয়েছিল?

এই ক্ষেত্রে বিগত এক বৎসরের বিকাশগুলি এই বাস্তব ঘটনায় অন্তর্নিহিত যে, আমাদের ব্যবহারিক কর্মে, আমাদের জাতীয় অর্থব্যবস্থার অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক এবং ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী অংশের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচালিত অবাধ সংগ্রামে আমাদের এই প্রথমবার মুখোমুখী হতে হয়েছে, আর তারই আমরা ফলে একটা কার্যকর ও অত্যন্ত বাস্তব পথে সংযোগের প্রশ্নটার সম্মুখীন হয়েছি। সংযোগ ও বাণিজ্যের প্রশ্নগুলি আমাদের কাছে আর তত্ত্বের প্রশ্ন বলে মনে হয়নি, মনে হয়েছে আশু অনুশীলনের প্রশ্ন হিসেবে, যার জরুরী মীমাংসা একান্ত প্রয়োজন।

আপনারা আবার স্মরণ করুন যে লেনিন এর আগেই একাদশ কংগ্রেসে বলেছেন[৪৫] যে, রাষ্ট্র এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা বাজার দখল এবং বাণিজ্যের মূল পথগুলির কর্তৃত্বলাভ করা একটা শান্তিপূর্ণ কাজের ব্যাপার হবে না, পক্ষান্তরে, সমাজবাদী ও ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী দলের মধ্যে এটা একটা সংগ্রামের রূপ নেবে; আমাদের জাতীয় অর্থব্যবস্থার মধ্যে এই দুই বিপরীত শক্তির ভেতর প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ গ্রহণ করবে। এটা নিজেকে স্পষ্ট করে তুলেছে প্রধানতঃ দুটি ক্ষেত্রে: শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, আর ঋণদান, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে।

এই সংগ্রামের ফল কী হয়েছে?

প্রথমতঃ। আমরা দেখেছি ব্যক্তিগত মূলধন, যেখানে ঝুঁকিটা অপেক্ষাকৃত বেশি আর মোট বিনিয়োজিত মূলধনের আবর্তন মন্থর, সেখানে অনুপ্রবেশ করেনি, কিন্তু করেছে বাণিজ্যের ভেতরে, ঠিক সেই ক্ষেত্রে যা, যেমন লেনিন বলেছেন, আমাদের যুগপরিবর্তনকালে, পদ্ধতিসমূহের শৃংখলের মূল গ্রন্থি গঠন করে। এবং বাণিজ্যের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে ব্যক্তিগত মূলধন সেখানে

নিজেকে এত দৃঢ় ও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে, তা দেশের সমগ্র খুচরা বাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ, আর তার সমস্ত পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্যের প্রায় ৫০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত। এর কারণ, আমাদের বাণিজ্য ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল নবীন এবং তখনো পর্যন্ত যথেষ্ট সংগঠিত ছিল না; আমাদের সিণ্ডিকেটগুলির ভুল নীতি, যেগুলি তাদের একচেটিয়া অবস্থার অপব্যবহার করেছে, জোর করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করেছে; রাষ্ট্রীয় স্বার্থে বাণিজ্যে সমন্বয়সাধন করাটাই কর্তব্য, আমাদের সেই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-বিষয়ক কমিশারমণ্ডলীর দুর্বলতা, আর, সবশেষে, তৎকালীন প্রচলিত সোভিয়েত মুদ্রার অস্থায়িত্ব, যা প্রধানতঃ আঘাত করে কৃষককে, আর তার ক্রয়শক্তিকে বাধ্য করে পড়ে যেতে।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখেছি, গ্রামের ঋনদান ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে কুলাক ও সুদখোরদের হাতে। নিজস্ব কোন কৃষি উপকরণ না থাকায় ছোট কৃষকেরা সুদখোরদের কাছে দাসত্ববন্ধনে বাঁধা পড়তে বাধ্য হতো, আর বাধ্য হতো জবরদস্তিমূলক সুদ দিতে এবং টুঁ শব্দটি না করে সুদখোরের প্রভুত্ব সহ্য করতে। এর কারণ এই যে, এখনো পর্যন্ত আমাদের এমন আঞ্চলিক কৃষি-ঋণদান ব্যবস্থা নেই যে, কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে সুদখোরদের উৎখাত করা যায়; তার কারণ এই যে, সুদখোরেরা এই ক্ষেত্রটাকে একান্তভাবে তাদের নিজের করে নিয়েছে।

আমরা দেখছি যে, এইভাবে বণিক আর সুদখোররা একদিকে রাষ্ট্র আর অন্যদিকে কৃষি অর্থব্যবস্থা, এই দুইয়ের মধ্যে গোঁজের মতো ঢুকে পড়েছে, আর তার ফলে সমাজবাদী শিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা আরও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে, আর বস্তুতঃপক্ষে, ঠিকমতো গড়ে তোলাও হয়নি। গত বৎসরের গ্রীষ্মকালীন বাজার সংকটটা ছিল এই প্রতিবন্ধকতার এবং যথোপযুক্ত সংগঠনের অভাবের প্রকাশ মাত্র।

ইতিমধ্যেই তখন, এমনকি কংগ্রেসেরও পূর্বে, বাজার সংকটটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে পার্টি ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং কৃষি ঋণদানের একটা পদ্ধতির গোড়া-পত্তন করে। একটা নতুন, স্থায়ী মুদ্রার প্রচলন করা হয়, যার ফলে অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। দাম কমিয়ে আনার জন্য পণ্যসম্ভার বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়, আর এরও একটা অনুকূল ফল দেখা দেয়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-বিষয়ক কমিশারমণ্ডলীকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা হয় যার ফলে ব্যক্তিগত পুঁজির

বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগটাকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য ও সমবায় সংস্থাগুলির পরিচালকমণ্ডলীর ক্রিয়াকলাপের পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল। বাজার সংকট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এড়ানো গিয়েছিল।

কিন্তু পার্টি এইসব ব্যবস্থার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনি। সমস্ত দিক থেকে বন্ধনের প্রশ্নটাকে নতুন করে বিবেচনা করা এবং বাজার সংকট দূরীভূত করার পরে উদ্ভূত নতুন পরিবেশের মধ্যে তার সমাধানের জন্য প্রাথমিক পদ্ধতিগুলির উদ্ভাবন করাই ছিল ত্রয়োদশ কংগ্রেসের করণীয় কাজ।

এই বিষয়ে ত্রয়োদশ কংগ্রেস কী স্থির করেছিল?

প্রথমতঃ। কংগ্রেস শিল্পের, মূলতঃ হাল্‌কা শিল্পের, এবং ধাতব শিল্পেরও, অধিকতর সম্প্রসারণের আহ্বান জানায়, যেহেতু এটা সুস্পষ্ট যে, আমরা আমাদের বর্তমান শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার দিয়ে কৃষকের পণ্যক্ষুধা মেটাতে পারি না। যা শিল্প সম্প্রসারণকে অপরিহার্য করে তোলে এটা সেই ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ব্যতিরেকেই। সুতরাং, শিল্পের আরও সম্প্রসারণ একটা জীবন অথবা মৃত্যুর প্রশ্ন (কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব[৪৬] দেখুন)।

দ্বিতীয়তঃ। ফসলী জমির আয়তন বাড়াতে কৃষকদের সাহায্য করার জন্য কংগ্রেস কৃষকদের খামারী কাজের আরও সম্প্রসারণের আহ্বান জানায়। বন্ধনটাকে সুদৃঢ় করতে এটারও প্রয়োজন, কেননা এটা সুস্পষ্ট যে, কৃষকসমাজ শুধু আমাদের শিল্পের প্রয়োজন মেটাতেই আগ্রহান্বিত নয়, অবশ্য উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে, তার ওপর বিদেশী বাজারেরও প্রয়োজন মেটাতে, অবশ্য যন্ত্র আর কলকব্জার বিনিময়ে। এই কারণেই, পার্টি নীতির আশু করণীয় হল কৃষকদের খামারী কাজের সম্প্রসারণ ('গ্রামাঞ্চলে কাজ' সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাব[৪৭] দেখুন)।

তৃতীয়তঃ। কংগ্রেস আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-বিষয়ক গণ-কমিশার সংসদ গঠন অনুমোদন করেছে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, পণ্যমূল্য কমিয়ে, দ্রব্যসামগ্রীর উৎকর্ষতা বাড়িয়ে, পণ্যসম্ভারকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে, অগ্রাধিকারমূলক ঋণদানের সদ্ব্যবহার ইত্যাদির সাহায্যে ব্যক্তিগত পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই করা, বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করা এবং বাণিজ্যক্ষেত্র

থেকে ব্যক্তিগত পুঁজি উচ্ছেদ করাকে আমাদের সমস্ত বাণিজ্য ও সমবায় সংগঠনগুলির প্রধান কর্তব্য বলে স্থির করেছে ('আভ্যন্তরীন বাণিজ্য' ও 'সমবায় প্রতিষ্ঠান' সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবগুলি[৪৮] দেখুন)।

চতুর্থতঃ। কংগ্রেস কৃষি ঋণের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা তোলে এবং তার মীমাংসা করে। প্রশ্নটা শুধু কেন্দ্রীয় কৃষি ব্যাঙ্ক অথবা এমনকি গুবের্নিয়া কৃষি ঋণদান কমিটিগুলির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয়, পক্ষান্তরে, প্রধানতঃ উয়েজ্‌দ্‌ ও ভোলস্ত-গুলিতে বহুধাবিস্তৃত আঞ্চলিক ঋণদান সমবায় সংস্থাগুলির সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত। এটা হচ্ছে ঋণদান ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রীকরণের, কৃষি ঋণদানকে কৃষকদের প্রাপ্তিসাধ্য করার, সুদখোরের অত্যাচারী ঋণের বদলে সহজ রাষ্ট্রীয় ঋণদান ব্যবস্থার এবং গ্রামাঞ্চল থেকে সুদখোরকে উচ্ছেদ করার একটা প্রশ্ন। আমাদের সমগ্র অর্থব্যবস্থার পক্ষে এ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এবং এর সমাধান না হলে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে সত্যসত্যই কোন স্থায়ী বন্ধন হতে পারে না। এই কারণেই ত্রয়োদশ কংগ্রেস এই সমস্যাটার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে ('গ্রামাঞ্চলে কাজ' সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবটি দেখুন)। কৃষি ব্যাঙ্কের মূলধন বাড়াবার প্রয়োজনসাধনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি ৪ কোটি রুবল-এর উপযোজন লাভ করেছে এই পারস্পরিক বোঝাপড়ায় যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে এই পরিমাণটাকে বাড়িয়ে ৮ কোটি রুবল করা যাবে। আমি বিশ্বাস করি যে, ভালভাবে প্রচেষ্টা চালালে পরিমাণটাকে ১০ কোটিতে তোলা যায়। এটা নিশ্চয়ই আমাদের মতো একটা বৃহদায়তন শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে খুব বেশি কিছু নয়; তৎসত্ত্বেও, এটা কৃষককে তার কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য এবং সুদখোর মহাজনের দাসত্ববন্ধন ছিন্ন করার জন্য সাহায্য করতে মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করবে। ছোট ছোট কৃষকদের পক্ষে, কৃষকসমাজ এবং শ্রমিক রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধনের পক্ষে, আঞ্চলিক কৃষি-ঋণদান সংস্থার গুরুত্বের কথা আমি আগেই বলেছি। কিন্তু আঞ্চলিক ঋণদান সমবায় সংস্থাগুলি শুধু যে কৃষকেরই সাহায্যে আসতে পারে তাই নয়। উপযুক্ত অবস্থাধীনে সেগুলি শুধু রাষ্ট্রের কৃষককেই সাহায্যের নয়, পরন্তু কৃষকেরও রাষ্ট্রকে সাহায্যের একটা সর্বাধিক মূল্যবান উৎস হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, উয়েজ্‌দ্‌ ও ভোলস্তগুলির মধ্যে আমরা যদি বহুশাখা বিভক্ত কৃষি-ঋণদান সমবায় সংস্থার জাল বিস্তার করি, আর এই প্রতিষ্ঠানগুলি যদি কৃষক-জনগণের মধ্যে মর্যাদালাভ করে, তাহলে তারা শুধু ঋণদানই নয়, ঋণ গ্রহণ কাজেও নিযুক্ত হতে পারে;

অন্য কথায়, তাদের কাছে কৃষকরা শুধু সরকারী টাকা ধার করতেই নয়, টাকা জমা দিতেও আসবে। চোখের সামনে এটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়াটা কঠিন হবে না যে, এই আঞ্চলিক ঋণদান সংস্থাগুলি অনুকূলভাবে বিকাশলাভ করলে, রাষ্ট্র লক্ষ লক্ষ কৃষকের মোটারকম ও মূল্যবান সাহায্যের একটা উৎসে পরিণত হতে পারে, যার কাছে কোনও বৈদেশিক ঋণের উৎসও তুলনীয় নয়। আপনারা দেখছেন যে, কংগ্রেস সহজ গ্রামীণ ঋণদান সংগঠন বিষয়টা বিশেষভাবে প্রণিধান করে ভুল করেনি।

পঞ্চমতঃ। কংগ্রেস আমাদের একচেটিয়া বহির্বাণিজ্যিক অধিকারের অলংঘনীয়তা আবার দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছে। আমাদের শিল্প ও কৃষি এবং এই দুয়ের মধ্যে বন্ধনের পক্ষে বহির্বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এর অত্যাবশ্যক গুরুত্বের কোন নতুন প্রমাণ অনাবশ্যক (কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের ওপর গৃহীত প্রস্তাব দেখুন)।

ষষ্ঠতঃ। কংগ্রেস সাধারণভাবে আমাদের রপ্তানী এবং বিশেষভাবে শস্য রপ্তানীর প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেছে। আমি মনে করি, এই সিদ্ধান্তের ওপরও মন্তব্য অনাবশ্যক (কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাব দেখুন)।

সপ্তমতঃ। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করে যে, বাণিজ্য এবং শিল্প ও কৃষি অর্থ-ব্যবস্থার মধ্যে যা দৃঢ়বন্ধন স্থাপন করাটা সহজসাধ্য করেছে, সেই মুদ্রা সংস্কার[৪৯] সম্পূর্ণ করে তুলতে, আর এই জন্য কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলি যাতে সব রকম প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করে সেটা সুনিশ্চিত করতে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক (কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের ওপর গৃহীত প্রস্তাব দেখুন)।

শহর ও গ্রামের মধ্যে বন্ধন সম্পর্কে এইরকম সব শ্লোগানই ত্রয়োদশ কংগ্রেস প্রচার করে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করা, আমাদের শিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার মধ্যে একটা সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন করা, আর এইভাবে পুঁজিবাদী অংশগুলির ওপর আমাদের জাতীয় অর্থব্যবস্থার সমাজবাদী অংশগুলির জয়লাভের পথ প্রস্তুত করা।

শ্রমজীবী জনগণের শিক্ষা ও নতুন করে শিক্ষাদানের প্রশ্নসমূহ

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগ আরম্ভ হওয়ার সময়ে পার্টির সামনে অন্যতম অপরিহার্য পালনীয় দায়িত্ব হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ও সমাজবাদের ভাবধারায় পুরানো লোকদের নতুন করে শিক্ষা দেওয়া, আর নতুনদের শিক্ষা দেওয়া। প্রাচীন সমাজ থেকে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত পুরানো অভ্যাস ও রীতিগুলি, বংশানুগতিক চিন্তাধারা ও কুসংস্কারগুলি সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু। সেগুলির—এই সেকেলে ভাবধারা আর অভ্যাসগুলির—লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের ওপরে একটা অদম্য প্রভাব আছে; সময়ে সময়ে সেগুলি শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত স্তরকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে; কখনো কখনো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একেবারে অস্তিত্বেরই গুরুতর বিপদ ডেকে আনে। এই কারণেই, এইসব ঐতিহ্য ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আমাদের সকল কর্মক্ষেত্র থেকে তাদের চূড়ান্ত উচ্ছেদ, এবং সর্বশেষে, শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজতন্ত্রের মূল নীতিতে নবীনতর সম্প্রদায়ের শিক্ষাদান, এইগুলিই আমাদের পার্টির আশু করণীয় কার্যভার, যার সংশোধন ব্যতীত সমাজতন্ত্র সাফল্যলাভ করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় উপকরণগুলির উন্নতির জন্য কাজ, গ্রামাঞ্চলে কাজ, মেহনতী নারীদের মধ্যে ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ—এইসব কর্মসূচীর রূপায়ণে এইগুলিই হল পার্টির কাজের প্রধান ক্ষেত্র।

(ক) রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংগ্রাম। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিষয়ে কংগ্রেস সামান্য সময়ই ব্যয় করেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালানো সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্ট বিনা বিতর্কেই অনুমোদিত হয়েছে। 'নিয়ন্ত্রণ কমিশনগুলির কার্যকলাপ'[৫০] সম্পর্কে প্রস্তাবটিও এইভাবে বিনা বিতর্কেই গৃহীত হয়েছে। এর কারণ, আমার মনে হয়, সময়ের অভাব এবং কংগ্রেসের বিবেচনার জন্য অধিক সংখ্যায় প্রশ্নের অবতারণা। কিন্তু এটা থেকে এই সিদ্ধান্ত করাও সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, পার্টি রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশ্নটাকে একটা অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করে না। উল্টোদিকে, এটা আমাদের সমস্ত গঠনমূলক কাজে একটা অত্যাবশ্যক বিচার্য বিষয়। রাষ্ট্রযন্ত্র কি সততার সঙ্গে কর্তব্য পালন করে, অথবা তা কি অসাধুতায় আসক্ত থাকে; ব্যয়ের ব্যাপারে তা কি মিতাচার মেনে চলে, অথবা তা কি জাতীয় সম্পদের অপচয় করে; এ কি কপটতার জন্য অপরাধী, অথবা এ কি আনুগত্য

ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে রাষ্ট্রের সেবা করে ; এ কি শ্রমজীবী জনগণের ওপর একটা বোঝা, অথবা তাদের সাহায্য করে এমন একটা প্রতিষ্ঠান ; এ কি বারংবার আবৃত্তি দ্বারা প্রলেতারীয় আইনকানুনের ওপর গভীরভাবে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে, অথবা এ কি প্রলেতারীয় আইনকানুনকে অবজ্ঞা করে জনগণের মনকে দূষিত করে ; এ কি সাম্যবাদী সমাজ অভিমুখে উত্তরণের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে রাষ্ট্র বলে কোন কিছু থাকবে না, অথবা এ কি পিছিয়ে যাচ্ছে সাধারণ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অস্বাস্থ্যকর আমলাতান্ত্রিকতার দিকে—এগুলিই হল প্রশ্ন, যেগুলির নির্ভুল সমাধান পার্টির পক্ষে ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে সমাধানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হয়ে পারে না। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটা যে ত্রুটিবিচ্যুতিতে পূর্ণ, এটা যে জবড়জঙ আর ব্যয়বহুল আর নয়-দশমাংশই আমলাতান্ত্রিক, এর আমলাতান্ত্রিকতা যে পার্টি ও তার সংগঠনগুলির ওপর গুরুভার বোঝার মতো চাপ দিচ্ছে, আর রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎকর্ষসাধনে তাদের প্রচেষ্টাগুলিকে ব্যাহত করছে—এগুলি সব এমনই ব্যাপার যে তাতে কেউ সন্দেহ করবে না। তথাপি এটা একেবারে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র যদি তার মৌলিক ত্রুটিগুলির অন্ততঃ কয়েকটা থেকেও মুক্ত থাকত, তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে জনসংখ্যার বিস্তীর্ণ অংশগুলির, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র ও সমাজবাদের মূল নীতিতে শিক্ষা ও নতুন করে শিক্ষার এ একটা সর্বাধিক মূল্যবান যন্ত্ররূপে কাজ করতে পারত।

সেই কারণেই লেনিন রাষ্ট্রযন্ত্রের উন্নতির জন্য বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন।

সেই কারণেই পার্টি আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের অভাবগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে (পুনর্গঠিত শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন এবং বর্ধিত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন)।

এখন করণীয় হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের উন্নতি করার, সহজ-সরল করার, ব্যয়ভার লাঘব করার এবং এর মধ্যে আগাগোড়া একটা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া প্রবর্তন করার দুরূহ কাজে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং শ্রমিক ও কৃষক পরিদর্শনকে সাহায্য করা ('নিয়ন্ত্রণ কমিশনগুলির কার্যকলাপ' সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাব দেখুন)।

(খ) গ্রামাঞ্চলে কাজ। এটি আমাদের পার্টির বাস্তব কাজকর্মের

সর্বাধিক জটিল ও কঠিন সমস্যাগুলির অন্যতম একটি। গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের মৌলিক পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে কংগ্রেস একটা চমৎকার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এই প্রস্তাবের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে কাজ সম্পর্কে অষ্টম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের[৫১] তুলনা করলেই এই ক্ষেত্রে পার্টির অগ্রগতি উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এটা মনে করা ভুল হবে যে, ত্রয়োদশ কংগ্রেস গ্রামাঞ্চলে কাজের অত্যন্ত জটিল সমস্যাটার এই বছর একটা সম্পূর্ণ সমাধান দিয়েছে, অথবা দিতে পারত। এইজাতীয় প্রশ্নগুলি, যথা, যৌথ খামারের সাংগঠনিক রূপ; রাষ্ট্রীয় খামারগুলির পুনর্গঠন; কেন্দ্রীয় ও সীমান্ত প্রদেশগুলিতে ভূমিস্বত্বের যথাযথ সামঞ্জস্য বিধান; কৃষি সমবায় সংস্থাগুলির কর্মতৎপরতা সম্পর্কে নতুন ধরনের শ্রম-সংগঠন; আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির উপলব্ধি, এবং আমাদের কাজের মধ্যে এই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির যথোপযুক্ত বিবেচনা—এই সমস্ত প্রশ্নের, সহজেই উপলব্ধ এমন কতকগুলি কারণের জন্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের মধ্যে নিঃশেষিতভাবে মীমাংসা করা যায়নি। সেই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব রয়েছে এই সত্যের মধ্যে যে, এটা কাজের মূল পদ্ধতিগুলির একটা রূপরেখা তৈরী করে এবং এই প্রশ্নগুলির আরও বিচার-বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। আপনারা সম্ভবতঃ জানেন যে, এই প্রশ্নগুলি বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন[৫২] গ্রামাঞ্চলে কাজকর্ম সম্পর্কে একটা স্থায়ী কমিশন গঠন করেছে।

কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার শ্লোগানটাই হচ্ছে প্রস্তাবের মূল বিন্দু। এর তিনটি পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত: ক্রেতা সমবায়, কৃষি সমবায় ও ঋণদান সমবায় সংস্থাগুলি। কৃষকদের মধ্যে, কৃষকসমাজের দরিদ্র ও মধ্যবর্তী অংশের মধ্যে, যৌথ কাজের মতবাদ ও যৌথ পদ্ধতির ধারণা ঢুকিয়ে দেবার এ একটা সুনিশ্চিত উপায়। ('গ্রামাঞ্চলে কাজ' সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রস্তাব দেখুন)।

(গ) শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে কাজ। সমাজতন্ত্রের মূল নীতিতে নবীন সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য পার্টির কাছে চরম, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিষ্পত্তিমূলক গুরুত্বপূর্ণ এই কাজ সম্পর্কে যে অবহেলা দেখানো হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার রিপোর্টে আমি মন্তব্য করেছি। কংগ্রেসে যা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে এখানে তার পুনরাবৃত্তি করার নিশ্চয়ই কোনও অর্থ হয় না। আমি শুধু আপনাদের এই বিষয়টার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই

যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ, মেহনতী নারীদের মধ্যে কর্মতৎপরতাকে একটা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আলোচনা করার সুযোগ যদিও কংগ্রেসের ছিল না, তথাপি এই মর্মে একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে: 'নারী শ্রমিক ও কৃষক মহিলাদের মধ্যে আমাদের কর্মতৎপরতার তীব্রতা বৃদ্ধির এবং সমস্ত পার্টি ও সোভিয়েত নির্বাচিত সংস্থাগুলিতে তাদের অংশগ্রহণের উন্নতির প্রয়োজনীয়তার দিকে কংগ্রেস সমগ্র পার্টির বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে' (কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে সিদ্ধান্তটি দেখুন)। আমি মনে করি পরবর্তী কংগ্রেসকে এই প্রশ্নটিকে নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করতে হবে। কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক ব্যুরোকে কংগ্রেস-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহনতী নারীদের মধ্যে আমাদের কাজকর্মকে যথোপযুক্ত মানে উন্নীত করবার জন্য বিশেষ উপায়সমূহ অবলম্বনে ব্রতী হতে নির্দেশ দিয়েছে।

(ঘ) **যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ।** যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজের দিকে কংগ্রেস বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। কংগ্রেসের সমস্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে এই বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্তটা, আমার মতে, বিশদ এবং পুংখানুপুংখ, আর সেই কারণে পার্টি ও যুব সম্প্রদায়ের কাছে এর মূল্য অপরিসীম।

যুব সম্প্রদায়ের গুরুত্ব রয়েছে এইখানে যে—আমি শ্রমিকশ্রেণী আর কৃষক-সম্প্রদায়ের কথা বলছি—তারা ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ চোখের সামনে তুলে ধরে এবং সেই ভবিষ্যতের তারা পতাকাবাহীও। প্রাচীন অভ্যাস ও ঐতিহ্যকে অতিক্রম করতে, শ্রমজীবী জনগণের প্রবীণ গোষ্ঠীকে আবার নতুন করে শিক্ষা দিতে, রাষ্ট্রযন্ত্রে, কৃষকদের মধ্যে, মেহনতী নারীদের মধ্যে আমাদের কাজ যদি প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ হয়, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রে ও সমাজবাদের মূল নীতিতে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে নতুন কর্মীদের শিক্ষা দেবার জন্য তাহলে এইসব ঐতিহ্য ও পুরানো অভ্যাস থেকে যুব সমাজ অল্পবিস্তর মুক্ত, একারণে যুব গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রিয়াকলাপ অপরিমেয় গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটা স্বতঃসিদ্ধ যে এখানে রয়েছে পরম অনুকূল ক্ষেত্র।

এ থেকে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ এবং তার প্রশাখা পাইওনিয়ার-এর অতি মহৎ গুরুত্বটা বোঝা যায়।

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ তরুণ শ্রমিক ও কৃষকদের একটা স্বেচ্ছাভিত্তিক

সংগঠন। তরুণ শ্রমিকরা এর কেন্দ্র, এর অন্তঃসার; তরুণ কৃষকরা এর অবলম্বন। যুব সংগঠনের ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর যুব সম্প্রদায় ও কৃষক যুব গোষ্ঠীর মধ্যে মৈত্রী। এর করণীয় কাজগুলি হচ্ছে: কৃষক যুব গোষ্ঠীর ভেতর থেকে সৎ ও বৈপ্লবিক উপাদানগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর অন্তঃসারের চারিদিকে সমবেত করানো; কর্মতৎপরতার সমস্ত শাখাগুলিতে এর সভ্যদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসা—অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক; তাদেরকে আমাদের দেশের যোদ্ধা ও নির্মাতা হতে, কর্মী ও নেতা হতে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া ('যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ'[৫৩] সম্পর্কে সিদ্ধান্তটা দেখুন)।

পার্টি

এখানে রয়েছে চারটি প্রশ্ন: বিরোধী পক্ষ, লেনিনের স্মৃতিতে সভ্যতালিকাভুক্তি, পার্টি-নেতৃত্বের গণতন্ত্রীকরণ, সাধারণভাবে তত্ত্ব আর বিশেষভাবে লেনিনবাদের প্রচারাভিযান।

(ক) বিরোধী পক্ষ। যেহেতু এখন কংগ্রেস বিরোধী পক্ষের প্রশ্নটা স্থির করেছে এবং, ফলতঃ, সমস্ত বিষয়টার মীমাংসা হয়েছে, সেহেতু কেউ প্রশ্ন করতে পারেন: কিসের বিরোধী পক্ষ, আর মূলতঃ, আলোচনার বিষয়টাই-বা কী ছিল? কমরেডস্, আমি মনে করি পার্টির পক্ষে এটা ছিল একটা জীবন-মরণের বিষয়। হয়তো বিরোধী পক্ষ নিজেও এটা উপলব্ধি করেননি, কিন্তু সেটা বিচার্য বিষয় নয়। বিশেষ বিশেষ কমরেড বা বিরোধীগোষ্ঠী কোন্ লক্ষ্য সন্ধানে নিজেদের নিয়োজিত করেন সেটা বড় কথা নয়। এইরকম একটা গোষ্ঠীর কার্যকলাপের অবশ্যম্ভাবী বাস্তব পরিণামটাই বড় কথা। পার্টিযন্ত্রের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করার অর্থ কী? এর অর্থ পার্টিকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করা। ক্যাডারদের বিরুদ্ধে যুব গোষ্ঠীকে উত্তেজিত করার অর্থ কী? এর অর্থ পার্টিকে খণ্ড খণ্ড করতে সচেষ্ট থাকা। উপদলগুলির স্বাতন্ত্র্যের জন্য সংগ্রাম করার অর্থ কী? এর অর্থ পার্টিকে, তার ঐক্যকে, ভেঙে চুরমার করতে চেষ্টা করা। কী অর্থ অধঃপতনের কথা তুলে পার্টি ক্যাডারদের হেয় করার চেষ্টার? এর অর্থ পার্টি-সংহতি বিনষ্ট করা, এর মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া। হাঁ, কমরেডস্, প্রশ্নটা ছিল পার্টির পক্ষে জীবন অথবা মৃত্যুর। আর সেটাই, বস্তুতঃপক্ষে, বোধগম্য করে তোলে আলোচনার প্রচণ্ড

আবেগকে। সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস যে বিরুদ্ধ পক্ষের কর্মপন্থাকে নিন্দা করেছে, আমাদের পার্টির ইতিহাসে এই অতুলনীয় ঘটনাকেও তা বোধগম্য করে তোলে। বিপদের গুরুত্ব পার্টিকে ঢালাই করে একটা কঠিন লৌহবলয়ে পরিণত করেছে।

বিরোধী পক্ষের ইতিহাস নির্ণয় বেশ কৌতুকের। সপ্তম পার্টি কংগ্রেস থেকে অর্থাৎ সোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পরে, প্রথম পার্টি কংগ্রেস থেকে (১৯১৮-এর গোড়ার দিকে) আমরা শুরু করতে পারি। ত্রয়োদশ কংগ্রেসে যেসব লোক বিরোধী পক্ষকে পরিচালিত করেছিল তাদেরই নেতৃত্বাধীন একটা বিরুদ্ধ দল সপ্তম কংগ্রেসে ছিল। বিচার্য বিষয় ছিল যুদ্ধ অথবা শান্তি, ব্রেস্ট শান্তি। সে-সময় বিরোধী দলের পক্ষে ছিল সমগ্র কংগ্রেসের এক-চতুর্থাংশ—অনুপাতটা তুচ্ছ নয়। তখন যে একটা ভাঙনের কথা হয়েছিল, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

দুবছর পরে, দশম কংগ্রেসে, পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম হঠাৎ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, এবারে বিতর্কিত বিষয় ট্রেড ইউনিয়ন, আর এবারেও বিরোধীদের নেতৃত্ব করে সেই একই লোকগুলি। বিরোধী দল কংগ্রেসের এক-অষ্টমাংশ সমাবেশ করেছিল, অবশ্য আগেরবারের এক-চতুর্থাংশের চেয়ে এটা কম।

আরও দুবছর পরে এইমাত্র সমাপ্ত ত্রয়োদশ কংগ্রেসে একটা নতুন লড়াই আগুনের মতো জ্বলে উঠল। এখানেও ছিল একটা বিরোধী দল, কিন্তু কংগ্রেসে এরা একটা ভোটও সংগ্রহ করতে পারেনি। এবারে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আড়ম্বরটা ছিল সত্যই শোচনীয়।

আর এইভাবে, বিরোধী দল তিন-তিনটি উপলক্ষে পার্টির মূল ক্যাডারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে চেষ্টা করেছে। প্রথমবার সপ্তম কংগ্রেসে, দ্বিতীয়বার দশমটাতে, আর তৃতীয়বার ত্রয়োদশ কংগ্রেসে। এর প্রত্যেকটিতে ওরা পরাজিত হয়েছে, প্রত্যেকবারই ওরা কিছু সংখ্যক অনুগামী হারিয়েছে, আর প্রত্যেক নতুন পদক্ষেপে ওদের সেনাশক্তি হ্রাস পেয়েছে।

এই সমস্ত ঘটনা কী প্রমাণ করে? প্রথমতঃ, গত ছ'বছর ধরে আমাদের পার্টির ইতিহাস হচ্ছে মূল স্থায়ী সভ্যদের ঘিরে পার্টির সংখ্যাধিক অংশের ক্রমবর্ধমান সমাবেশ। দ্বিতীয়তঃ, বিরোধী পক্ষের সমর্থকরা নিয়মিতভাবে দলত্যাগ করে পার্টির প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে যোগদান করছে আর এর সদস্য-

সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। এর অনুগামী সিদ্ধান্ত হল এই যে, ত্রয়োদশ কংগ্রেসে যাদের কোনও প্রতিনিধি ছিল না (আমাদের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকে না), কিন্তু পার্টির মধ্যে নিঃসন্দেহে যাদের অনুচর আছে, সেই বিরোধী দলকে পরিত্যাগ করে এক দল কমরেড যে পার্টির মূল অংশের সঙ্গে যোগদান করবে, যেমন অতীতে ঘটেছে, সেই সম্ভাবনাকে হিসেব থেকে বাদ দেওয়া হয়নি।

এই বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে এই ভূতপূর্ব বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে আমাদের নীতি কী হওয়া উচিত? এটা হওয়া উচিত অসাধারণভাবে সহকর্মীসুলভ। তাদের পার্টির কর্মকেন্দ্রে চলে আসতে, আর এই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্তভাবে এবং সঙ্গতি রক্ষা করে কাজ করতে সাহায্য করার জন্য অবশ্যই প্রতিটি উপায় অবলম্বন করতে হবে।

(খ) লেনিনের স্মৃতিতে সভ্যতালিকাভুক্তি। আমাদের পার্টির প্রগাঢ় গণতান্ত্রিকতার, এ যে বাস্তবিকপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর নির্বাচিত মাধ্যম, এই সত্য ঘটনার প্রমাণ লেনিনের স্মৃতিতে তালিকাভুক্তি, অর্থাৎ শ্রমিকদের ভেতর থেকে ২,৫০,০০০ নতুন সদস্যের আমাদের পার্টিতে ভর্তি হওয়াটা যে প্রামাণিক নিদর্শন, সে তথ্য নিয়ে আমি বিশদভাবে আলোচনা করব না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে লেনিন তালিকাভুক্তিকরণ অবশ্যই অসাধারণ ঘটনা। কিন্তু সে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমি আজ আলোচনা করব না। সম্প্রতি লেনিনের স্মৃতিতে সদস্য তালিকাভুক্তিকরণ সম্পর্কে আমাদের পার্টির মধ্যে যে বিপজ্জনক মোহ উপস্থিত হয়েছে তার দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কেউ কেউ বলেন যে, আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়া উচিত এবং সভ্যসংখ্যা দশ লক্ষতে নিয়ে আসা উচিত। আবার অন্যরা চান ঐ সংখ্যা পেরিয়ে যেতে, এই যুক্তি দেখিয়ে যে, বিশ লক্ষ পর্যন্ত যাওয়াটা আরও ভাল হবে। আবার অন্যরা যে এর চেয়েও বেশি এগিয়ে যেতে প্রস্তুত তাতে আমি সন্দেহ করি না। কমরেডস্, এ একটা বিপজ্জনক সম্মোহ। পৃথিবীর বৃহত্তম সৈন্যবাহিনীর পতনের কারণ এই সম্মোহ। তারা অধিকার করেছিল অতিমাত্রায়, আর তারপর, যা তারা অধিকার করেছিল তা আত্তীকরণে অক্ষম হওয়ায় তারা ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। মোহগ্রস্ত হলে, অত্যধিক পরিমাণ দখল করলে, আর শেষে যা দখল করা হয়েছে তাকে অন্তর্ভুক্ত, অঙ্গীভূত করতে অসমর্থ হলে বৃহত্তম দলগুলিও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আপনারা নিজেরাই বিচার করুন। আমাদের

পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক নিরক্ষরতা এত বেশি যে তা শতকরা ৬০—লেনিনের স্মৃতিতে সভ্যতালিকাভুক্তিকরণের আগেই শতকরা ৬০, এবং আমার আশংকা হচ্ছে, লেনিন তালিকাভুক্তির পরে এটা দাঁড়াবে শতকরা ৮০তে। কমরেডস্, এটা কি থামতে বলার সময় নয়? আমাদের নিজেদেরকে ৮,০০,০০০ সভ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার এবং সদস্যের গুণগুলির উৎকর্ষ বিধান করার, লেনিন তালিকাভুক্তদের লেনিনবাদের মূল তত্ত্ব শিক্ষা দেবার, নতুন সদস্যদের সচেতন লেনিনবাদীতে পরিবর্তিত করার প্রশ্নটা সোজাসুজি এবং তীক্ষ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করার সময় কি এটা নয়? আমি মনে করি সেটা করার এই হল সময়।

(গ) পার্টি নেতৃত্বের গণতন্ত্রীকরণ। লেনিন সভ্যতালিকা, আমাদের পার্টির প্রগাঢ় গণতান্ত্রিকতার, এর মূল ইউনিটগুলির প্রলেতারীয় গঠন-পদ্ধতির লক্ষ লক্ষ পার্টি-বহির্ভূত লোকের মধ্যে এ যে অসংশয়িত আস্থা ভোগ করে, তার প্রামাণিক সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু আমাদের পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিকতার বৈশিষ্ট্য মাত্র এইগুলিই নয়; গণতন্ত্রের মাত্র একটা দিক তারা গঠন করে। আর একটা দিক হচ্ছে পার্টি নেতৃত্বকে সুস্থিত গণতান্ত্রিক করা। কংগ্রেসে এটা নির্দেশ করা হয়েছিল যে, পার্টি নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু সংকীর্ণ প্রধান সংস্থা ও ব্যুরোগুলি থেকে ক্রমেই বিস্তৃততর সংগঠনগুলিতে, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের অভিমুখে সরে যাচ্ছে এবং পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনগুলি স্বয়ং সম্প্রসারিত ও তাদের গঠনকলা উন্নীত হচ্ছে। আপনারা সম্ভবতঃ জানেন যে, আমাদের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবিকাশের মধ্যে এই প্রবণতাকে কংগ্রেস পুরোপুরি অনুমোদন করেছে। এ সমস্ত কী নির্দেশ করে? নির্দেশ করে এই যে, আমাদের প্রধান সংগঠনগুলি শ্রমিক-জনগণের একেবারে মাঝখানটায় শিকড় গাড়তে চেষ্টা করছে। আয়তন ও সামাজিক গঠন-কৌশলের দিক থেকে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির গত ছ'বছর ব্যাপী ক্রমবিকাশের বর্ণনাটা চিত্তাকর্ষক। সপ্তম কংগ্রেসের সময়ে (১৯১৮) কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত ছিল ১৫ জন সদস্য নিয়ে, যার ভেতর মাত্র একজন (শতকরা ৭) ছিলেন শ্রমিক, আর ঠিক তখন বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ছিল ১৪ (শতকরা ৯৩)। সেটা ছিল সপ্তম কংগ্রেসে। এখন, ত্রয়োদশ কংগ্রেসের পরে, কেন্দ্রীয় কমিটির আছে ৫৩ জন সদস্য, তার মধ্যে ২৯ জন (শতকরা ৫৩) শ্রমিক, আর ২৫ জন (৪৭ শতাংশ) বুদ্ধিজীবী। প্রধান পার্টি নেতৃত্বের গণতন্ত্রীকরণের এটা একটা সুনিশ্চিত লক্ষণ।

(ঘ) সাধারণভাবে তত্ত্ব আর বিশেষভাবে লেনিনবাদের প্রচার। আমাদের পার্টির অন্যতম মারাত্মক বিচ্যুতি হচ্ছে সদস্যদের তত্ত্বীয় মানের অধোগতি। এর কারণ, ধারাবাহিক দৈনন্দিন কাজের অত্যধিক চাপ, যার ফলে তত্ত্বীয় অনুশীলনের ইচ্ছা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় আর, নরমভাবে বলতে গেলে, তত্ত্বজিজ্ঞাসা সম্বন্ধে একটা বিপজ্জনক অবজ্ঞার ভাব জেগে ওঠে। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

আমি ত্রয়োদশ কংগ্রেস সম্বন্ধে সম্প্রতি একটা সংবাদপত্রে কোন এক কমরেডের (মনে হয় কামেনেভ) একটা রিপোর্ট পড়েছি, যাতে অনেক কথায় বলা হয়েছে যে, আমাদের পার্টির আশু শ্লোগান ছিল 'নেপ্‌ম্যান রাশিয়া' থেকে সমাজতন্ত্রী রাশিয়ায় পরিবর্তন। আর এর চেয়েও যা খারাপ, এই অদ্ভুত শ্লোগানটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আর কেউ নয়, স্বয়ং লেনিনের ওপর —বেশিও নয় আর কমও নয়। অথচ, আমরা জানি, লেনিন এরকম কোনও কথা বলেননি, এরকম তিনি করতে পারেন না, কারণ, সকলেই জানে 'নেপ্‌-ম্যান রাশিয়া' বলে কোন বস্তুর অস্তিত্বই নেই। সত্য বটে, লেনিন 'NEP' রাশিয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু 'নেপ্‌' রাশিয়া (অর্থাৎ যে সোভিয়েত রাশিয়া নয়া অর্থনৈতিক নীতি পালন করছে) এক জিনিস, আর 'নেপ্‌ম্যান' রাশিয়া (অর্থাৎ নেপ্‌বাদীদের দ্বারা শাসিত রাশিয়া) সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। কামেনেভ কি এই মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধি করেন? অবশ্যই করেন। তাহলে তিনি এই অদ্ভুত শ্লোগান নিয়ে হাজির হলেন কেন? কারণ হল, তত্ত্বজিজ্ঞাসা সম্বন্ধে, সঠিক তাত্ত্বিক সূত্রবন্ধন সম্বন্ধে সাধারণ অনীহা। তথাপি এই ভ্রমটা সংশোধন করা না হলে এই অদ্ভুত শ্লোগানের জন্য পার্টির মধ্যে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির উদ্ভব হবার খুবই সম্ভাবনা আছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত। লোকে প্রায়ই বলে যে, আমাদের একটা 'পার্টি একনায়কত্ব' আছে। কেউ বলবেন: আমি পার্টির একনায়কত্বের পক্ষপাতী। আমার মনে পড়ে এমন ধারণাটা আমাদের কোন একটা কংগ্রেসের প্রস্তাবে স্থান পেয়েছে, বস্তুতঃ, আমার মনে হয়, দ্বাদশ কংগ্রেসের একটা প্রস্তাবে। এটা অবশ্য একটা অনবধানতাবশতঃ ত্রুটি। বাহ্যতঃ, কোনও কোনও কমরেড মনে করেন যে, আমাদের হচ্ছে একটা পার্টির একনায়কত্ব, শ্রমিকশ্রেণীর নয়। কিন্তু কমরেডস্‌, এরকম ভাবা ডাহা বোকামী। ঐ যুক্তি যদি সঠিক হয়, লেনিন তাহলে বেঠিক, কেননা তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন যে, একনায়কতন্ত্রকে

কাজে পরিণত করে সোভিয়েতগুলি, আর সোভিয়েতগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে পার্টি। লেনিন তাহলে ভুল, যেহেতু তিনি বলেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের কথা, পার্টির একনায়কতন্ত্রের নয়। 'পার্টির একনায়কতন্ত্র' সম্বন্ধে তর্কটা যদি যথাযথ হয়, তাহলে তো সোভিয়েতগুলিরই কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না, তাহলে তো, একাদশ কংগ্রেসে লেনিনের 'পার্টি ও সোভিয়েত মাধ্যমগুলির মধ্যে পার্থক্য' নির্দেশ করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কথা বলার কোন অর্থই থাকে না। কিন্তু এই অর্থহীন বস্তুটা আমাদের পার্টির মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল কোথা থেকে, আর ঢুকলই-বা কেমন করে? এটা হল 'পার্টি নীতির' প্রতি আসক্তির ফল, যা ঠিক সেই পার্টি নীতির পক্ষেই ততটা ক্ষতিকারক, উদ্ধৃতি চিহ্ন ছাড়াই। এটা হল তত্ত্বগত প্রশ্নের প্রতি উপেক্ষার, আগেভাগে বিচার-বিবেচনা না করে কতকগুলি শ্লোগান এনে হাজির করার ফল, যেহেতু একটু চিন্তা করলেই শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের প্রতিকল্প হিসেবে পার্টির একনায়কতন্ত্রকে দাঁড় করানোর চরম অসামঞ্জস্য উপলব্ধি করা যায়। এই অসামঞ্জস্য যে পার্টির মধ্যে বিভ্রান্তি ও মতানৈক্য সৃষ্টি করতে পারে তা কি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে?

অথবা আরেকটি দৃষ্টান্ত। সকলেই জানেন যে, পর্যালোচনার সময়ে আমাদের পার্টির একটা অংশ লেনিনবাদের সাংগঠনিক মূল নীতিগুলির প্রতিকূলে বিরোধী পক্ষের পার্টি-পরিপন্থী বিক্ষোভে বিহ্বল হয়ে পড়েন। লেনিনবাদের তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ততম শিক্ষাও লাভ করেছে এমন যে-কোনও বলশেভিক সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারতেন যে এইসব বিরুদ্ধ দলীয় প্রচারের মধ্যে এমন কিছুই নেই যা লেনিনবাদের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান। যাই হোক, আমরা জানি পার্টির একটা অংশ বিরোধী পক্ষের আসল রূপটা প্রথমে দেখতে পাননি। কেন? কারণ তত্ত্বের প্রতি এই একই অশ্রদ্ধা, কারণ আমাদের পার্টি-সদস্যদের নীচু স্তরের তত্ত্বজ্ঞান।

আলোচনাটা লেনিনবাদ অধ্যয়নের প্রশ্নটাকে একবারে পুরোভাগে নিয়ে আসে। লেনিনের মৃত্যুতে তত্ত্ব সম্বন্ধে সদস্যদের কৌতূহলকে উদগ্র করে এই প্রশ্নটাকে আরও তীব্র করে তোলে। লেনিনবাদের অনুশীলন ও জনসাধারণ্যে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা একাধিক গৃহীত প্রস্তাবে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এই ভাবপ্রবণতাকেই ত্রয়োদশ কংগ্রেস প্রতিফলিত করে মাত্র। পার্টির করণীয় হল তত্ত্বীয় প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে এই বর্ধিত ঔৎসুক্যের সুযোগ গ্রহণ করা, এবং

পরিশেষে, সদস্যবর্গের তত্ত্বীয় মানকে যথোপযুক্ত মাত্রায় উন্নীত করতে সমস্ত কিছু করা। আমরা নিশ্চয়ই লেনিনের সেই কথাটা ভুলে যাব না যে, একটা স্বচ্ছ ও নির্ভুল তত্ত্ব ব্যতীত কোন নির্ভুল বাস্তব প্রয়োগ হতে পারে না।

উয়েজ্‌দ্‌গুলিতে পার্টি-কর্মীদের করণীয় কাজ

কমরেডস্‌, আমি যে আপনাদেরই কাছে কংগ্রেসের বিবরণ পেশ করতে এসেছি, এটা আকস্মিক নয়। আমি যে এখানে এসেছি, আপনাদের আমন্ত্রণই তার একমাত্র কারণ নয়, এর আরও কারণ, ক্রমবিকাশের বর্তমান পর্যায়ে উয়েজ্‌দ্‌গুলি, বিশেষ করে উয়েজ্‌দ্‌গুলির কর্মিবৃন্দ, পার্টি ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে প্রধান যোগসূত্রকে রূপদান করে। এবং আপনারা এ সম্বন্ধে সম্যক সচেতন যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে সেতুবন্ধনই আজকের দিনে আমাদের বাস্তব পার্টি ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের মৌলিক প্রশ্ন।

আমি এর আগেই বলেছি যে, রাষ্ট্রীয় শিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার সংযোগ স্থাপনের কাজটাকে তিনটি প্রধান পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে : ক্রেতা সমবায়, কৃষি সমবায় ও আঞ্চলিক ঋণদান সমবায়ের মাধ্যমে। আমি বলেছি যে, এইগুলিই হল তিনটি মূল প্রণালী যার ভেতর দিয়ে বন্ধনটাকে সংগঠিত করতে হবে। এরকম কল্পনা করাটা হবে একেবারে অবাস্তব যে, উয়েজ্‌দ্‌কে উপেক্ষা করে শিল্পকে কৃষি অর্থব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি ভোলস্ত স্তরে অবিলম্বে সংযুক্ত করতে আমরা সফল হব। এটা প্রমাণ করার কোনও দরকারই নেই যে, এর জন্য না আছে আমাদের সৈন্যবল, না আছে কর্মদক্ষতা, আর না আছে প্রয়োজনীয় তহবিল। অতএব, এই সন্ধিক্ষণে শহর ও গ্রামের মধ্যে বন্ধনটাকে গড়ে তোলার কাজে উয়েজ্‌দ্‌ এখনো অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বাণিজ্য-ক্ষেত্রে নিজেদের সুরক্ষিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একেবারে সবশেষের ভোলস্ত থেকে একেবারে সবশেষের দোকানদারটিকে উচ্ছেদ করার কোনও প্রয়োজন নেই; আমাদের যা-কিছু দরকার তা হল উয়েজ্‌দ্‌কে সোভিয়েত বাণিজ্যের একটা বনিয়াদে পরিণত করা, যাতে গ্রহগুলি যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, ঠিক তেমনিভাবে সমস্ত দোকানদার উয়েজ্‌দ্‌-এর সমবায় বা সোভিয়েত বিপণির চারিদিকে ঘুরতে বাধ্য হয়। ঋণদান ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতালাভের জন্য বর্তমান মুহূর্তে ঋণদান সমবায় সংস্থাগুলির একটা জাল বিস্তার করে ভোলস্ত ও গ্রামগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার আদৌ কোন প্রয়োজন

নেই; উয়েজ্‌দ্‌-এ একটা ভিৎ গেঁথে তোলাই যথেষ্ট, আর তাহলে কৃষকরা দেখতে না-দেখতে কুলাক আর সুদখোরদের ছেড়ে আসতে করবে। আর এইভাবেই হবে সবকিছু।

সংক্ষেপে, শহর ও গ্রামের মধ্যে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে, বন্ধনটাকে গড়ে তোলার জন্য অদূর ভবিষ্যতে উয়েজ্‌দ্‌কে অতি অবশ্যই পরিবর্তিত করতে হবে প্রধান ঘাঁটিতে।

এই রূপান্তর যে কত তাড়াতাড়ি ঘটবে সেটা নির্ভর করে উয়েজ্‌দ্‌-এ কর্মরত কমরেডস্‌, আপনাদের ওপর। এখন আপনারা রয়েছেন ৩০০-এর মতন—একটা খাঁটি ফৌজ। আর, শিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার মধ্যে বন্ধনটাকে স্থাপন করতে উয়েজ্‌দ্‌কে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের পার্টি ও রাষ্ট্রের অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকেন্দ্রে পরিণত করাটা নির্ভর করে আপনাদের আর আমাদের দেশের উয়েজ্‌দ্‌গুলিতে কমরেড আপনাদের ওপর। উয়েজ্‌দ্‌-এর শ্রমিকরা যে পার্টির ও দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পাদন করবে তাতে আমি সন্দেহ করি না।

প্রাভদা, সংখ্যা ১৩৬ ও ১৩৭
১৯ ও ২০শে জুন, ১৯২৪

শ্রমিক সংবাদদাতাগণ

('রাবোচি করেসপণ্ডেন্ট'৫৪ ম্যাগাজিনের
এক প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার)

সংবাদপত্র পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব প্রধানতঃ এইখানে যে, এইরকম অংশগ্রহণ শ্রেণী-সংগ্রামের এই তীক্ষ্ণ অস্ত্রটাকে, সংবাদপত্রকে, জনগণকে ক্রীতদাসে পরিণত করার একটা অস্ত্র থেকে তাদের মুক্তির একটা অস্ত্রে পরিণত করাটা সম্ভব করে তোলেন। এই মহান রূপান্তর ঘটাতে পারেন কেবলমাত্র শ্রমিক আর কৃষক সংবাদদাতারা।

সংবাদপত্রের ক্রমবিকাশকালে শ্রমিক ও কৃষক সংবাদদাতারা কেবলমাত্র একটা সংঘবদ্ধ শক্তিরূপে প্রলেতারীয় জনমতের মুখপাত্র ও মাধ্যমের, সোভিয়েত জনজীবনের ত্রুটিবিচ্যুতির উদ্ঘাটকের, এবং আমাদের নির্মাণকার্যে উন্নতিসাধনের ক্লান্তিহীন যোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

শ্রমিক সংবাদদাতাদের কি শ্রমিকদের সভায় নির্বাচিত হওয়া উচিত, না তাঁদেরকে সম্পাদকদের মনোনীত করা উচিত? দ্বিতীয় পদ্ধতিটাই (সম্পাদকের মনোনয়ন) আমি বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করি। কার্যোপলক্ষে, এভাবে অথবা ওভাবে, যেভাবেই তিনি যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসেন, তাদের থেকে সংবাদদাতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষাটাই অবশ্য মূলগত নীতি হওয়া উচিত। এর দ্বারা, অবশ্য, সেই অদৃশ্য অথচ অবিরাম ক্রিয়াশীল শক্তি, যাকে বলা হয় প্রলেতারীয় জনমত, শ্রমিক সংবাদদাতাকেই হতে হবে যার মাধ্যম, তা থেকে স্বাতন্ত্র্য বোঝায় না।

শ্রমিক ও কৃষক সংবাদদাতাদিগকে শুধু ভবিষ্যৎ সাংবাদিক বা কথাটার সংকীর্ণ অর্থে কারখানা সমাজ সেবকরূপে গণ্য করা কোনও মতে উচিত নয়; প্রাথমিকভাবে তাঁরাই সোভিয়েত জনজীবনে অভাব-অপূর্ণতার উদ্ঘাটক, ঐসব দোষ-ত্রুটি অপসারণের জন্য তাঁরাই সংগ্রাম করেন, প্রলেতারীয় জনমতের তাঁরাই অধিনায়ক, এই অপরিমেয় উপাদানের অফুরন্ত শক্তিগুলিকে পরিচালনা করতে কঠোর চেষ্টাশীল যাতে তাঁরা সুকঠিন সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে পার্টি ও সোভিয়েত শাসনকে সাহায্য করেন।

এ থেকে আসছে শ্রমিক ও কৃষক সংবাদদাতাদের ভেতর শিক্ষামূলক কাজের প্রশ্ন। নিঃসন্দেহে, শ্রমিক ও কৃষক সংবাদদাতাদের সাংবাদিকতার কলাকৌশল সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া দরকার; কিন্তু এটা প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা হচ্ছে, শ্রমিক এবং কৃষক সংবাদদাতাদের তাদের কাজের মধ্য দিয়েই শিক্ষালাভ করা এবং যেটা ছাড়া কোন সাংবাদিক তাঁর সাধনাকে সফল করতে পারেন না; এবং যা প্রায়োগিক অর্থে অনুশীলনের কোনও কৃত্রিম উপায়ে কারও মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়াও যায় না, সেই সাংবাদিক জনসেবকের স্বজ্ঞা অর্জন করা।

মতাদর্শের ব্যাপারে শ্রমিক ও কৃষক সংবাদদাতাদের ঠিক পথে সরাসরি পরিচালনা করার দায়িত্ব পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত সংবাদপত্র সম্পাদকদেরই পালন করা উচিত। প্রবন্ধগুলি ছাটকাট করার ভার অবশ্যই সংবাদপত্র সম্পাদকদের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকবে।

শ্রমিক ও কৃষক সংবাদদাতাদের ওপর নির্যাতন বর্বরোচিত, একটা বুর্জোয়া রীতির উদ্বর্তন। সংবাদপত্র নিশ্চয়ই তার সংবাদদাতাকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, কেননা, জ্ঞান ও সংস্কারের প্রসারে প্রতিবন্ধকতাকে লোকচক্ষুর গোচরে আনার জন্য একটা প্রচণ্ড প্রচারকার্য শুরু করে দিতে একমাত্র সংবাদপত্রই সক্ষম।

আমি রাবোচি করেসপণ্ডেন্ট-এর পূর্ণাঙ্গ সাফল্য কামনা করি।

জে. স্তালিন

'রাবোচি করেসপণ্ডেণ্ট', সংখ্যা ৬

জুন, ১৯২৪

পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি

(কমিনটার্নে'র পোল কমিশনের একটি সভায় প্রদত্ত ভাষণ,৫৫ ৩রা জুলাই, ১৯২৪)

কমরেডস্, এখানে যাঁরা ভাষণ দিয়েছেন তাঁদের কারও কারও মতন অত জোরালোভাবে বক্তৃতা করতে পারি তেমন পর্যাপ্ত মালমশলা আমার হাতে নেই। তৎসত্ত্বেও, যে মালমশলা মোটের ওপর আমি জোগাড় করতে পেরেছি তার ভিত্তিতে, আর এখানে যে বিতর্ক হয়েছে তার ভিত্তিতে, আমি একটা সুনির্দিষ্ট অভিমত গঠন করেছি যা আমি একত্রে আপনাদের সঙ্গে গ্রহণ করতে চাই।

নিঃসন্দেহে, পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টি একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। পোলিশ পার্টির মধ্যে যে একটা সংকট রয়েছে সে ঘটনা সত্য। ওয়ালেকি এটা সত্য বলে স্বীকার করেছেন; আপনারা সকলেই এটা সত্য বলে স্বীকার করেছেন, আর এখানে এটা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে, যেহেতু এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, পোলিশ পার্টির ভেতর বাস্তব কর্মীদের, যারা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে। অধিকন্তু, গত বছর ডিসেম্বর মাসের ও এ-বছর মার্চ মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন-গুলিতে স্বয়ং কেন্দ্রীয় কমিটি তার গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে স্বীকার করেছে যে, এর কতকগুলি কাজ হয়েছে সুবিধাবাদী প্রকৃতির, এবং স্পষ্ট ভাষায় সেগুলির নিন্দা করেছে। সেটাই মনে হয় যথেষ্ট প্রমাণ। আমি আবার বলছি, এ সমস্ত কিছুই প্রমাণ করে যে, পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সন্দেহাতীত-ভাবে একটা সংকট রয়েছে।

এই সংকটের কারণ কী? এর কারণ রয়েছে পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির পদাধিকারী নেতারা তাঁদের বাস্তব কাজের মধ্যে নিজেদের সুবিধার জন্য কতকগুলি নিয়ম লংঘন করেছেন, তার ভেতর।

আমাকে এই উক্তির সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে দিন।

'রাশিয়ার' প্রশ্ন। কোনও কোনও পোলিশ কমরেড বলেন যে, এই প্রশ্নটা বহির্বিষয়ক নীতি সংক্রান্ত এবং সেই কারণে পোলিশ পার্টির পক্ষে খুব

বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেটা ভুল। পাশ্চাত্য ও সমভাবে প্রাচ্য জগতের সমগ্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে 'রাশিয়ার' প্রশ্নটা নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ। কেন? কারণ, সমগ্র দুনিয়াব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনে রাশিয়ার সোভিয়েত শক্তিই হচ্ছে ভিত্তি, নিরাপত্তার প্রাচীর, পোতাশ্রয়। এই ভিত্তির মধ্যে, অর্থাৎ রাশিয়ায়, পার্টি ও সরকার যদি বিচলিত হতে শুরু করে তাহলে তা সারা দুনিয়ার সমগ্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের গুরুতর ক্ষতি করবে।

আমাদের রু. ক. পা. (ব)-এ আলোচনাকালে পার্টির মধ্যে দোদুল্যমানতা শুরু হয়। মূলতঃ সুবিধাবাদী বিরোধী পক্ষ পার্টির বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টিকে নড়বড়ে, দুর্বল এবং সেইহেতু সোভিয়েত শক্তিকেই দুর্বল করার জন্য প্রবৃদ্ধ হয়ে ওঠে; যেহেতু আমাদের পার্টিই হচ্ছে শাসক পার্টি, এবং রাষ্ট্রের প্রধান চালিকাশক্তি। এটা স্বাভাবিক যে, রু. ক. পা (ব)-র মধ্যে অস্থিরতা পরিশেষে সোভিয়েত শক্তিরই দ্বিধাগ্রস্ততা ও শক্তিহীনতায় পরিণত হতে পারে; আর সোভিয়েত শক্তির দোলায়মানতার অর্থ সারা দুনিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের নৈতিক ক্ষতিসাধন। ঠিক এই কারণেই রু. ক. পা- (ব)-র মধ্যে অনৈক্য আর সাধারণভাবে রু. ক. পা (ব)-র ভবিষ্যৎ, অন্যান্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত না করে পারে না। এবং এই কারণেই, 'রাশিয়ার' প্রশ্নটা পোল্যাণ্ডের কাছে একটা বহির্বিষয়ক প্রশ্ন হলেও, পোল কমিউনিস্ট পার্টি সমেত সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে একটা প্রথমশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

ভাল কথা, 'রাশিয়ার'-প্রশ্ন সম্বন্ধে পোলিশ পার্টির নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কী ছিল? কাকে তাঁরা সমর্থন করতেন: সুযোগসন্ধানী বিরোধী পক্ষকে, অথবা রু. ক. পা (ব)-এর ভেতর বিপ্লবী সংখ্যাগুরু অংশকে? এটা আমার কাছে স্পষ্ট যে, রু. ক. পা (ব)-র ভেতর সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে, সুবিধাবাদী বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, পোলিশ পার্টির নেতৃবৃন্দ সেই বিরোধী পক্ষকেই দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন করেছেন। ওয়ারস্কি বা ওয়ালেকির মনের মধ্যে আমি ডুব দেব না। রু. ক. পা (ব)-র অভ্যন্তরে বিরোধী দলের সমর্থনে পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সুপরিজ্ঞাত প্রস্তাবটা লেখার সময় ওয়ারস্কি যা চিন্তা করছিলেন তার কোন মূল্যই আমার কাছে নেই। লোকের মনোগত অভিপ্রায় নয়, পক্ষান্তরে, আমার কাছে যা প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সেই প্রস্তাবটার বাস্তব পরিণাম। এবং সেই প্রস্তাবের বাস্তব

ফল বিরোধী পক্ষের লাভের উৎস হওয়া। সেই গৃহীত প্রস্তাবটা রু. ক. পা (ব)-র সুবিধাবাদী পক্ষকে সমর্থন করে। সেটাই হল সোজা কথা। পোলিশ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে সময় সেই প্রস্তাবটা গ্রহণ করে এবং রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেয়, তখন তা রু. ক. পা (ব)-র মধ্যেকার সুবিধাবাদী বিরোধী পক্ষের পোল শাখারই প্রতিনিধিত্ব করে। রু. ক. পা (ব)-র আভ্যন্তরীণ বিরোধী পক্ষকে যদি এক রকমের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য করা হয়, বিভিন্ন দেশে যার শাখা আছে, তাহলে বলা যেতে পারে যে, সে সময় পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল সেই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পোল শাখা। 'রাশিয়ার' প্রশ্নে পোল নেতাদের সুবিধাবাদী নীতি লংঘনের সেটাই হচ্ছে সারমর্ম। এটা দুঃখের, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, এটা সত্য।

জার্মানির প্রশ্ন। 'রাশিয়ার' প্রশ্নের পরেই, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এইটা, কারণ, প্রথমতঃ, ইউরোপের অন্য যে-কোনও দেশের চেয়ে জার্মানি অধিক বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ ; এবং দ্বিতীয়তঃ, জার্মানিতে বিপ্লবের জয়টা হবে সমগ্র ইউরোপের জয়। ইউরোপের কোথাও যদি একটা বৈপ্লবিক ওলটপালট শুরু হয়ে যায়, সেটা হবে জার্মানিতে। একমাত্র জার্মানিই এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে; আর জার্মানিতে বিপ্লবের জয় নিশ্চিত করবে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের জয়কে।

আপনারা জানেন যে, গত বছর জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে বিপ্লবী সংখ্যাগুরু আর সুবিধাবাদী সংখ্যালঘু অংশের মধ্যে হঠাৎ একটা প্রতি-দ্বন্দ্বিতার আগুন জ্বলে ওঠে। আপনারা জানেন, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বাম বা দক্ষিণপন্থী পক্ষের জয় আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সমগ্র ধারাটাকেই কী গভীরভাবেই না প্রভাবান্বিত করবে। বেশ, সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা কোন্ পক্ষকে সমর্থন করেছিলেন? জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে তাঁরা ব্র্যাণ্ডলার দলকে[৫৬] সমর্থন করেন। সেটা এখন সকলেই স্বীকার করে, মিত্র আর শত্রু উভয়েই। 'রাশিয়ার' প্রশ্ন সম্পর্কে যেমন, ঠিক তেমনটিই ঘটেছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদী বিরোধী পক্ষের বেশে এক রকমের একটা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আছে, তাহলে পোল নেতারা ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানের শাখা। এটাও দুঃখের, কিন্তু বাস্তব সত্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; বাস্তব সত্যকে স্বীকার করতেই হবে।

সুবিধাবাদী বিরোধী পক্ষের সঙ্গে লড়াই করার পদ্ধতি। কস্ৎরজেওয়া বলেছেন যে, তাঁরা, অর্থাৎ পোলিশ কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালকরা, মূলতঃ রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটিকে এবং, সম্ভবতঃ, বর্তমান জার্মান কেন্দ্রীয় কমিটিকে সমর্থন করেন, কিন্তু বিরোধী পক্ষের সঙ্গে লড়াই করার পদ্ধতি নিয়ে ঐসব সংস্থার সঙ্গে একমত হতে পারেন না। প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তাঁরা দাবি করেন নরম পন্থা। বিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁরা যুদ্ধ করার পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁরা একটা এমন যুদ্ধ চান যাতে কেউ হতাহত হবে না। এমনকি, ওয়ালেকি এতদূর গিয়েছেন যে চিৎকার করে বলে উঠেছেন: কিন্তু আমরা 'তিনের'-ই পক্ষপাতী! আমি নিশ্চয়ই বলব যে, কেউই এমন দাবি করে না যে, প্রত্যেক বিষয়েই ওয়ালেকির রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটিকে সায় দেওয়া উচিত। তাছাড়া, আমি জানি না কারা এই 'তিন' যাদের সম্পর্কে ওয়ালেকির এত আগ্রহ। তিনি ভুলে গেছেন যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই যে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটিকে সায় দিতে হবে, কারও এমন বাধ্যবাধকতা নেই (ওয়ালেকি তাঁর আসন থেকে: 'করতে আমি বাধ্য নই, কিন্তু আমি পারি')। নিঃসন্দেহে, আপনি পারেন, কিন্তু যে-কোন লোকের এটা উপলব্ধি করা উচিত যে, এরকম আচরণ ওয়ালেকি ও রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটি, উভয়কেই, একটা অপ্রতিভ অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়। এটা আদৌ একটা সায় দিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, রাশিয়ায় নেপ্‌ অবস্থার মধ্যে একটা নয়া বুর্জোয়া সম্প্রদায় গজিয়ে উঠেছে, প্রকাশ্যে যারা রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে আসতে না পেরে, ভেতর থেকে কমিউনিস্ট ফ্রন্টে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করছে, আর রু. ক. পা (ব)-র নেতাদের ভেতর সমর্থক খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপর, এই পরিবেশ রু. ক. পা (ব)-র ভেতরে বিরুদ্ধবাদী ভাবপ্রবণতা জাগিয়ে তুলছে, আর সুবিধাবাদী বিচ্যুতির ক্ষেত্র তৈরী করছে। সুতরাং, বিচার্য বিষয় হচ্ছে যে, আমাদের সমধর্মী দলগুলির এই পরিবেশ সম্বন্ধে তাদের মনোভাবকে অবশ্যই নির্ধারক এবং একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমি আবার বলছি, আসল বিষয়টা রয়েছে তারই মধ্যে, রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটিকে সায় দিয়ে যাওয়ার মধ্যে নয়।

কস্ৎরজেওয়ার মৃদু পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি অবশ্যই বলব যে এটা সামান্যতম সমালোচনার সামনেও দাঁড়াতে পারে না। কস্ৎরজেওয়া সুবিধাবাদী বিরোধী

দলের সঙ্গে লড়াই করার পক্ষপাতী, কিন্তু সেটা এমনভাবে হওয়া চাই যেন বিরোধী নেতাদের মর্যাদাহানিকর না হয়। কিন্তু, প্রথমতঃ, ইতিহাস এমন কোনও সংগ্রামের খবর রাখে না যাতে কিছু-না-কিছু বলিদান না হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করতে অথচ, আমাদের জয়লাভের ফল যে বিরোধী পক্ষের নেতাদের মর্যাদাহানিকর, এই সত্য উপেক্ষা করতে পারি না, তা না হলে বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে লড়াই করার গোটা ধারণাটাকেই ছেড়ে দিতে হয়। তৃতীয়তঃ, বিরোধী পক্ষের ওপর পরিপূর্ণ জয়লাভটাই ভাঙনের বিরুদ্ধে একমাত্র গ্যারান্টি। পার্টির কাজের আর কোনও গ্যারান্টি নেই। রু. ক. পা (ব)-র সমগ্র ইতিহাস তা-ই প্রমাণ করে।

যুদ্ধের আগে, জার্মানির সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি যখন ছিল প্রাচীনপন্থী, তখন তারাও সুবিধাবাদের সঙ্গে লড়াই করেছিল সেই একই মৃদু পদ্ধতিতে, কস্‌ৎরজেওয়া যা এখানে বলেছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা ফললাভ হয়েছিল এই যে, সুবিধাবাদই প্রমাণিত হয়েছিল বিজয়ী আর ভাঙনটা হয়েছিল অবশ্যম্ভাবী।

রু. ক. পা (ব) সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে সুবিধাবাদী নেতাদের দৃঢ়তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করার পরীক্ষিত ও প্রমাণিত পন্থায়। আর, তার ফলে বিপ্লবী মার্কসবাদ জয়লাভ করে আর পার্টি লাভ করে অসাধারণ ঐক্য।

আমি মনে করি যে রু. ক. পা (ব)-র অভিজ্ঞতাটা আমাদের পক্ষে একটা শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত। কস্‌ৎরজেওয়ার সুপারিশ করা লড়াই পদ্ধতিটা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সুবিধাবাদের একটা জের। এটা পার্টির মধ্যে একটা ভাঙনের বিপদে আকীর্ণ।

সর্বশেষে, পার্টির নেতৃত্বের প্রশ্ন। বর্তমানকালে পশ্চিমের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ক্রমবিকাশের বিশিষ্ট লক্ষণ কী? তা হচ্ছে এই যে, পার্টিগুলি তাদের বাস্তব কর্মতৎপরতাকে নতুন, বৈপ্লবিক প্রণালীতে পুনরায় সংগঠিত করার প্রশ্নের সরাসরি সম্মুখীন হয়েছে। এটা একটা কমিউনিস্ট কার্যক্রম গ্রহণ করার অথবা কতকগুলি বৈপ্লবিক শ্লোগান প্রচার করার ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারটা হচ্ছে পার্টির দৈনন্দিন কাজকে, তাদের বাস্তব ক্রিয়াকলাপকে এমন একটা পদ্ধতিতে নতুন করে বিন্যস্ত করা যাতে করে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আর প্রত্যেকটি কাজ স্বাভাবিক-ভাবেই জনসমষ্টির বিপ্লবী শিক্ষার, বৈপ্লবিক প্রস্তুতির দিকে নিয়ে যায়। এখন ব্যাপারটার সারমর্মই হল তাই, বৈপ্লবিক নির্দেশ অবলম্বন নয়।

গতকাল প্রকুনিয়াক পোলিশ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ দ্বারা গৃহীত পুরো একগুচ্ছ প্রস্তাব এখানে পাঠ করেন। তিনি এক বিজয়গর্বিত ভঙ্গিতে ঐ প্রস্তাবগুলি পাঠ করেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, পার্টির নেতৃত্ব নিহিত রয়েছে একমাত্র প্রস্তাব মুসাবিদা করার মধ্যে। তাঁর এই সামান্য ধারণাটুকু পর্যন্ত নেই যে, প্রস্তাবের খসড়া তৈরী করাটা পার্টি নেতৃত্বের মাত্র প্রথম ধাপ, সবে শুরু। তিনি উপলব্ধি করেন না যে, মূলতঃ প্রস্তাব মুসাবিদার মধ্যে নয়, নেতৃত্ব রয়েছে তাদের বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে, তাদের কার্যে পরিণত করার মধ্যে। ফলে, সেই প্রস্তাবগুলির পরিণাম যে কী হল তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে সেই কথাটা আমাদের বলতে ভুলে গেলেন; পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি সেই প্রস্তাবগুলিকে কার্যে পরিণত করেছে কিনা, আর করে থাকলে কতদূর পর্যন্ত করেছে, সেটা আমাদের বলা তিনি প্রয়োজনবোধ করেননি। আর তা হলেও, প্রস্তাব ও নির্দেশগুলিকে কার্যে পরিণত করার মধ্যেই নির্ভুলভাবে রয়েছে পার্টি-নেতৃত্বের মূল উপাদান। তারদিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ছে পরিদর্শন কমিশনের কাছে 'রিপোর্ট' করতে ডাকা সেই আদর্শ সোভিয়েত ক্ষমতাসীন আমলার কথা। পরিদর্শন কমিশন জিজ্ঞাসা করেন, 'অমুক অমুক নির্দেশটি কি পালন করা হয়েছে?' 'ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে'—আমলাটি জবাব দেন। পরিদর্শন কমিশন প্রশ্ন করেন, 'কী ব্যবস্থা?' 'আদেশ জারী করা হয়েছে'—আমলা উত্তর দেন। পরিদর্শন কমিশন দলিল-দস্তাবেজ তলব করেন। উল্লসিতভাবে আমলাটি নির্দেশগুলির একটা নকল পেশ করেন। পরিদর্শন কমিশন প্রশ্ন করেন, 'নির্দেশগুলির ফল কী হয়েছে? সেগুলি কি পালন করা হয়েছে, যদি তা হয়ে থাকে, কখন হয়েছে?' আমলাটি হতভম্বের মতন তাকিয়ে থেকে বলেন: 'আমরা কোনও সংবাদ পাইনি।' অবশ্য, পরিদর্শন কমিশন এরকম একজন আমলাকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করেন। ঠিক এরকম সোভিয়েত আমলার কথাই প্রকুনিয়াক আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন, যখন তিনি একটা যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গিতে বৈপ্লবিক প্রস্তাবগুলি পাঠ করেন, যেগুলির বাস্তব রূপায়ণ সম্বন্ধে তাঁর কাছে 'কোন সংবাদ নেই'। এটা পার্টির নেতৃত্ব নয়, গোটা নেতৃত্বের এটা একটা তামাসা।

সিদ্ধান্তগুলি কী কী? সিদ্ধান্তগুলিকে মোটামুটি এইভাবে বর্ণনা করা যায়।

প্রথমতঃ। পোল্যাণ্ডে আসন্ন পার্টি আলোচনার সময় প্রাক্তন পোলিশ

সোশ্যালিষ্ট পার্টি ও ভূতপূর্ব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির মধ্যে একটা সীমারেখা নির্দেশ করার আমি ঘোরতর বিরোধী। পার্টির পক্ষে সেটা হবে বিপজ্জনক। পূর্বতন পোলিশ সোশ্যালিষ্ট পার্টি ও পোলিশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি বহুকাল যাবৎ একটা পার্টির অন্তর্ভুক্ত এবং যুক্তভাবে পোল্যাণ্ডের জমিদার ও বুর্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে লড়াই করছে। এখন তাদের ভূতাপেক্ষভাবে দ্বিধাবিভক্ত করাটা হবে একটা গুরুতর ভ্রান্তি। লড়াই চালাতে হবে পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির সুবিধাবাদী দলকে বিচ্ছিন্ন করার নতুন পথ ধরে, পি. এস. পি এবং পি. এস. ডি'র মধ্যেকার পুরানো পথ ধরে নিশ্চয়ই নয়। সুবিধাবাদী দলের ওপরে সম্পূর্ণ জয়লাভ—সেটাই হল দলাদলির বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা, আর নিশ্চয়তা পার্টির ঐক্যের।

দ্বিতীয়তঃ। তথাকথিত ছাঁটাই ব্যবস্থার, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটির কোনও কোনও সদস্যকে সেই সংস্থা থেকে অপসারণের, আমি তীব্র বিরোধী। সাধারণভাবে উপর থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির পুনর্বিন্যাসের আমি বিরোধী। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত অস্ত্রোপচার যে পার্টির মধ্যে একটা ভবিষ্যৎ কুফল রেখে যায়, সেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আসন্ন কংগ্রেস অথবা সম্মেলনে পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি নিজেই তার কেন্দ্রীয় কমিটির পুনর্বিন্যাস করুক। একটা ক্রমবর্ধমান পার্টি যে নতুন নতুন নেতা তৈরী করবে না, এটা অচিন্তনীয়।

তৃতীয়তঃ। আমি মনে করি আন্সজলিচ্ৎ যে বাস্তব প্রস্তাবগুলি পেশ করেছেন সেগুলি সম্পূর্ণ ঠিক। পরস্পর বিচ্ছিন্ন সাংগঠনিক ব্যুরো ও পলিট-ব্যুরোর পরিবর্তে বর্তমান পোলিশ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটা একক রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক কেন্দ্র স্থাপন করাটা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হবে।

পোল্যাণ্ডে বৈপ্লবিক সংগ্রামে যেসব নতুন নেতারা পুরোভাগে এসেছেন তাঁদের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও পার্টি অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এখানে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। আমি এই অবস্থাটাকে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না। অপর্যাপ্ত তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ও রাজনীতি সংক্রান্ত জ্ঞান নিয়ে যে সময় শ্রমিকরা বিরাট বিরাট আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা হয় সেসময় রু. ক. পা (ব)-র জীবনে এরকম ঘটনা ঘটে। কিন্তু অপরিহার্য স্বতঃলব্ধ বৈপ্লবিক জ্ঞানশূন্য বহু বুদ্ধিমানের চেয়ে ঐসব শ্রমিক যোগ্যতর পরিচালক

বলে প্রমাণিত হয়। এটা খুবই সম্ভব যে, নতুন চালকদের নিয়ে প্রথম প্রথম কাজকর্ম খুব স্বচ্ছভাবে চলবে না, কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি নেই। হোঁচট তারা দু-একবার খাবে, কিন্তু পরিণামে তারা লাভ করবে বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনার শিক্ষা। সুশিক্ষিত নেতারা আকাশ থেকে পড়েন না। একমাত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাঁরা বড় হয়ে ওঠেন।

'বলশেভিক', সংখ্যা ১১
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

কমরেড দেমিয়ান বেদনির কাছে
লেখা একখানি চিঠি

প্রিয় দেমিয়ান,

উত্তর দিতে বড় দেরী হয়ে গেল। আমার ওপর আপনি রাগ করতে পারেন, কিন্তু এ কথাও অবশ্য আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, সাধারণতঃ চিঠিপত্রাদি লেখালেখির ব্যাপারে আমি অসাধারণ কুঁড়ে।

বিষয় ধরে ধরে বলা যাক।

(১) শুনে খুব ভাল লাগল যে, আপনি 'খোশ মেজাজে' আছেন। 'ওয়েলৎস্কমারৃজ'-এর দর্শন আমাদের দর্শন নয়। দুঃখ করুক ভিন্ন পথ আর মৃত্যু-পথ যাত্রীরা। আমাদের দর্শনকে সংগতি-সুন্দর ভাষা দিয়েছেন আমেরিকার হুইটম্যান: 'আমরা থাকি বেঁচে! আমাদের এই টকটকে লাল রক্ত অনিঃশেষিত শক্তি আগুনে ফুটন্ত-ফেনায়িত।' দেমিয়ান, এই হল সেই পথ।

(২) আপনি লিখেছেন: 'আঘাত দিতে আমি সংকোচবোধ করি, কিন্তু প্রতিকার একটা করতেই হবে।' আমার পরামর্শ হচ্ছে: সমস্ত শিল্প-চাতুর্যবিধি অনুযায়ী প্রতিকার ব্যবস্থা থেকে নিরস্ত থাকার চেয়ে দু-চারজন দর্শককে অসন্তুষ্ট করা বরং ভাল। একটা প্রতিকার গ্রহণ করতেই হবে, নিশ্চিতই করতে হবে। দর্শনার্থীদের মনে আঘাত দেওয়া থেকে বিরত থাকাটা একটা সাময়িক ব্যাপার, কিন্তু একটা গুরুতর প্রতিবিধানের জন্য তাদের সামান্য একটু অসন্তুষ্ট করার ব্যাপারটার মূল্য অধিক দীর্ঘস্থায়ী। যারা তাদের পুরোপুরি বিপরীত, তাদের সঙ্গে সুবিধাবাদীদের অনৈক্য এইখানে যে, প্রথমশ্রেণীর ব্যাপারগুলিকে তারা দ্বিতীয়ের ওপরে স্থান দেয়। বলা বাহুল্য, সুবিধাবাদীদের আপনারা অনুকরণ করবেন না।

(৩) আপনি লিখছেন: 'উয়েজদ্ পার্টি কমিটির সম্পাদকদের কাছে আপনার রিপোর্টের ক্ষমার ভঙ্গিমার মধ্যে একটা নিগূঢ় ইঙ্গিত ছিল।' এ কথা বলা আরও সত্য হবে যে, এখানে রয়েছে এমন একটা নীতি যা সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে কিছুটা অস্পষ্টতার সম্ভাবনাকে আগে থেকেই বাদ দিয়ে দেয় না। আমি মনে করি যে, বিরোধী পক্ষের নেতাদের ভেঙেচুরে গুঁড়ো

গুঁড়ো করে দেবার পর, বিরোধী পক্ষের সাধারণ কর্মিবৃন্দ ও মধ্যবর্তী অনুগামীদের সম্পর্কে আমাদের, অর্থাৎ পার্টির, সুরটাকে আরও নরম করা উচিত, যাতে বিরোধী নেতাদের পরিত্যাগ করাটা তাদের পক্ষে সহজতর হয়। সেনাপতিরা থাকুক সেনাবাহিনী বাদ দিয়ে—সেটাই হল মূল অন্তঃপ্রবহমান উদ্দেশ্য। পার্টির মধ্যে বিরোধী পক্ষের প্রায় চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার অনুগামী আছে। তাদের বেশিরভাগই তাদের নেতাদের ছেড়ে দিতে চায়, কিন্তু তাদের বাধা দিচ্ছে তাদের নিজেদেরই অহমিকা, অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির কোনও কোনও সদস্যের রূঢ়তা ও ঔদ্ধত্য, যাঁরা বিরোধী দলের সাধারণ অনুগামীদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পীড়ন করেন আর ঐভাবে আমাদের পক্ষে চলে আসতে তাদের বাধা দেন। আমার রিপোর্টের 'ভঙ্গিটা' কেন্দ্রীয় কমিটির এইরকম সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত। এবার যখন এর নেতারা সারা দুনিয়ার চোখের সামনে অসম্মানিত হয়েছে, তখন একমাত্র এইভাবেই আমরা বিরোধী পক্ষকে ধ্বংস করতে পারি।

(৪) . আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন : 'ফসলটা কি আমাদের বেকায়দায় ফেলবে না?' কতকটা বেকায়দায় আমাদের ইতিমধ্যেই ফেলেছে। যেখানে গত বছর আমরা দু'হাজার সাতশ' মিলিয়ন পুড ফসল (মোট শস্য) গোলায় তুলেছি, সেখানে এ-বছর আমরা আশা করি প্রায় দুশ' মিলিয়ন পুড কম। রপ্তানীর ওপর অবশ্যই এটা একটা আঘাত হানবে। সত্য বটে, এ-বছর শস্যহানির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত খামারের সংখ্যা ১৯২১ সালের ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র, আর আমরা সাহায্য না নিয়ে, অসাধারণ প্রচেষ্টা ছাড়াই দুর্বিপাকটাকে সাফল্যের সঙ্গে আয়ত্ত করতে পারব। সে-সম্বন্ধে আপনি কোন সন্দেহই করবেন না। তবু আঘাতটা একটা আঘাতই বটে। কিন্তু যে-হাওয়া কারও কোনও ভাল করে না, সেটা খারাপ হাওয়া। ভবিষ্যতে অনাবৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য কৃষকদের ক্ষমতাসাধ্য সমস্ত কিছু করবার বর্ধিত প্রস্তুতির সুযোগ গ্রহণ করার ব্যাপারটা আমরা স্থির করেছি, এবং আমরা জমির উন্নতি, কৃষিপদ্ধতির উৎকর্ষসাধন প্রভৃতির জন্য সুদৃঢ় ব্যবস্থাগুলিকে কার্যে পরিণত করতে (কৃষকদের সঙ্গে যুক্তভাবে) এই প্রস্তুতির সর্বাধিক সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করব। আমাদের অভিপ্রায় সামারা-সারাতোভ-জারিৎসিন-আস্ত্রাখান-স্তাভ্রোপোল লাইন বরাবর একটা ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উন্নত বিস্তৃত অঞ্চল গঠন করে কাজ আরম্ভ করা। এই উদ্দেশ্যে

আমরা ১৫ থেকে ২০ মিলিয়ন রুবল ধার্য করেছি। পরের বছর আমরা চলে যাব দক্ষিণ গুবের্নিয়াগুলিতে। এটা আমাদের কৃষিকার্যের একটা আমূল পরিবর্তনের সূত্রপাতকে চিহ্নিত করবে। স্থানীয় লোকেরা বলে যে, কৃষকরা প্রভূত সাহায্য করবে। বজ্রনির্ঘোষ না হলে কৃষকরা আর বুকে ক্রুশচিহ্ন দেয় না। দেখা যাচ্ছে যে, কৃষিকে একটা উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে এবং আমাদের দেশকে আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে সর্বদা নিরাপদ রাখার জন্য অনাবৃষ্টির অভিসম্পাতের প্রয়োজন আছে। কলচাক আমাদের শিখিয়েছে একটা পদাতিক সৈন্যবাহিনী গঠন করতে, আর ডেনিকিন শিখিয়েছে গড়ে তুলতে একটা অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী। অনাবৃষ্টি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে কৃষিকাজকে সংগঠিত করতে। ইতিহাসের ধারাগুলিই এইরকম। আর এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

(৫) আপনি লিখছেন: 'আসুন।' দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আসতে পারি না। পারি না, কারণ সময়ের অভাব। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, 'বাকুতে একটু স্ফূর্তি' করতে যান। অবশ্যই যাবেন। তিফ্‌লিস তেমন কৌতূহলোদ্দীপক নয়, যদিও বাইরে থেকে বাকুর চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। এখনো পর্যন্ত আপনি যদি কোন তেলের কপিকলের বাগান না দেখে থাকেন, তাহলে আপনি 'কিছুই দেখেননি'। আমি নিশ্চিত যে, আপনার **রেলওয়ে ট্রাফিক**-এর[৫৭] মতো শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য বাকু আপনাকে প্রচুর পরিমাণ উপাদান যোগাবে।

এখানে মস্কোতে কংগ্রেস পর্ব এখনো শেষ হয়নি। পঞ্চম কংগ্রেসের বক্তৃতা ও বিতর্কগুলি সময়োপযোগী বটে, তবে সঠিকভাবে বলতে গেলে, ওগুলি সব মানানসই সুন্দর কারুকার্য আর কি! এর চেয়ে পাশ্চাত্ত্য থেকে (প্রাচ্য থেকেও) আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের সকলের যেসব বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হয়েছে, সেগুলি অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। জার্মান, ফরাসী ও পোল শ্রমিকদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছে। চমৎকার বৈপ্লবিক 'উপাদান'! সবকিছু থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সেখানে পাশ্চাত্ত্যে, সর্বত্রই বুর্জোয়া-বিন্যাসের বিরুদ্ধে ঘৃণা, প্রকৃত বৈপ্লবিক ঘৃণা, ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সহজ অথচ জোরালো বক্তৃতার মধ্যে তাদের নিজেদের দেশে 'রুশীয় প্রণালীতে একটা বিপ্লব সৃষ্টির' ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি। এরা সব একটি নতুন ধরনের শ্রমিক। আমরা এর আগে তাদের মতো কাউকে

আমাদের কংগ্রেসগুলিতে পাইনি। স্বভাবতঃই বিপ্লবটা এখনো অনেক দূরের পথ, কিন্তু অবস্থা যে সেইদিকেই যাচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। এ ছাড়া এই কৃষকদের সম্পর্কে আরও একটা বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়ে: আমাদের দেশের জন্য তাদের প্রাণবন্ত, প্রদীপ্ত, প্রাপ্ত জননীসুলভ ভালবাসা, আর আমাদের পার্টির নীতিপরায়ণতা, কর্মদক্ষতা ও প্রবল শক্তিমত্তায় তাদের অপরিসীম বিশ্বাস। যেটা ছিল এই সেদিনও প্রতীয়মান, সেই সন্দেহপ্রবণতার লেশমাত্র নেই। আর সেটাও কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এটাও একটা ঘনায়মান বিপ্লবের লক্ষণ।

দেমিয়ান, এই হচ্ছে সেই পথ।

আচ্ছা, এবারের মতন এই যথেষ্ট। জোরসে আপনার হাত চেপে ধরে,

১৫.৭.২৪

আপনাদের,

জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

ওয়াই. এম. স্বের্দলভ

শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের মধ্যে এমন সব লোক আছেন যাঁদের নিয়ে সংবাদপত্রে কোনও হৈ-চৈ হয় না—তার কারণ বোধহয় এই যে, তাঁরা নিজেদের নিয়ে একটা হৈ-চৈ করা পছন্দ করেন না—কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, যাঁরা বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রাণরস এবং খাঁটি নেতা। এই জাতের একজন নেতা ছিলেন ওয়াই. এম. স্বের্দলভ।

মজ্জায় মজ্জায় একজন সংগঠক, স্বভাবে, অভ্যাসে, বিপ্লবী শিক্ষায়, সহজাত প্রবৃত্তিতে, তাঁর সমস্ত সমৃদ্ধ কর্মতৎপরতায় একজন সংগঠক—ঠিক এমনই হচ্ছে ওয়াই. এম. স্বের্দলভের প্রতিকৃতি।

শ্রমিকশ্রেণী যখন ক্ষমতাসীন, আমাদের সেইরকম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নেতা ও সংগঠক হওয়ার অর্থ কী? এর অর্থ সাহায্যকারীদের বাছাই করা, একটা অফিস খাড়া করা আর তার মারফৎ কতকগুলি হুকুম জারী করা নয়। আমাদের পরিবেশে একজন নেতা ও সংগঠক হবার অর্থ, প্রথমতঃ, ক্যাডারদের সম্বন্ধে জ্ঞান, তাদের দোষ ও গুণ নির্ণয় করার ক্ষমতা, তাদের কাজে লাগাবার যোগ্যতা; এবং দ্বিতীয়তঃ, তাদের এমনভাবে বিন্যস্ত করা যেন:

(১) প্রত্যেকে মনে মনে অনুভব করেন যে তিনি ঠিক জায়গায় আছেন;

(২) প্রত্যেকে তাঁর শেষ শক্তি দিয়ে বিপ্লবের সেবা করতে পারেন;

(৩) বাধাবিঘ্নের পরিবর্তে ক্যাডারদের এই বিন্যাস পরিণত হয় সমন্বয়ে, ঐক্যে, আর সমগ্রভাবে কাজের সাধারণ অগ্রগতিতে;

(৪) যে রাজনৈতিক অবস্থার দরুণ ক্যাডারদের তাঁদের পদগুলির দায়িত্ব-ভার দেওয়া হয়েছে, এইভাবে সুবিন্যস্ত কাজের ধারা তারই অভিব্যক্তি ও বাস্তবরূপ হয়।

আমাদের পার্টির আর আমাদের রাষ্ট্রের ঠিক সেইরকমের নেতা আর সংগঠক ছিলেন ওয়াই. এম. স্বের্দলভ।

পার্টি ও রাষ্ট্রের পক্ষে ১৯১৭-১৮ সালের পর্যায়কালটা একটা সন্ধিক্ষণের সূচনা করে। সেই পর্যায়েই প্রথমবারের মতো পার্টি একটা শাসক শক্তিতে পরিণত হয়। মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম একটা নতুন রকমের শক্তি অস্তিত্ব-

লাভ করে, সোভিয়েতসমূহের শক্তি, শ্রমিক ও কৃষকদের শক্তি। যা ছিল এযাবৎ আত্মগোপন করে সেই পার্টিকে নতুন পথে স্থানান্তরিত করা, নতুন শ্রমিকরাষ্ট্রের সাংগঠনিক বনিয়াদ সৃষ্টি করা, পার্টির নেতৃত্ব ও সোভিয়েতগুলির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশকে সুনিশ্চিত করার জন্য পার্টি ও সোভিয়েতগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের সাংগঠনিক রূপ উদ্ভাবন করা—সে সময় পার্টির মুখোমুখী হয়েছিল ঠিক এই ধরনের চূড়ান্ত জটিলতাপূর্ণ সাংগঠনিক সমস্যা। দক্ষতার সঙ্গে এবং পীড়ন না করে নতুন রাশিয়া গঠন করার সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান করতে ওয়াই. এম. স্বের্দলভ যে প্রথম না হলেও অন্যতম প্রথম এটা অস্বীকার করবে এমন সাহস পার্টির মধ্যে কারও নেই।

বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শবাদীরা ও দালালরা মূর্খের মতন গতানুগতিক এই উক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করতে ভালবাসে যে, বলশেভিকরা সৃষ্টি করতে অক্ষম, তারা শুধু ধ্বংস করতেই সক্ষম। ওয়াই. এম. স্বের্দলভ এবং তাঁর সমস্ত কর্মধারা, এইসব মিথ্যা ভাষণের জীবন্ত খণ্ডন। ওয়াই. এম. স্বের্দলভ এবং পার্টির মধ্যে তাঁর ক্রিয়াকলাপ কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফল নয়। ওয়াই. এম. স্বের্দলভের মতো মহান নির্মাতাকে যে জন্ম দিয়েছে, সেই পার্টি জোরের সঙ্গে বলতে পারে যে, সে যেমনি পারে পুরানোকে ভাঙতে, ঠিক তেমনি পারে নতুনকে গড়তে।

কোনক্রমেই আমি এ কথা বলব না যে, আমাদের পার্টির সমস্ত সংগঠক ও নির্মাতাদের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ পরিচিত, কিন্তু এ কথা আমি অবশ্যই বলব যে, বিশিষ্ট যেসব সংগঠকদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তাঁদের মধ্যে আমি মাত্র দুজনকে জানি, লেনিনের পরেই যাঁদের নিয়ে আমাদের পার্টি গর্ব করতে পারে এবং করা উচিত তাঁরা হলেন : আই. এফ. দুব্রোভিন্স্কি, যিনি তুরুখানস্কে নির্বাসনে প্রাণত্যাগ করেন, এবং ওয়াই. এম. স্বের্দলভ, যিনি পার্টির ও রাষ্ট্রের গঠনকর্ম চালাতে চালাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

প্রলেতারস্কায়া রিভল্যুৎসিয়া
সংখ্যা ১১ (৩২), নভেম্বর, ১৯২৪
স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে আমি মনে করি যে, কিছু পরিমাণও গুরুত্ব আছে এরকম সমস্ত ঘটনাকে আন্তর্জাতিক ব্যাপার-গুলির বর্তমান অবস্থার সর্বতোভাবে সমস্ত নির্দিষ্ট লক্ষণকে বিবেচনার বিষয়ীভূত করার প্রয়োজন নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র মুখ্য, চূড়ান্ত কারণগুলির বিচার করাই যথেষ্ট। আমার মতে বর্তমান সময়ে এরকম কারণ আছে তিনটি :

(ক) বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 'শান্তিবাদের' একটা 'যুগের' সূচনা ;

(খ) ইউরোপীয় ব্যাপারে আমেরিকার হস্তক্ষেপ এবং আঁতাতের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত লণ্ডন চুক্তি ;

(গ) ইউরোপীয় শ্রমিক-আন্দোলনে বামপন্থী দলগুলিকে শক্তিশালী করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি।

এখন এই প্রধান কারণগুলিকে পরীক্ষা করা যাক।

১। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 'শান্তিবাদের' যুগ

যুদ্ধ জয়ের ফলগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে আয়ত্তে আনতে আঁতাত অসমর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এই আঁতাত সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছে জার্মানিকে পরাজিত করতে আর চারিদিক দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরে ফেলতে। এই আঁতাত আরও কৃতকার্য হয়েছে ইউরোপকে লুণ্ঠন করার একটা পরিকল্পনা রচনা করতে। আঁতাতভুক্ত দেশসমূহের অসংখ্য সম্মেলন আর চুক্তির মধ্যেই এটা প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই লুঠের মতলবকে কাজে পরিণত করতে এর সামর্থ্যে কুলায়নি। কেন ? কারণ, এই আঁতাতভুক্ত দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল অতিমাত্রায়। কারণ, লুঠের মালের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে একটা বোঝাপড়ায় আসতে তারা পারেনি, এবং পারবেও না। কারণ, লুণ্ঠিত দেশগুলির প্রতিরোধ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। কারণ, লুণ্ঠন পরিকল্পনার বাস্তব পরিণতি সামরিক সংঘর্ষে পূর্ণ, আর জনসাধারণও যুদ্ধ করতে চায় না। এটা এখন 'প্রত্যেকের' কাছেই সুস্পষ্ট যে জার্মানিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার

উদ্দেশ্যে রূঢ় অঞ্চলের ওপর সাম্রাজ্যবাদী সম্মুখ আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেই বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হয়। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করার মতলবে চরমপত্রের খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদী নীতি কেবল উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলই দিচ্ছে। এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে যার মধ্যে বিশ্বস্ততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সেবা করা সত্ত্বেও পঁয়কেয়ার ও কার্জন তাঁদের 'ক্রিয়াকলাপের' দ্বারা ক্রমবর্ধমান সংকটটার প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি করেছেন, জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে সক্রিয় করে তুলেছেন এবং জনগণকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। এই কারণেই, বুর্জোয়াশ্রেণীর সামনাসামনি আক্রমণের নীতি থেকে আপোষরফার নীতিতে, প্রকাশ্য থেকে ছদ্মবেশী সাম্রাজ্যবাদে, পঁয়কেয়ার ও কার্জন থেকে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও হেরিয়টে অবশ্যম্ভাবী সংক্রমণ। দুনিয়াটাকে প্রকাশ্যে লুঠ করা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। ব্রিটেনের শ্রমিক দল ও ফ্রান্সের বামপন্থী দল[৫৮] সাম্রাজ্যবাদের নগ্নতাকে ঢেকে রাখার জন্য ছদ্মবেশের কাজ করে। 'শান্তিবাদ' আর 'গণ-তন্ত্রের' এই হল উৎস।

অনেকে মনে করে যে, বুর্জোয়ারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলতে কি, তার স্বাধীন ইচ্ছায় 'শান্তিবাদ' ও 'গণতন্ত্র' গ্রহণ করেছিল, বাধ্য হয়ে নয়। আর এইটেই ধরে নেওয়া হয় যে, চূড়ান্ত লড়াইগুলিতে (ইতালী, জার্মানি) শ্রমিকশ্রেণীকে পরাজিত করে বুর্জোয়াশ্রেণী মনে করে যে তারাই বিজেতা, সুতরাং, এখন তারা 'গণতন্ত্রবাদ' অবলম্বন করতে সমর্থ। অন্য কথায়, চরম লড়াই যখন এগিয়ে যাচ্ছে, বুর্জোয়াশ্রেণীর তখন প্রয়োজন হয় একটা সংগ্রামী সংগঠনের—প্রয়োজন হয় ফ্যাসিবাদের; কিন্তু এখন যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী পরাজিত, এখন আর বুর্জোয়াশ্রেণীর ফ্যাসিবাদের কোনও প্রয়োজন নেই, উপরন্তু তারা তাদের জয়কে সংহত করার জন্য তার চেয়ে ভাল পদ্ধতি রূপে 'গণতন্ত্রকে' ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং, সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন সংহত হয়েছে, যে, 'শান্তিবাদের যুগটা' হবে দীর্ঘস্থায়ী, এবং ইউরোপে বিপ্লব হয়েছে বস্তাবন্দী।

এই অনুমান সম্পূর্ণ ভুল।

প্রথমতঃ, ফ্যাসিবাদই বুর্জোয়াশ্রেণীর একমাত্র লড়াকু সংগঠন, এটা সত্য নয়। ফ্যাসিবাদ একটা সামরিক-কলাকৌশল সংক্রান্ত ব্যাপার মাত্র নয়। ফ্যাসিবাদ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সক্রিয় সমর্থন-নির্ভর বুর্জোয়াশ্রেণীর একটা যুদ্ধ

প্রতিষ্ঠান। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি বস্তুতঃ ফ্যাসিবাদের মধ্যপন্থী দল। এটা মনে করার কোনও কারণই নেই যে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সক্রিয় সমর্থন ছাড়াই বুর্জোয়াশ্রেণীর যুদ্ধ-প্রতিষ্ঠানটা যুদ্ধে অথবা দেশ শাসনে চূড়ান্ত সাফল্য-লাভ করতে পারে। ঠিক তেমনি এটা মনে করারও সামান্য কারণই আছে যে, বুর্জোয়াশ্রেণীর যুদ্ধ-প্রতিষ্ঠানটার সক্রিয় সমর্থন ছাড়াই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি যুদ্ধে অথবা দেশ শাসনে চরম সাফল্যলাভ করতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরকে অস্বীকার করে না, পরন্তু পরস্পরের পরিপূরক। তারা প্রতিপাদ নয়, তারা প্রতিরূপ। ফ্যাসিবাদ এই দুটি প্রধান প্রতিষ্ঠানের একটা ঘরোয়া রাজনৈতিক সংঘ; যে সংঘটা উদ্ভূত হয় সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধোত্তর সংকটের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে, এবং যেটা শ্রমিক-বিপ্লবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অভিপ্রেত। এরকম একটা সংঘ না থাকলে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে না। সুতরাং এটা মনে করা ভুল হবে যে, 'শান্তিবাদের' অর্থ ফ্যাসিবাদের বিলোপসাধন। বর্তমান পরিবেশে ফ্যাসিবাদের নরমপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দলকে পুরোভাগে ঠেলে দিয়ে 'শান্তিবাদ' হয়েছে তার শক্তি বৃদ্ধিকারক।

দ্বিতীয়তঃ, এও সত্য নয় যে, চূড়ান্ত সংগ্রাম ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে, যে এই সংগ্রামটিতে শ্রমিকশ্রেণী পরাজিত হয়েছে, এবং পরিণামে বুর্জোয়া শাসন কায়েম হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সংগ্রাম হয়নি, যদি তার কারণ একমাত্র এটাও হয় যে, শ্রমিকশ্রেণীকে একনায়কতন্ত্রে নিয়ে যেতে সক্ষম এমন কোনও জনগণের আসল বলশেভিক পার্টি ছিল না। এরকম পার্টি না থাকলে, সাম্রাজ্যবাদের অবস্থার মধ্যে একনায়কতন্ত্রের জন্য চূড়ান্ত লড়াই অসম্ভব। পাশ্চাত্য এখনো সামনের সারিতে রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রথম আক্রমণগুলি মাত্র হয়েছে, যেগুলি বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিহত করে; প্রথম গুরুত্ব-পূর্ণ হল শক্তি পরীক্ষা যা প্রমাণিত করে যে, শ্রমিকশ্রেণী **এখনো পর্যন্ত** এমন শক্তিশালী নয় যে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করতে পারে, পক্ষান্তরে, বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীকে উপেক্ষা করতে **ইতিমধ্যেই** অক্ষম হয়ে পড়েছে। শ্রমিকশ্রেণীকে জোর করে পদানত করতে ইতিমধ্যেই অক্ষম হওয়ার কারণ বশতঃই বুর্জোয়াশ্রেণী বাধ্য হয়েছে সামনাসামনি আক্রমণগুলি ছেড়ে দিতে, একটা বাঁকা পথ নিতে, একটা আপোষরফা মেনে নিতে, 'গণতান্ত্রিক শান্তি-বাদের' আশ্রয় অবলম্বন করতে।

সবশেষে, এটাও সত্য নয় যে, 'শান্তিবাদ' বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিমত্তার পরিচায়ক, শক্তিহীনতার নয় ; যে 'শান্তিবাদ' পরিণামে বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিকে সুদৃঢ় করবে, এবং বিপ্লবকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখবে। বর্তমান শান্তিবাদের অর্থ হল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলির প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে ক্ষমতায় আসা। কিন্তু, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলির ক্ষমতায় আসার তাৎপর্য কী ? তাৎপর্য হল তাদের সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার রূপে, শ্রমিক-শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক রূপে স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, যেহেতু এই পার্টিগুলির শাসন-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের মাত্র একটা ফলই থাকতে পারে : তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়া অবস্থা, এই পার্টিগুলির ভিতরে দ্বন্দ্বের ক্রমবৃদ্ধি, তাদের বিচ্ছিন্নতা, তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তি। কিন্তু এই পার্টিগুলির বিচ্ছিন্নতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনের বিচ্ছিন্নতায়, যেহেতু দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি হল সাম্রাজ্যবাদের ঠেক্‌না। বাধ্য না হলে কি আর বুর্জোয়া-শ্রেণী শান্তিবাদ নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষার কাজ হাতে নিত ; এ কি তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় তারা করত ? অবশ্যই না ! সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর থেকে এই দ্বিতীয়বার বুর্জোয়াশ্রেণী শান্তিবাদ নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। প্রথম পরীক্ষা চালানো হয় যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, যখন মনে হয়েছিল বিপ্লব এই আরম্ভ হয়ে গেল, যেন দরজায় করাঘাত করছে। দ্বিতীয় পরীক্ষার ভার গ্রহণ করা হচ্ছে এখন, পঁয়কেয়ার এবং কার্জনের বিপদের ঝুঁকিপূর্ণ গবেষণার পর। কে জোর করে অস্বীকার করবে যে, বুর্জোয়াশ্রেণী এই যে শান্তিবাদ থেকে দোল খেয়ে একবার ক্ষ্যাপা সাম্রাজ্যবাদে যাচ্ছে এবং আবার ফিরে আসছে, এজন্য সাম্রাজ্যবাদকে মোটা রকমের মূল্য দিতে হবে, যে এটা বিরাট সংখ্যক শ্রমিকদের তাদের দৈনন্দিন অমার্জিত জীবনধারণের গ্লানি থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে, যে তা শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাধিক অনগ্রসর অংশকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনছে এবং তাদের বিপ্লবাত্মক হতে সাহায্য করছে ? অবশ্য 'গণতন্ত্রী শান্তিবাদ' এখনো পর্যন্ত কেরেনস্কির শাসন নয়, কেননা কেরেনস্কি শাসন অর্থে বোঝায় দ্বৈত শক্তি—বুর্জোয়া শক্তির পতন এবং শ্রমিক শক্তির গোড়াপত্তন। কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আদৌ নেই বললেই চলে যে, শান্তিবাদ বিপুল গণ-জাগরণের সূচনা করে, যে, জনগণকে রাজনীতির ভিতরে আকর্ষণ করে নিয়ে আসাটা বাস্তব ঘটনা ; যে, শান্তিবাদ বুর্জোয়া শাসনকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে আর সম্পূর্ণ

বৈপ্লবিক উত্থানের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এবং ঠিক এই কারণেই শান্তিবাদ বুর্জোয়া শাসনকে শক্তিশালী করতে নয়, পরন্তু হীনবল করতে, বিপ্লবকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখতে নয়, পক্ষান্তরে ত্বরান্বিত করতে বাধ্য।

অবশ্য, এ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, বিপ্লবের পক্ষে শান্তিবাদ একটা গুরুতর বিপদ নয়। শান্তিবাদ বুর্জোয়া শাসনের ধ্বংসের জন্য তার ভিত্তির তলদেশ খনন করার কাজ করে, এটা বিপ্লবের জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করছে; কিন্তু এর ফল পেতে পারে একমাত্র 'শান্তিবাদীদের' এবং 'ডিমোক্র্যাট-দেরই' ইচ্ছার বিরুদ্ধে, একমাত্র যদি কমিউনিস্ট পার্টিগুলি হেরিয়ট ও ম্যাকডোনাল্ডের শান্তিবাদী-গণতান্ত্রিক শাসনের সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবিপ্লবী স্বরূপ নির্মমভাবে মুখোস খুলে দেয়। শান্তিবাদী আর গণতন্ত্রবাদীরা যা চায় সে সম্বন্ধে, আর সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি সম্বন্ধে বলা যায় যে, তাদের শান্তিবাদ অবলম্বন করার উদ্দেশ্য মাত্র একটা: একটা নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য শান্তি সম্বন্ধে বড় বড় গালভরা বুলি আউড়িয়ে জনগণকে ধোঁকা দেওয়া; বুর্জোয়া-শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রকে কায়েম করার মতলবে 'গণতন্ত্রের' তীব্র ঔজ্জ্বল্যে জন-গণের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া; চীনে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে আরও সাফল্যের সঙ্গে প্রস্তুত হবার জন্য, আফগানিস্তানে এবং সুদানে হত্যাকাণ্ড চালাবার জন্য, পারস্যের ব্যবচ্ছেদের জন্য জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের 'সার্বভৌম' অধিকার সম্বন্ধে হৈ-হল্লা করে জনগণকে হতবুদ্ধি করে দেওয়া; বিয়েলোরাশিয়া, ইউক্রেন আর জর্জিয়ায় দস্যুবৃত্তির উদ্দেশ্যে, যাদের রাশিয়া থেকে অপমান করে বের করে দেওয়া হয়েছে সেই প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' সম্পর্ক সম্বন্ধে, সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন 'চুক্তি' সম্বন্ধে গালভরা বাগাড়ম্বরে জনগণকে বোকা বানানো। বুর্জোয়াশ্রেণীর শান্তিবাদের প্রয়োজন প্রতারণার জন্য একটা ছদ্মবেশ হিসেবে। এই ছদ্মবেশই হল শান্তিবাদের প্রধান বিপদের কারণ। বুর্জোয়াশ্রেণী জনসাধারণকে বোকা বানানোর মতলব হাসিল করতে পারবে কিনা সেটা নির্ভর করে পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যে উদ্যম নিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বরূপ প্রকাশ করে দেবে তার ওপর, তাদের, শান্তিবাদী পোশাকপরা সাম্রাজ্যবাদীদের, মুখোস ছিঁড়ে ফেলে দেবার হিম্মতের ওপর। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এ ব্যাপারে পুঁজির গণতান্ত্রিক

গোলামদের শান্তিবাদী কথা ও সাম্রাজ্যবাদী কাজের মধ্যে অনৈক্যকে প্রকট করে দিয়ে ঘটনাবলী ও অভ্যন্ত ক্রিয়াকলাপ কমিউনিস্টদের অনুকূলে ফলপ্রসূ হবে। কমিউনিস্টদের কর্তব্য ঘটনাবলীর সঙ্গে সমান বেগে এগিয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলির প্রতিটি পদক্ষেপ, সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে প্রতিটি কাজ এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বেইমানীকে নির্মমভাবে মুখোস খুলে দেওয়া।

২। ইউরোপীয় ব্যাপারে আমেরিকার হস্তক্ষেপ এবং ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আঁতাতের লণ্ডন চুক্তি

আঁতাতের লণ্ডন সম্মেলন[৫৭] বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী শান্তিবাদের প্রতারণাপূর্ণ মিথ্যাচারী চরিত্রকে একেবারে পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত করে। একদিকে ম্যাকডোনাল্ড ও হেরিয়টের ক্ষমতায় আসাটার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 'স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের' জন্য সোরগোল করাটার অভিপ্রায়, যেমন ইউরোপে দুর্বার হয়ে ওঠা প্রচণ্ড শ্রেণী-সংগ্রামকে, আর সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মারাত্মক শত্রুতাকে ঢাকা দেওয়া ও গোপন করা, অন্যদিকে লণ্ডনে এই আঁতাত সম্পাদিত চুক্তির অভিসন্ধি তেমনি ইউরোপে নেতৃত্বের জন্য ব্রিটেন ও ফরাসীর মধ্যে মরীয়া সংগ্রামকে, বিশ্ব-বাজারে আধিপত্যলাভের জন্য সংগ্রামে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বকে এবং আঁতাতের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জার্মান জাতির অমানুষিক সংগ্রামকে ঢাকা দেওয়া ও গোপন করা। আর কোনও শ্রেণী-যুদ্ধ নেই, বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, এখন সবকিছু শ্রেণী-সহযোগিতায় শেষ হতে পারে, এই বলে ম্যাক্‌ডোনাল্ড আর রেনদেলেরা চিৎকার করছে। শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্যকে বিশ্বাস-ঘাতকতার সঙ্গে পরিত্যাগ করে তাদের লণ্ডন চুক্তির বন্ধুরা এবং সমধর্মীরা—শান্তিবাদের সমাজবাদী-গণতন্ত্রী বীর পুরুষেরা—তারই পুনরাবৃত্তি করে বলছে যে, ফরাসী ও ব্রিটেনের মধ্যে, আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে এবং জার্মানি ও আঁতাত গোষ্ঠীর মধ্যে আর কোনও সংগ্রাম নেই, যুদ্ধের অবসান হয়েছে, এখন আমেরিকার নিশ্চিত আশ্রয়ে সমস্ত সমস্যা বিশ্বশান্তিতে পর্যবসিত হতে পারে।

কিন্তু আঁতাতের লণ্ডন সম্মেলনে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল?

লণ্ডন সম্মেলনের আগেই ফ্রান্স একাই অল্পবিস্তর মিত্ররাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে ক্ষতিপূরণ সমস্যার মীমাংসা করে, কারণ ক্ষতিপূরণ কমিশনে ফ্রান্সের ছিল

সংখ্যাধিক্য। রূঢ় অঞ্চল দখলটা হয় জার্মানির অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্যই এবং একটা নিশ্চয়তার জন্য যে, ফ্রান্স জার্মানির কাছ থেকে পাবে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ, ফরাসী ধাতবশিল্পের জন্য কয়লা ও কোক্ কয়লা, ফরাসী রাসায়নিক শিল্পের জন্য রাসায়নিক অর্ধ-উৎপাদিত বস্তু ও রঞ্জক দ্রব্য এবং জার্মানিতে বিনা শুল্কে অ্যালসেচ বস্ত্র রপ্তানী করার অধিকার। এই পরিকল্পনাটার উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে ফ্রান্সের সামরিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের জন্য একটা বাস্তব ঘাঁটি তৈরী করা। যাই হোক, সকলেই জানেন, এই পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হয়েছে। এই দখলী পন্থার ফল হয়েছে নিছক বিপরীত। ফ্রান্স না পেয়েছে নগদ টাকা, না পেয়েছে তার বদলে কোন সন্তোষজনক পরিমাণ মাল। শেষ পর্যন্ত জবরদখলের জন্য দায়ী পঁয়কেয়ার তার একটা নতুন যুদ্ধ ও বিপ্লবের সম্ভাবনাপূর্ণ নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী নীতির জন্য গদিচ্যুত হয়। ইউরোপে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে বলা যায় যে, এটা ব্যর্থ হয়েছিল শুধু এই কারণেই নয় যে, পররাজ্য অধিকার ও প্রকাশ্য লুণ্ঠন পদ্ধতিটা ফরাসী ও জার্মান শিল্পের মধ্যে একটা বন্ধনের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে, অধিকন্তু এ কারণেও যে, এরকম একটা সংযোগ স্থাপনে ব্রিটেন ছিল ঘোরতর বিরোধী, যেহেতু এ সম্বন্ধে সে সচেতন না থেকেই পারে না যে, জার্মান কয়লার সঙ্গে ফরাসী ধাতুর যোগসাধনে ব্রিটিশ ধাতব শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত অনিবার্য।

এই সবের পরিবর্তে অঁাতাতের লণ্ডন সম্মেলন ঘটাল কী?

প্রথমতঃ, ফ্রান্স যে পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নগুলির মীমাংসা করে সম্মেলন তা বাতিল করে দেয়, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, শেষ অবস্থায় সমস্ত বাদানুবাদের মীমাংসা করবে আমেরিকার প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে অঁাতাতের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটা সালিশী কমিশন।

দ্বিতীয়তঃ, সম্মেলন রূঢ় দখল বাতিল করে এবং (অবিলম্বে) অর্থনৈতিক ও (এক বছরের মধ্যে বা তার আগেই) সামরিক অপসরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। উদ্দেশ্য হল: ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে রূঢ় অঞ্চল দখল করে থাকাটা বর্তমান পর্যায়ে বিপজ্জনক এবং সংগঠিত ও প্রণালীবদ্ধভাবে জার্মানিকে লুণ্ঠন করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অসুবিধাজনক। সে যাই হোক, এ সম্বন্ধে আদৌ সন্দেহ থাকতে পারে না যে, অঁাতাতের মতলব হচ্ছে জার্মানিকে পুরোদস্তুর ও রীতিমতো লুণ্ঠন করা।

তৃতীয়তঃ, নিম্নলিখিতগুলির অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে সম্মেলন সামরিক

হস্তক্ষেপ বাতিল করে দিয়েও আর্থিক ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ অনুমোদন করে :

(ক) জার্মানিতে একজন বিশিষ্ট বিদেশী কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে একটি নির্গমন ব্যাঙ্ক স্থাপন করা ;

(খ) বেসরকারী হেফাজতে রাষ্ট্রীয় রেলওয়ের হস্তান্তর, যেগুলি পরিচালিত হবে একজন বিশিষ্ট বিদেশী কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে ;

(গ) মিত্র দেশগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি তথাকথিত 'হস্তান্তর কমিটি' স্থাপন করা, যার থাকবে জার্মান মুদ্রায় সমস্ত ক্ষতিপূরণের পাওনা মিটিয়ে দেবার ওপর একমাত্র কর্তৃত্ব, যাতে জার্মানির দেওয়া মালের টাকা ঐ অর্থ থেকে জোগানো যায়, এবং ঐ ক্ষতিপূরণের অর্থের কিছুটা জার্মান শিল্পে বিনিয়োগ করার ক্ষমতা (যেসব ক্ষেত্রে ফ্রান্সে স্থানান্তরিত করা অযৌক্তিক বিবেচিত হয়) এবং এইভাবে যার থাকবে জার্মানির টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ সুযোগ।

এর অর্থ যে জার্মানিকে আঁতাতের একটা উপনিবেশে পরিণত করা, সেটা প্রমাণের আদৌ প্রয়োজন নেই।

চতুর্থতঃ, জার্মানি কিছুকালের জন্য ফরাসীকে কয়লা ও রাসায়নিক উৎপাদিত দ্রব্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে, সম্মেলন ফরাসীর এই দাবিকে স্বীকার করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই শর্ত জুড়ে দেয় যে, জার্মানির এই অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য দিয়ে বাধ্যতামূলক পরিশোধগুলি কমিয়ে দেওয়া, অথবা এমনকি, একেবারে খারিজ করে দেওয়ার জন্য সালিশী কমিশনে আপীল করার অধিকার থাকবে। এইভাবে সম্মেলন ফরাসীর অধিকার নাকচ অথবা প্রায় নাকচ করে দেয়।

এই সমস্তের সঙ্গে যদি আমরা জুড়ে দিই জার্মানিকে ব্রিটেন ও প্রধানতঃ আমেরিকার ব্যাঙ্ক মালিকদের যোগানো ৮০,০০,০০,০০০ মার্ক ঋণটা, আর এর ওপরে যদি আমরা মনে রাখি যে, সম্মেলনের কর্তৃত্ব ছিল ব্যাঙ্ক মালিকদের, সবার ওপরে, আমেরিকার ব্যাঙ্ক মালিকদের, চিত্রটা তাহলে এইভাবে সম্পূর্ণ হয় : ফরাসী কর্তৃত্বের লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই ; ফরাসী কর্তৃত্বের পরিবর্তে কর্তৃত্ব হয়েছে আমেরিকার।

আঁতাতের লণ্ডন সম্মেলনের ফলাফল হল এইরকমই।

এইসব সংগত কারণে কেউ কেউ মনে করে যে, অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর

আমেরিকার নেতৃত্বের জন্য এখন থেকে ইউরোপের অভ্যন্তরে স্বার্থে স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্যই হ্রাস পাবে; যে, আমেরিকা ইউরোপে পুঁজি রপ্তানী করার স্বার্থে ইউরোপীয় দেশগুলিকে কৌশলে রেশন ব্যবস্থায় আনবে এবং তাদের নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে বাধ্য করবে, আর এদিকে তখন তার ব্যাঙ্ক মালিকরা দুহাতে মুনাফা লুটতে থাকবে; যে, ইউরোপে শান্তি বাধ্যতা-মূলক হলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে, মোটামুটিভাবে অনেকদিনের জন্য কিছুটা নিরাপদ। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

প্রথমতঃ, জার্মান সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে সম্মেলন তার মালিক জার্মান জাতিকেই বাদ দিয়ে হিসেব করেছে। অবশ্য, এমন হতে পারে যে, জার্মানিকে একটা পুরোদস্তুর উপনিবেশে পরিণত করার 'ফন্দি' আঁটা হচ্ছে। কিন্তু এ সময়ে, যখন অনগ্রসর উপনিবেশগুলিকে হাতে রাখতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে, জার্মানির মতন একটা দেশকে যথার্থই একটা উপনিবেশে পরিণত করতে চেষ্টা করার অর্থ ইউরোপের নীচে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরক পুঁতে রাখা।

দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্স নিজেকে খুব বেশি দূর সামনে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল, কাজেই সম্মেলনটা তাকে কিছুটা পেছনে হটিয়ে দিয়েছে। এর স্বাভাবিক ফল হল এই যে, ব্রিটেনই পেয়ে গেল ইউরোপে যথার্থ প্রাধান্য। কিন্তু ফ্রান্স যে ব্রিটেনের প্রাধান্যের কাছে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে সেটা মনে করার অর্থ বাস্তব ঘটনাগুলিকে বিচার করতে না পারা; সাধারণতঃ, অন্যান্য সব যুক্তির চেয়ে যেটা বলবান বলে প্রমাণিত সেই বাস্তব যুক্তিটাকে বিশ্লেষণ করতে না পারা।

তৃতীয়তঃ, সম্মেলন আমেরিকার নেতৃত্ব স্বীকার করে। কিন্তু আমেরিকা ফরাসী-জার্মান শিল্পে মূলধন যোগাতে আগ্রহান্বিত, সবচেয়ে যুক্তিসংগতভাবে তাকে শোষণ করার জন্য, যেমন ধরা যাক, ফরাসী ধাতব শিল্পের সঙ্গে জার্মান কয়লা শিল্পের সংযুক্তিকরণের পথ ধরে। এ বিষয়ে আদৌ সন্দেহ থাকতে পারে না যে, আমেরিকার পুঁজি তার সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার ঠিক এই অভিমুখেই করবে, যেটা তার পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক। তাই বলে ব্রিটেন এরকম একটা অবস্থার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, সেরকম মনে করার অর্থ ব্রিটেনকে না বোঝা, অর্থ ব্রিটেন যে তার ধাতব শিল্পের স্বার্থকে কত উচ্চ মূল্য দেয় সেটা না জানা।

সবশেষে, ব্রিটেন একটা বিচ্ছিন্ন দেশ নয়, সে তার উপনিবেশগুলির সঙ্গে বাঁধা, এই উপনিবেশগুলি থেকে প্রাণরস আহরণ করেই সে জীবনধারণ করে। ইউরোপ ও তার উপনিবেশগুলির সম্পর্কের মধ্যে 'উৎকর্ষ সাধনের' জন্যে যে সম্মেলনটা কোনও পরিবর্তন আনতে পারে, এটা যে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বগুলির ক্রমবিকাশকে সংযত বা ব্যাহত করতে পারে, এরকম ধারণা করার অর্থ অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করা।

এ থেকে কী সিদ্ধান্তে আসা যায়?

মাত্র একটি সিদ্ধান্তেই আসা যায় এবং তা হল: লণ্ডন সম্মেলন ইউরোপের মধ্যে পুরানো দ্বন্দ্বগুলির একটাও দূর করতে পারেনি; দূর করা তো দূরে থাক, তাদের সঙ্গে নতুন কতকগুলি যোগ করেছে—যেমন আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যের দ্বন্দ্বসমূহ। নিঃসন্দেহে, ব্রিটেন ইউরোপীয় মহাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক প্রাধান্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য আগের মতোই ফরাসী ও জার্মানির মধ্যে সক্রিয় বিরোধিতার প্রকোপটাকে বাড়িয়ে যেতেই থাকবে। এদিকে আমেরিকাও তার বেলায় নিঃসন্দেহে বিশ্ব-বাজারে তার নেতৃত্বকে নিরাপদ রাখার জন্য ব্রিটেন ও ফরাসীর মধ্যে সক্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তীব্রতর করে তুলবে। জার্মানি ও অাঁতাতের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আমাদের পক্ষে বলা বাহুল্য মাত্র।

এইসব বিরুদ্ধাচারণের দ্বারাই বিশ্বের ঘটনাবলী নির্ধারিত হবে, ফাঁসি কাঠে ঝোলার যোগ্য হিউয়েস অথবা বাগাড়ম্বরপূর্ণ হেরিয়টের 'শান্তিবাদী' বক্তৃতাগুলি দ্বারা নয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অসম বিকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতার নিয়ম পূর্বের যে-কোনও সময় অপেক্ষা বর্তমানে বেশি জোরালোভাবে কার্যকর। লণ্ডন সম্মেলন এই পরস্পর বিরোধিতাকে একটা ছদ্মবেশ পরিয়ে দিচ্ছে মাত্র, যার ফল তাদের অভুতপূর্ব প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির জন্য নিছক মুখবন্ধ রচনা করা।

৩। ইউরোপীয় শ্রমিক-আন্দোলনে বৈপ্লবিক উপাদানগুলির শক্তিবৃদ্ধিকরণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি

'শান্তিবাদী-গণতান্ত্রিক শাসন'—অস্থায়িত্বের অন্যতম সুনিশ্চিত নিদর্শন এই 'শাসন', শ্রমিকশ্রেণীর গভীরে গভীরে যে প্রগাঢ় বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া চলছে তারই

যে উপরিস্থিত গাঁজলা, তার অন্যতম সর্বাপেক্ষা সন্দেহাতীত সংকেত জার্মানি, ফ্রান্স ও রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে বিপ্লবী দলের চূড়ান্ত জয়লাভ, ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনে বামপন্থী দলের কর্মতৎপরতার ক্রমবৃদ্ধি, এবং সর্বশেষে, পাশ্চাত্ত্যে মেহনতী জনগণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপযোগিতার উপলব্ধির ক্রমবিস্তার।

কতকগুলি অদ্ভুত অবস্থার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্ত্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিকাশ হচ্ছে। প্রথমতঃ, তাদের গঠন-পদ্ধতি এক রকমের নয়, কারণ তারা গঠিত হয়েছিল প্রাক্তন প্রাচীনপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের এবং নবীন পার্টি-সদস্যদের নিয়ে, তখনো পর্যন্ত যাদের যথেষ্ট বৈপ্লবিক ইস্পাত-কঠিন শিক্ষা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, তাদের প্রধান ক্যাডারগুলি খাঁটি বলশেভিক নয়, কারণ যেসব লোক এসেছেন অন্যান্য পার্টি থেকে এবং যাঁরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সংস্রব এখনো ছেড়ে দিতে পারেনি, তাঁরাই অধিকার করে আছেন দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি। তৃতীয়তঃ, তাঁরা সংগ্রামের জন্য মুখোমুখী হয়েছেন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের মতন বেয়াড়া এক ঝানু প্রতিপক্ষের, এখনো যা শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ কর্মিবৃন্দের মধ্যে একটা বিরাট রাজনৈতিক শক্তি। অবশেষে, তাঁদের বিরুদ্ধে রয়েছে ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মতন একটা শক্তিশালী শত্রু, যাদের হাতে অভিজ্ঞ ও বহু পরীক্ষিত রাষ্ট্রযন্ত্র এবং সর্বশক্তিমান সংবাদপত্র রয়েছে। এই ধরনের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ইউরোপীয় বুর্জোয়া রীতিটাকে 'রাতারাতি' উল্টে ফেলে দিতে পারে এরকম ধারণা করা মস্ত বড় ভুল। সুতরাং, আশু কর্তব্য হচ্ছে, পাশ্চাত্ত্যের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সত্যিকারের বলশেভিক করে তোলা; তারা খাঁটি বিপ্লবী ক্যাডারদের এমনভাবে হাতেকলমে শিক্ষা দেবে যাতে তারা জনগণের বিপ্লবাত্মক শিক্ষার পথ ধরে সমস্ত পার্টি কর্মতৎপরতাকে পুনর্গঠন করতে এবং বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে সক্ষম হয়।

কিছুকাল আগেও এই ছিল পাশ্চাত্ত্যের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অবস্থা। তৎসত্ত্বেও, গত ছমাস ধরে অবস্থা একটা ভালর দিকে মোড় নিচ্ছে। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক অবশেষকে দূরীকরণ, পার্টি ক্যাডারদের বলশেভিকীকরণ, এবং সুবিধাবাদী লোকগুলিকে বিচ্ছিন্নকরণ সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্যের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন আনার জন্য গত অর্ধ বৎসর বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের টিঁকে থাকা এবং বিপ্লবের প্রতিনিধিত্ব করতে পারার বিপদটা হাঙ্গেরির শ্রমিক সরকারের[৬০] শোচনীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে জনগণের বৈপ্লবিক সক্রিয়তা ও সংগঠনের উপায়স্বরূপ একটা যুক্তফ্রন্টের অভিপ্রায়কে সুবিধাবাদী নেতারা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংসদীয় জোট বাঁধার একটা পন্থায় পরিণত করতে চেষ্টা করে। সেটা এমন একটা সন্ধিক্ষণের সূচনা করে যা অধিকাংশ পার্টি-সদস্যের চোখ খুলে দেয় এবং সুবিধাবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

যেটা দক্ষিণপন্থী দলের নেতাদের মর্যাদাকে ধুলিসাৎ করে আর নতুন বিপ্লবী নেতাদের নিয়ে আসে পুরোভাগে, সেই দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে তথাকথিত 'রাশিয়ার প্রশ্ন' অর্থাৎ রু. ক. পা (ব)-র আলোচনা। সকলেরই জানা আছে যে, জার্মানিতে ব্র্যাণ্ডলার গোষ্ঠী এবং ফরাসীতে সৌভরিন গোষ্ঠী[৬১] রু. ক. পা (ব)-র প্রধান ক্যাডারদের বিরুদ্ধে, তার বিপ্লবী সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে, রু. ক. পা (ব)-র মধ্যে সুবিধাবাদী বিরোধী দলকে প্রবলভাবে সমর্থন করে। সোভিয়েত সরকার ও তার পরিচালক রু. ক. পা (ব)-র প্রতি নিশ্চিতভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন পশ্চিমের বিপ্লবী শ্রমিক-জনগণের বিরুদ্ধে এটা হল একটা চ্যালেঞ্জ। পার্টি-সদস্যগণ এবং পশ্চিমের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে এ হল একটা চ্যালেঞ্জ। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এই চ্যালেঞ্জ ব্র্যাণ্ডলার ও সৌভরিন গোষ্ঠীর চরম পরাজয়ে পরিণত হয়। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এটা পাশ্চাত্যের অন্যান্য সব কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে রু. ক. পা (ব)-র ভেতরে সুযোগ-সন্ধানী প্রবণতার পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতা যোগ করলেই ছবিটা পরিষ্কার হয়। কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেস[৬২] কমিনটার্নের বিভিন্ন শাখায় বিপ্লবী দলের জয়লাভকে চিহ্নিত করেছে মাত্র।

নিঃসন্দেহে, পশ্চাত্ত্যের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে মার্কসীয় সাম্যবাদী হতে ত্বরান্বিত করার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল সুবিধাবাদী নেতাদের ভুলগুলি; কিন্তু এটাও সমভাবে সন্দেহাতীত যে, এ ধরনের অন্যান্য আরও গূঢ় কারণ-গুলিও এখানে সক্রিয় ছিল: গত কয়েক বছর ধরে সার্থক পুঁজিবাদী আক্রমণ, শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণের অবস্থার অবনতি, বিপুল সংখ্যক বেকারের অস্তিত্ব, পুঁজিবাদের সাধারণ অর্থনৈতিক অস্থিরতা, বিস্তীর্ণ শ্রমিক-জনগণের ভেতরে

ক্রমবর্ধমান চাঞ্চল্য। বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, আর পেতে চাইছে বিপ্লবী নেতৃত্ব।

মোট কথা : যে পার্টিগুলি হবে ইউরোপে আসন্ন বিপ্লবের আত্মরক্ষার দুর্গ, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে সেই খাঁটি বলশেভিক পার্টিগুলির সুনির্দিষ্ট গঠন-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। এই হল গত আধ বছরের মোদ্দা কথা।

পশ্চিমের দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্রমোন্নতি হচ্ছে আরও কঠিন আর অদ্ভুত অবস্থার মধ্য দিয়ে।

প্রথমতঃ, তাদের 'পরীক্ষিত' কারিগর সমিতির অভ্যস্ত কর্মের জন্য তারা সংকীর্ণচেতা, এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী, কারণ সমাজবাদী দলগুলির আগে থেকেই তাদের উদ্ভব হওয়ায়, এবং সমাজবাদী দলগুলির সাহায্য ছাড়াই তাদের সম্প্রসারণ ঘটায়, তাদের 'স্বাতন্ত্র্যের' জন্য তারা নিজেদের বাহবা দিতে অভ্যস্ত, তারা কারিগরী স্বার্থকে শ্রেণী-স্বার্থের ওপরে স্থান দেয়, এবং 'দৈনিক এক পেনি' মজুরী বৃদ্ধির বাইরে আর কিছু মানতে চায় না।

দ্বিতীয়তঃ, মননের দিক থেকে তারা রক্ষণশীল এবং সমস্ত বৈপ্লবিক কার্যারম্ভের বিরোধী, যেহেতু তাদের চালনা করে সেকেলে টাকার গোলাম ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতন্ত্র, যাকে তালিম দেয় বুর্জোয়াশ্রেণী, এবং যা ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের কাজে লাগাতে সব সময় প্রস্তুত।

সবশেষে, আমস্টারডাম সংস্কারবাদীদের চতুর্দিকে সম্মিলিত এই ট্রেড ইউনিয়নগুলিই সংস্কারবাদের বিরাট বাহিনী গঠন করে, যা সমকালীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঠেকনার কাজ করে।

অবশ্য আমস্টারডাম প্রতিক্রিয়াশীল ইউনিয়নগুলি ছাড়াও কতকগুলি বিপ্লবী ইউনিয়ন আছে, যারা প্রফিন্টার্নের[৬৩] সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু, প্রথমতঃ, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটা ভাঙন ধরাতে অনিচ্ছুক, বিপ্লবী ইউনিয়নগুলির এমন বেশ কিছু একটা অংশ আমস্টারডাম ফেডারেশনের মধ্যে থেকে যাচ্ছে এবং তার নিয়মানুবর্তিতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করছে। দ্বিতীয়তঃ, চরম গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় দেশগুলিতে (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানিতে) এখনো আমস্টারডাম পক্ষীয়রাই শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাধিক অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এটা ভুললে চলবে না যে, আমস্টারডাম ফেডারেশন ১ কোটি ৪০ লক্ষ সংঘবদ্ধ

শ্রমিক সম্মিলিত করে, তার কম নয়। এই লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র সম্পাদন করা সম্ভব হবে বলে মনে করাটা মস্ত বড় ভুল হবে; এর অর্থ হবে লেনিনবাদের পথ ছেড়ে অন্য পথে যাওয়া, এবং অবশ্যম্ভাবী পরাজয়কে বরণ করা। সুতরাং, কর্তব্য হচ্ছে এই লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের বিপ্লব ও কমিউনিজ্‌মের পক্ষে নিয়ে আসা, প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতন্ত্রের প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত করা, অথবা অন্ততঃপক্ষে তাদের দিয়ে কমিউনিজ্‌মের প্রতি একটা উদার নিরপেক্ষতার ভঙ্গি গ্রহণ করানো।

এই সেদিন পর্যন্ত এইরকমই ছিল অবস্থা। কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। এককালের বিশ্ব-বাজারের শিল্প-পুঁজিবাদী একচেটিয়া অধিকারভোগী ব্রিটেন হচ্ছে সংকীর্ণচেতা এবং প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির আবাসভূমি। তার এই একচেটিয়া অধিকারের ক্ষতিটা লগ্নী পুঁজির ক্রমসম্প্রসারণের সঙ্গে সংযুক্ত, যার বৈশিষ্ট্য কতকগুলি বৃহত্তম দেশের মধ্যে ঔপনিবেশিক একচেটিয়া সুবিধাভোগের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী পর্বের সঙ্গে চলে সংকীর্ণ, প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির **জন্য এলাকা** বিস্তার, কিন্তু এটা তাদের প্রকৃত ঘাঁটিরও সংকোচন ঘটায়, যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী অতি-মুনাফা কতকগুলি দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্যবস্তু, এবং উপনিবেশগুলিরও উপনিবেশের ভূমিকায় থাকবার ঝোঁক ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, যুদ্ধটা ইউরোপে উৎপাদনের গুরুতর ক্ষতিসাধন করেছে। এটা জানা কথা যে, বর্তমান সময়ে ইউরোপের সমগ্র উৎপাদনের পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্ব উৎপাদনের ৭০ শতাংশের বেশি নয়। এই কারণেই উৎপাদন হ্রাস, আর শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সকল পুঁজিবাদী আক্রমণ। এই কারণেই মজুরী ছাঁটাই, দৈনিক ৮ ঘণ্টার কার্যতঃ বিলোপসাধন, এবং দফায় দফায় আত্মরক্ষামূলক ব্যর্থ ধর্মঘট, যেগুলি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতন্ত্রের বিশ্বাসঘাতকতাকে আর একবার প্রকট করে। এই কারণেই বিরাট বেকারত্ব, আর প্রগতি-বিরোধী ট্রেড ইউনিয়নগুলির ওপর শ্রমিকশ্রেণীর অসন্তোষ বৃদ্ধি। এই কারণেই শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামে একটা যুক্তফ্রণ্টের ধারণা, এবং দুটি ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিককে সংযুক্ত করে পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সংগঠিত করতে সক্ষম এমন একটি একক আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ার পরিকল্পনা। 'রাশিয়ান' ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে

আপোষ-মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা চালানো সম্বন্ধে আমস্টারডাম আন্তর্জাতিকের (জুন ১৯২৪) ভিয়েনা কংগ্রেসে সংস্কারবাদীদের কথাবার্তা, এবং ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যমতের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে (সেপ্টেম্বরের শুরু, ১৯২৪) ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির আবেদন, প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতন্ত্রের ওপর জনসমষ্টি যে ক্রমবর্ধমান চাপ প্রয়োগ করছে, এসব তারই একটা নিছক প্রতিফলন। এই সবকিছু সম্বন্ধে সর্বাধিক লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, যে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলি রক্ষণশীলতার কেন্দ্রস্থল এবং আমস্টারডাম ফেডারেশনের মধ্যমণি, তারাই হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল এবং বৈপ্লবিক ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে উদ্যোগী। আমস্টারডামে তাদের নিজেদের ভেতরে, সেখানের সর্বত্র সবকিছু যে ভাল নয়, ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনে বামপন্থীদের উপস্থিতিই তার নিশ্চিত নিদর্শন। কেউ কেউ মনে করে যে, যেহেতু আমস্টারডাম ফেডারেশনের মধ্যে বামপন্থী উপাদানগুলি এসে উপস্থিত হয়েছে, তাদের **সমস্ত** প্রচেষ্টায় এবং **সকল** উপায়ে, **শর্তহীনভাবে** সমর্থন করতেই হবে, সেহেতু সুনির্দিষ্টভাবে বর্তমান সময়েই ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য প্রচার-অভিযান প্রয়োজন। সেটা সত্য নয়, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, আংশিক সত্য মাত্র। বিচার্য বিষয়টা হচ্ছে, পশ্চিমে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি হয়ে যাচ্ছে গণ-সংগঠন, তারা পরিণত হচ্ছে খাঁটি বলশেভিক পার্টিতে, তারা বড় হচ্ছে, বিস্তীর্ণ বিরাট শ্রমিকশ্রেণীর ভেতর অসন্তোষ বৃদ্ধির সঙ্গে তারাও যুগপৎ এগিয়ে যাচ্ছে ক্ষমতার দিকে, এবং কাজে কাজেই, সব কিছুই এগিয়ে যাচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের দিকে। কিন্তু আমস্টারডাম ফেডারেশনরূপী অবলম্বন থেকে বঞ্চিত করতে না পারলে বুর্জোয়াশ্রেণীকে পর্যুদস্ত করা যেতে পারে না; আমস্টারডামের সেই বুর্জোয়া আশ্রয়-দুর্গকে বিপ্লবের পক্ষে নিয়ে আসা না হলে একনায়কত্ব লাভ করা যায় না। সেটা যেভাবেই হোক না কেন, বাইরে থেকে একতরফা কাজের দ্বারা হতে পারে না। বর্তমান সময়ে সে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যলাভের জন্য ভেতরে-বাইরে মিলিত কাজের মধ্য দিয়ে। এই কারণেই ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য আর আন্তর্জাতিক শিল্প ফেডারেশনগুলিতে যোগদান করার প্রশ্নটা একটা জরুরী প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহে, বামপন্থীদের সমর্থন করতে এবং সামনে ঠেলে নিতে হবেই। কিন্তু সত্যিকারের সমর্থন বামপন্থীদের দেওয়া যেতে পারে একমাত্র বিপ্লবী ইউনিয়নগুলির পতাকা যদি উড্ডীন রাখা হয়,

বেইমানী আর দল-ভাঙানি বজ্জাতির জন্য যদি প্রতিক্রিয়াশীল আমস্টারডাম নেতাদের চাবকানো যায়, প্রগতি-বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উৎসাহ-হীনতা ও শিথিলসংকল্পের জন্য যদি বামপন্থী নেতাদের সমালোচনা করা যায়। একমাত্র এইজাতীয় একটা নীতিই অকৃত্রিম ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে। অন্যথায়, গত বছর অক্টোবরে জার্মানিতে যা ঘটেছিল, আমরা পেতে পারি তারই একটা পুনরাবৃত্তি, যখন দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি জার্মানির বিপ্লবী শ্রমিকদের ঘেরাও করার মতলবে লেভির বামপন্থী দলকে[৬৫] সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগায়।

সর্বশেষে, বুর্জোয়া দেশগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনপ্রিয়তার বৃদ্ধি সম্পর্কে। 'শান্তিবাদী গণতান্ত্রিক শাসনের' অস্থায়িত্বের অমোঘ নিদর্শন হচ্ছে, সম্ভবতঃ, এই সন্দেহাতীত প্রকৃত অবস্থা যে, পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্যের মেহনতী জনসাধারণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কমে যাওয়া তো দূরের কথা, বছরের পর বছর আর মাসের পর মাস তা বেড়েই যাচ্ছে। বক্তব্যটা এ নয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন কতকগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্র দ্বারা 'স্বীকৃত' হচ্ছে। অনন্যসাপেক্ষভাবে, ঐ স্বীকৃতির মধ্যে বিশেষ কিছুই নেই, কারণ এটা হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে, প্রথমতঃ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বাজারে যারা 'তাদের স্থান' করে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, সেই বুর্জোয়া দেশগুলির মধ্যে পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ, শান্তিবাদের 'কর্মসূচীর' প্রয়োজন, যার জন্য চাই সোভিয়েত দেশের সঙ্গে 'স্বাভাবিক সম্পর্ক' স্থাপন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অন্ততঃ কোনওরকমের একটা 'চুক্তি' স্বাক্ষর করা। কথাটা হচ্ছে এই যে, বর্তমানকালীন 'গণতন্ত্রবাদী' আর 'শান্তিবাদীরা' তাদের সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'স্বীকৃতিদানের' কর্মপন্থার জন্য তাদের বুর্জোয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংসদীয় নির্বাচনগুলিতে পরাজিত করে; অন্যান্য ঘটনার মধ্যে 'রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব' সম্বন্ধে তাদের উচ্ছ্বসিত ঘোষণার জন্য ম্যাকডোনাল্ড আর হেরিয়টরা ক্ষমতায় আসে এবং ক্ষমতায় থাকতে পারে; যে, এইসব 'গণতন্ত্রবাদী' আর 'শান্তিবাদীদের' মর্যাদা জনগণের মধ্যে সোভিয়েত সরকারের মর্যাদারই প্রতিচ্ছায়া। এটা বৈশিষ্ট্যমূলক যে, মুসোলিনির মতো একজন কুখ্যাত 'ডিমোক্র্যাট'ও সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব নিয়ে

শ্রমিকদের কাছে বড়াই করাটা প্রায়ই প্রয়োজন মনে করেন। এটাও কিছু কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয় যে, জাপানের বর্তমান শাসকদের মতন এমন অপরের সম্পত্তি গ্রাসকারীরাও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বকে নাকচ করে দিতে চায় না। তুরস্ক, পারস্য, চীন এবং ভারতের জনগণের মধ্যে সোভিয়েত সরকার যে বিপুল মর্যাদা ভোগ করে তার উল্লেখ অনাবশ্যক।

অন্যান্য দেশের জনসাধারণের মধ্যে সোভিয়েত সরকারের মতন একটা 'একনায়কতন্ত্রী' এবং বিপ্লবী সরকারের এই অভূতপূর্ব ও অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা ভোগ করার ব্যাখ্যা কী?

প্রথমতঃ, এই বাস্তব সত্য যে, শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদকে ঘৃণা করে এবং তা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য কঠোরভাবে লড়াই করছে। বুর্জোয়া দেশগুলির শ্রমিকরা সোভিয়েত সরকারের ওপর সহানুভূতিশীল, প্রধানতঃ এই কারণে যে, এটা হচ্ছে এমন একটা সরকার যা পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ পতন ঘটিয়েছে। ব্রিটিশ রেল কর্মীদের সুপরিচিত প্রতিনিধি ব্রমলি সম্প্রতি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বলেছেন:

'পুঁজিবাদীরা জানে দুনিয়ার শ্রমিকদের দৃষ্টি পড়েছে রাশিয়ার ওপর, আর এটাও জানে যে, রুশ বিপ্লব সফল হলে দুনিয়ার বুদ্ধিমান শ্রমিকরা নিজেদের প্রশ্ন করবে, তাহলে এটা কি সম্ভব নয় যে, আমরাও পুঁজিবাদকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে কৃতকার্য হতে পারি?'

নিঃসন্দেহে, ব্রমলি একজন বলশেভিক নন, কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা ইউরোপীয় শ্রমিকদের চিন্তা-ভাবনা আর ব্যাকুল বাসনাকে প্রকাশ করে। আর, বস্তুতঃ, ইউরোপীয় পুঁজিবাদকে কেনই-বা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে না, যখন দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই 'রুশীয়রা' প্রায় সাত বছর যাবৎ পুঁজিপতিদের ছাড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার দরুণ লাভবান হচ্ছে? ব্যাপক শ্রমিক-জনগণের মধ্যে সোভিয়েত সরকার যে অপরিমেয় জনপ্রিয়তা ভোগ করছে তার কারণ হচ্ছে তা-ই। সুতরাং, সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিটা সমস্ত দেশের পুঁজিবাদের ওপরে শ্রমিকশ্রেণীর ঘৃণার ক্রমবৃদ্ধিরই লক্ষণ।

দ্বিতীয়তঃ, এটা বাস্তব সত্য যে, আপামর জনসাধারণের বিরাট অংশই যুদ্ধকে ঘৃণা করে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর যুদ্ধ পরিকল্পনাগুলি বানচাল করার জন্য

কঠোর সংগ্রাম করছে। অধিকাংশ জনসাধারণই জানে যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকারই প্রথম আক্রমণ শুরু করে এবং তদ্দ্বারা এর সমাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে। ব্যাপক জনসাধারণ দেখছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নই একমাত্র দেশ যে একটা নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করার জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছে। তারা সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন, কেননা জাতিসমূহের মধ্যে এ-ই হচ্ছে শান্তির পতাকাবাহক এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার একটা নির্ভরযোগ্য দুর্গ। অতএব, সোভিয়েত সরকারের আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর তার উদ্যোক্তাদের ওপর সারা দুনিয়াব্যাপী বিপুল জনগণের ঘৃণার ক্রমবৃদ্ধিরই নিদর্শন।

তৃতীয়তঃ, এটা বাস্তব সত্য যে, পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির নিপীড়িত জনগণ সাম্রাজ্যবাদের জোয়ালকে ঘৃণা করে, তাই তাকে ভেঙে চুরমার করতে কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। একমাত্র যে শক্তিটি 'স্বদেশীয়' সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল চূর্ণ করেছে সে হচ্ছে সোভিয়েত শক্তি। দুনিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নই একমাত্র দেশ, যে জাতিসমূহের সমতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে তার জীবন গড়ে তুলছে। পৃথিবীর মধ্যে সোভিয়েত সরকারই একমাত্র সরকার যে তুরস্ক ও পারস্যের, আফগানিস্তান ও চীনের, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অকপটে সমর্থন করছে। অত্যাচারিত জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতিশীল, কারণ তাকে তারা সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তিলাভের সংগ্রামে তাদের বন্ধু বলে মনে করে। অতএব, সাম্রাজ্যবাদের ওপর সারা দুনিয়ার অত্যাচারিত জনগণের ঘৃণা যে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, সোভিয়েত সরকারের আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়াটা তারই একটা লক্ষণ।

এইরকমই হল বাস্তব ঘটনাসমূহ।

এই তিন রকমের ঘৃণা যে সমকালীন সাম্রাজ্যবাদের 'শান্তিবাদী গণতান্ত্রিক শাসনকে' শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে না তাতে আদৌ সন্দেহ থাকতে পারে না।

এই সেদিন, যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বিষয়ক মন্ত্রী 'শান্তিবাদী' কলচাকপন্থী হিউয়েস সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটা ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড ঘোষণা প্রকাশ করেন। নিঃসন্দেহে, পঁয়কেয়ারের মর্যাদার ঈর্ষায় হিউয়েস রাত্রে ঘুমোতে পারেন না।

কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই যে, হিউয়েসের ব্ল্যাক হাণ্ডেড শান্তিবাদী ঘোষণা কেবলমাত্র দুনিয়াব্যাপী মেহনতী জনগণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব ও প্রতিপত্তিই বৃদ্ধি করার কাজ করবে।

এগুলিই হল মুল কারণ যা বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য।

'বলশেভিক', সংখ্যা ১১

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৩

স্বাক্ষর : জে. স্তালিন

গ্রামাঞ্চলে পার্টির আশু করণীয় কাজ

(র. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আহূত গ্রামাঞ্চলীয় পার্টি ইউনিটগুলির সম্পাদকদের সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ৬ই ২২শে অক্টোবর, ১৯২৪)

অঞ্চলগুলি থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টগুলির ত্রুটি

কমরেডস্, যে রিপোর্টগুলি এখানে শোনা হল, আমি প্রথমেই তাদের ভিতরের ত্রুটিগুলি নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছা করি। আমার মতে, প্রধান ত্রুটি দুটি।

প্রথম ত্রুটি এই যে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের অসংখ্য ত্রুটি থাকা সত্বেও প্রতিনিধিরা সেগুলির উল্লেখ একরকম না করেই, সারা সময়টা শুধু সাফল্য-গুলির কথাই বলেছেন। তাঁরা আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠা, জন্ম তারিখ আর ইউনিটগুলির ভেতরে সদস্যদের মোট সংখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে বলেছেন, কিন্তু আমাদের কাজের মধ্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেননি। আর তৎসত্বেও, গ্রামাঞ্চলে আমাদের-কাজের মধ্যের ত্রুটিগুলির প্রশ্নটাই আমাদের বাস্তব কাজের মৌলিক প্রশ্ন। সুতরাং, আমার এভাবে বলাটা যদি মাফ করেন তো বলি, রিপোর্টগুলির গায়ে একটা আমলাতান্ত্রিক ছোঁয়াচ ছিল। এই রিপোর্টগুলি শুনেছেন, এরকম যে-কোন বাইরের লোক হয়তো ভেবে থাকবেন যে, লোকগুলি এসেছিল কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে নিজেদের সম্বন্ধে এই বলে কৈফিয়ত দিতে: 'কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে', অথবা 'সব কিছু ঠিক আছে'। ওগুলি কোন কাজে লাগে না, কেননা, কমরেডস্, আমরা সকলেই জানি, আমরা আর আপনারা উভয়ে জানি যে, সব কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না, তা সে অঞ্চলগুলিতে আপনাদের কাজই হোক, অথবা কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমাদের কাজই হোক।

রিপোর্টগুলির দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, সেগুলি শুধু পার্টি ইউনিটগুলি, তাদের মধ্যে লক্ষ্য করবার মতন চালু মেজাজ নিয়ে আলোচনা করেছে কিন্তু কোনও কারণে লক্ষ লক্ষ পার্টি-বহির্ভূত কৃষকের মেজাজের উল্লেখমাত্র করা হয়নি। কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে যে, কমিউনিস্টরা কেবল নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত:

ইউনিটগুলির আভ্যন্তরীণ জীবন, কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়া হল, কী ধরনের প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে, এবং এই ধরনের সব নিয়ে। দেখা যাচ্ছে যে, কমিউনিস্টরা তাদের নজরটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের ওপরেই রাখেন এবং ভুলে যান যে, তাঁরা একটা পার্টি-বহির্ভূত জনসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, যাদের সমর্থন ছাড়া ইউনিটগুলির সমগ্র ক্রিয়াকলাপের একটা তালগোল পাকানো অনর্থক কাণ্ডে পরিণত হবার আশংকা আছে। পার্টি সংগঠনসমূহ আর পার্টি-বহির্ভূত জনসমষ্টি, এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্কগুলি কী কী? এ সম্বন্ধে কিছুই, বা প্রায় কিছুই বলা হয়নি। চোখ দুটিকে খালি নিজেদের ওপরেই পেতে রাখাটা ভুল। সকলের আগে দৃষ্টি দিতে হবে লক্ষ লক্ষ পার্টি-বহির্ভূত কৃষকদের ওপর, বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে তাদের অভাব আর আকাঙ্ক্ষার, এবং যথাযথ মূল্য দিতে হবে তাদের অপরিহার্য প্রয়োজন আর মেজাজের। রিপোর্টগুলির রসহীনতার আর সেগুলির ভেতর একটা আমলাতান্ত্রিক আভাসের এই হচ্ছে কারণ।

আমি এই প্রধান ত্রুটি দুটি সম্পর্কে উল্লেখ করতে চেয়েছি এই জন্যই যাতে কমরেডরা সেগুলিতে মনোযোগী হতে পারেন।

আপনাদের কাছে নিরেট সত্য কথাটা বলেছি বলে, কমরেডস্, আমি আবার আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আপনাদের বেলায়, আপনারা যাতে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের মধ্যে ত্রুটি ও ভুলগুলি সম্বন্ধে আমাদের কাছে সত্য কথাটা বলেন, সেজন্য আমি আপনাদের আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি।

এবার তাহলে আসল কাজের কথায় আসা যাক।

পার্টির প্রধান ত্রুটি—গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজে দুর্বলতা

বর্তমান সময়ে, নেপ্ অবস্থার মধ্যে, কৃষকসমাজ যখন অধিকতর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা দেখাচ্ছে এবং পার্টির কাছে যখন দাবি করা হচ্ছে, ধরুন, দু'বছর আগে যা দাবি করা হতো তারচেয়ে অনেক বেশি, আমাদের পার্টির তখন প্রধান ত্রুটি কী?

আমাদের পার্টির প্রধান ত্রুটি হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে তার কাজের শিথিলতা, তার সাংগঠনিক অপূর্ণতা, তার নিম্নতর মান। এই দুর্বলতার কারণ কী?

গ্রামাঞ্চলে যখন তার অবস্থা মারাত্মক, শহরগুলিতে তখন যে পার্টির কাজ এগিয়ে যাচ্ছে পূর্ণোদ্যমে, এই বাস্তব সত্যের আমরা ব্যাখ্যা করি কেমন করে? কৃষিকাজের কি উন্নতি হচ্ছে না? উদ্বৃত্ত ভোগদখল প্রথা বিলুপ্ত হবার গত দু'বছরের মধ্যে কৃষকদের অবস্থার কি উন্নতি হয়নি? শিল্পের এবং শহরের শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহের ক্রমবৃদ্ধিটা কি কৃষকদের অবস্থার লাঘব করছে না? স্থায়ী মুদ্রা কি কৃষকদের অবস্থার লাঘব করছে না? গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টির ক্রিয়াকলাপের দুর্বলতার উৎস তাহলে কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে সকলের আগে আরেকটি প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার: শহরগুলিতে আমাদের পার্টির শক্তির উৎস কী?

শহরে আমাদের পার্টির শক্তি কিসে?

তাহলে, শহরগুলিতে আমাদের পার্টির শক্তি রয়েছে কিসের ভেতর? এর সবচেয়ে বড় জোর রয়েছে এই প্রকৃত অবস্থার মধ্যে যে, একে ঘিরে এর চতুর্দিকে বিস্তৃত পার্টি-বহির্ভূত কয়েক লক্ষ সক্রিয় কর্মী পার্টি ও বিশাল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটা সেতুবন্ধের কাজ করে। শহরগুলিতে আমাদের পার্টি শক্তিশালী, কারণ পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশের মাঝখানে রয়েছে একটা প্রাচীর নয়, পক্ষান্তরে কয়েক লক্ষ পার্টি-বহির্ভূত সক্রিয় কর্মীর আকারে একটা সংযোজক সেতু। এই কর্মীদের ভেতর থেকে পার্টি ফৌজ সংগ্রহ করে। এদের ভেতর দিয়েই পার্টি জনসাধারণের আস্থা অর্জন করে। আপনারা শুনেছেন যে, ছমাস আগে আমাদের পার্টিতে ২,০০,০০০-এর বেশি শ্রমিক যোগ দিয়েছেন। তাঁরা কোত্থেকে এসেছেন? পার্টি-বহির্ভূত সক্রিয়দের ভেতর থেকে, যা আমাদের পার্টির চারিদিকে একটা বিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করে, পার্টি-বহির্ভূত জনসমষ্টির অবশিষ্টাংশের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করে। অতএব, এই সক্রিয় পার্টি-বহির্ভূতরা শুধু একটা সংযোগকারী সেতুই নয়, অধিকন্তু সেই যথার্থ প্রশস্ত আধার, আমাদের পার্টি যার ভেতর থেকে নতুন ফৌজ সংগ্রহ করে। এরকম একটা সক্রিয় সমষ্টি ছাড়া আমাদের পার্টি উন্নতি করতে পারত না। দল বড় আর শক্তিশালী হয় যদি তার চারিদিকে একটা বিস্তৃত পার্টি-বহির্ভূত সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে আর শক্তিশালী হতে থাকে। আর এরকম একটা সক্রিয় শক্তির অভাবেই পার্টি রুগ্ন আর দুর্বল হয়।

গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের দুর্বলতা কোথায় নিহিত ?

এবং এইভাবে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টি কাজের দুর্বলতা কোথায় নিহিত ?

দুর্বলতা এইখানে নিশ্চিত যে, আমাদের দেশের অগণিত মেহনতী কৃষকদের সঙ্গে পার্টিকে সংযুক্ত করতে পারে গ্রামাঞ্চলে পার্টির এরকম একটা পার্টি-বহির্ভূত বিস্তৃত সক্রিয় কৃষকবাহিনী নেই।

গ্রামাঞ্চলে অবস্থাটা কী রকম ? গ্রামাঞ্চলে আছে পার্টি ইউনিটগুলির একটা সরু জাল : আর তার পরে রয়েছে পার্টির ওপর সহানুভূতিসম্পন্ন পার্টি-বহির্ভূত কৃষকদেরও একটা ঠিক তেমনি সরু জাল। এর বাইরে রয়েছে পার্টি-বহির্ভূত জনসমুদ্র, অগণিত কৃষক, যাদের পার্টি-বহির্ভূত সক্রিয়দের সরু জালটা পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত করে না, করতে পারে না। সঠিকভাবে বলতে গেলে এটাই বোধগম্য করে তোলে কেন এই শীর্ণ জালের মতো সরু জালটা চাপ সহ্য করতে পারে না, কেন এটা প্রায়ই ভেঙে পড়ে, এবং গ্রামাঞ্চলে পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত জনসমষ্টির মধ্যে একটা সংযোগ-সেতুর পরিবর্তে একটা নিরেট দেওয়াল উঁচু হয়ে ওঠে।

পার্টির চতুর্দিকে একটা কৃষক সক্রিয় বাহিনী সৃষ্টি করাই প্রধান করণীয় কাজ

সুতরাং, অগণিত মেহনতী কৃষকদের সঙ্গে পার্টিকে সংযুক্ত করতে সক্ষম এরকম বহুসংখ্যক, কয়েক লক্ষ পার্টি-বহির্ভূত সক্রিয় কৃষকদের একটা দল তৈরী করাই গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টির প্রধান করণীয় কাজ। কমরেডস! হয় আমরা এরকম একটা সক্রিয় শক্তি সৃষ্টি করব এবং তদ্দ্বারা গ্রামাঞ্চলে পার্টির প্রতিষ্ঠাকে শহরগুলিতে বিদ্যমান স্তরে উন্নীত করব, আর সেক্ষেত্রে কোনও সমস্যা আর কোনও প্রতিবন্ধকতায়ই আমাদের দমে যাবার কারণ হবে না; আর নয়তো এরকম একটা সক্রিয় শক্তি সৃষ্টি করতে আমরা ব্যর্থ হব, আর সেক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে আমাদের সমস্ত কাজের হবে চরম দুরবস্থা। এটাকেই এখন আমাদের সমগ্র কাজের কেন্দ্রবিন্দু করতে হবে। আমাদের পার্টি যদি বহুসংখ্যক সঠিক কৃষকদের নিয়ে এরকম একটা সক্রিয় শক্তি গঠন না করে তাহলে গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টি দীর্ঘ রোগযন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য।

নিঃসন্দেহে, কাজটা কঠিন, এরকম একটা সক্রিয় শক্তি একবছরে গড়ে তোলা যায় না। কিন্তু একে গড়ে তুলতেই হবে, আর একে আমরা যত তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে শুরু করব ততই মঙ্গল।

সোভিয়েতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করতেই হবে

কিন্তু কেমন করে এরকম একটা সক্রিয় শক্তিকে গড়ে তোলা যাবে? কেমন করে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে? মৌখিক প্রচারকার্যের দ্বারা, বই থেকে উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে মনে করাটা মস্ত বড় ভুল। পার্টির চতুর্দিকে একটা বিস্তৃত পার্টি-বহির্ভূত সক্রিয় কৃষকশক্তি গড়ে তোলা যেতে পারে একমাত্র গ্রামাঞ্চলের বাস্তব অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে কাজ করার ভেতর দিয়ে, গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারিত সোভিয়েত গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে, ভোলস্ত, জেলা, উয়েজ্দ্ এবং গুবের্নিয়া পরিচালনার কাজের মধ্যে কৃষকদের টেনে এনে। আবার সোভিয়েতগুলিকে নতুন উদ্যমে সক্রিয় করে তোলা, নিজেদের পায়ে তাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া, কৃষকসমাজের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের সবাইকে সোভিয়েতসমূহের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে আসা—একটা বিস্তৃত পার্টি-নিরপেক্ষ সক্রিয় কৃষক-বাহিনী গঠন করার এই হল পদ্ধতি।

লেনিন বলেছেন যে, সোভিয়েতগুলিই হল শ্রমিকশ্রেণী আর কৃষকসমাজের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের মাধ্যম, যে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী কৃষকসমাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং, মেহনতী কৃষকসমাজের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা যাতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়, তা যদি আমরা সুনিশ্চিত করতে চাই তাহলে এটাও অবশ্যই আমাদের সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে সোভিয়েতগুলির মধ্যে কৃষকদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসা যায়, যাতে সোভিয়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা আর এমন শক্তি দেওয়া যায় যে তারা নিজেরাই সক্রিয় থাকতে পারে, যাতে কৃষক সম্প্রদায় দেশের পরিচালন ব্যবস্থায় অব্যর্থভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার একটা নির্গমপথ পায়। একমাত্র এরকম কাজের ভেতর দিয়েই কৃষক সম্প্রদায় একটা পার্টি-বহির্ভূত সক্রিয় বাহিনীর ক্যাডারদের ব্যাপকভাবে প্রস্তুত করতে পারে। গ্রামাঞ্চলে একমাত্র এরকম

একটা সক্রিয় বাহিনীর ভেতর থেকেই পার্টি হাজার হাজার সভ্য বেছে নিতে পারে।

কৃষকসমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টাতেই হবে

সে যাই হোক না কেন, সোভিয়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে অন্য সব কিছু বাদে একটা শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে। এটা সম্পাদন করতে হলে কৃষকসমাজের ওপর গোটা দৃষ্টিভঙ্গিটারই আমূল পরিবর্তন করতে হবে। এই পরিবর্তনের প্রকৃতিটা কী হওয়া আবশ্যক? এটা রয়েছে পার্টির বাইরের লোকের সঙ্গে সমকক্ষের মতন ব্যবহার করার সাম্যবাদী শিক্ষার মধ্যে। সে কখনো উদ্ধতভাবে প্রভুত্ব খাটাবে না, বিপরীতপক্ষে, পার্টি-বহির্ভূত লোকের মতামত সতর্ক হয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনবে। পার্টি-বহির্ভূত লোকদের সে শুধু শিক্ষাই দেবে না, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেবেও। এবং পার্টি-বহির্ভূত লোকদের কাছ থেকে আমাদের কিছু শেখবার আছে। পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত লোকের মধ্যে সম্পর্কটা আমাদের রেওয়াজের একটা প্রধান প্রশ্ন। লেনিন ঐ সম্পর্কগুলির সংজ্ঞা দিয়েছেন: পারস্পরিক বিশ্বাস। কিন্তু সমকক্ষের ব্যবহার না পেলে কৃষক তার বিশ্বাসের পরিচয় দিতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে বিশ্বাসের বদলে দেখা দেয় অবিশ্বাস, আর প্রায়ই তার ফল হয় এই যে, পার্টি আর পার্টি-বহির্ভূত লোকদের মধ্যে একটা নিরেট দেওয়াল খাড়া হয়ে ওঠে, জনগণ থেকে পার্টির বিচ্ছেদ আর শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বন্ধনটার রূপান্তর হয় বিচ্ছিন্নতায়।

জর্জিয়ায় বিদ্রোহের শিক্ষা

এরকম ঘটনাস্রোতের গতি পরিবর্তনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জর্জিয়ায় বিদ্রোহ[৬৭]। আমাদের সংবাদপত্রগুলি লিখছে যে, জর্জিয়ার ঘটনাগুলি সব সাজানো। সেকথা সত্য, কেননা, সাধারণভাবে জর্জিয়ায় বিদ্রোহটা কৃত্রিম, একটা গণ-সমর্থিত বিদ্রোহ নয়। তৎসত্ত্বেও, কোন কোন স্থানে কমিউনিস্ট পার্টি ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ গ্রন্থির শিথিলতার জন্য মেনশেভিকরা কৃষকসমাজের একটা অংশকে বিদ্রোহের মধ্যে টেনে আনতে পেরেছিল। এটা লক্ষণীয় যে, ঐ অঞ্চলগুলিই সর্বাধিক কমিউনিস্ট শক্তি পরিপ্লুত। ঐসব অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে কমিউনিস্ট অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। এবং

তৎসত্ত্বেও, সেইখানেই আমাদের লোকেরা সুযোগ হারিয়েছে, উপেক্ষা করেছে, এই বাস্তব অবস্থা লক্ষ্য করতে পারেনি যে কৃষকদের মধ্যে রয়েছে বিক্ষোভ, একটা কিছু ঘনিয়ে উঠছে তাদের ভেতর, অসন্তোষ রয়েছে তাদের ভেতর, এটা বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, আর পার্টি এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। যেসব জায়গায় কমিউনিস্টরা সবচেয়ে সংখ্যায় বেশি, সেখানেই তারা পার্টি-বহির্ভূত কৃষকসমাজের অনুভূতি, চিন্তা আর আকুল আকাঙ্ক্ষা থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে। সেটাই হচ্ছে সমস্যাটার ধাঁধা।

এরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল কী করে? ঘটেছিল, কারণ, কেমন করে লেনিনীয় প্রণালীতে কৃষকদের সম্মুখীন হতে হয় কমিউনিস্টরা তা জানত না; একটা বিশ্বাসের পরিবেশের পরিবর্তে সৃষ্টি করল তারা একটা পারস্পরিক অবিশ্বাসের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আর এইভাবে পার্টি-বহির্ভূত কৃষকদের থেকে পার্টিকে করল বিচ্ছিন্ন। একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, জর্জিয়ার একজন সর্বাপেক্ষা সক্রিয় দায়িত্বশীল শ্রমিক, আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলির দুর্বলতা এবং পার্টি-নিরপেক্ষ জনগণ থেকে পার্টির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে এই অসংগতির কারণ বলে নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, 'একটা বিদ্রোহ যে ঘনিয়ে উঠছিল, কেন যে আমরা সে-সম্বন্ধে অবহিত হতে পারিনি, নিঃসন্দেহে, তার আসল কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলির দুর্বলতার মধ্যে।' লেনিন বলেছেন যে, কৃষকসমাজের সাময়িক মানসিক অবস্থার সোভিয়েতগুলি হচ্ছে নির্ভুলতম ব্যারোমিটার, নির্ভুলতম সূচক। আর এখন, জর্জিয়ার কিছু উয়েজ্‌দ্‌-এ কমিউনিস্ট পার্টির ঠিক এই ব্যারোমিটারেরই ছিল অভাব।

কমরেডস্, জর্জিয়ার ঘটনাবলীকে অবশ্যই লক্ষণমূলক বলে বিবেচনা করতে হবে। আমরা যদি কৃষকসমাজের ওপর আমাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গিটারই আমূল পরিবর্তন না করি, আমরা যদি পার্টি ও পার্টি-নিরপেক্ষ জনগণের মধ্যে একটা পরিপূর্ণ আস্থার আবহমণ্ডল সৃষ্টি না করি, আমরা যদি নির্দলীয় জনমতকে গ্রাহ্য না করি, এবং সবশেষে, আমরা যদি বিরাট মেহনতী কৃষক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার জন্য একটা প্রকাশমাধ্যম প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত না করি, তাহলে যা ঘটেছে জর্জিয়ায় তারই পুনরাবৃত্তি হতে পারে সমগ্র রাশিয়ায়।

হয় এটা, নতুবা অন্যটা: হয় গঠনমূলক সোভিয়েত কর্মপ্রণালীতে কৃষক

সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে পরিচালনা করার জন্য খাঁটি লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কৃষকসমাজের সম্মুখীন হওয়া, আর এইভাবে কৃষক-সমাজকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়াটাকে নিশ্চিত করা, অথবা আমাদের এটা করায় ব্যর্থতা, আর সেক্ষেত্রে জনগণের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সোভিয়েতগুলিকে এড়িয়ে যাবে, সোভিয়েতগুলির মাথার ওপর দিয়ে উপেক্ষা করে চলে যাবে, এবং কতকগুলি দস্যু-বিদ্রোহের রূপ ধারণ করবে, যেমন ঘটেছিল জর্জিয়ায়।

কমরেডস্, ঠিক এইভাবেই রয়েছে প্রশ্নটা।

দক্ষতার সঙ্গে কৃষকসমাজের সমীপবর্তী হওয়া দরকার

কেমন করে কৃষকসমাজের মন না বুঝেই সময় সময় তাদের সঙ্গে আনাড়ীর মতো ব্যবহার করা হয়, সেটা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হলে ধর্ম-বিরোধী প্রচারকার্য সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতেই হবে। মাঝে মাঝে কোনও কোনও কমরেডের মধ্যে কৃষকদেরকে জড়বাদী দার্শনিক বলে বিবেচনা করার এবং ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে কৃষকদের স্থির বিশ্বাস জন্মাবার জন্য প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ওপর একটা ভাষণ দেওয়াই যথেষ্ট বলে মনে করার একটা ঝোঁক দেখা যায়। তাঁরা প্রায়ই এটা উপলব্ধি করতে পারেন না যে, কৃষক ঈশ্বরের কথা ভাবে একটা ব্যবহারিক মন নিয়ে, অর্থাৎ মাঝে মাঝে ঈশ্বরের থেকে অন্য দিকে মুখ ফেরাতে সে বিমুখ নয়, কিন্তু প্রায়ই সে সংশয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে: 'তা তোমরা যা-ই বল না কেন, কে জানে, হতে পারে, ঈশ্বর একজন আছেন! আমাদের কাজ-কারবার সামাল দিতে কমিউনিস্ট আর ঈশ্বর, এক সঙ্গে দুটিকেই খুশি করা কি আরও ভাল নয়?' কৃষকদের এই অদ্ভুত চিন্তাধারাকে যে বিচারের বিষয়ীভূত করতে ব্যর্থ হয়, সে পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত লোকের মধ্যে কী সম্পর্ক থাকা উচিত সেটা উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় এটা উপলব্ধি করতে যে, ধর্ম-বিরোধী প্রচারকার্যের ব্যাপারে, এমনকি, কৃষকদের কুসংস্কারগুলিরও মুখোমুখী হতে হয় খুব সতর্কভাবে।

পার্টির প্রধান করণীয় কাজ

এবং এইভাবে আমরা এই সিদ্ধান্তগুলিতে এসে পৌছাই:

(১) গ্রামাঞ্চলে পার্টি ক্রিয়াকলাপের প্রধান ত্রুটি হল পার্টি ও পার্টিহীন

লক্ষ লক্ষ কৃষকের মাঝখানে একটা বিস্তীর্ণ পার্টি-বহির্ভূত সক্রিয় কৃষক শক্তির অনুপস্থিতি।

(২) পার্টির আশু করণীয় কাজ, যেখান থেকে পার্টি নতুন শক্তি সংগ্রহ করতে পারে সেই উৎসের কাজ করার জন্য গ্রামাঞ্চলে পার্টির চতুর্দিকে এইরকম একটা সক্রিয় শক্তি গড়ে তোলা।

(৩) একমাত্র সোভিয়েতগুলি পুনরুজ্জীবিত করেই এবং দেশের শাসন-কার্যের ভেতর কৃষকদের টেনে এনেই এরকম একটা সক্রিয় শক্তি গড়ে তোলা যেতে পারে।

(৪) সোভিয়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য পার্টি-নিরপেক্ষ কৃষকদের ওপর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করতে হবে ; কোনওরকম উদ্ধত কর্তৃত্ব থাকতে পারবে না, এবং পার্টি ও পার্টি-নিরপেক্ষ জনসাধারণের মধ্যে অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে একটা পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ।

এইগুলিই হল পার্টির করণীয় কাজ।

কাজের শর্ত

এই কর্তব্যগুলি পালন করার পক্ষে অনুকূল অবস্থা আছে কি? নিঃসন্দেহে, আছে। এরকম অবস্থা রয়েছে তিনটি—আমার চিন্তায় রয়েছে প্রধানগুলির কথা।

প্রথমতঃ। গ্রামীণ দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক কর্ম-তৎপরতা। কৃষির ক্রমোন্নতির কোন কোন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ওপর দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কার্যতঃ, যখন, শিল্পের বিকাশ শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচ্যুতিকরণের অবসান ঘটিয়ে এবং তাকে একটা অখণ্ড সত্তায় পুনঃস্থাপিত করে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলছে, তদ্বিপরীতে, গ্রামাঞ্চলে তখন কৃষির ক্রমোন্নতি কৃষক-সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে বিচ্ছিন্নতার পথে, বিভেদের পথে, দুটি শিবির গঠনের পথে: কুলাকদের শিবির, যারা উঠে-পড়ে লেগেছে গ্রামাঞ্চলের আকর্ষণীয় অবস্থানগুলি হাত করতে, আর দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের শিবির, কুলাকদের বিরুদ্ধে যারা বন্ধু খুঁজে বেড়াচ্ছে। সোভিয়েতগুলিকে পুনরায় নবোদ্যমে সক্রিয় করে তোলাটা সন্দেহাতীতভাবে গ্রাম্য দরিদ্র কৃষক গোষ্ঠীর, কুলাকদের, মুনাফাখোরদের, আর সুদখোরদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে একটা যুক্ত-ফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তার অভিব্যক্তির একটা মাধ্যম প্রস্তুত করবে।

দ্বিতীয়তঃ। সোভিয়েতগুলির পুনরুজ্জীবনের বাস্তব ভিত্তিস্বরূপ আঞ্চলিক বাজেটের প্রবর্তন। বলা বাহুল্য, কৃষকগোষ্ঠীর কাছে বাজেট প্রশ্নগুলি, কর সংগ্রহ এবং ব্যয়-বরাদ্দ পদ্ধতির গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। সুতরাং গঠনমূলক সোভিয়েত কাজে কৃষকগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ করাটার গুরুত্ব আগের যে-কোন সময়ের চেয়ে এখন জরুরী।

তৃতীয়তঃ। আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জেলাগুলিকে সোভিয়েত সরকারের সময়োচিত সাহায্য দান। নিঃসন্দেহে, এই সাহায্য কৃষক সম্প্রদায়ের ভেতর সোভিয়েত সরকারের প্রতি একটা বিশ্বাসের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। এটা প্রমাণের প্রয়োজন নেই বললেই চলে যে, এই পরিমণ্ডল সোভিয়েতগুলিতে পুনরুজ্জীবিত করার কাজ সহজতর করে তুলবে।

প্রধান কথা হল লক্ষ লক্ষ দল-নিরপেক্ষ
লোকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা

এবং এইভাবে, আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকটা আশু কর্মসূচীই নয়, যেগুলিকে আমাদের পার্টির অবশ্যই গ্রামাঞ্চলে সম্পাদন করতে হবে, অধিকন্তু, এমন কতকগুলি অনুকূল অবস্থা যা ঐ কর্তব্যগুলির সম্পাদনকে সহজ করে তোলে। এখন ব্যাপার শুধু সম্পাদন করার সংকল্প নিয়ে কাজ শুরু করে দেওয়া।

এই সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে এই মর্মে লেনিনের অবিস্মরণীয় উক্তি যে, লক্ষ লক্ষ পার্টি-নিরপেক্ষ মানুষের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ রক্ষা করে চলার মধ্যেই রয়েছে আমাদের পার্টির শক্তি, যে, এই সংযোগ যতই সক্রিয় হবে ততই স্থায়ী হবে আমাদের সাফল্য। তিনি এই কথাগুলি আমাদের পার্টির একাদশ কংগ্রেসে বলেছিলেন। এই হচ্ছে সেই কথাগুলি:

'বিশাল জনসাধারণের মধ্যে আমরা (কমিউনিস্টরা—জে. স্তালিন) মোটের ওপর **সিন্ধুবক্ষে একটি বিন্দুমাত্র**, অতএব আমরা পরিচালনা করতে পারি **একমাত্র** তখনই, জনগণ যে-সম্বন্ধে সচেতন আমরা যখন তাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করি। এ যদি আমরা না করি, তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দেবে না, শ্রমিকশ্রেণী জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না, এবং সমগ্র যন্ত্রটাই যাবে বানচাল হয়ে'[৬৮] (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৪২
২৩শে অক্টোবর, ১৯২৪

গ্রামাঞ্চলে পার্টির কর্মসূচী

(রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে
প্রদত্ত ভাষণ,৬ই ২৬শে অক্টোবর, ১৯২৪)

কমরেডস্, যখন পূর্ববর্তী বক্তারা গ্রামাঞ্চলে ক্রিয়াকলাপ নিয়ে বেশ কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, তখন বর্তমান পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্যের মধ্যেই আমার বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট লক্ষণগুলি কি কি?

প্রথম সুনির্দিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে এই যে, জমিদারদের কবল থেকে কৃষকদের উদ্ধার করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের সেই পুরাতন পুঁজি, সেই নৈতিক পুঁজি এর আগে থেকেই ফুরিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। কোনও কোনও কমরেড বলেন: 'কৃষকসমাজের মধ্যে কাজ করা নিয়ে এইসব ঝামেলা বাঁধানো হচ্ছে কেন? বহু উপলক্ষে কৃষকসমাজকে নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, কৃষকদের কথা কখনো আমরা ভুলিনি. কেন তাদের নিয়ে এতসব ঝামেলা?' কিন্তু এইসব কমরেড স্পষ্টতঃ, উপলব্ধি করতে পারেন না যে, আমাদের পার্টি অক্টোবর পর্বে এবং উদ্বৃত্ত-উপযোজন রীতি বিলোপ-সাধন পর্যায়কালে যে পুরানো নৈতিক পুঁজি সঞ্চয় করে রেখেছিল, ইতিমধ্যেই তা নিঃশেষ হতে চলেছে। তাঁরা উপলব্ধি করতে পারে না যে আমাদের দরকার এখন নতুন পুঁজির। নতুন একটা লড়াইয়ের অবস্থার ভেতর পার্টির জন্য আমাদের নতুন পুঁজি সংগ্রহ করতেই হবে। নতুন করে আমাদের দলে আনতেই হবে কৃষকসমাজকে। সেটাই হচ্ছে কথা। জমিদারদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জমি লাভ করতে আমরাই যে তাদের সাহায্য করেছি, আমরাই যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছি, এখন যে আর কোনও জার নেই, এবং জারসমেত জারপক্ষীয় অন্য যত সব বিচ্ছুকে যে ঝেঁটিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে—সে সমস্ত এর মধ্যেই কৃষকরা ভুলে গেছে। এই পুরানো পুঁজি ভাঙিয়ে আমরা খুব বেশিদিন আর চালিয়ে যেতে পারি না। এটা যারা বুঝতে না পারে, নতুন পরিস্থিতি সম্বন্ধে, নেপ্ সৃষ্ট নতুন অবস্থাগুলি সম্বন্ধে, তারা কিছুই বুঝতে

পারবে না। কৃষক সম্প্রদায়কে আমরা দলে টেনে আনছি নতুন করে—আমাদের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির এই হল প্রথম সুনির্দিষ্ট লক্ষণ।

সে যাই হোক, এ থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, অনাবশ্যক হওয়া তো সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়ে নতুন করে আলোচনাটা বরং কিছুটা বিলম্বেই হয়েছে।

দ্বিতীয় নির্দিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে এই যে, এই যুগে আমাদের প্রধান শ্রেণীগুলি—শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী—বদলে গেছে, তারা হয়ে গেছে অন্যরকম। পূর্বে যখন শ্রমিকশ্রেণী ছিল শ্রেণীচ্যুত, ইতস্ততঃ ছড়ানো, ঠিক সেই সময় জমিদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জমি বজায় রাখা আর জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করার জন্য কৃষকদের ছিল পরিপূর্ণ বাসনা। এই ছিল আগেকার অবস্থা। এখন রূপ গেছে বদলে। এখন কোন যুদ্ধ নেই। শিল্পের হচ্ছে ক্রমোন্নতি। সম্প্রসারণ হচ্ছে কৃষির। সেই শ্রেণীচ্যুত শ্রমজীবী সম্প্রদায় আর নেই, এখনকার দিনের শ্রমজীবী সম্প্রদায়, পক্ষান্তরে, একটা পূর্ণ তেজে বলীয়ান শ্রমিকশ্রেণী, সংস্কৃতি আর চাহিদা যাদের বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। আর কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কেও সেই জমিদারদের কবল থেকে রেহাই পাবার জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত, সেই পাছে জমি হাতছাড়া হয়ে যায় এই ভয়ে আতংকিত, সেই পদদলিত, সেকেলে কৃষক সম্প্রদায় আর নেই। জমিদারদের কথা এর মধ্যেই ভুলে যাওয়া, আর এখন, কিভাবে শস্তায় পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায় আর কেমন করে তাদের উৎপন্ন শস্য যতদূর সম্ভব চড়া দামে বিক্রি করা যায় তাই নিয়ে উদ্বিগ্ন এ একটা নতুন শ্রেণী, স্বাধীন আর সক্রিয় শ্রেণী। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাই এর বিশিষ্ট লক্ষণ। 'সবকিছু পার্টিই মিটিয়ে দেবে', 'পার্টিই সকলের জন্য সবকিছু ঠিক করে দেবে', এসব কথা বলা আর চলে না। এখন আর কৃষকরা এসব কথা বুঝতে পারবে না, শ্রমিকদের কথা নাই-বা বলা হল। জনগণের ভেতর আমাদের এখন আরও গভীরভাবে অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে, অবশ্যই এখন আমাদের, পূর্বে যতটা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি করে ব্যাখ্যা, আলোকসম্পাত এবং যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা দৃঢ়-প্রত্যয় উৎপাদন করতে হবে। এখন আমাদের লক্ষ লক্ষ পার্টি-বহির্ভূত লোকের নতুন করে বিশ্বাস অর্জন এবং তাকে সাংগঠনিক উপায়ে, প্রধানতঃ সোভিয়েতগুলির ভেতর দিয়ে, রক্ষা করতেই হবে। জনগণের বর্ধিত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা এটা দাবি করে।

কিন্তু, পরিবর্তন শুধু শ্রেণীগুলিরই হয়নি। পরিবর্তন হয়েছে রণক্ষেত্রেরও, কারণ, এর রূপ হয়েছে ভিন্ন, একেবারে ভিন্ন। আগের সংগ্রামের বিষয়টা কী ছিল? উদ্বৃত্ত-উপযোজন রীতিটার কি প্রয়োজন ছিল, অথবা ছিল না। তার আগের বিচার্য বিষয়টা ছিল, জমিদারদের প্রয়োজন আছে কি নেই। এসব এখন অতীতের প্রশ্ন, কেননা এখন আর কোনও জমিদার নেই, আর নেই কোনও উদ্বৃত্ত-উপযোজন রীতি। জমিদার নয়, অথবা উদ্বৃত্ত-উপযোজন রীতিও নয়, বিপরীতভাবে, এখনকার বির্তকের বিষয় শস্যের দাম। অতি বিস্তৃত এবং জটিল, এ একটা একেবারে আনকোরা রণক্ষেত্র, যা দাবি করে গুরুত্বপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ ও দুঃসাধ্য সংগ্রাম। এমনকি, খাজনা নিয়েও এখন আর কোনও সমস্যা নেই, কেননা, শস্যের দাম হবে 'যথেষ্ট চড়া', আর কাপড়-জামার এবং অন্যান্য শহুরে জিনিসপত্রের দাম যাবে 'যথেষ্ট কমে', তবেই না খাজনা দেবে কৃষকরা। এখন বাজারের এবং শহরের শিল্পোৎপাদিত পণ্য আর কৃষিজাত দ্রব্যের দামের প্রশ্নই হল প্রধান।

শুনুন, কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে গোমেল গুবের্নিয়া কমিটির সম্পাদক কী লিখেছেন:

'তিনটে ভোলস্তে ব্যাপকভাবে 'ট্যাক্স ফর্ম' গ্রহণ করতে অস্বীকার করা হয়। যতটা আসা উচিত রসিদ আসছে তার এক-তৃতীয়াংশ। অনুষ্ঠিত পার্টি-নিরপেক্ষ ভোলস্ত সম্মেলনগুলি ছিল এতই উত্তেজনাপূর্ণ যে, তাদের কয়েকটাকে বন্ধ করে দিতে হয়েছে, আর কয়েকটাতে কর কমাতে ও শস্যের দাম বাড়াতে কেন্দ্রকে অনুরোধ করে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। অন্যান্য গুবের্নিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল নই, কিন্তু আমাদের গুবের্নিয়ার সঙ্গে আপনি (আমাকে উদ্দেশ করে) আপনার শেষের ব্যক্তিগত গোপনীয় চিঠিতে যেসব সিদ্ধান্ত করেছেন সেগুলির কোনও সাদৃশ্য নেই। আমাদের স্থানীয় আমলাদের ভেতর মেজাজটাও ঠিক সুবিধের নয়। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা ঠিক ঢিল ছোঁড়া মৌচাকের মতন; সবার মুখে এক কথা, খাজনা আর ফসলের দাম।'

কেন্দ্রীয় কমিটি সাইবেরিয়া, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং কুর্স্ক, তুলা, নিঝনি-নভ্‌গোরদ, উলিয়ানোভস্ক ও অন্যান্য গুবের্নিয়া থেকেও একই ধরনের চিঠিপত্র পেয়েছে।

এই সমস্ত চিঠিপত্রের তাৎপর্য হচ্ছে যে, আমাদের মূল্যনীতিকে কৃষকের কাছে মনে হয়েছে অত্যন্ত বিরক্তিকর বলে, এবং সে চায় যা দ্বারা এই মূল্য

নীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এবং যাকে বাদ দিলে আমাদের শিল্প একটি পা-ও এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে না, সেই লিভারগুলিকে দুর্বল করে ফেলতে, অথবা, এমনকি, তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে। কৃষক যেন আমাদের ডেকে বলছে: 'তোমরা যে শহরে উৎপাদিত জিনিসপত্রের দাম একেবারে কমিয়ে দিতে ভয় পাও, তোমরা যে আশংকা করছ বিদেশী মালে বাজার ছেয়ে যাবে, আর সেইজন্য বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত থেকে আমাদের তরুণ শিল্পকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এই যে তোমরা যত রকমের শুল্ক-প্রতিবন্ধক দাঁড় করাচ্ছ, কিন্তু শোন, আমি তোমাদের শিল্প সম্বন্ধে কোনও পরোয়া করি না, আমি চাই শস্তায় জিনিসপত্র, তা-সে যেখান থেকেই আসুক।' অথবা: 'তোমরা ফসলের দাম বাড়াতে ভয় পাচ্ছ, কারণ তোমরা আশংকা করছ এতে হয়তো মজুরীর ক্ষতি হবে, আর কাজেকাজেই তোমরা উদ্ভাবন করেছ সব রকমের সংগ্রহ সংস্থার, চালু করেছ বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার এবং আরও এরকম অনেক কিছু; কিন্তু আমি তোমাদের বাধাবিঘ্ন আর কাজ-হাসিলের উপায়গুলি নিয়ে আদৌ উদ্বিগ্ন নই, আমি চাই ফসলের একটা চড়া দাম।'

মূল্যনীতির ক্ষেত্রে সংগ্রামের তাৎপর্য এইজাতীয়।

এর একটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় জর্জিয়ার সাম্প্রতিক বিদ্রোহের মধ্যে। অবশ্য, এই বিদ্রোহটা ছিল কৃত্রিম, কিন্তু কোনও কোনও উয়েজ্দ্-এ, বিশেষ করে গুরিয়া উয়েজ্দে, এর একটা গণ-বিশেষত্ব ছিল। গুরিয়ার কৃষকরা কী চেয়েছিল? শস্তা জিনিসপত্র আর মকাইয়ের জন্য চড়া দাম। গুরিয়া অবস্থিত পাশ্চাত্ত্য সীমান্তে, এ দেখছে আমাদের সোভিয়েত মালের চেয়ে বিদেশী মাল অনেক শস্তা, সুতরাং এ চাইবে যে আমাদের মাল-পত্রের দাম কমিয়ে অন্ততঃ বিদেশী মূল্যমানের সমান করা হোক, অথবা মকাইয়ের দাম এমনভাবে বাড়ানো হোক যাতে তা দিয়ে সোভিয়েত মালপত্র কেনা যায়। জর্জিয়ায় গুরিয়া বিদ্রোহের সেটাই হল অর্থনৈতিক ভিত্তি। এবং ঠিক সেই কারণেই সেই বিদ্রোহটা সমগ্র সোভিয়েত দেশের সংগ্রামটার নতুন অবস্থাগুলির নির্দেশক। এই কারণেই জর্জিয়ার বিদ্রোহটাকে তাম্বভের বিদ্রোহটার সমাবস্থায় কিছুতেই রাখা যাবে না, যেখানে সমস্যা ছিল উদ্বৃত্ত-উপযোজন পদ্ধতির বিলোপসাধন, শিল্পোৎপাদিত ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য নয়।

বাজারে এবং গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত মূল্য নির্ধারণ নীতির বিরুদ্ধে এই

নয়া লড়াইটা অনুপ্রাণিত করেছে কুলাকরা, মুনাফাখোররা আর অন্যান্য সোভিয়েত-বিরোধী ব্যক্তিরা। ঐসমস্ত ব্যক্তিরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে বিশাল কৃষকসমাজকে শ্রমিকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে আর এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তিটাকেই ধ্বসিয়ে দিতে। সুতরাং, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কুলাকদের আর মুনাফাখোরদের বিচ্ছিন্ন করা, তাদের থেকে মেহনতী কৃষকদের ছিনিয়ে আনা, গঠনমূলক সোভিয়েত কাজের ভেতর মেহনতী কৃষকদের টেনে আনা এবং ঐভাবে তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটা পথ করে দেওয়া। এটা আমরা করতে পারি, এর আগে থেকেই এটা আমরা করছি, কেননা মেহনতী কৃষকসমাজের, বিশেষতঃ, গ্রাম্য দরিদ্রদের স্বার্থেই শ্রমিকদের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখা, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বজায় রাখা এবং, ফলস্বরূপ, যে সমস্ত অর্থনৈতিক উপায়ে একনায়কত্ব বজায় থাকে, তাদের বজায় রাখা।

এজন্য কী প্রয়োজন? সর্বপ্রথমেই যারা আমাদের পার্টিকে লক্ষ লক্ষ কৃষকদের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারবে সেই অসংখ্য পার্টি নিরপেক্ষ কৃষক ক্যাডারদের গ্রামাঞ্চলে পার্টির চতুর্দিকে সৃষ্টি করার কাজ প্রবলভাবে শুরু করা। আমাদের পক্ষে, এটা না করে কৃষকসমাজকে কুলাকদের আর মুনাফাখোরদের কাছ থেকে টেনে বের করে আনা সম্বন্ধে, অগণিত কৃষকদের জয় করে আনা ও পার্টির জন্য সংরক্ষিত করে রাখা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করাটা একেবারেই অর্থহীন। নিঃসন্দেহে ব্যাপারটা দুঃসাধ্য। কিন্তু কোনও দুঃসাধ্যতাই আমাদের পক্ষে একটা অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধক হতে পারে না। আমরা অবশ্যই আমাদের পার্টি ইউনিটগুলিকে সাহায্য করার জন্য গ্রামাঞ্চলের ভেতরে শত শত, হয়তো. এমনকি, হাজার হাজার (এখানে সংখ্যাটাই বড় কথা নয়) অভিজ্ঞ পার্টি-কর্মী পাঠাব যারা গ্রামাঞ্চল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং যারা একটা পার্টি-বহির্ভূত কৃষকদের সক্রিয় বাহিনীর সূচনা ও গঠনকার্যে সক্ষম। এই ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে শহরে লোকদের ওপর কৃষকদের স্বাভাবিক অবিশ্বাসের কথা, যে অবিশ্বাসটা এখনো গ্রামাঞ্চলে রয়ে গেছে, আর এটা তাড়াতাড়ি চলে যাবে বলেও মনে হয় না। আপনারা জানেন, একজন শহরের লোককে কৃষকরা কিভাবে সাদর অভ্যর্থনা করে, বিশেষতঃ, সে যদি কিছুটা অল্পবয়স্ক হয়: 'শহর থেকে এই আর একটা অপদার্থ এসেছে। লোকটা আমাদের চোখে ধুলো দিতে চায়, তাতে সন্দেহ নেই।' তার কারণ, কৃষকরা সবচেয়ে বিশ্বাস করে তাদেরই যারা নিজেরা চাষের কাজ নিয়ে থাকে

এবং এ সম্বন্ধে কিছুটা জানে, তাদের। সেই কারণেই আমি মনে করি যে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজে এখন মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে কৃষকদের নিজেদের ভেতর থেকেই একটা সক্রিয় শক্তি সৃষ্টি করার ওপর, যার ভেতর থেকে পার্টি নতুন শক্তি সংগ্রহ করতে পারে।

কিন্তু সেটা করা যায় কিভাবে? আমার মতে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথম কাজই হল সোভিয়েতগুলিকে নতুন করে পূর্ণোদ্যমে সক্রিয় করা। কৃষক-দের ভেতর যারা সর্বাধিক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং উদ্যমশীল, সেই সমস্ত সক্রিয়, সততাপরায়ণ, কার্যসাধনে উদ্যমী ও সাহসী এবং রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের, বিশেষ করে প্রাক্তন লাল ফৌজের লোকদের অবশ্যই সোভিয়েতগুলির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে টেনে আনতে হবে। সোভিয়েতগুলি কেন? কারণ, প্রথমতঃ, সোভিয়েতগুলি সরকারী সংস্থা, আর পার্টির আশু করণীয় কাজও হল দেশের শাসনকার্যের মধ্যে মেহনতী কৃষকসমাজকে টেনে আনা। কারণ, দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের সোভিয়েতসমূহই হল মাধ্যম যে মাধ্যমগুলির মারফৎ শ্রমিকশ্রেণী কৃষক-সমাজকে পরিচালনা করে, আর কৃষকসমাজের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বটা তো পূর্বের যে-কোনও সময় অপেক্ষা এখন বেশি প্রয়োজন। কারণ, তৃতীয়তঃ, সোভিয়েতগুলিই আঞ্চলিক বাজেট তৈরী করে, আর কৃষকসমাজের পক্ষে বাজেটটা হল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, সর্বশেষে, সোভিয়েত-গুলিই হল কৃষকসমাজের মেজাজের নির্ভুল মাপকাঠি, এবং কৃষকসমাজের বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। গ্রামাঞ্চলে আরও অন্যান্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দলীয় প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন ধরুন, কৃষক কমিটিগুলি, সমবায় সংস্থাগুলি এবং ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের প্রতিষ্ঠানগুলি। কিন্তু এর একটা সম্ভাব্য বিপদ হচ্ছে এই যে, কোনও কোনও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিছক কতকগুলি কৃষক সমিতিতে পরিণত হতে পারে যেগুলি শ্রমিকশ্রেণী থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এটাকে ঘটতে না দিতে হলে, অবশ্যই এই প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপকে সোভিয়েতগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে, যাদের অপরিহার্য কাঠামোই কৃষকসমাজের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে নিশ্চিত করে। সেই কারণেই, বর্তমান সময়ে, যখন কৃষক প্রতিষ্ঠানগুলি ভুঁইফোড়ের মতন গজিয়ে উঠছে, তখন সোভিয়েতগুলিকে পুনঃজ্জীবিত করাই প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলের ইউনিটগুলির একটা সম্মেলনে আমি গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টির কাজকর্মের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির নির্মমভাবে সমালোচনা করার জন্য কমরেডদের কাছে আবেদন করি। এতে কিছুটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এ থেকে মনে হয় যে, এমন সব কমিউনিস্ট আছেন যাঁরা সমালোচনাকে ভয় করেন, যাঁরা আমাদের কাজের মধ্যের ত্রুটিগুলিকে প্রকাশ করতে চান না। কমরেডস্, সেটা বিপজ্জনক। আমি আরও বলব: আত্মসমালোচনায় অথবা পার্টি-নিরপেক্ষ লোকের সমালোচনায় আতংকিত হওয়াটা বর্তমান সময়ে একটা ভয়ানক বিপজ্জনক ব্যাধি। কারণ হয় এটা, না হয় অপরটা: হয় আমরা নিজেরাই নিজেদের সমালোচনা করব এবং পার্টি-নিরপেক্ষ লোকদেরও আমাদের কাজের সমালোচনা করতে দেব—সেক্ষেত্রে আমরা আশা করতে পারি যে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের উন্নতি হবে; নয়তো ঐজাতীয় সমালোচনা আমাদের বরদাস্ত না করা—সেক্ষেত্রে ক্রোনস্তাদে, তাম্‌বভে এবং জর্জিয়াতে বিদ্রোহগুলির মতন ঘটনাবলী দ্বারা আমরা সমালোচিত হব। আমি দ্বিতীয় রকমের সমালোচনার তুলনায় প্রথম রকমের সমালোচনাটাকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। সে-কারণেই সমালোচনাকে আমাদের কোনও-মতেই ভয় করা উচিত নয়, তা সে পার্টির লোকদের কাছ থেকেই হোক, অথবা পার্টি-বহির্ভূত লোকদের কাছ থেকেই হোক।

এই পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত
জে. স্তালিন: 'কৃষক সমস্যা'
মস্কো ও লেনিনগ্রাদ, ১৯২৫

ডাইনামো কারখানার লাল পুস্তকে লিপিবদ্ধ

সমগ্র রাশিয়ার শ্রমিকদের মতন, ডাইনামোর শ্রমিকদের জন্য আমার শুভ কামনা হল: আমাদের শিল্প দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাক, নিকট ভবিষ্যতে রাশিয়ার শ্রমিকদের সংখ্যা ২-৩ কোটিতে বৃদ্ধি পাক, গ্রামাঞ্চলে যৌথ খামারের সমৃদ্ধি হোক এবং স্বতন্ত্র কৃষিব্যবস্থাকে তার প্রভাবাধীনে নিয়ে আসুক, অত্যুন্নত শিল্প ও যৌথ-খামারি ব্যবস্থা কারখানার শ্রমিকদের আর দেশের মেহনতী জনগণকে চূড়ান্তভাবে ঐক্যবদ্ধ করে একটা অনন্ত সমাজতান্ত্রিক ফৌজে পরিণত করুক।…

৭. ১১. ২৪ জে. স্তালিন

এই পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত
প্রাভদা, সংখ্যা ১৫২
৪ঠা জুন, ১৯৩০

প্রথম অশ্বারোহী বাহিনীর প্রতি

অভিনন্দন জানাই ক্র্যাস্নভ ও ডেনিকিন, র‍্যাঙ্গেল ও পিলসুদস্কির শ্বেতরক্ষী বাহিনীর সন্ত্রাস—গৌরবান্বিত অশ্বারোহী বাহিনীকে!

অভিনন্দন জানাই অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃবৃন্দ, লাল কৃষক সেনাপতি কমরেড বুদিয়োন্নি, আর লাল শ্রমিক সেনাপতি কমরেড ভরোশিলভকে!

অশ্বারোহী বাহিনীর সৈনিকগণ! চার বছরের গৃহযুদ্ধের রণক্ষেত্র-গুলিতে অনুরণিত বিজয়গুলির অমলিন গৌরবে আপনাদের নিশানগুলি বিভূষিত। পঞ্চম বার্ষিকী অনুষ্ঠানের এই দিনে আপনাদের নিশ্চিতভাবে শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, আপনাদের দিনগুলির সমাপ্তি পর্যন্ত আপনারা এই পতাকাগুলির প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবেন, যে, শ্রমিকশ্রেণী যখন সাম্যবাদের জয়লাভের জন্য নতুন নতুন যুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনাদের আহ্বান করবে, আপনারা তখন আপনাদের সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির প্রতি আপনাদের কর্তব্য সসম্মানে সম্পাদন করবেন।

আপনাদের,
জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৬১
১৬ই নভেম্বর, ১৯২৪

ক্রেস্তায়ানস্কায়া গ্যাজেতার প্রতি

(শ্রমিক ও কৃষক সংহতির মহান আদর্শের বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধায়ক ক্রেস্তায়ানস্কায়া গ্যাজেতার প্রতি অভিনন্দন!)

ক্রেস্তায়ানস্কায়া গ্যাজেতা! এই অনুশাসন তিনটি মনে রাখবেন:

(১) আপনাদের কৃষক সংবাদদাতাদের চোখের মণির মতন রক্ষা করবেন। তাঁরাই আপনাদের ফৌজ;

(২) সর্বাধিক সৎ আর সর্বাধিক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক স্থাপন করবেন, বিশেষ করে লালফৌজের প্রাক্তন সৈন্যদের সঙ্গে। তাঁরা আপনাদের অবলম্বন;

(৩) গ্রামাঞ্চলে সত্যকে প্রচার করবেন, আর সারা দুনিয়াকে শোনাবার জন্য ঘোষণা করবেন, অক্লান্তভাবে ঘোষণা করবেন যে শ্রমিকদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বসুলভ মৈত্রী ব্যতীত কৃষকদের মুক্তি অচিন্তনীয়, যে কৃষকসমাজ শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা পরিচালিত না হলে শ্রমিকশ্রেণী ধনিকশ্রেণীর উপর জয়লাভ করতে পারে না।

জে. স্তালিন

ক্রেস্তায়ানস্কায়া গ্যাজেতা, সংখ্যা ৫১
১৭ই নভেম্বর, ১৯২৪

ট্রট্স্কিবাদ, না লেনিনবাদ?

(১৯শে নভেম্বর, ১৯২৪ এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর কমিউনিস্ট গ্রুপের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ)

কমরেডস্, কামেনেভের বিস্তারিত বিবরণের পর আমার জন্য সামান্যই বলবার রয়েছে। সুতরাং, আমি শুধু অক্টোবর অভ্যুত্থান, সেই অভ্যুত্থানে ট্রট্স্কির ভূমিকা, পার্টি এবং অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু রূপকথা যা ট্রট্স্কি আর তাঁর সমর্থকরা চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন তারই স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের মধ্যে আমাকে সীমাবদ্ধ রাখব। অধিকন্তু, আমি লেনিনবাদের সঙ্গে সঙ্গতিহীন এক স্বতন্ত্র চিন্তাধারা হিসেবে ট্রট্স্কিবাদ সম্পর্কে এবং ট্রট্স্কির সর্বশেষ সাহিত্যিক উক্তিগুলি সম্পর্কে পার্টির যথাকর্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১। অক্টোবর অভ্যুত্থানের প্রকৃত তথ্য

সর্বপ্রথম অক্টোবর অভ্যুত্থান সম্পর্কে। পার্টির সভ্যদের ভেতর খুব জোরদার করে গুজব রটনা করা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় কমিটি সমগ্রভাবে ১৯১৭ সালের অক্টোবরে অভ্যুত্থানের বিরোধী ছিল।

প্রচলিত কাহিনীটা হচ্ছে এই যে, ১০ই অক্টোবর যখন কেন্দ্রীয় কমিটি অভ্যুত্থান সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশই প্রথমে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বললেন, কিন্তু গল্পটা হল কি, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ একজন কর্মী কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ফেটে পড়ে বললেন: 'আপনারা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কিন্তু আমি আপনাদের বলছি যে, সব কিছু সত্ত্বেও অভ্যুত্থান হবেই।' এবং সেইজন্য, সেই ভীতি প্রদর্শনের পর, গল্প করা হচ্ছে আতংকগ্রস্ত বলে অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় কমিটি অভ্যুত্থানের প্রশ্নটা নতুন করে উত্থাপন করেন এবং তাকে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেন।

কমরেডস্, এটা শুধুমাত্র গুজব নয়। এটা সুপরিচিত জন রীড তাঁর দশ দিন নামক পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। রীড আমাদের পার্টি থেকে

দূরে ছিলেন এবং, স্বভাবতঃই, ১০ই অক্টোবরে অনুষ্ঠিত আমাদের গোপন সভার ইতিবৃত্ত তিনি জানতে পারেন না; ফলতঃ, সুখানভের মতো ব্যক্তিদের দ্বারা ছড়ানো খোশ-খবরে প্রতারিত হয়েছেন। এই কাহিনী পরে চালু করা হয় এবং অক্টোবর সম্পর্কে লিখিত পুস্তিকাগুলির মধ্যে সিরকিনের লেখা একখানি পুস্তিকা সমেত ট্রট্স্কিবাদীদের লেখা কিছুসংখ্যক পুস্তিকাতে পুনরাবৃত্তি করা করা হয়। এই রটনাগুলিকেই জোরালোভাবে সমর্থন করা হয়েছে ট্রট্স্কির সাম্প্রতিকতম সাহিত্যিক ঘোষণাগুলিতে।

এইসব কাহিনী আর এইরকম 'আরব্য রজনীর' রূপকথাগুলির সঙ্গে সত্যের যে কোন সম্পর্ক নেই, বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এইরকম কোন কিছু যে ঘটেনি কিংবা ঘটতে পারত না, এর জন্য আদৌ কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। অতএব, এইসব আজগুবী রটনাগুলিকে আমরা উপেক্ষা করতে পেরেছিলাম; আসলে যারা বিরুদ্ধবাদী ও যারা পার্টি থেকে দূরে তাদের অফিস ঘরে প্রচুর গুজব বানানো হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা এখনো পর্যন্ত গুজবগুলিকে উপেক্ষা করেছি; যেমন ধরুন, জন রীডের ভুলগুলির দিকে আমরা কোন নজর দিইনি আর সেগুলি সংশোধন করার জন্য কষ্ট করিনি। যাই হোক, ট্রট্স্কির সাম্প্রতিকতম ঘোষণাগুলির পরে এইসব উপকথা উপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়, যেহেতু, আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে এই উপকথাগুলির ভিত্তিতে লালন করার চেষ্টা হচ্ছে এবং, দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কিছু ফল ফলেছে। এমতাবস্থায়, আমাকে বাস্তব ঘটনা দিয়ে এইসব উদ্ভট জনশ্রুতির প্রতিকূলতা করতেই হবে।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯১৭-এর ১০ (২৩) অক্টোবরের সভার কার্যবিবরণী পরীক্ষা করে দেখা যাক। উপস্থিত: লেনিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, স্তালিন, ট্রট্স্কি, স্বের্দলভ, উরিৎস্কি, জারঝিন্স্কি, কোল্লোনতাই, বুব্নভ, সকোলনিকভ, লোমোভ। বর্তমান পরিস্থিতি এবং অভ্যুত্থানের প্রশ্ন আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষ হয়ে গেলে অভ্যুত্থানের ওপর কমরেড লেনিনের প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। দুই বনাম দশ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। স্পষ্টতঃ, মনে হবে: ২ বনাম ১০-এর সংখ্যাধিক্যে কেন্দ্রীয় কমিটি অভ্যুত্থানকে সংগঠিত করার আশু, বাস্তব কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। অভ্যুত্থানকে পরিচালনা করার জন্য এই সভাতেই কেন্দ্রীয় কমিটি একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র নির্বাচিত করলেন। পলিটব্যুরো নামে অভিহিত

এই কেন্দ্রটি লেনিন, জিনোভিয়েভ, স্তালিন, কামেনেভ, ট্রট্স্কি, সকোলনিকভ এবং বুব্নভকে নিয়ে গঠিত হয়।

বাস্তব ঘটনা হল এইরূপ।

এইসব কার্যবিবরণী একটি আঘাতেই কয়েকটি উপকথাকে উড়িয়ে দিচ্ছে। এই কার্যবিবরণী উড়িয়ে দিচ্ছে এই উপকথাকে যে, কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশই অভ্যুত্থানের বিপক্ষে ছিলেন। এই কার্যবিবরণী উড়িয়ে দিচ্ছে এই উপকথাটাও যে কেন্দ্রীয় কমিটি অভ্যুত্থানের প্রশ্নে আর একটু হলেই ভাগ হয়ে যেত। কার্যবিবরণী থেকে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে, যে-সংস্থার অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক পরিচালনা করার কথা সেই সংস্থায় যাঁরা অভ্যুত্থানের সপক্ষে ছিলেন তাঁদেরই সঙ্গে সম পর্যায়ে, যাঁরা আশু অভ্যুত্থানের বিরোধী—কামেনেভ আর জিনোভিয়েভ—তাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভাগ হয়ে যাবার কোন প্রশ্নই ছিল না, থাকতে পারেও না।

ট্রট্স্কি দৃঢ়ভাবে বলছেন যে, অক্টোবরে আমাদের পার্টিতে কামেনেভ আর জিনোভিয়েভকে নিয়ে একটা দক্ষিণ পক্ষ ছিল, যাঁরা ছিলেন, তিনি বলছেন, প্রায় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সামিল। যেটা কেউ বুঝতে পারছে না সেটা হল এই যে, তাহলে ঐরকম পরিবেশের মধ্যে পার্টি ভাঙনটা এড়িয়ে গেল, এটা কেমন করে ঘটতে পারল; কেমন করে এটা ঘটতে পারল যে কামেনেভ আর জিনোভিয়েভের সঙ্গে মতবিরোধ মাত্র অল্প কয়েকদিন স্থায়ী ছিল; কেমন করে এটাই-বা ঘটতে পারে যে ঐসব মতবিরোধ সত্ত্বেও পার্টি এইসব কমরেডদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেছিল, অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক কেন্দ্রে তাঁদের নির্বাচিত করেছিল, ইত্যাদি? সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সম্পর্কে লেনিনের ক্ষমাহীন মনোভাবের কথা পার্টির ভেতর খুব ভালভাবেই জানা আছে; পার্টি জানে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট মনোভাবাপন্ন কমরেডদের পার্টিতে নিতে লেনিন এক মুহূর্তের জন্যও রাজী হতেন না, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ তো দূরের কথা। তাহলে পার্টি যে একটা ভাঙনকে এড়িয়েছিল এ ব্যাপারটা আমরা কেমন করে ব্যাখ্যা করতে পারি? ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এই যে মতানৈক্য সত্ত্বেও এইসব কমরেড ছিলেন প্রবীণ বলশেভিক যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন এই বলশেভিকবাদের সাধারণ ভিত্তির ওপরে। কী ছিল সেই সাধারণ ভিত্তিটা? মৌলিক প্রশ্নগুলিতে মতের ঐক্য: রুশ বিপ্লবের চরিত্র, বিপ্লবের পরিচালিকা শক্তিসমূহ, কৃষক-সমাজের ভূমিকা, পার্টি নেতৃত্বের নীতিসমূহ, ইত্যাদি। দাঁড়াবার এই সাধারণ

জমি না থাকলে ভাঙন অবশ্যম্ভাবী হতো। কোন ভাঙন ছিল না, আর মতভেদগুলি টিঁকে ছিল মাত্র কয়েকদিন, তার কারণ, এবং একমাত্র কারণ, কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ ছিলেন লেনিনবাদী, বলশেভিক।

আসুন, এখন আমরা অক্টোবর অভ্যুত্থানে ট্রট্স্কির বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে উপকথাটি আলোচনা করি। ট্রট্স্কিবাদীরা প্রবলভাবে গুজব রটাচ্ছেন যে ট্রট্স্কি অক্টোবর অভ্যুত্থানকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন আর তিনি ছিলেন এর একমাত্র নেতা। অসাধারণ উৎসাহ সহকারে এইসব গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ট্রট্স্কির রচনাবলীর তথাকথিত সম্পাদক লেনৎস্‌নার। ট্রট্স্কি নিজে নিরবছিন্নভাবে পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পার্টির পেত্রোগ্রাদ কমিটির উল্লেখমাত্র এড়িয়ে গিয়ে, অভ্যুত্থানে এইসব সংস্থার অগ্রণী ভূমিকা সম্বন্ধে কোন কিছু না বলে এবং অক্টোবর অভ্যুত্থানে নিজেকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে দৃঢ়তার সঙ্গে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে অভ্যুত্থানে তাঁর বিশেষ ভূমিকা পালন সম্পর্কে গুজবগুলিকে ইচ্ছাকৃত-ভাবেই হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক, প্রচার করতে সাহায্য করেছেন। অভ্যুত্থানে ট্রট্স্কির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে নিঃসন্দেহে আমি আদৌ অস্বীকার করছি না। কিন্তু, এ কথা আমি নিশ্চয় বলব যে অক্টোবর অভ্যুত্থানে ট্রট্স্কি কোন বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেননি, সেরকম করতে তিনি পারতেনও না, কারণ পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সভাপতি হওয়ায় তিনি শুধু যথাযোগ্য পার্টি প্রতিষ্ঠানগুলি যারা ট্রট্স্কির প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করত তাদের নির্দেশ পালন করতেন। সুখানভের মতো বর্বর ব্যক্তিদের কাছে এ সমস্ত অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আসল ঘটনা, সত্য ঘটনা, আমি যা বলছি সমগ্রভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে তাই প্রতিপন্ন করে।

৩ এবারে পরীক্ষা করা যাক কেন্দ্রীয় কমিটির পরবর্তী সভার কার্যবিবরণী, যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৭ সালের ১৬ (২৯) অক্টোবর। উপস্থিত ছিলেন: কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যগণ সহ পেত্রোগ্রাদ কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সামরিক প্রতিনিধিবর্গ, কারখানা কমিটিসমূহ, ট্রেড ইউনিয়ন ও রেলকর্মচারী-দের প্রতিনিধিবৃন্দ। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যবৃন্দ ব্যতীত উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন: ক্রাইলেংকো, শট্‌ম্যান, কালিনিন, ভোলোদারস্কি, শ্ল্যাপ্‌নিকভ, লাসিস্‌ এবং অন্যান্যরা, সবশুদ্ধ পঁচিশজন। শুধুমাত্র প্রায়োগিক সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যুত্থানের প্রশ্নটা আলোচিত হয়েছিল। অভ্যুত্থান সম্পর্কে লেনিনের প্রস্তাব ২০-২ ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়, তিনজন ভোটদানে বিরত

থাকেন। অভ্যুত্থানের সাংগঠনিক নেতৃত্বের জন্য একটা প্রায়োগিক কেন্দ্র নির্বাচিত হল। কে কে নির্বাচিত হলেন এই কেন্দ্রে? নিম্নলিখিত পাঁচজন: স্বের্দলভ, স্তালিন জারঝিন্‌স্কি, বুব্‌নভ, উরিৎস্কি। প্রয়োগিক কেন্দ্রের কাজ হল: কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী অভ্যুত্থানের সমস্ত প্রায়োগিক শাখা সংগঠনগুলিকে পরিচালনা করা। এইভাবে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় কমিটির এই অধিবেশনে একটা 'ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেল, অর্থাৎ 'বলতে বিস্ময়কর লাগে', অভ্যুত্থানের 'প্রেরণাদাতা', 'প্রধান চরিত্র', 'একমাত্র নেতা', ট্রট্‌স্কি অভ্যুত্থান পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত প্রায়োগিক কেন্দ্রে নির্বাচিত হননি। ট্রট্স্কির বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে এটাকে কী করে খাপ খাওয়ানো যায়? এইসব কি কিছুটা 'অদ্ভুত' নয়, যা সুখানভ অথবা ট্রট্‌স্কিবাদীরা বলবেন? তথাপি, সঠিকভাবে বলতে গেলে, এ ব্যাপারে অদ্ভুত কিছুই নেই, যেহেতু পার্টির ভেতরে অথবা অক্টোবর অভ্যুত্থানে, ট্রট্‌স্কি কোথাও কোন **বিশেষ** ভূমিকা পালন করেননি, আর তিনি তা করতে পারতেনও না, কারণ অক্টোবর পর্যায়ে পার্টির ভেতর অন্যের তুলনায় তিনি ছিলেন নতুন লোক। অন্যান্য সব দায়িত্বশীল কর্মীদের মতো তিনি শুধু কেন্দ্রীয় কমিটি আর তার সংস্থাগুলির নির্দেশ পালন করেছিলেন। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে যিনিই ওয়াকিবহাল তাঁর বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না যে এর অন্যথা হবার উপায় ছিল না। ঘটনাপ্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার থেকে বঞ্চিত হবার জন্য ট্রট্‌স্কির পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়াই যথেষ্ট হতো। ট্রট্‌স্কির বিশেষ ভূমিকা নিয়ে এই কথাবার্তা একটা উপকথা, যা রটিয়ে বেড়াচ্ছে বশংবদ 'পার্টি' খোশগল্পবাজেরা।

এতে অবশ্য এটা বোঝায় না যে, অক্টোবর অভ্যুত্থানের কোন প্রেরণাদাতা ছিল না। এর প্রেরণাদাতা এবং নেতা অবশ্যই ছিল, কিন্তু তিনি হলেন লেনিন, এবং লেনিন ছাড়া আর কেউ নয়, সেই একই লেনিন, অভ্যুত্থানের প্রশ্নটি মীমাংসা করার সময় কেন্দ্রীয় কমিটি যাঁর প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেছিলেন, সেই একই লেনিন, ট্রট্‌স্কি যা বলছেন তা সত্ত্বেও, যাঁর আত্মগোপন করে থাকাটা অভ্যুত্থানের যথার্থ প্রেরণাদাতা হতে বাধা হয়ে ওঠেনি। পার্টির নেতা ভি. আই. লেনিনই যে ছিলেন অভ্যুত্থানের প্রেরণাদাতা, এই তর্কাতীত তথ্যকে লেনিনের আত্মগোপন করে থাকা সম্পর্কে খোশগল্পের দ্বারা গোপন করার বর্তমান প্রচেষ্টা মূর্খের কাজ এবং হাস্যকর।

এই হচ্ছে ঘটনা।

আমাদের বলা হচ্ছে যে, এটা মেনে নিলেও তো অস্বীকার করা যায় না যে অক্টোবর পর্যায়ে ট্রট্স্কি বেশ ভালভাবেই লড়াই করেছিলেন। হাঁ, এটা সত্য, ট্রট্স্কি সত্যাই অক্টোবরে ভালভাবেই লড়াই করেছিলেন, কিন্তু অক্টোবর পর্যায়ে ভালভাবে সংগ্রাম করেছিলেন একমাত্র ট্রট্স্কিই নয়। এমনকি বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মতন লোকেরাও, যারা বলশেভিকদের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল, ভাল করেই লড়াই করেছিল। এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে, সফল অভ্যুত্থানের কালে, শত্রু যখন বিচ্ছিন্ন আর অভ্যুত্থান যখন বর্ধমান তখন ভালভাবে লড়াই করাটা কঠিন নয়। এইরকম মুহূর্তে এমনকি পিছিয়ে পড়া লোকেরাও বীরপুরুষ হয়ে যায়।

যাই হোক, সর্বহারার সংগ্রাম একটা অব্যাহত অগ্রগতি, একটা অবিচ্ছিন্ন জয়ের প্রবাহ নয়। সর্বহারার সংগ্রামেরও পরীক্ষা আছে, পরাজয় আছে। সফল অভ্যুত্থানের কালে যিনি বীরত্ব দেখান তিনিই খাঁটি বিপ্লবী নন, খাঁটি বিপ্লবী তাঁকেই বলা যায় যিনি, কেবলমাত্র বিপ্লব যখন জয়ের পথে অগ্রসর, তখন ভালভাবে লড়াই করেন, বিপ্লব যখন পিছু হটে, যখন শ্রমিকশ্রেণীর পরাজয় ঘটে তখনো বীরত্ব প্রদর্শন করেন; যিনি বিপ্লবের যখন বিপর্যয় ঘটে, যখন শত্রু সাফল্যলাভ করে তখন হতবুদ্ধি হন না এবং ভয় পেয়ে পিছিয়ে যান না, যিনি বিপ্লব পিছু হটার কালে আতংক-পীড়িত হন না, বা হতাশায় ভেঙে পড়েন না। অক্টোবর পর্যায়ে বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা মন্দ লড়াই করেনি এবং তারা বলশেভিকদের সমর্থন ও করেছিল। কিন্তু কে না জানে যে সেইসব 'সাহসী' যোদ্ধারা ব্রেস্টের সময় আতংক-পীড়িত হয়ে পড়েছিল, যখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতি তাদের ঠেলে দিয়েছিল হতাশা আর হিস্টিরিয়ার দিকে? এটা একটা অত্যন্ত শোচনীয়, কিন্তু তর্কাতীত সত্য যে ট্রট্স্কি যিনি অক্টোবর পর্যায়ে ভালভাবে লড়াই করেছিলেন তাঁর ব্রেস্টের সময়ে, যে সময়ে বিপ্লবের সাময়িক বিপর্যয় ঘটেছিল, সেই কঠিন মুহূর্তে যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দেওয়ার এবং বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের পদাংক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকার সাহস ছিল না। সে মুহূর্তটি প্রশ্নাতীতভাবে দুরূহ ছিল; ভীতিগ্রস্ত না হবার জন্য, উপযুক্ত সময়ে পশ্চাদপসরণ করার জন্য, উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধবিরতি মেনে নেবার জন্য, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আঘাত হানার নাগালের বাইরে শ্রমিক সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেবার জন্য, মজুত কৃষক বাহিনীকে অক্ষত

রাখার জন্য, এবং এইভাবে একটা সাময়িক বিরাম লাভ করার পর শত্রুকে নতুন শক্তিতে আঘাত হানার জন্য অসামান্য সাহস আর অটল ধৈর্য প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই কঠিন মুহূর্তে দেখা গেল ট্রট্স্কির মধ্যে এই সাহস আর বিপ্লবী দৃঢ়তার একান্ত অভাব।

ট্রট্স্কির মতে অক্টোবরকালীন সর্বহারার বিপ্লবের প্রধান শিক্ষা হচ্ছে 'ভয় পেয়ে পিছিয়ে না পড়া'। সেটা ভুল, কারণ ট্রট্স্কির এই দাবির মধ্যে বিপ্লবের শিক্ষা সংক্রান্ত সত্যের একটি **কণিকা** মাত্র রয়েছে। বিপ্লব যখন এগিয়ে যাচ্ছে শুধু তখনই নয়, বিপ্লব যখন পিছু হটছে, শত্রু যখন অধিকতর সুবিধালাভ করছে এবং বিপ্লবের বিপর্যয় ঘটছে তখনো 'ভয়ে পিছিয়ে না যাওয়া', এটাই হল শ্রমিক-বিপ্লবের শিক্ষার **সমগ্র** সত্য। অক্টোবরের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব শেষ হয়ে যায়নি। অক্টোবর হল সর্বহারার বিপ্লবের সূচনা মাত্র। বিদ্রোহের জোয়ার যখন উত্তাল হয়ে উঠছে তখন ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়াটা খারাপ, কিন্তু ক্ষমতা দখল করার পর বিপ্লব যখন কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তখন ভয়ে পিছিয়ে যাওয়াটা আরও খারাপ। ক্ষমতা দখল করার চেয়ে বিপ্লবের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাকে বজায় রাখাটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্রেস্টের সময় বিপ্লব যখন কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, যখন প্রায় ক্ষমতা 'সমর্পণ' করার অবস্থা আর কি, তখন যদি ট্রট্স্কি ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে থাকেন, তাঁর এটা জানা উচিত যে কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ অক্টোবরে যে ভুলগুলি করেছিলেন এক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

অক্টোবর অভ্যুত্থান সম্পর্কে উপকথাগুলির এই হল আসল ব্যাপার।

২। পার্টি এবং অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতি

এখন অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির প্রশ্ন আলোচনা করা যাক।

ট্রট্স্কির কথা শুনে কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত, এই গোটা প্রস্তুতিপর্বে বলশেভিক পার্টি শুধু কাল গুণে কাটিয়েছে, আর কিছুই করেনি, শুধু অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল এবং সর্বপ্রকারে লেনিনকে বাধা দিচ্ছিল ; যে, ট্রট্স্কি না হলে অক্টোবর বিপ্লব যে কিভাবে শেষ হতো, কেউ তা জানেন না। তৃতীয় খণ্ডের এই একই 'ভূমিকায়' ট্রট্স্কি জাহির করেছেন যে 'পার্টিই হচ্ছে সর্বহারা-বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার', যে 'পার্টি ছাড়া, পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, পার্টিকে এড়িয়ে গিয়ে, পার্টির একটা প্রতিকল্প

নিয়ে সর্বহারার বিপ্লব বিজয়ী হতে পারে না', তাঁর কাছ থেকে পার্টি সম্বন্ধে এই অদ্ভুত কথাবার্তা শোনা কিছুটা কৌতুককর বটে। 'প্রধান হাতিয়ার'ই যদি অকেজো প্রমাণিত হয়, আর যেমন দেখা যাচ্ছে, 'পার্টিকে এড়িয়ে গিয়ে' সাফল্য যখন অসম্ভব, তখন আল্লাহ্ নিজেও বুঝতে পারবেন না কেমন করে আমাদের বিপ্লব কৃতকার্য হতে পেরেছিল। কিন্তু এই প্রথমবারই ট্রট্স্কি আমাদের আজগুবী বক্তব্য দিয়ে আপ্যায়িত করছেন না। এটা অবশ্যই ভেবে নিতে হবে যে এই মজার কথাটি ট্রট্স্কির অভ্যস্ত আজগুবী বক্তব্যগুলির মধ্যে একটি।

অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির ইতিহাসকে পর্যায় অনুসারে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যাক।

(১) পার্টির নতুন অবস্থান নির্ণয়ের পর্যায় (মার্চ-এপ্রিল)। এই স্তরের প্রধান ঘটনাবলী হল:

(ক) জারতন্ত্রের উচ্ছেদ;

(খ) অস্থায়ী সরকার গঠন (বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব);

(গ) শ্রমিক এবং সৈনিক সোভিয়েতের প্রতিনিধিবর্গ (শ্রমিক এবং কৃষকদের একনায়কত্ব);

(ঘ) দ্বৈত ক্ষমতা;

(ঙ) এপ্রিলের বিক্ষোভ;

(চ) প্রথম ক্ষমতার সংকট।

এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান হল এই ঘটনা যে, তখন বুর্জোয়া একনায়কত্ব আর শ্রমিক এবং কৃষকদের একনায়কত্ব, এই দুই-ই একসঙ্গে, পাশাপাশি এবং একই সময়ে বিদ্যমান ছিল; শেষোক্ত প্রথমোক্তের উপর আস্থাশীল, বিশ্বাস করে যে এরা শান্তির জন্য লড়ছে, স্বেচ্ছায় ক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাতে সমর্পণ করে আর এইভাবে বুর্জোয়াদের লেজুড় হয়ে যায়। এই দুই একনায়কত্বের মধ্যে এখনো পর্যন্ত কোন গুরুতর বিরোধ দেখা দেয়নি। পক্ষান্তরে রয়েছে 'যোগাযোগ কমিটি'[৭০]।

রাশিয়ার ইতিহাসে এটা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ আর পার্টির ইতিহাসে একটা নজিরহীন সন্ধিক্ষণ। সরকারকে সরাসরি উৎখাত করার পুরানো, প্রাক-বিপ্লব কর্মপন্থা পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু লড়াইয়ের নতুন অবস্থায় এটা আর উপযুক্ত ছিল না। সরকারকে উৎখাত করতে সরাসরি

এগিয়ে যাওয়া এখন আর সম্ভব ছিল না, কারণ সরকার তখন প্রতিরক্ষাবাদীদের প্রভাবাধীন সোভিয়েতগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল, এবং পার্টিকে সরকার ও সোভিয়েত উভয়ের বিরুদ্ধেই লড়াই চালাতে হতো, যে লড়াই ছিল এর ক্ষমতার অতিরিক্ত। অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করার নীতি অনুসরণ করাও সম্ভব ছিল না কারণ সেটা ছিল সাম্রাজ্যবাদের সরকার। লড়াইয়ের নতুন অবস্থার মধ্যে পার্টিকে গ্রহণ করতে হয়েছিল নতুন অবস্থান। পার্টিকে (সংখ্যাধিক অংশ) হাতড়ে হাতড়ে এই নতুন অবস্থানের দিকে এগুতে হয়েছিল। শান্তির প্রশ্নে সোভিয়েতগুলির মারফৎ অস্থায়ী সরকারের ওপর চাপ দেওয়ার নীতি পার্টি গ্রহণ করেছিল, এবং শ্রমিক ও কৃষক একনায়কত্বের পুরানো শ্লোগান থেকে সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা প্রদানের নতুন শ্লোগানের দিকে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হওয়ার সাহস করেনি। এই মধ্যপন্থী নীতির উদ্দেশ্য ছিল শান্তির বাস্তব প্রশ্নের ভিত্তিতে অস্থায়ী সরকারের আসল সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতিটা সোভিয়েতগুলিকে দেখতে সক্ষম করা, আর এইভাবে অস্থায়ী সরকারের কাছ থেকে সোভিয়েতগুলিকে ছিনিয়ে আনা। কিন্তু এ ছিল একটা প্রচণ্ড রকমের ভ্রান্ত অবস্থান, কারণ এর ফলে সৃষ্টি হয়েছিল নিরঙ্কুশ শান্তিবাদী মোহ, জুগিয়েছিল প্রতিরক্ষাবাদের খোরাক এবং ব্যাহত করেছিল জনসাধারণের বৈপ্লবিক শিক্ষা। সে সময় অন্যান্য পার্টি কমরেডদের সঙ্গে এই ভ্রান্ত অবস্থানের আমি ছিলাম অংশীদার, এবং এই অবস্থান পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিলাম মাত্র এপ্রিলের মাঝামাঝি, যখন আমি নিজেকে সংযুক্ত করেছিলাম লেনিনের তত্ত্বের সঙ্গে। প্রয়োজন হয়েছিল একটি নতুন অবস্থানের। পার্টিকে এই নতুন অবস্থান দান করেছিলেন লেনিন তাঁর সুবিখ্যাত এপ্রিল থিসিসে[৭১]। এই সব থিসিস নিয়ে আমি আলোচনা করব না, কারণ সেগুলি প্রত্যেকেরই জানা আছে। সেই সময়ে কি পার্টির সঙ্গে লেনিনের কোন মতবিরোধ ছিল? হাঁ, ছিল। এই মতবিরোধগুলি কত দিন স্থায়ী ছিল? দুই সপ্তাহের বেশি নয়। পেত্রোগ্রাদ প্রতিষ্ঠানের নগর সম্মেলন[৭২] (এপ্রিলের দ্বিতীয় পক্ষে)—যেখানে লেনিনের থিসিসগুলি গৃহীত হয়েছিল—আমাদের পার্টির ক্রমবিকাশের পথে একটা বাঁক নেবার সংকেত দিয়েছিল। সারা-রুশ এপ্রিল সম্মেলন[৭৩] (এপ্রিলের শেষে) পার্টির নয় দশমাংশকে পার্টির এই ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের চারিদিকে জমায়েত করে পেত্রোগ্রাদ সম্মেলনের কাজকে সারা-রাশিয়ার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ করেছিল মাত্র।

এখন, সাত বছর পরে, বলশেভিকদের মধ্যে অতীত মতবিরোধ নিয়ে ট্রট্স্কি বিশেষ সহকারে আহ্লাদ করছেন এবং সেগুলিকে চিত্রিত করছেন যেন বলশেভিকবাদের মধ্যে প্রায় দুটি দল ছিল তাদের লড়াই হিসেবে। কিন্তু, প্রথমতঃ, ট্রট্স্কি বিষয়টিকে নির্লজ্জভাবে অতিরঞ্জিত এবং অযথা স্ফীত করছেন, কেননা এতটুকু ধাক্কা না খেয়ে বলশেভিক পার্টি এইসব মতবিরোধের ভেতর দিয়ে পার হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ কর্মিবৃন্দের বিভিন্ন ধরনের মতামত যদি মেনে না নিত তাহলে বিপ্লবী পার্টি না হয়ে আমাদের পার্টি একটি জাতিবিশেষে পরিণত হতো। অধিকন্তু, এটা সুপরিজ্ঞাত যে, এমনকি এর আগেও আমাদের মধ্যে মতের অনৈক্য ছিল, যেমন তৃতীয় ডুমার আমলে, কিন্তু সেসব আমাদের পার্টির ঐক্যকে নাড়া দেয়নি। তৃতীয়তঃ, এটা জিজ্ঞাসা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে তখন ট্রট্স্কির নিজের অবস্থা কী ছিল, যে ট্রট্স্কি এখন বলশেভিকদের অতীত মতবিরোধ নিয়ে এত আগ্রহের সঙ্গে আহ্লাদ করছেন। ট্রট্স্কির রচনাবলীর তথাকথিত সম্পাদক, লেনৎস্নার, আমাদের নিশ্চিত করতে চাইছেন যে, ট্রট্স্কির আমেরিকা থেকে লেখা চিঠিগুলিই (মার্চ) 'পুরোপুরি পূর্বাভাষ দিয়েছিল' লেনিনের দূরের পত্রাবলীর[৭৪] (মার্চ) যা কিনা লেনিনের এপ্রিল থিসিসের ভিত্তির কাজ করেছিল। ঐ কথাই তিনি বলছেন: 'পুরোপুরি পূর্বাভাষ দিয়েছিল।' ট্রট্স্কি এই উপমায় আপত্তি করছেন না; আপাতঃদৃষ্টিতে তিনি ধন্যবাদের সঙ্গে এটা গ্রহণ করছেন। কিন্তু, প্রথমতঃ, ট্রট্স্কির চিঠিগুলির সঙ্গে লেনিনের চিঠিগুলির কি সারমর্মের ব্যাপারে, কি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে 'সামান্যতম সাদৃশ্যও নেই', কারণ ট্রট্স্কির চিঠিগুলি তার বলশেভিক-বিরোধী পরিকল্পনা—'জার নয়, শুধু একটা শ্রমিকশ্রেণীর সরকার' এই শ্লোগানকে পুরোপুরি ও একান্তভাবে প্রতিফলিত করে, যে শ্লোগানের অন্তর্নিহিত পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে কৃষকসমাজকে বাদ দিয়ে বিপ্লব। এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য এই দুই প্রস্থ পত্রাবলীর ওপর চোখ বুলিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, লেনৎস্নার যা বলেছেন তা যদি ঠিক হয়, তাহলে বিদেশ থেকে আসবার একেবারে পরের দিনই যে লেনিন নিজেকে ট্রট্স্কি থেকে বিযুক্ত করাটা প্রয়োজনবোধ করেছিলেন, এ ঘটনাটা আমরা ব্যাখ্যা করি কেমন করে? কে না জানে লেনিনের পৌনঃপুনিক বিবৃতির কথা, যে ট্রট্স্কির **'কোন জার নয়, শুধু একটা শ্রমিকশ্রেণীর সরকার'** শ্লোগান ছিল 'তখনো পর্যন্ত অনিঃশেষিত

কৃষক-আন্দোলনকে 'ডিঙিয়ে যাওয়ার' প্রচেষ্টা, যে এই শ্লোগানের অর্থ 'শ্রমিক-শ্রেণীর সরকারের ক্ষমতা দখল নিয়ে খেলা করা'?*

লেনিনের বলশেভিক থিসিসগুলি আর ট্রট্স্কির 'ক্ষমতা দখল নিয়ে খেলা করা'র বলশেভিক-বিরোধী পরিকল্পনা, এই দুয়ের মধ্যে কী মিল থাকতে পারে? আর এই উন্মাদনা, যা কতকগুলি লোক প্রকাশ করছে মঁ ব্লাঁর সঙ্গে একটা কুঁড়ের তুলনা করে—তার কারণ কি? কি উদ্দেশ্যে লেনৎস্নার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন আমাদের বিপ্লব সম্পর্কে একরাশ পুরানো উপকথার সঙ্গে আর একটি বিপজ্জনক উপকথা সংযোজন করতে যে ট্রট্স্কির আমেরিকার চিঠিগুলি লেনিনের দূরের পত্রাবলীর 'পূর্বাভাষ বহন করছে'?**

অবাক হবার কিছু নেই যে, কথায় বলে, শত্রুর চেয়ে বশংবদ মূর্খ বেশি বিপজ্জনক।

(২) বৈপ্লবিক গণ-সমাবেশের পর্যায় (মে-আগস্ট)। এই পর্যায়ের প্রধান প্রধান ঘটনা হল:

(ক) পেত্রোগ্রাদে এপ্রিলের বিক্ষোভ-মিছিল এবং 'সমাজতন্ত্রীদের' সহযোগে কোয়ালিশন সরকার গঠন;

(খ) রাশিয়ার প্রধান প্রধান কেন্দ্রে 'গণতান্ত্রিক শান্তির' শ্লোগান নিয়ে মে-দিবসে বিক্ষোভ-মিছিল;

(গ) 'পুঁজিবাদী মন্ত্রীদের পতন হোক!' এই প্রধান শ্লোগান তুলে পেত্রোগ্রাদে জুন মাসে বিক্ষোভ-মিছিল;

(ঘ) রণাঙ্গণে জুন মাসের আক্রমণ এবং রুশ বাহিনীর বিপর্যয়সমূহ;

* লেনিনের **রচনাবলী**, ২০শ খণ্ড, পৃঃ ১০৪ দেখুন। আরও দেখুন পেত্রোগ্রাদ নগর সম্মেলন এবং রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির এপ্রিল, ১৯১৭-এর মধ্য এবং শেষ নিখিল-রুশ সম্মেলনে পেশ করা রিপোর্টগুলি।

** এইসব উপকথাগুলির সঙ্গে অবশ্যই যোগ করতে হবে আর একটি বহুল প্রচারিত কাহিনী যে গৃহযুদ্ধের রণাঙ্গনগুলিতে বিজয়সমূহের ট্রট্স্কি ছিলেন 'একমাত্র' অথবা 'প্রধান সংগঠক'। কমরেডস্, সত্যের খাতিরে আমি অবশ্যই ঘোষণা করব যে, এই বর্ণনা সত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন। আমি আদৌ অস্বীকার করি না যে, ট্রট্স্কি গৃহযুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করব যে, আমাদের বিজয়সমূহের সংগঠনকারী হওয়ার উচ্চ সম্মানের অধিকারী কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, অধিকারী হচ্ছে আমাদের দেশে অগ্রগামী শ্রমিকদের সমষ্টিগত সংস্থা—রুশ কমিউনিস্ট পার্টি। এক্ষেত্রে গোটাকয়েক উদাহরণ উদ্ধৃত করা বোধহয় অবান্তর হবে না। আপনারা জানেন যে, কলচাক ও ডেনিকিনকে

(ঙ) পেত্রোগ্রাদে জুলাই মাসে সশস্ত্র বিক্ষোভ-মিছিল ; ক্যাডেট মন্ত্রীদের সরকার থেকে পদত্যাগ ;

(চ) রণাঙ্গন থেকে প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদের ডেকে পাঠানো হয় ; প্রাভদার সম্পাদকীয় অফিসগুলি ধ্বংস করা হয় ; প্রতিবিপ্লব সোভিয়েতসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে এবং কেরেন্স্কির নেতৃত্বে একটা কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় ;

(ছ) আমাদের পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস, যা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির জন্য শ্লোগান দেয় ;

(জ) রাষ্ট্রের প্রতিবিপ্লবী সম্মেলন এবং মস্কোতে সাধারণ ধর্মঘট ;

(ঝ) কর্নিলভের অসফল পেত্রোগ্রাদ অভিযান, সোভিয়েতসমূহের পুনরুজ্জীবন ; ক্যাডেটরা পদত্যাগ করে এবং একটা 'পরিচালকমণ্ডলী' গঠিত হয়।

এই আমলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ হচ্ছে সংকট ঘনীভূত হওয়া এবং সোভিয়েতসমূহ ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে, ভালর জন্যই হোক আর মন্দর জন্যই হোক, যে অস্থির ভারসাম্য পূর্ববর্তী সময় বজায় ছিল, তাকে বানচাল করা। দ্বৈত ক্ষমতা উভয়পক্ষেরই অসহ্য হয়ে উঠেছে। 'সংযোগ কমিটির' ভঙ্গুর সৌধ

সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের প্রধান শত্রু বলে গণ্য করা হতো। আপনারা জানেন যে, ঐ শত্রুরা পরাজিত হবার পরেই শুধু আমাদের দেশ হাঁফ ছেড়ে নিশ্বাস নিতে পেরেছিল। ভাল কথা, ইতিহাস দেখাচ্ছে যে ট্রট্স্কির পরিকল্পনা সত্ত্বেও ঐ উভয় শত্রু, অর্থাৎ কলচাক ও ডেনিকিন, আমাদের সৈন্য দ্বারা পর্যুদস্ত হয়েছিল।

আপনারাই বিচার করুন।

(১) **কলচাক**। এটা হল ১৯১৯-এর গ্রীষ্মকালে। কলচাকের বিরুদ্ধে আমাদের সৈন্যরা এগিয়ে যাচ্ছে এবং উফার কাছে লড়ছে। কেন্দ্রীয় কমিটির একটা সভা হয়। ট্রট্স্কি প্রস্তাব করেন যে, উরাল অঞ্চল কলচাকের হাতে ছেড়ে দিয়ে বেলাইয়া নদীর (উফার কাছে) পাড় বরাবর অগ্রগতি থামিয়ে দেওয়া হোক এবং সৈন্যদের ঐ অংশটাকে পূর্ব রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে নিয়ে দক্ষিণ রণাঙ্গণে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। একটা উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি ট্রট্স্কির সঙ্গে দ্বিমত হন, যেহেতু তাঁদের অভিমত অনুযায়ী কারখানা আর রেলপথের বিস্তৃত জাল সমন্বিত উরাল অঞ্চল কিছুতেই কলচাকের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না, কারণ সেখানে সে সহজেই চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে, একটি শক্তিশালী সৈন্যদল গড়ে তুলতে পারে এবং ভলগায় পুনরায় হানা দিতে পারে ; প্রথমেই কলচাককে হটিয়ে দিতে হবে উরাল পর্বতমালার ওপারে একেবারে সাইবেরিয়ার শুষ্ক নিষ্পাদপ তৃণাবৃত প্রান্তরে, আর একমাত্র সেটা করা হয়ে গেলেই দক্ষিণদিকে সৈন্য স্থানান্তরিত করা উচিত হতে পারে। কেন্দ্রীয় কমিটি ট্রট্স্কির পরিকল্পনা নাকচ করেন। ট্রট্স্কি তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটি এটি গ্রহণ করতে অসম্মত হন।

টলমল করছে। 'ক্ষমতার সংকট' আর 'মন্ত্রী রদবদল' এই দুটিই হল আজকের দিনের সবচাইতে রেওয়াজী বাঁধা-বুলি। রণাঙ্গনে সংকট, পশ্চাতে ভাঙন, তাদের কার্য সাধন করে যাচ্ছে, যার ফলে দূরতম পার্শ্বদেশ শক্তিশালী হচ্ছে আর প্রতিরক্ষাবাদী আপোষকামীরা দুদিক থেকে নিষ্পেষিত হচ্ছে। বিপ্লব প্রস্তুত হচ্ছে, যে কারণে প্রতিবিপ্লবও প্রস্তুত হচ্ছে। আর প্রতিবিপ্লবও বিপ্লবকে সম্মুখ দিকে খুঁচিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে ও বৈপ্লবিক জোয়ারে নব তরঙ্গ উদ্বেলিত করে তুলছে। নতুন শ্রেণীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটাই সেই মুহূর্তে জরুরী প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল।

তখন কি আমাদের পার্টির ভেতর মতভেদ ছিল? হাঁ, ছিল। ট্রট্স্কি, যিনি আমাদের পার্টির ভেতর একটা 'দক্ষিণ' আর একটা 'বাম' পক্ষ আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন, তাঁর সেই জোরালো উক্তি সত্ত্বেও কিন্তু সে মতভেদগুলি ছিল নিছক ব্যবহারিক প্রকৃতির। অর্থাৎ সেগুলি ছিল এমন মতবিরোধ যা কিনা, যেখানেই বলিষ্ঠ পার্টি-জীবন আর বাস্তবিক পার্টি কর্মতৎপরতা আছে, সেখানেই থাকতে বাধ্য। ট্রট্স্কির এ কথা জোর দিয়ে বলা ভুল যে, পেত্রোগ্রাদে এপ্রিলের বিক্ষোভ সমাবেশের ফলেই কেন্দ্রীয় কমিটিতে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এই প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ এবং বলশেভিকরা যখন সোভিয়েতগুলিতে ও সেনাবাহিনীতে সংখ্যালঘু ছিল তখন একদল কমরেডের

প্রধান সেনাপতি ভাৎসেতিস, যে ট্রট্স্কির পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিল, পদত্যাগ করে। তার স্থান গ্রহণ করেন নতুন প্রধান সেনাপতি কামেনেভ। সেই মুহূর্ত থেকে পূর্ব রণাঙ্গণের ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা থেকে ট্রট্স্কি বিরত থাকেন।

(২) **ডেনিকিন।** এটা হল ১৯১৯-এর শরৎকালে। ডেনিকিনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক লড়াই সফলতার সঙ্গে এগুচ্ছে না। মামনতোভের চারিদিকের 'ইস্পাত বেষ্টনী' (মামনতোভের আক্রমণ) স্পষ্টতঃই ভেঙে পড়েছে। ডেনিকিন কুরস্ক দখল করেছে। ডেনিকিন ওরেলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে হাজির থাকার জন্য দক্ষিণ রণাঙ্গন থেকে ট্রট্স্কিকে তলব করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি অবস্থা আশংকাজনক বলে মনে করেন এবং দক্ষিণ রণাঙ্গণে নতুন সমর নায়কদের পাঠাতে ও ট্রট্স্কিকে ফিরিয়ে আনতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নতুন সমর নায়কগণ দক্ষিণ রণাঙ্গণের ব্যাপারে ট্রট্স্কি কর্তৃক 'কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার' দাবি করেন। ট্রট্স্কি দক্ষিণ রণাঙ্গণের ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। একেবারে ডন নদীতীরস্থ রোস্তভ এবং ওদেসা অধিকার করা পর্যন্ত, দক্ষিণ রণাঙ্গণে আমাদের সৈন্যদের অভিযান ট্রট্স্কি ছাড়াই এগিয়ে যেতে থাকে।

যে কেউ এই বাস্তব ঘটনাগুলিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করতে পারেন।

অস্থায়ী সরকারকে গ্রেপ্তার করার প্রচেষ্টাকে নিন্দা করেছিলেন। ট্রট্স্কি যদি সুখানভের অনুবর্তী না হয়ে প্রামাণ্য দলিলপত্র অনুযায়ী অক্টোবরের 'ইতিহাস' লিখতেন তাহলে তাঁর উক্তির অসত্যতা সম্পর্কে নিজেই স্থিরপ্রত্যয় হতে পারতেন।

ট্রট্স্কির উক্তি সম্পূর্ণ ভুল যে 'লেনিনের উদ্যোগে' ১০ই জুন একটি জন-সমাবেশের বন্দোবস্ত করার চেষ্টাটাকে কেন্দ্রীয় কমিটির 'দক্ষিণপন্থী' সভ্যরা 'হঠকারিতা' বলে বর্ণনা করেছেন। ট্রট্‌স্কি যদি সুখানভকে অনুসরণ করে না লিখতেন তাহলে তিনি সুনিশ্চিতভাবেই জানতে পারতেন যে, ১০ই জুনের জন-সমাবেশ লেনিনের পূর্ণ সম্মতি নিয়েই স্থগিত রাখা হয়, এবং পেত্রোগ্রাদ কমিটির বিখ্যাত সভায় তিনি যে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি এটা স্থগিত রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন (পেত্রোগ্রাদ কমিটির কার্যবিবরণী[৭৫] দেখুন)।

জুলাইয়ের সশস্ত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটিতে 'শোচনীয়' মতবিরোধ সম্বন্ধে ট্রট্‌স্কি যা বলছেন তা সম্পূর্ণ ভুল। কেন্দ্রীয় কমিটির ভেতরকার নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীটির কিছু সভ্য 'জুলাইয়ের ঘটনাকে একটা ক্ষতি-কারক হঠকারি কাজ বলে মনে না করে পারেনি' জোর দিয়ে ট্রট্‌স্কি যখন এই কথা বলছেন তখন তিনি কেবল বানানো কথা বলছেন। ট্রট্‌স্কি, তখন যিনি আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ছিলেন না, যিনি ছিলেন শুধু আমাদের সোভিয়েত পার্লামেণ্টের সভ্য, হয়তো সেই কারণেই জানতেন না যে, জুলাইয়ের বিক্ষোভ সমাবেশটা কেন্দ্রীয় কমিটি শত্রুকে বাজিয়ে দেখার একটা কৌশল বলে মনে করেছিলেন, যে কেন্দ্রীয় কমিটি (এবং লেনিন) যখন প্রধান প্রধান শহর-গুলিতে তখনো পর্যন্ত সোভিয়েতগুলি প্রতিরক্ষাবাদীদের সমর্থন করত, সেই সময় বিক্ষোভ সমাবেশটাকে একটা অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত করতে চাননি, রূপান্তরের কথা চিন্তাও পর্যন্ত করেননি। এটা খুবই সম্ভব যে, কিছু বলশেভিক জুলাইয়ের পরাভব নিয়ে নাকী কান্না কেঁদেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি জানি যে বল-শেভিকদের মধ্যে কেউ কেউ, যারা সে সময় গ্রেপ্তার হয়েছিল, এমনকি আমাদের পার্টি পরিত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এর থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য বলে কথিত কিছুসংখ্যক তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থীদের' বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত টানা ইতিহাসের একটা লজ্জাকর বিকৃতিই হবে।

কর্নিলভের ঘটনার সময়ে পার্টি নেতাদের একটা অংশ প্রতিরক্ষাবাদীদের

নিয়ে একটা জোট দাঁধার দিকে, অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন বলে ট্রট্স্কি যেটা প্রচার করছেন তা ভুল। তিনি অবশ্য সেই একই তথাকথিত 'দক্ষিণপন্থীদের' কথাই উল্লেখ করছেন যারা তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। ট্রট্স্কি ভ্রান্ত, কারণ এমন দলিলপত্র রয়েছে যা তাঁর বিবৃতিকে মিথ্যা প্রমাণিত করবে, যেমন পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র। ট্রট্স্কি কেরেন্স্কিকে সমর্থন করার বিরুদ্ধে সাবধান করে দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেনিনের লেখা চিঠির উল্লেখ করছেন; কিন্তু লেনিনের চিঠিগুলি, সেগুলির তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য ট্রট্স্কি বুঝতে পারছেন না। তাঁর চিঠিগুলিতে লেনিন মাঝে মাঝে ইচ্ছাকৃতভাবে এগিয়ে যেতেন, সামনে তুলে ধরতেন যেসব ভুল সম্ভবতঃ হতে পারে, এবং পার্টিকে হুঁশিয়ার করার জন্য, আর এইসব বিচ্যুতির হাত থেকে পার্টিকে নিরাপদ করার জন্য, আগে থেকেই তিনি সেগুলির সমালোচনা করতেন। কখনো-বা একটা তুচ্ছ বিষয়কে পর্যন্ত খুব বড় করে দেখিয়েছেন, আর সেই একই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কখনো 'তিলকে তাল করেছেন'। পার্টির নেতা, বিশেষ করে তিনি যখন আত্মগোপন করে থাকেন, এ ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেন না, কেননা তাঁর সহযোদ্ধার চেয়ে তাঁকে আরও দূরদর্শী হতে হবে, প্রত্যেকটি সম্ভাব্য ভুল সম্পর্কে, এমনকি 'অকিঞ্চিৎকর' বিষয়েও বিপদের সংকেত জানাতে হয়। কিন্তু লেনিনের এইরকম সব চিঠি থেকে (আর এইরকম চিঠি বেশ কিছু তিনি লিখেছেন) 'শোচনীয়' মতভেদের অস্তিত্ব অনুমান করা এবং তাই নিয়ে চারিদিকে ঢাক পিটিয়ে বেড়ানোর অর্থ লেনিনের চিঠি না বোঝা, লেনিনকে না জানা। ট্রট্স্কি কেন যে সময় সময় প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে যান, তার ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ এই। সংক্ষেপে: কর্নিলভ বিদ্রোহের সময় কেন্দ্রীয় কমিটিতে মতবিরোধ ছিল না, একেবারেই কোন মতবিরোধ ছিল না।

জুলাই পরাজয়ের পর, সোভিয়েতগুলির ভবিষ্যতের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং লেনিনের মধ্যে বাস্তবিকই মতবিরোধের উদ্ভব হয়েছিল! এটা জানা আছে যে, সোভিয়েতগুলির বাইরে অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতির নির্দিষ্ট কাজে পার্টির মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার অভিপ্রায় নিয়ে লেনিন সোভিয়েতগুলির প্রতি অযথা আসক্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যেহেতু তাঁর বিবেচনায় প্রতিরক্ষাবাদীদের দ্বারা দূষিত হয়ে ওগুলি অকেজো হয়ে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস অধিকতর সতর্ক পন্থা গ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্ত

করেন যে, সোভিয়েতগুলির পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাব্যতাকে খারিজ করে দেবার কোন হেতু নেই। কর্নিলভ বিদ্রোহ দেখিয়ে দেয় যে, এই সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক। অবশ্য পার্টির পক্ষে এই মতবিরোধের কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম ছিল না। পরবর্তীকালে লেনিন স্বীকার করেছিলেন যে ষষ্ঠ কংগ্রেস যে পথ নিয়েছিল সেটাই ছিল সঠিক। এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে, এই মতদ্বৈতকে ট্রট্স্কি আঁকড়ে ধরেননি ও সেটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে 'দৈত্যাকার' করে তোলেননি।

একটা ঐক্যবদ্ধ, দুর্ভেদ্য পার্টি, বৈপ্লবিক গণ-সমাবেশের কেন্দ্র—এই হল আমাদের পার্টি প্রদর্শিত সেই পর্যায়ের চিত্র।

(৩) **আক্রমণ** সংগঠিত করার পর্যায় (**সেপ্টেম্বর-অক্টোবর**)। এই পর্যায়ের প্রধান ঘটনাবলী হল :

(ক) গণতান্ত্রিক সম্মেলন আহ্বান এবং ক্যাডেটদের নিয়ে জোট গঠনের পরিকল্পনার ধ্বংসপ্রাপ্তি;

(খ) মস্কো এবং পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতসমূহ বলশেভিকদের পক্ষে চলে যায়;

(গ) উত্তরাঞ্চলের সোভিয়েতগুলির কংগ্রেস[১৬]; সৈন্যাপসারণের বিরুদ্ধে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে;

(ঘ) অভ্যুত্থান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের বিপ্লবী সামরিক কমিটি গঠন;

(ঙ) পেত্রোগ্রাদ রক্ষীবাহিনী পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতকে সশস্ত্র সাহায্যদান করতে সিদ্ধান্ত নেয়; বিপ্লবী সামরিক কমিটির কমিশারদের নিয়ে একটি জালের ন্যায় সন্নিবদ্ধ সংস্থা গঠিত হয়;

(চ) সশস্ত্র বলশেভিক সৈন্যদল সক্রিয় হয়; অস্থায়ী সরকারী সভ্যদের গ্রেপ্তার করা হয়;

(ছ) পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের বিপ্লবী সামরিক কমিটি ক্ষমতালাভ করে; সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেস গণ-কমিশার পরিষদ গঠন করে।

এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ হল সংকটের দ্রুত বৃদ্ধি, শাসক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে চরম আতংক বিদ্যমান, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের বিচ্ছিন্নতা, এবং যারা দোদুল্যমান তাদের ব্যাপকভাবে বলশেভিকদের পক্ষে যোগদান। এই পর্যায়ের বিপ্লবের একটি রণকৌশলের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য

লক্ষণীয়, যথা আত্মরক্ষার অছিলায় বিপ্লব প্রতি পদক্ষেপে, অথবা প্রায় প্রতি পদক্ষেপে, আক্রমণের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। নিঃসন্দেহে, পেত্রোগ্রাদ থেকে সৈন্যদল প্রত্যাহার মঞ্জুর করতে অস্বীকৃতি, বিপ্লব কর্তৃক আক্রমণের একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ; তথাপি এই আক্রমণ চালানো হয়েছিল বহিঃশত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে পেত্রোগ্রাদকে রক্ষা করার শ্লোগানের আড়ালে। নিঃসন্দেহে, বিপ্লবী সামরিক কমিটি গঠন অস্থায়ী সরকারের ওপর আক্রমণের একটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তথাপি এটা কার্যে পরিণত করা হয়েছিল সামরিক এলাকার সদর দপ্তরের কাজকর্মের ওপর সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ সুব্যবস্থিত করার শ্লোগানের আড়লে। নিঃসন্দেহে, রক্ষীদলের খোলাখুলি বিপ্লবী সামরিক কমিটিতে যোগদান এবং সোভিয়েত কমিশারদের জালের ন্যায় সংগঠন স্থাপন অভ্যুত্থানের সূত্রপাতকে চিহ্নিত করে; তৎসত্ত্বেও, প্রতিবিপ্লবের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতকে রক্ষা করার শ্লোগানের আড়ালে বিপ্লব এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। 'যারা দ্বিধাগ্রস্ত, দোদুল্যমান, তাদের আরও সহজে বিপ্লবের ক্ষেত্রে টেনে আনার জন্য বিপ্লব যেন তার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপকে আত্মরক্ষার আবরণে ঢেকে রেখেছিল। সেই সময়কার বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও শ্লোগানগুলির ব্যাহতঃ আত্মরক্ষামূলক চরিত্রকে এটা নিঃসন্দেহে বোধগম্য করে তোলে, তা সত্ত্বেও, সেগুলির অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু ছিল গভীর-ভাবে আক্রমণাত্মক প্রকৃতির।

সেই সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কি মতবিরোধ ছিল? হাঁ, ছিল, অধিকন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ মতবিরোধই ছিল। আমি ইতিপূর্বে অভ্যুত্থান সংক্রান্ত মতভেদ-গুলি সম্পর্কে বলেছি। কেন্দ্রীয় কমিটির ১০ই ও ১৬ই অক্টোবরের বৈঠকের কার্যবিবরণীতে সেগুলি প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং, যা আমি ইতিপূর্বেই বলেছি তার আর পুনরাবৃত্তি করব না। এখন তিনটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতেই হবে: প্রাক্-পার্লামেন্টে যোগদান, অভ্যুত্থানে সোভিয়েতগুলির ভূমিকা, এবং অভ্যুত্থানের ঘটনাকাল। এটা আরও বেশি করে প্রয়োজন, যেহেতু ট্রট্স্কি নিজেকে একটা বিশেষ স্থানে ঠেলে নিয়ে যাবার উৎসাহে 'অনবধানতাবশতঃ' শেষের দুটি প্রশ্ন সম্পর্কে লেনিন যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তাকে বিকৃতরূপে চিত্রিত করেছেন।

সন্দেহাতীতভাবে, প্রাক্-পার্লামেন্টের প্রশ্নে মতবিরোধগুলি ছিল গুরুতর প্রকৃতির। বলতে গেলে, প্রাক্-পার্লামেন্টের লক্ষ্য কি ছিল? লক্ষ্য ছিল:

সোভিয়েতগুলিকে পেছনে ঠেলে নিয়ে যেতে বুর্জোয়াদের সাহায্য করা এবং বুর্জোয়া পার্লামেণ্টবাদের ভিত্তি স্থাপন করা। যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার ভেতর প্রাক্-পার্লামেণ্ট এই বিশেষ কাজ সমাধা করতে পারত কিনা, সেটা অন্য ব্যাপার। ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে যে এই উদ্দেশ্য বাস্তবে পরিণত করা যেত না এবং এই প্রাক্-পার্লামেণ্ট বস্তুটাই ছিল একটা কর্নিলভীয় গর্ভপাত। যা হোক, এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, প্রাক্-পার্লামেণ্ট স্থাপন করে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা ঠিক এই লক্ষ্যই অনুসরণ করেছিল। ঐ অবস্থার মধ্যে বলশেভিকদের প্রাক্-পার্লামেণ্টে যোগদানের কী অর্থ হতে পারে? প্রাক্-পার্লামেণ্টের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রমিক-জনসাধারণকে প্রতারণা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। লেনিন তাঁর পত্রাবলীতে প্রাক্-পার্লামেণ্টে যোগদানের পক্ষপাতীদের যে প্রবল উষ্মা নিয়ে কশাঘাত করেছিলেন তার এই হল প্রধান কারণ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, প্রাক্-পার্লামেণ্টে যোগদান করা একটা গুরুতর ভুল।

যাই হোক, এটা মনে করা ভুল, যেমন ট্রট্স্কি করছেন, যে যারা প্রাক্-পার্লামেণ্টে যোগদানের পক্ষপাতী ছিল তারা গঠনমূলক কাজের উদ্দেশ্যে 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির খাতে' 'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে পরিচালনার' উদ্দেশ্যে তার মধ্যে ঢুকেছিল। ব্যাপারটা আদতেই তা নয়। এটা সত্য নয়। ব্যাপারটা যদি তা-ই হতো, তাহলে পার্টি প্রাক্-পার্লামেণ্ট থেকে বেরিয়ে 'দু সেকেণ্ডের মধ্যে' এই ভুল সংশোধন করতে সক্ষম হতো না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এই ভুলের দ্রুত সংশোধন আমাদের পার্টির জীবনীশক্তি আর বৈপ্লবিক ক্ষমতার প্রকাশ।

বলশেভিক গ্রুপের যে বৈঠকে প্রাক্-পার্লামেণ্টের প্রশ্ন সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে ট্রট্স্কির গ্রন্থাবলীর 'সম্পাদক' লেনৎস্নারের বিবরণীর মধ্যে যে একটা সামান্য ভুল ঢুকে পড়েছে, এবারে আমাকে সেটা শুধরে দিতে অনুমতি দিন। লেনৎস্নার বলছেন যে এই বৈঠকে দুজন রিপোর্টার ছিলেন—কামেনেভ এবং ট্রট্স্কি। কথাটা সত্য নয়। বস্তুতঃ, সেখানে চারজন রিপোর্টার ছিলেন: প্রাক্-পার্লামেণ্ট বর্জন করার পক্ষে দুজন (ট্রট্স্কি ও স্তালিন), এবং অংশগ্রহণ করার পক্ষে দুজন (কামেনেভ ও নোগিন)।

অভ্যুত্থানের রূপ সম্পর্কে লেনিন যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে

আলোচনাকালে ট্রট্স্কি আরো খারাপ অবস্থায় পড়েছেন। ট্রট্স্কির মতানুসারে এটাই প্রতীয়মান হয় যে 'স্বতন্ত্রভাবে এবং সোভিয়েতের পেছন দিক দিয়ে' পার্টির অক্টোবরে ক্ষমতা গ্রহণ করা উচিত, এই ছিল লেনিনের অভিমত। পরবর্তীকালে এই প্রলাপকে, যা তিনি লেনিনের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন, সমালোচনা করতে গিয়ে ট্রট্স্কি 'বোকামী করেছেন' এবং মুরুব্বির মতো দয়া করে এই বাণী বিতরণ করেছেন: 'সেটা একটা ভুল হতো।' লেনিন সম্পর্কে ট্রট্স্কি এখানে অসত্য বলছেন, অভ্যুত্থানে সোভিয়েতগুলির ভূমিকার ওপর লেনিনের মতামতকে বিকৃতভাবে বর্ণনা করছেন। রাশিকৃত দলিল-দস্তাবেজ উল্লেখ করা যায় যা প্রমাণ করে যে লেনিন প্রস্তাব করেছিলেন যে সোভিয়েত-গুলির—পেত্রোগ্রাদ বা মস্কো সোভিয়েতের—**মাধ্যমে** ক্ষমতা দখল করা হোক, সোভিয়েতসমূহের **পেছন দিক থেকে** নয়। লেনিন সম্পর্কে এই অতি উদ্ভট উপকথাকে ট্রট্স্কির কেন উদ্ভাবন করতে হয়েছিল?

ট্রট্স্কি যখন অভ্যুত্থানের তারিখের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটি ও লেনিন কর্তৃক গৃহীত অবস্থান 'বিশ্লেষণ করছেন', তখনো তাঁর অবস্থা এর চেয়ে কিছু ভাল নয়। কেন্দ্রীয় কমিটির ১০ই অক্টোবর তারিখের বিখ্যাত বৈঠকের বিবরণ দিতে গিয়ে ট্রট্স্কি জোর দিয়ে বলেন যে, সেই বৈঠকে 'এই মর্মে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ১৫ই অক্টোবরের পরে আর অভ্যুত্থান ঘটানো উচিত নয়।' এটা থেকে মনে হবে যে, ১৫ই অক্টোবর অভ্যুত্থানের তারিখ হিসেবে নির্দিষ্ট করে, পরে কেন্দ্রীয় কমিটি অভ্যুত্থানের তারিখ ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত রেখে নিজেই সেই সিদ্ধান্তকে বাতিল করে। তা কি সত্য? না, তা সত্য নয়। সেই সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি অভ্যুত্থানের ওপর দুটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন—একটা ১০ই অক্টোবর এবং অপরটা ১৬ই অক্টোবর। এখন এই প্রস্তাবগুলি পাঠ করা যাক।

কেন্দ্রীয় কমিটির ১০ই অক্টোবরের প্রস্তাব:

'কেন্দ্রীয় কমিটি স্বীকার করে যে রুশ বিপ্লবের আন্তর্জাতিক অবস্থান (জার্মান নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ, যা হচ্ছে ইউরোপের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বিশ্ব-সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের প্রসারের চরম প্রকাশ, এবং রাশিয়ার বিপ্লবকে গলা টিপে খতম করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে শান্তির* ভীতি প্রদর্শন) এবং সামরিক পরিস্থিতি (রুশ বুর্জোয়া এবং

* স্পষ্টতঃই, এটি 'একটি স্বতন্ত্র শান্তি' হওয়া উচিত।—জে. স্তালিন

কেরেন্স্কি ও তাঁর দলবলের জার্মানদের কাছে পেত্রোগ্রাদ সমর্পণের সন্দেহাতীত সিদ্ধান্ত) ও এই ঘটনা যে শ্রমিক পার্টি সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে—এই সমস্ত, কৃষক বিদ্রোহ এবং আমাদের পার্টির দিকে জনসাধারণের আস্থার গতি পরিবর্তন (মস্কোতে নির্বাচন) এর সঙ্গে ধরে নিয়ে এবং সর্বশেষ একটা দ্বিতীয় কর্নিলভ ঘটনার জন্য যে সুস্পষ্ট প্রস্তুতি (পেত্রোগ্রাদ থেকে সৈন্য অপসারণ, পেত্রোগ্রাদে কশাকদের প্রেরণ, কশাকগণ কর্তৃক মিন্স্ক পরিবেষ্টন, ইত্যাদি)—এই সবকিছু সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে আজকের আশু কর্তব্য হিসেবে হাজির করেছে।

'সুতরাং, একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান যে অনিবার্য এবং এর পক্ষে সময়টা যে সম্পূর্ণরূপে অনুকূল, এটা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত পার্টি প্রতিষ্ঠানকে সেই অনুযায়ী পরিচালিত হতে এবং সমস্ত বাস্তব প্রশ্নের (উত্তরাঞ্চলের সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস, পেত্রোগ্রাদ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার, মস্কো এবং মিন্স্কে জনগণের কার্যকলাপ, ইত্যাদি) এই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা এবং মীমাংসা করতে নির্দেশ দিচ্ছে।'৭৭

দায়িত্বশীল কর্মীদের সঙ্গে ১৬ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির আলোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত:

> 'এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণভাবে অভ্যর্থনা করছে এবং পুরোপুরি সমর্থন করছে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপিত কেন্দ্রকে সমর্থন করার জন্য নিখুঁত এবং চরম প্রস্তুতি করতে সমস্ত সংগঠন, সমস্ত শ্রমিক এবং সৈন্যদের আহ্বান জানাচ্ছে। এই সম্মেলন পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করছে যে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত আক্রমণ শুরু করার অনুকূল মুহূর্ত এবং উপযুক্ত উপায়সমূহের যথাসময়ে নির্দেশ দেবে।'৭৮

আপনারা দেখছেন যে অভ্যুত্থানের তারিখ এবং অভ্যুত্থানের ওপর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের ব্যাপারে ট্রট্স্কির স্মরণশক্তি তাঁর সঙ্গে বেইমানী করেছে।

ট্রট্স্কির এ কথা নিতান্ত ভুল যে, লেনিন সোভিয়েত বৈধতাকে যথার্থ মূল্য দেননি, সোভিয়েতসমূহের নিখিল-রুশ কংগ্রেসের ২৫শে অক্টোবরে ক্ষমতা দখলের মহতী গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি এবং এই কারণে তিনি ২৫শে অক্টোবরের আগে ক্ষমতা দখল করা হোক বলে জিদ ধরেছিলেন। সেটা সত্য নয়। লেনিন ২৫শে অক্টোবরের পূর্বে ক্ষমতা দখলের প্রস্তাব

করেছিলেন দুটি কারণে। প্রথমতঃ, প্রতিবিপ্লবীরা যে-কোন মুহূর্তে পেত্রোগ্রাদ সমর্পণ করতে পারতো যার ফলে বিকাশমান অভ্যুত্থানের রক্ত ক্ষয় হতো এবং সেইজন্য প্রতিটি দিন ছিল মূল্যবান। দ্বিতীয়তঃ, পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত অভ্যুত্থানের দিন (২৫শে অক্টোবর) খোলাখুলিভাবে ঠিক করে এবং ঘোষণা করে যে-ভুল করেছিল, অভ্যুত্থানকে নির্ধারিত দিনের আগে কার্যতঃ শুরু করা ছাড়া সেই ভুলকে অন্য কোন উপায়েই সংশোধন করা যেত না। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, লেনিন অভ্যুত্থানকে চারুকলা বলে গণ্য করতেন, কাজেই তিনি এটা জানতেন যে শত্রু যদি অভ্যুত্থানের তারিখটা টের পেয়ে যায় (পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের অসাবধানতার জন্য) তাহলে সে নিশ্চয়ই সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হতে চেষ্টা করবে। অতএব, প্রয়োজন ছিল শত্রু সুযোগ পাবার আগেই কাজ শুরু করার, অর্থাৎ নির্ধারিত তারিখের **আগেই** নিশ্চিতভাবেই অভ্যুত্থানের উদ্বোধন করা। যাঁরা ২৫শে অক্টোবর তারিখ সম্পর্কে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করছিল লেনিন যে তাঁর চিঠিগুলিতে তাদের কশাঘাত করেছিলেন সেই আবেগের এই হচ্ছে প্রধান ব্যাখ্যা। ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে লেনিন ছিলেন চূড়ান্তভাবে অভ্রান্ত। এটা ভাল করে জানা আছে যে, অভ্যুত্থান শুরু করা হয়েছিল নিখিল-রুশ সোভিয়েত সম্মেলনের আগে। এটা ভাল করে জানা আছে যে, আসলে ক্ষমতা দখল করা হয়েছিল সোভিয়েতসমূহের নিখিল-রুশ কংগ্রেস শুরু হবার আগে এবং ক্ষমতা সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস দখল করেনি, ক্ষমতা দখল করেছিল পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত, বিপ্লবী সামরিক কমিটি। সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের কাছ থেকে ক্ষমতা শুধু **গ্রহণ করেছিল**। সেই কারণেই সোভিয়েত বৈধতার গুরুত্ব সম্পর্কে ট্রট্স্কির দীর্ঘ যুক্তিতর্ক একেবারেই অবান্তর।

বিপ্লবী জনগণ বুর্জোয়া শাসনকে ঝড়ের মতো আক্রমণ করে উৎখাত করেছে আর তাদের নেতৃত্বে রয়েছে এক বীর্যবান এবং পরাক্রান্ত পার্টি— সেই সময় আমাদের পার্টির এই ছিল অবস্থা।

অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির উপকথাগুলি সম্পর্কে এই হল আসল ব্যাপার।

৩। ট্রট্স্কিবাদ, না লেনিনবাদ?

অক্টোবর এবং তার প্রস্তুতি সম্পর্কে ট্রট্স্কি ও তাঁর সমর্থকদের দ্বারা প্রচারিত পার্টির বিরুদ্ধে পরিচালিত লেনিনের সম্পর্কে উপকথাগুলি আমরা

উপরে আলোচনা করেছি। এই উপকথাগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছি এবং খণ্ডন করেছি। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে: অক্টোবর ও অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতি সম্বন্ধে, লেনিন ও লেনিনের পার্টি সম্বন্ধে কোন্ উদ্দেশ্যে ট্রট্‌স্কির এইসব উপকথার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল? পার্টির বিরুদ্ধে ট্রট্‌স্কির নতুন সাহিত্যিক ঘোষণাগুলির উদ্দেশ্য কী? পার্টি যখন কোন আলোচনা চায় না, পার্টি যখন প্রচুর জরুরী কাজে ব্যস্ত, পুরানো প্রশ্ন নিয়ে নতুন করে লড়াই না করে অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই পার্টির যখন প্রয়োজন, তখন আর এ-সময় এ-সমস্ত প্রচারোক্তির তাৎপর্য, অভিপ্রায় ও লক্ষ্য কী? পার্টিকে পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রট্‌স্কির নতুন আলোচনার কিসের প্রয়োজন হল?

ট্রট্স্কি জোর দিয়ে বলছেন যে, অক্টোবরকে 'অধ্যয়ন করার' জন্য এইসব দরকার। কিন্তু পার্টিকে এবং তার নেতা লেনিনকে আর একটা লাথি না মেরে কি অক্টোবরকে অধ্যায়ন করা সম্ভব নয়? এটা অক্টোবরের কি ধরনের 'ইতিহাস' যা শুরু ও শেষ হয় অক্টোবর অভ্যুত্থানের অধিনায়ককে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায়, অভ্যুত্থানকে সংগঠিত ও শেষ পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করেছে যে পার্টি সেই পার্টিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায়? না, এখানে **এটা** অক্টোবরকে অধ্যয়ন করার ব্যাপার নয়। অক্টোবরকে নিয়ে অধ্যয়ন করার পদ্ধতি **ওটা** নয়। অক্টোবরের ইতিহাস লেখার পদ্ধতি **ওটা** নয়। স্পষ্টতঃই, এখানে একটি অন্য 'অভিসন্ধি' আছে এবং সবকিছু থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই 'অভিসন্ধি' হচ্ছে ট্রট্স্কি তাঁর সাহিত্যিক ফরমান দ্বারা, লেনিনবাদের পরিবর্তে ট্রট্স্কিবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবস্থার সৃষ্টি করতে আর একবার (আরও একবার!) চেষ্টা করছেন। ট্রট্স্কি 'মরীয়া হয়ে' চাইছেন পার্টিকে এবং যাঁরা অভ্যুত্থানকে বরাবর চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন পার্টির সেই কর্মীদের হেয় করতে, যাতে করে পার্টিকে হেয় করার পর লেনিনবাদকে হেয় করতে অগ্রসর হওয়া যায়। 'শ্রমিকশ্রেণীর' 'একমাত্র' (হাসবেন না) মতাদর্শ হিসেবে ট্রট্‌স্কিবাদকে টেনে-হিঁচড়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর পক্ষে লেনিনবাদকে অবনমিত করা প্রয়োজন। এইসব অবশ্যই (আহা, অবশ্যই!) লেনিনবাদের পতাকার নীচে করা হচ্ছে, যাতে জোর করে টানা-হেঁচড়ানোর কাজটা 'যথাসম্ভব ব্যথা না দিয়ে' করা যায়।

সেটাই হল ট্রট্‌স্কির সর্বশেষ সাহিত্যিক ফরমানগুলির সার কথা।

সেই কারণেই ট্রট্‌স্কির ঐ ফরমানগুলি ট্রট্‌স্কিবাদের প্রশ্নটি উগ্রভাবে তুলে ধরেছে।

সুতরাং, ট্রট্‌স্কিবাদ কী?

ট্রট্‌স্কিবাদের তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, যে লক্ষণগুলি লেনিনবাদের সঙ্গে ট্রট্‌স্কিবাদের আপোষহীন দ্বন্দ্ব ঘটাচ্ছে।

এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি কী কী?

প্রথমতঃ। ট্রট্‌স্কিবাদ হচ্ছে 'স্থায়ী' (নিরবচ্ছিন্ন) বিপ্লবের মতবাদ। কিন্তু, ট্রট্‌স্কিবাদী ভাষ্যে স্থায়ী বিপ্লবটা কী? এটা হচ্ছে সেই বিপ্লব, যা দরিদ্র কৃষকসমাজকে একটা বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে গণনার মধ্যে আনে না। ট্রট্‌স্কির স্থায়ী বিপ্লব হচ্ছে, যেমন লেনিন বলেছেন, কৃষক-আন্দোলনকে 'লাফিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়া', 'ক্ষমতা দখল নিয়ে খেলা করা।' কেন এটা বিপজ্জনক? কারণ, এরকম বিপ্লব ঘটানোর যদি একটা চেষ্টা করা হতো তাহলে সে বিপ্লব অনিবার্যভাবে ব্যর্থতায় শেষ হতো, যেহেতু এই বিপ্লব রাশিয়ান শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে, তার মিত্র দরিদ্র কৃষকসমাজকে বিচ্ছিন্ন করে দিত। ট্রট্‌স্কিবাদের বিরুদ্ধে লেনিনবাদ যে ১৯০৫ সাল থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, এটাই তার কারণ।

লড়াইয়ের এই দৃষ্টিকোণ থেকে ট্রট্‌স্কি কিভাবে লেনিনবাদের মূল্যায়ন করছেন? তিনি এটাকে একটা 'বিপ্লব-বিরোধী লক্ষণবিশিষ্ট' তত্ত্ব বলে মনে করেন। লেনিনবাদ সম্পর্কে এই ক্রুদ্ধ অভিমত কোন্ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত? এই ঘটনার ওপরে প্রতিষ্ঠিত যে, শ্রমিকশ্রেণী এবং **কৃষকসমাজের** এক-নায়কত্বের ধারণাকে লেনিনবাদ যথাসময়ে সমর্থন করেছিল এবং উঁচুতে তুলে ধরেছিল।

কিন্তু শুধু এই ক্রুদ্ধ অভিমতের মধ্যেই ট্রট্‌স্কি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি আরও এগিয়ে গিয়ে জোরের সঙ্গে বলছেন: 'বর্তমান সময়ে লেনিন-বাদের সমগ্র সৌধটা অসত্য আর মিথ্যাচরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ নিজের মধ্যে বহন করছে আত্ম-অবক্ষয়ের বিষাক্ত উপাদান'। (চ্‌খেইদজের নিকট ট্রট্‌স্কির চিঠি, ১৯১৩ দ্রষ্টব্য)। আপনারা দেখছেন যে আমাদের সামনে রয়েছে দুটি বিপরীত পন্থা।

দ্বিতীয়তঃ। ট্রট্‌স্কিবাদ হচ্ছে, বলশেভিক পার্টি নীতিতে, পার্টির অখণ্ড চরিত্রে, সুবিধাবাদী ব্যক্তিদের পার্টির প্রতিকূলতায় অবিশ্বাস। সংগঠনের

ক্ষেত্রে ট্রট্স্কিবাদ হচ্ছে এই তত্ত্ব যে, বিপ্লবীরা এবং সুবিধাবাদীরা এক সঙ্গে থাকতে পারে, এবং একটা পার্টির মধ্যেই উপদল ও গোষ্ঠীচক্র গঠন করতে পারে। আপনারা নিশ্চয়ই ট্রট্স্কির আগস্ট ব্লকের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত, যার ভেতর মার্তভ ও অতজোভিস্টরা, বিলুপ্তিবাদী ও ট্রট্স্কিবাদীরা সানন্দে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল এই ভান করে যে তারাই একটা 'প্রকৃত' পার্টি। এটা ভাল করে জানা আছে যে, এই জোড়াতালি দেওয়া 'পার্টি' বলশেভিক পার্টিকে বিনাশ করার লক্ষ্য অনুসরণ করেছিল। সে সময়ে 'আমাদের মতবিরোধগুলির' প্রকৃতি কী ছিল? তা ছিল এই যে লেনিনবাদ আগস্ট ব্লকের বিনাশকে মনে করত প্রলেতারীয় পার্টির বিকাশের নিশ্চিত শর্ত হিসেবে, পক্ষান্তরে ট্রট্স্কিবাদ সেই ব্লকটাকে মনে করত একটা 'প্রকৃত' পার্টি গঠনের ভিত্তি হিসেবে।

আবার আপনারা দেখেছেন যে, আমরা পাচ্ছি দুটি বিপরীত ধারা।

তৃতীয়তঃ। ট্রট্স্কিবাদ হচ্ছে বলশেভিকবাদের নেতাদের অবিশ্বাস, তাঁদের হেয় করার, কুৎসা করার একটা প্রচেষ্টা। লেনিনবাদের নেতাদের অথবা পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে ট্রট্স্কি-বাদের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে, পার্টির মধ্যে এরকম একটি ঝোঁকের কথা আমি জানি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে লেনিনকে ট্রট্স্কি বর্ণনা করেছিন 'রাশিয়ার শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের প্রত্যেক রকমের পশ্চাদ্‌বর্তিতার পেশাদার সুযোগ গ্রহণ-কারী' বলে, সেই লেনিন সম্বন্ধে ট্রট্স্কির 'মার্জিত' অভিমত সম্পর্কে কী বলা উচিত? ট্রট্স্কি যত 'মার্জিত' মত প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে এটা মোটেই তাঁর সর্বাপেক্ষা 'মার্জিত' মত নয়।

যে ট্রট্স্কি এইরকম জঘন্য নোংরা পসরা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, সবকিছু সত্ত্বেও তিনি বলশেভিক নেতাদের মধ্যে ঠাঁই করে নিলেন—এটা কেমন করে হতে পারল? এটা হয়েছিল এই কারণ যে, ট্রট্স্কি সে সময় সেই পসরাটা পরিত্যাগ করেছিলেন (সত্যই পরিত্যাগ করেছিলেন); আলমারির ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঐ 'কর্মটি' যদি তিনি না করতেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে প্রকৃত সহযোগিতা অসম্ভব হতো। আগস্ট ব্লকের তত্ত্ব, অর্থাৎ মেনশেভিকদের সঙ্গে ঐক্যের তত্ত্ব, ইতিমধ্যে বিপ্লবের ধাক্কায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল, কারণ যখন বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে সশস্ত্র লড়াই চলছে, তখন ঐক্য সম্বন্ধে কোন কথা কি করে হতে পারে? এই তত্ত্ব যে একেবারেই অকেজো সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া ট্রট্স্কির আর গত্যন্তর ছিল না।

স্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্বের বেলায়ও সেই একই বিপর্যয় 'ঘটেছিল', কেননা, একজন বলশেভিকও ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই ক্ষমতা দখল করার কথা চিন্তা করেনি, এবং ট্রট্স্কিও জানতেন যে বলশেভিকরা তাঁকে লেনিনের কথায় 'ক্ষমতা দখল নিয়ে ছেলেখেলা করতে' দিত না। সোভিয়েতগুলির মধ্যে প্রভাব বিস্তারের নিমিত্ত কৃষকসমাজকে জয় করার জন্য বলশেভিকদের লড়াই করার নীতিকে মেনে নেওয়া ছাড়া ট্রট্স্কির অন্য কোন উপায় ছিল না। ট্রট্স্কিবাদের তৃতীয় বিশিষ্ট লক্ষণ (বলশেভিক নেতাদের অবিশ্বাস) সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথম দুটি লক্ষণের সুস্পষ্ট ব্যর্থতার দরুণ এই লক্ষণটিকে স্বাভাবিক-ভাবে আড়ালে চলে যেতে হয়েছিল।

ঐ অবস্থায়, যেহেতু ট্রট্স্কির নিজস্ব কোন গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী ছিল না এবং যেহেতু তিনি বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে, যাঁর কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না, সেই ট্রট্স্কি তাঁর পসরা আলমারিতে লুকিয়ে রাখা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারতেন কি? নিশ্চয়ই তিনি পারতেন না!

এর থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে? মাত্র একটিই: লেনিন-বাদীদের সঙ্গে ট্রট্স্কির দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা সম্ভব হতে পারে একমাত্র যদি ট্রট্স্কি তাঁর পসরা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন, একমাত্র যদি তিনি পুরোপুরি-ভাবে লেনিনবাদ গ্রহণ করেন। অক্টোবরের শিক্ষা সম্পর্কে ট্রট্স্কি লিখেছেন, কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন যে অন্য সব শিক্ষা ছাড়াও অক্টোবরের আরও একটা শিক্ষা রয়েছে যেটা আমি এইমাত্র উল্লেখ করেছি, ট্রট্স্কিবাদের পক্ষে যার গুরুত্ব অপরিসীম। অক্টোবরের সেই শিক্ষাটাও ট্রট্স্কিবাদের নেওয়া উচিত।

যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে, ট্রট্স্কিবাদ সেই শিক্ষাটা নেয়নি। বিষয়টার আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, ট্রট্স্কিবাদের সেই পুরাতন পসরা যা অক্টোবর আন্দোলনের সময় আলমারির ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, আমাদের দেশে বাজার বেড়ে যাচ্ছে দেখে এখন সেগুলিকেই আবার বাইরে আলোয় টেনে আনা হচ্ছে, এই আশায় যে এগুলির ক্রেতা জুটবে। নিঃসন্দেহে, ট্রট্স্কির নতুন সাহিত্যিক ফরমানগুলি ট্রট্স্কিবাদে ফিরে যাবার, লেনিনবাদকে 'পরাস্ত' করার, ট্রট্স্কিবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে টেনে হাজির করা, স্থাপন করার প্রচেষ্টা। নতুন ট্রট্স্কিবাদ পুরানো ট্রট্স্কিবাদের নিছক পুনরাবৃত্তি নয়; এর পালক ফেলে দেওয়া হয়েছে আর কতকটা জলকাদা লাগিয়ে একে নোংরা করা

হয়েছে ; সাবেক ট্রট্‌স্কিবাদের চেয়ে অতুলনীয়ভাবে এর মেজাজ শান্ত এবং রীতি সংযত ; কিন্তু আসলে এ নিঃসন্দেহে বজায় রেখেছে সাবেক ট্রট্‌স্কিবাদের সমস্ত আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্যগুলি। নয়া ট্রট্‌স্কিবাদ একটা জঙ্গী শক্তিরূপে লেনিনবাদের বিরুদ্ধে আসরে নামতে সাহস করছে না ; ট্রট্‌স্কিবাদ লেনিনবাদকে ব্যাখ্যা করার, উন্নত করার শ্লোগানের আড়ালে লেনিনবাদের সার্বজনীন পতাকার তলায় সক্রিয় হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে। তার কারণ ট্রট্‌স্কিবাদ হল দুর্বল। আর নয়া ট্রট্‌স্কিবাদের আবির্ভাব ও লেনিনের তিরোভাব যে একই সঙ্গে ঘটেছিল, এটাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলে মনে করা যেতে পারে না। লেনিনের জীবদ্দশায় নয়া ট্রট্‌স্কিবাদ এই বিপজ্জনক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহস পেত না।

নয়া ট্রট্‌স্কিবাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?

(১) 'স্থায়ী' বিপ্লবের প্রশ্ন সম্পর্কে। নয়া ট্রট্‌স্কিবাদ 'নিরবচ্ছিন্ন' বিপ্লবের তত্ত্বকে প্রকাশ্যে তুলে ধরা আবশ্যক মনে করে না। এ 'কেবল' দাবি করছে যে অক্টোবর বিপ্লব স্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন করেছে। এই থেকে ট্রট্‌স্কিবাদ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত টানছে : লেনিনবাদের মূল্যবান এবং গ্রহণযোগ্য অংশ হচ্ছে সেই অংশ যেটা এসেছিল যুদ্ধের পরে অক্টোবর বিপ্লবের সময় ; পক্ষান্তরে, লেনিনবাদের যে অংশ বিদ্যমান ছিল যুদ্ধের আগে, অক্টোবর বিপ্লবের আগে, সেটা ভ্রান্ত এবং গ্রহণীয় নয়। সেইজন্যই ট্রট্‌স্কিবাদীদের লেনিনবাদের দুই অংশে বিভাজনের তত্ত্ব : শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের একনায়কতন্ত্রের তত্ত্ব সহ 'পুরানো' 'অকেজো' প্রাক-যুদ্ধ লেনিনবাদ এবং নতুন যুদ্ধোত্তর অক্টোবর লেনিনবাদ, যা তারা প্রয়োজন মতো ট্রট্‌স্কিবাদের উপযোগী করা যাবে বলে গণ্য করে। লেনিনবাদের এই বিভাজনতত্ত্বে ট্রট্‌স্কিবাদের প্রয়োজন রয়েছে মোটামুটিভাবে একটি 'গ্রহণযোগ্য' প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে, যে ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে লেনিনবাদের বিরুদ্ধে এর লড়াইয়ের অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পথ সুগম করার জন্য।

কিন্তু লেনিনবাদ ভিন্ন ভিন্ন উপাদান থেকে নিয়ে এক সঙ্গে জুড়ে দেওয়া একটা পল্লবগ্রাহী তত্ত্ব নয় যাকে খণ্ড খণ্ড করে কাটা যায়। লেনিনবাদ একটা অখণ্ড তত্ত্ব, যার উদ্ভব ১৯০৩-এ, যে তত্ত্ব তিনটি বিপ্লবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং যে তত্ত্বকে এখন বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর রণপতাকারূপে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

লেনিন বলেছেন, 'একটা রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং একটা রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে বলশেভিকবাদ ১৯০৩ থেকে বিদ্যমান আছে। শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়লাভের জন্য যে লৌহদৃঢ় শৃংখলার প্রয়োজন ছিল, নিরতিশয় দুঃসাধ্য অবস্থার মধ্যে বলশেভিকবাদ কেন তা গঠন করতে এবং বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল, তা সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে একমাত্র বলশেভিকদের অস্তিত্বকালের **সমগ্র** ইতিহাস (**রচনাবলী**, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৪ দ্রষ্টব্য)।

বলশেভিকবাদ ও লেনিনবাদ একই। তা এক ও অভিন্ন বস্তুর দুটি নাম। সুতরাং, লেনিনবাদকে দু-ভাগে ভাগ করার তত্ত্বটা হচ্ছে লেনিনবাদকে বাতিল করার, ট্রট্স্কিবাদকে লেনিনবাদের পরিবর্তে স্থাপিত করার অভিপ্রেত তত্ত্ব।

বলা বাহুল্য, এই উদ্ভট সিদ্ধান্ত পার্টি মেনে নিতে পারে না।

(২) পার্টি নীতির প্রশ্নে। পুরানো ট্রট্স্কিবাদ মেনশেভিকদের সঙ্গে ঐক্যের তত্ত্বের (এবং প্রয়োগের) মধ্য দিয়ে তলায় তলায় বলশেভিক পার্টি-নীতির ক্ষতিসাধন করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই তত্ত্ব এমন উপহসিত হয়েছে যে এখন কেউ তার নাম পর্যন্ত মুখে আনতে চায় না। তলায় তলায় পার্টির ক্ষতিসাধন করার জন্য বর্তমান ট্রট্স্কিবাদ পার্টির প্রবীণ কর্মীদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত তরুণ কর্মীদের পার্থক্য করার একটা নতুন, কম ঘৃণাজনক এবং প্রায় 'গণতান্ত্রিক' তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছে। ট্রট্স্কিবাদ অনুসারে একটি অনন্য এবং অখণ্ড ইতিহাস আমাদের পার্টির নেই। ট্রট্স্কিবাদ আমাদের পার্টির ইতিহাসকে অসম গুরুত্বপূর্ণ দুটি অংশে ভাগ করেছে: প্রাক্-অক্টোবর এবং অক্টোবরোত্তর। সঠিকভাবে বলতে গেলে আমাদের পার্টির ইতিহাসের প্রাক্-অক্টোবর অংশ ইতিহাস নয়, 'প্রাগ-ইতিহাস', আমাদের পার্টির এক গুরুত্বহীন অথবা অন্ততঃ খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন একটি প্রস্তুতির যুগ। আমাদের পার্টির ইতিহাসে উত্তর-অক্টোবর অংশটাই হল সত্যিকারের খাঁটি ইতিহাস। পূর্ববর্তী যুগে আমাদের 'রয়েছে প্রাচীন', 'প্রাগৈতিহাসিক' পার্টির নগণ্য কর্মীরা। পরবর্তী যুগে রয়েছে নতুন, প্রকৃত, 'ঐতিহাসিক' পার্টি। এটা প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে, পার্টির ইতিহাসের এই অদ্ভুত পরিকল্পনাটা আমাদের পার্টির প্রবীণ এবং নবীন কর্মীদের মধ্যে ঐক্যে ভাঙন ধরাবার পরিকল্পনা—বলশেভিক পার্টি নীতির মূলোচ্ছেদ করার পরিকল্পনা।

বলা বাহুল্য, এই উদ্ভট পরিকল্পনা পার্টি মেনে নিতে পারে না।

(৩) বলশেভিকবাদের নেতাদের প্রশ্নে। পুরানো ট্রট্স্কিবাদ পরিণামের ভয় না করে অল্পবিস্তর প্রকাশ্যে লেনিনকে হেয় করতে চেষ্টা করেছিল। নয়া ট্রট্স্কিবাদ তার চাইতে সাবধানী। এ পুরানো ট্রট্স্কিবাদের উদ্দেশ্য সফল করতে চায় লেনিনকে প্রশংসা করার, তাঁকে মহিমান্বিত করার ভান করে। আমি মনে করি, কয়েকটি উদাহরণ তুলে দেওয়া কাজের হবে।

পার্টি জানে যে, লেনিন ছিলেন একজন অনমনীয় বিপ্লবী; কিন্তু পার্টি এটাও জানে যে, তিনি ছিলেন সতর্ক, তিনি হঠকারীদের অপছন্দ করতেন, এবং স্বয়ং ট্রট্স্কি সমেত যাঁরা সন্ত্রাসবাদের মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন তাঁদের কঠোর হস্তে সংযত করতেন। ট্রট্স্কি তাঁর **লেনিন সম্পর্কে** পুস্তকে এই বিষয়টা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাতে তিনি লেনিনের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে যে কেউ ভাবতে পারে যে লেনিন যা-কিছু করেছিলেন সে সবই হল 'সুযোগ পাওয়া মাত্র লোকের কানের কাছে চিৎকার করে মনের মধ্যে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া যে, সন্ত্রাসবাদ অপরিহার্য' এই ধারণারই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সমস্ত রক্তপিপাসু বলশেভিকদের মধ্যে লেনিনই ছিলেন সর্বাধিক রক্তপিপাসু।

কোন্ উদ্দেশ্যে ট্রট্স্কির এই অযাচিত এবং সম্পূর্ণভাবে অসমর্থনযোগ্য অতি-রঞ্জনের প্রয়োজন ছিল?

পার্টি জানে যে, লেনিন ছিলেন আদর্শস্থানীয় পার্টি-সভ্য যিনি একা নেতৃত্বস্থানীয় যৌথ সংগঠনকে বাদ দিয়ে মুহূর্তের প্ররোচনায় কোন প্রশ্নের মীমাংসা করাটা পছন্দ করতেন না। ট্রট্স্কি তাঁর পুস্তকে এ বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তা লেনিনের নয়, সে চিত্র যেন কোন এক উচ্চপদস্থ চৈনিক সরকারী কর্মচারীর যিনি তাঁর পড়বার ঘরে বসে নিরিবিলিতে ভারী ভারী সমস্যার সমাধান করেন প্রজ্ঞার দ্বারা।

আপনারা কি জানতে চান কেমন করে আমাদের পার্টি সংবিধান পরিষদকে ছত্রভঙ্গ করে দেবার সমস্যা সমাধান করেছিল? ট্রট্স্কির কথা শুনুন:

' "সংবিধান পরিষদ অবশ্যই ভেঙে দিতে হবে", লেনিন বললেন, "কিন্তু বাম সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সম্পর্কে কী হবে?" '

'কিন্তু প্রবীণ ন্যাতানসন আমাদের আশংকা বহুল পরিমাণে লাঘব করে দিয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন আমাদের কাছে "পরামর্শ নিতে", এবং প্রথম কয়েকটি কথা বলার পর তিনি বলেছিলেন:

' "হয়তো আমাদের সংবিধান পরিষদ বলপ্রয়োগের দ্বারা ভেঙে দিতে হবে।" '

'লেনিন উচ্চৈস্বরে বললেন, "সাবাস! যা সত্য তা সত্যই! কিন্তু আপনার লোকেরা কি এতে রাজী হবে?" '

' "আমাদের কিছু লোক ইতস্ততঃ করছে, কিন্তু আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত তারা রাজী হয়ে যাবে", স্তাতানসন জবাব দিলেন।'

এমনি করেই ইতিহাস লেখা হয়।

আপনারা কি জানতে চান পার্টি কেমন করে সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদ সম্পর্কীয় প্রশ্নটার মীমাংসা করেছিল? ট্রট্স্কির কথা শুনুন:

' "আমরা যদি দায়িত্বশীল এবং অভিজ্ঞ সামরিক বিশেষজ্ঞ না পাই তাহলে আমরা এই বিশৃংখলা থেকে নিজেদের উদ্ধার করে আনতে পারব না," প্রত্যেকবার সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে দেখা করার পর আমি ভ্লাদিমির ইলিচকে বলতাম।

' "স্পষ্টতঃই তা সত্য, কিন্তু তারা আমাদের সঙ্গে বেইমানী করতে পারে।..."

' "তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করে কমিশার যুক্ত করে দেওয়া যাক।"

' "আরও ভাল হবে দুজন করে দিলে", লেনিন উচ্চৈস্বরে বললেন: "আর, প্রত্যেককে জবরদস্ত দেখে। আমাদের কর্মীদের মধ্যে জবরদস্ত কমিউনিস্ট নিশ্চয়ই আছেন।"

'এমনি করেই সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদের কাঠামো গড়ে উঠেছিল।'

এমনি করেই ট্রট্স্কি ইতিহাস লেখেন।

লেনিনের পক্ষে অবমাননাকর এইসব 'আরব্য রজনী'র উপাখ্যানের ট্রট্স্কির কেন প্রয়োজন হয়েছিল? এ কি পার্টি নেতা ভি. আই. লেনিনকে গৌরবান্বিত করার জন্য? দেখে তো তা মনে হয় না।

পার্টি জানে যে লেনিন ছিলেন আমাদের কালের মহান মার্কসবাদী, প্রগাঢ় তাত্ত্বিক, এবং সবচেয়ে অভিজ্ঞ বিপ্লবী, ব্ল্যাংকিবাদের লেশমাত্র যাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। ট্রট্স্কি তাঁর পুস্তকে এই দিকটারও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যে প্রতিকৃতি তিনি এঁকেছেন তা বিরাট পুরুষ লেনিনের নয়, এ প্রতিকৃতি হল বামনাকার কোন এক ব্ল্যাংকিবাদীর, যে নাকি অক্টোবরের দিনগুলিতে

পার্টিকে 'নিজ হাতে সোভিয়েত ছাড়া ও সোভিয়েতের অজ্ঞাতসারে ক্ষমতা গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে, এই বর্ণনার ভেতর এক কণাও সত্য নেই।

ট্রট্স্কির এই জাজ্জ্বল্যমান প্রমাদের কেন প্রয়োজন হয়েছিল? এটা লেনিনকে 'একটুখানি' হেয় করার প্রচেষ্টা নয় কি?

নয়া ট্রট্স্কিবাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে এইরকম।

এই নয়া ট্রট্স্কিবাদের বিপদটা কী? সেটা হচ্ছে এই যে, সর্বহারাশ্রেণীভুক্ত নয় এমন যেসব অংশ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে দুর্বল করতে, চূর্ণবিচূর্ণ করতে চেষ্টা করছে, তাদের কাছে ট্রট্স্কিবাদে তার সমগ্র মর্মবস্তুর জন্য, একটি কেন্দ্র এবং সমাবেশ স্থল হয়ে যাবার প্রতিটি সম্ভাবনা আছে।

আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন: এখন করণীয় কী? ট্রট্স্কির এই নয়া সাহিত্যিক ফরমান সম্পর্কে পার্টির আশু কর্তব্যগুলি কী?

বলশেভিকবাদকে হেয় করার জন্য, তলায় তলায় ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য, ট্রট্স্কিবাদ এখন ব্যবস্থা নিচ্ছে। এখন পার্টির কর্তব্য হচ্ছে **মতাদর্শগত প্রবণতা হিসেবে ট্রট্স্কিবাদকে কবর দেওয়া।**

বিরোধীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা এবং ভাঙনের সম্ভাবনা সম্পর্কে কথা-বার্তা শোনা যাচ্ছে। কমরেডস্, এটা প্রলাপমাত্র। আমাদের পার্টি মজবুত আর প্রবল শক্তিশালী। কোন ভাঙন ধরাতে পার্টি দেবে না। আর দমনমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা যায় যে আমি সুস্পষ্টভাবে এর বিরোধী। দমনমূলক ব্যবস্থা নয়, আমাদের এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে পুনরুজ্জীবিত ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক মতাদর্শগত সংগ্রাম।

এই সাহিত্যিক আলোচনা আমরা চাইনি, এবং এর জন্য কোন চেষ্টাও করিনি। তার লেনিন-বিরোধী ফরমানগুলির দ্বারা ট্রট্স্কিবাদ আমাদের ওপর এই আলোচনা জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে। ভালই হল কমরেডস্, আমরা এর জন্য প্রস্তুত।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৬৯
২৬শে নভেম্বর, ১৯২৪

অক্টোবর বিপ্লব এবং রাশিয়ার কমিউনিস্টদের রণকৌশল

('অক্টোবরের পথে'৭৯ গ্রন্থের ভূমিকা)

১। বিপ্লবের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্থান

রাশিয়ায় শ্রমিক-বিপ্লব যে অপেক্ষাকৃত সহজে সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল ভাঙতে এবং এইভাবে বুর্জোয়া শাসনকে উৎখাত করতে কৃতকার্য হয়েছিল তা তিনটি বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল।

প্রথমতঃ, এই অবস্থা যে ইঙ্গ-ফরাসী আর অস্ট্রো-জার্মান, এই দুটি প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দলের মধ্যে মরীয়া লড়াইয়ের সময়ে অক্টোবর বিপ্লব শুরু হয়েছিল; এমন সময়ে যখন নিজেদের মধ্যে মৃত্যু সংগ্রামে লিপ্ত, এই দুই দলের অক্টোবর বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ওপর গভীর মনোযোগ দেওয়ার সময় বা সুযোগ কোনটাই ছিল না। অক্টোবর বিপ্লবের পক্ষে এই অবস্থার প্রভূত গুরুত্ব ছিল, যেহেতু নিজের শক্তিসমূহকে জোরদার এবং সংগঠিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার অভ্যন্তরে ভয়ংকর সংঘর্ষের সুযোগ গ্রহণ করতে বিপ্লবকে সক্ষম করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে এমন একটা অবস্থায় অক্টোবর বিপ্লব শুরু হয়েছিল যখন রণক্লান্ত ও শান্তির জন্য আকুলিত মেহনতী জনগণ বাস্তব ঘটনার যুক্তির চাপে যুদ্ধ থেকে রেহাই পাবার একমাত্র পথ হিসেবে সর্বহারা-বিপ্লবের দিকে ঝুঁকে পড়ল। অক্টোবর বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই অবস্থার গুরুত্ব ছিল চরম, কারণ এটা বিপ্লবের হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিল শান্তির শক্তিশালী অস্ত্র, ঘৃণিত যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সোভিয়েত বিপ্লবকে যুক্ত করাটা বিপ্লবের পক্ষে আরও সহজ করে দিয়েছিল এবং এইভাবে পাশ্চাত্যে শ্রমিকদের মধ্যে, এবং প্রাচ্যে নিপীড়িত জনগণের মধ্যে উভয়তঃই বিপ্লবের পক্ষে সৃষ্টি করেছিল গণ-সহানুভূতি।

তৃতীয়তঃ, ইউরোপে একটা শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অস্তিত্ব এবং দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে একটা বৈপ্লবিক সংকট পেকে ওঠার ঘটনা। রাশিয়ায় বিপ্লবের পক্ষে এই অবস্থার মূল্য ছিল অপরিসীম, যেহেতু দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে

রাশিয়ার বাইরে বিপ্লবের পক্ষে বিশ্বস্ত মিত্র সংগ্রহ সুনিশ্চিত করেছিল।

কিন্তু, বাহ্যিক চরিত্রের অবস্থাগুলি ছাড়াও অতিরিক্ত কতকগুলি অনুকূল আভ্যন্তরীণ অবস্থাও ছিল যা অক্টোবর বিপ্লবের জয়লাভ সহজ করে দিয়েছিল।

এইসব ঘটনাগুলির মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত অবস্থাগুলিকে প্রধান বলে বিবেচনা করতে হবে :

প্রথমতঃ, অক্টোবর বিপ্লব রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠের সক্রিয় সমর্থনলাভ করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, অক্টোবরে বিপ্লব নিশ্চিত সমর্থনলাভ করেছিল দরিদ্র কৃষক সৈনিকদের সংখ্যাধিক অংশের যারা শান্তি আর জমির জন্য ব্যাকুল হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ, নেতৃত্বদায়ী শক্তিরূপে এর নেতৃত্বে ছিল বলশেভিক পার্টির মতো পরীক্ষিত এবং মজবুত পার্টি, যে পার্টি শক্তিশালী কেবল বহু বৎসর ধরে লাভ করা অভিজ্ঞতা এবং নিয়মানুবর্তিতার কারণেই নয়, মেহনতী জনগণের সঙ্গে তার ব্যাপক সংযোগের জন্যও বটে।

চতুর্থতঃ, অক্টোবর বিপ্লবকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল এমন সব দুশমনদের সঙ্গে যাদের পরাস্ত করা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ, যেমন কিছু পরিমাণে দুর্বল রুশ বুর্জোয়া, কৃষক 'বিদ্রোহের' ফলে হতাশাগ্রস্ত জমিদার সম্প্রদায় এবং আপোষকামী দলগুলি (মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা), যুদ্ধের সময়ে যারা সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল।

পঞ্চমতঃ, যদৃচ্ছ ব্যবহারের জন্য বিপ্লবের ছিল নবীন রাষ্ট্রের বিরাট বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড যেখানে এ স্বাধীনভাবে কৌশলমতো চলাচল করতে পেরেছিল, পরিস্থিতির প্রয়োজনে পশ্চাদপসরণ করতে, সাময়িক বিরাম নিতে ও শক্তি সঞ্চয় ইত্যাদি করতে পেরেছিল।

ষষ্ঠতঃ, প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অক্টোবর বিপ্লব দেশের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানি আর কাঁচামালের সংস্থানের ওপর নির্ভর করতে পেরেছিল।

এই বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলির সংযোগে যে বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফলে অক্টোবর বিপ্লব অপেক্ষাকৃত অনায়াসে জয়লাভ করেছিল।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে অক্টোবর বিপ্লবের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্থানের মধ্যে কোন প্রতিকূল লক্ষণ ছিল না। এরকম একটা প্রতিকূল

অবস্থার কথা ভাবুন তো, যেমন অক্টোবর বিপ্লবের, কাছে কিংবা সীমান্তে, যার ওপর সাহায্যের জন্য নির্ভর করা যায় এমন কোন সোভিয়েত দেশ না থাকার দরুণ, কিছু পরিমাণে বিচ্ছিন্ন। নিঃসন্দেহে, এই দিক থেকে ভবিষ্যৎ বিপ্লব—যথা জার্মানিতে—এরচাইতে অনেক বেশি অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে সংঘটিত হবে, কেননা এর নিবিড় সান্নিধ্যে রয়েছে আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একটা শক্তিশালী সোভিয়েত দেশ। দেশের ভেতর শ্রমিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবের মতন অক্টোবর বিপ্লবের একটা প্রতিকূল লক্ষণের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের বিশেষ ধরনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার, যার কথা আমি পূর্বেই বলেছি, তাদের প্রচণ্ড গুরুত্বকেই এই প্রতিকূল লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট করেছে।

এই বিশেষ অবস্থাগুলির ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে চলবে না। তাদের অবশ্যই মনে করে রাখতে হবে, বিশেষ করে জার্মানিতে ১৯২৩ সালের শরৎকালের ঘটনাবলী বিশ্লেষণের সময়। সর্বোপরি যে ট্রট্স্কি অক্টোবর বিপ্লব এবং জার্মানিতে বিপ্লবের মধ্যে একটা ভিত্তিহীন সাদৃশ্য টেনেছেন এবং প্রকৃত ও তথাকথিত ভুলের জন্য জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে নিদারুণভাবে কশাঘাত করেছেন, সেই ট্রট্স্কির ঐসব অবস্থাগুলি মনে রাখা উচিত :

> লেনিন বলেন, '১৯১৭ সালের আপেক্ষিক ইতিহাসের দিক থেকে অতি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করা রাশিয়ার পক্ষে সহজ ছিল, কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলির চেয়ে রাশিয়ার পক্ষে বিপ্লবকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া অধিকতর কঠিন হবে। ইতিপূর্বে, ১৯১৮ সালের গোড়াতে, এটা নির্দেশ করার আমার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাদের গত দু'বছরের অভিজ্ঞতা আমার অভিমতের নির্ভুলতা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছে। এইরকম বিশেষ অবস্থা, যথা (১) যে-সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অবিশ্বাস্য মাত্রায় শ্রমিক এবং কৃষকদের অবসাদগ্রস্ত করেছিল, এই বিপ্লবের ফলে তার পরিসমাপ্তির সঙ্গে সোভিয়েত বিপ্লবের সংযোগ সাধনের সম্ভবপরতা ; (২) সোভিয়েত শত্রুর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হতে অক্ষম সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের দুটি বিশ্ব-শক্তিশালী গোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যু-সংগ্রামের কিছু সময়ের জন্য সুযোগ গ্রহণের

সম্ভবপরতা; (৩) কিয়দংশে দেশের বিপুল আয়তনের এবং সংযোজন ব্যবস্থার স্বল্পতার জন্য, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ সহ্য করার সম্ভবপরতা; (৪) কৃষকসমাজের ভেতরে এইরূপ একটি গভীর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক-বিপ্লবী আন্দোলনের অস্তিত্ব, যার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল করার দৌলতে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কৃষক পার্টির (সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি, নিশ্চিতভাবে যার সভ্যদের অধিকাংশই ছিল বলশেভিকবাদের বৈরিতাপূর্ণ) বিপ্লবী দাবিগুলিকে গ্রহণ এবং তৎক্ষণাৎ কাজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল—বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপে এইপ্রকার বিশেষ অবস্থা বিদ্যমান নেই; এবং এই ধরনের বা এর তুল্য অবস্থার পুনরাবির্ভাবও অত সহজে হবে না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, অন্যান্য অনেক কারণ বাদ দিলেও পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করা, আমাদের বেলায় যা হয়েছিল তদপেক্ষা দুঃসাধ্য হবে' (**রচনাবলী**, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ২০৫ দেখুন)।

লেনিনের এই কথাগুলি ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

২। অক্টোবর বিপ্লবের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য —অথবা অক্টোবর এবং ট্রট্স্কির 'নিরবচ্ছিন্ন' বিপ্লববাদ

আমরা যদি অক্টোবর বিপ্লবের অন্তর্নিহিত অর্থ এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে চাই তাহলে সর্বাগ্রে সেই বিপ্লবের যে দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে তা আমাদের বুঝতে হবে।

• এই বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

প্রথমতঃ, এই ঘটনা যে শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণী পরিচালিত কৃষকসমাজের মেহনতী জনগণের মধ্যে মৈত্রীর বনিয়াদের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব আমাদের দেশে একটা শক্তিরূপে জন্মলাভ করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই ঘটনা যে আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি দেশে সমাজতন্ত্র জয়লাভ করার ফলেই—এমন একটি দেশ যেখানে পুঁজিবাদ সামান্যই বিকাশলাভ করেছিল—অথচ, অন্য যেসব দেশে পুঁজিবাদ অনেক বেশি উন্নত, সেসব দেশে পুঁজিবাদ বজায় ছিল। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, অক্টোবর বিপ্লবের আর কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু বর্তমান

মুহূর্তে এই দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, শুধুমাত্র অক্টোবর বিপ্লবের সারমর্ম তারা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে বলেই নয়, অধিকন্তু এই কারণেও বটে যে, তারা 'স্থায়ী বিপ্লবের' তত্ত্বের সুবিধাবাদী প্রকৃতিকে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তোলে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যাক।

গ্রাম এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর মেহনতী মানুষের প্রশ্ন, এই জনসাধারণকে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিয়ে আসার প্রশ্ন শ্রমিক-বিপ্লবের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতার লড়াইয়ে, শহরের আর গ্রামের মেহনতী জনগণ কাকে সমর্থন করবে, বুর্জোয়া, না শ্রমিকশ্রেণীকে? তারা কার মজুতবাহিনী হবে, বুর্জোয়াদের অথবা শ্রমিকশ্রেণীর—এরই উপর নির্ভর করে বিপ্লবের ভাগ্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের স্থায়িত্ব। ১৮৪৮ এবং ১৮৭১এ ফরাসী দেশে বিপ্লবগুলি ব্যর্থ হয়েছিল প্রধানতঃ এই কারণে যে, কৃষক মজুতবাহিনীকে দেখা গিয়েছিল বুর্জোয়াদের পক্ষে। অক্টোবর বিপ্লব বিজয়ী হয়েছিল যেহেতু এই বিপ্লব কৃষক মজুতবাহিনী থেকে বুর্জোয়াদের বঞ্চিত করতে পেরেছিল, যেহেতু এই বিপ্লব এই মজুতবাহিনীকে জয় করে শ্রমিকশ্রেণীর দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিল, এবং যেহেতু এই বিপ্লবে শ্রমিক-শ্রেণী শহর এবং গ্রামের এই বিরাট মেহনতী জনসাধারণের একমাত্র পরি-চালিকাশক্তি রূপে প্রমাণিত হয়েছিল।

এটা যে বুঝতে না পেরেছে অক্টোবর বিপ্লবের চরিত্র অথবা শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রকৃতি, অথবা শ্রমিক শক্তির আভ্যন্তরীণ নীতির বৈশিষ্ট্য-গুলি কখনোই বুঝতে পারবে না।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বটা একজন 'অভিজ্ঞ সমর বিশারদের' সতর্ক হাতে 'নিপুণভাবে' 'বাছাই করা', এবং সমগ্র জনসাধারণের এক অংশ বা অন্য এক অংশের উপর 'বিচক্ষণভাবে নির্ভরশীল' সরকারের একটা শাসন সংক্রান্ত উচ্চতম স্তর মাত্র নয়। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, পুঁজির উচ্ছেদকল্পে সমাজবাদের চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য শ্রমিকশ্রেণী এবং মেহনতী কৃষকসমাজের মধ্যে একটা শ্রেণী-মৈত্রী এই শর্তে যে এই মৈত্রীর শ্রমিকশ্রেণীই হল পরিচালিকা শক্তি।

অতএব, এটা কৃষক-আন্দোলনের সুপ্ত বৈপ্লবিক সম্ভাবনাগুলিকে 'সামান্য' কমিয়ে বা 'সামান্য' বাড়িয়ে দেখার প্রশ্ন নয়, যে কথা 'স্থায়ী বিপ্লবের'

কোন কোন সুচতুর সমর্থক এখন বলতে ভালবাসেন। এটা হচ্ছে অক্টোবর বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত নতুন শ্রমিক রাষ্ট্রের চরিত্রের প্রশ্ন। এটা হচ্ছে শ্রমিক-শ্রেণীর শক্তির চরিত্রের, খোদ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বনিয়াদের প্রশ্ন।

লেনিন বলেন, 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল মেহনতী জনগণের অগ্র-বাহিনী, শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর বাইরের মেহনতী মানুষের অসংখ্য স্তর (পেটি-বুর্জোয়া, ছোট ছোট মালিক, কৃষকসমাজ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইত্যাদি) অথবা এই সকলের অধিকাংশের মধ্যে শ্রেণী-মৈত্রীর একটি বিশেষ রূপ; এ হল পুঁজির বিরুদ্ধে মৈত্রী, পুঁজির সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন, বুর্জোয়া প্রতিরোধ এবং তার পুনঃস্থাপনের যে-কোন প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করার উদ্দেশ্যে মৈত্রী, সমাজবাদকে চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং সংহত করার উদ্দেশ্যে মৈত্রী' (**রচনাবলী**, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩১১)।

এবং আরও:

'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব—আমরা যদি এই ল্যাটিন, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক-দার্শনিক শব্দটিকে সহজতর ভাষায় অনুবাদ করি, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

'কেবল একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী, যথা শহরের শ্রমিকরা এবং সাধারণভাবে ফ্যাক্টরির, শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা পুঁজির জোয়াল উচ্ছেদ করার লড়াইয়ে, খোদ উচ্ছেদসাধন প্রক্রিয়ায়, বিজয়কে বজায় রাখার এবং সংহত করার লড়াইয়ে, নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টির কাজে শ্রেণী-সমূহের পূর্ণ বিলোপসাধনের সমগ্র লড়াইয়ে সমগ্র মেহনতী ও শোষিত জনগণকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম' (**রচনাবলী**, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬)।

এই হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিনের দেওয়া তত্ত্ব।

অক্টোবর বিপ্লবের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে এই যে, এই বিপ্লবের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্বন্ধে লেনিনের তত্ত্বের অতি উচ্চ মানের প্রয়োগ।

কোন কোন কমরেড বিশ্বাস করেন যে, এই তত্ত্ব হচ্ছে একটি নিছক রুশ তত্ত্ব, একমাত্র রাশিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেটা ভুল। সেটা চূড়ান্ত-ভাবে ভুল। শ্রমিকশ্রেণী পরিচালিত অ-শ্রমিকশ্রেণীর মেহনতী জনগণের কথা বলার সময় লেনিনের দৃষ্টিতে শুধু রুশ কৃষকসমাজই ছিল না, অধিকন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্ত অঞ্চলগুলির মেহনতী মানুষের কথাও ছিল,

যে অঞ্চলগুলি এই সেদিনও ছিল রাশিয়ার উপনিবেশ: লেনিন বারবার বলেছেন যে, অন্যান্য জাতিসত্তাসমূহের এই জনসাধারণের সঙ্গে মৈত্রী ব্যতীত রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী জয়লাভ করতে পারে না। জাতিগত প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে এবং কমিন্টার্ন কংগ্রেসসমূহে তাঁর বক্তৃতাগুলিতে লেনিন বারবার বলেছেন যে, উন্নত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী এবং দাসত্ব শৃংখলাবদ্ধ উপনিবেশগুলির নির্যাতিত জনগণের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক মৈত্রী, একটা বিপ্লবী ব্লক ব্যতীত বিশ্ব-বিপ্লবের জয়লাভ অসম্ভব। নিপীড়িত মেহনতী জনগণ, প্রধানতঃ, কৃষকসমাজের মেহনতী জনগণ ছাড়া উপনিবেশগুলি আর কী? কে না জানে যে, উপনিবেশগুলির মুক্তির প্রশ্ন মূলতঃ অর্থ-পুঁজির উৎপীড়ন ও শোষণ থেকে অ-শ্রমিকশ্রেণীর মেহনতী জনগণের মুক্তিরই প্রশ্ন?

কিন্তু এ থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, লেনিনের শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বের তত্ত্ব কেবলমাত্র একটা 'রুশীয়' তত্ত্ব নয়, এ তত্ত্ব আবশ্যিকভাবেই সকল দেশের পক্ষে প্রযোজ্য। লেনিন বলেন, 'বলশেভিকবাদ' হচ্ছে 'সকলের জন্য রণকৌশলের একটি আদর্শ' (লেনিন: **রচনাবলী**, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬)।

এই হল অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বিশেষ বৈশিষ্ট্যের চারিত্রিক লক্ষণ।

অক্টোবর বিপ্লবের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রট্স্কির 'স্থায়ী বিপ্লবের' তত্ত্বের অবস্থা কী দাঁড়ায়?

১৯০৫ সালে ট্রট্স্কির অবস্থান নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব না, যে-সময় তিনি একটি বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে কৃষকসমাজ সম্পর্কে সবকিছু 'বেমালুম' ভুলে গিয়েছিলেন এবং 'জার নয়, চাই শ্রমিক সরকার', এই শ্লোগান অর্থাৎ কৃষকসমাজকে বাদ দিয়ে বিপ্লবের শ্লোগান তুলেছিলেন। 'স্থায়ী বিপ্লবের' সুচতুর সমর্থক রাদেক পর্যন্ত স্বীকার করতে এখন বাধ্য হয়েছেন যে, ১৯০৫ সালে 'স্থায়ী বিপ্লবের' অর্থ ছিল একটা বাস্তবতার ঊর্ধ্বে 'শূন্যে লম্ফ প্রদান'। এখন স্পষ্টতঃ প্রত্যেকেই স্বীকার করেছে যে এই 'শূন্যে লম্ফ প্রদান' নিয়ে আর মাথা ঘামানোর অর্থ শুধু সময় নষ্ট করা।

আমরা লড়াইয়ের আমলে, ধরুন ১৯১৫ সালে, ট্রট্স্কির অবস্থা নিয়েও বিশদ আলোচনা করব না, যে-সময় তিনি তাঁর 'ক্ষমতার জন্য লড়াই' প্রবন্ধে এই তত্ত্ব থেকে শুরু করেন যে 'আমরা সাম্রাজ্যবাদী যুগে বাস করছি', যে সাম্রাজ্যবাদ 'বুর্জোয়া জাতির বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণীকে দাঁড় করায়, পুরানো শাসন ব্যবস্থার বিপরীতে বুর্জোয়া জাতিকে নয়'—এই তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হয়েছেন যে, কৃষকসমাজের বৈপ্লবিক ভূমিকা হ্রাস পেতে বাধ্য, যে জমি বাজেয়াপ্ত করণের শ্লোগানের আর আগের মতো গুরুত্ব নেই। এ কথা ভালভাবেই জানা আছে যে, লেনিন ট্রট্স্কির এই প্রবন্ধটা পরীক্ষা করে তাঁকে 'কৃষকসমাজের ভূমিকা' 'অস্বীকার' করার জন্য দোষারোপ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে 'বস্তুতঃ ট্রট্স্কি রাশিয়ার উদারনৈতিক শ্রমিক রাজনীতিজ্ঞদের সাহায্য করছেন, যারা শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার "অস্বীকৃতি" অর্থে বোঝেন শ্রমিকদের বিপ্লবের পথে জাগিয়ে তুলতে **অসম্মতি**!' (লেনিন: **রচনাবলী**, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৮ দেখুন)।

বরং ট্রট্স্কির পরবর্তী রচনাগুলির কথা ধরা যাক, সেই আমলের রচনাগুলি, যখন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং যে সময় ট্রট্স্কি বাস্তব ঘটনাবলীর আলোকে তাঁর 'স্থায়ী বিপ্লবের' তত্ত্বকে পরীক্ষা করার এবং তাঁর ভুলগুলি সংশোধন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ধরা যাক, ১৯২২ সালে লেখা ট্রট্স্কির **১৯০৫ সাল** গ্রন্থের 'ভূমিকার' কথা। 'স্থায়ী বিপ্লব' সম্পর্কে এই 'ভূমিকায়' ট্রট্স্কি বলেছেন:

> 'ঠিক ৯ই জানুয়ারি এবং ১৯০৫ সালের অক্টোবর ধর্মঘটের মধ্যবর্তী সময়ে রাশিয়ার বৈপ্লবিক বিকাশের চরিত্র সম্বন্ধে ধারণাগুলি, যা পরিচিতি লাভ করেছিল "নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব"-এর তত্ত্ব বলে, গ্রন্থকারের মনের মধ্যে দানা বেঁধেছিল। এই নিগূঢ় শব্দটি এই চিন্তাই রূপায়িত করেছিল যে রুশ বিপ্লব—যার আশু লক্ষ্যগুলি ছিল বুর্জোয়া চরিত্রের—প্রত্যক্ষ এই লক্ষ্যগুলি সফল হয়ে গেলেই থেমে যেতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতাসীন না করে বিপ্লব তার আশু বুর্জোয়া সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে না। এবং শ্রমিকশ্রেণীও ক্ষমতালাভ করে নিজেকে বিপ্লবের বুর্জোয়া সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারে না। পক্ষান্তরে, নিজেদের বিজয়কে সুনিশ্চিত করার জন্যই, তার শাসনকালের খুব গোড়ার অবস্থাতেই শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী, কেবলমাত্র সামন্ত সম্পত্তি নয়, বুর্জোয়া সম্পত্তির গভীরেও আক্রমণ করতে বাধ্য হবে। এই কাজ করতে গিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে যারা শ্রমিকশ্রেণীকে সমর্থন করেছিল, সেই সমস্ত বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির সঙ্গেই মাত্র নয়, অধিকন্তু যাদের সহায়তায় শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় আসতে পেরেছিল, **কৃষকসমাজের সেই ব্যাপক জনগণের** সঙ্গেও শ্রমিকশ্রেণীর **বৈরিতামূলক সংঘর্ষ** লেগে যাবে। বিপুলসংখ্যক

কৃষক অধ্যুষিত পশ্চাদ্‌পদ দেশে শ্রমিক সরকারের অবস্থানের মধ্যে দ্বন্দ্বগুলির **একমাত্র** আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, বিশ্ব শ্রমিক-বিপ্লবের রণাঙ্গনেই মীমাংসা হতে পারে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

ট্রট্‌স্কি তাঁর 'স্থায়ী বিপ্লব' সম্পর্কে এই কথাই বলেছেন।

কী বিরাট ফাটল যে লেনিনের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্বকে ট্রট্‌স্কির 'স্থায়ী বিপ্লব'-এর তত্ত্ব থেকে আলাদা করেছে তা উপলব্ধি করতে শুধু দরকার এই উদ্ধৃতিটির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিনের রচনাবলী থেকে উপরের উদ্ধৃতিগুলির তুলনা করার।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বনিয়াদ হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের মেহনতী স্তরের মধ্যে **মৈত্রীর** কথা লেনিন বলেছেন। ট্রট্‌স্কি দেখছেন 'শ্রমিক অগ্রবাহিনী' এবং 'কৃষকসমাজের ব্যাপক জনগণের' মধ্যে '**বৈরিতামূলক সংঘর্ষ**'।

শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক মেহনতী এবং শোষিত জনগণের নেতৃত্বের কথা লেনিন বলেন। ট্রট্‌স্কি দেখেন 'বিরাট কৃষক জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটা পশ্চাদ্‌পদ দেশে শ্রমিক সরকারের অবস্থানের মধ্যে দ্বন্দ্ব'।

লেনিনের মতানুসারে খোদ রাশিয়ার শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্য থেকেই বিপ্লব প্রধানতঃ তার শক্তি সংগ্রহ করে। ট্রট্‌স্কির মতানুসারে প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়া যায় **একমাত্র** 'বিশ্ব শ্রমিক-বিপ্লবের রণাঙ্গন থেকে'।

কিন্তু বিশ্ব-বিপ্লব আসতে যদি বাধ্য হয়েই কিছুটা দেরী করে ফেলে, তাহলে কি হবে? আমাদের বিপ্লবের জন্য কোনও আশার আলোক আছে কি? কিন্তু ট্রট্‌স্কি আশার কোনও আলোই দেখাচ্ছেন না, কারণ 'শ্রমিক সরকারের অবস্থানের মধ্যে দ্বন্দ্বগুলির···**একমাত্র** মীমাংসা হতে পারে···বিশ্ব শ্রমিক-বিপ্লবের রণাঙ্গনে'। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের বিপ্লবের জন্য শুধু একটিমাত্র প্রত্যাশাই আছে: বিশ্ব-বিপ্লবের অপেক্ষায় থেকে এই আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে অলস হয়ে থাকা এবং ক্রমশঃ পচে যাওয়া।

লেনিনের মতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বটা কী?

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল 'পুঁজির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনের' জন্য এবং 'সমাজবাদের চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সংহত করার' জন্য শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের মেহনতী জনগণের মধ্যে মৈত্রীর ওপর নির্ভরশীল এক শক্তি।

ট্রট্‌স্কির মতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বটা কী?

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বটা হল একটা শক্তি যা 'কৃষকসমাজের ব্যাপক জনগণের' সঙ্গে 'বৈরিতামূলক সংঘর্ষে' আসে এবং একমাত্র 'বিশ্ব শ্রমিক-বিপ্লবের রণাঙ্গনে' নিজের 'দ্বন্দ্বগুলির মীমাংসা' খোঁজে।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণাকে অস্বীকার করে যে মেনশেভিকবাদের তত্ত্ব তার সঙ্গে এই 'স্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্বের' কি পার্থক্য আছে ?

মূলতঃ, কোন পার্থক্যই নেই।

আদৌ কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। 'স্থায়ী বিপ্লব' কৃষক-আন্দোলনের সুপ্ত বৈপ্লবিক সম্ভাবনাগুলির অবমূল্যায়ন মাত্রই নয়। 'স্থায়ী বিপ্লব' কৃষক-আন্দোলনের অবমূল্যায়নও যার পরিণতি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্বন্ধে লেনিনের তত্ত্বকে পরিবর্জন।

ট্রট্স্কির 'স্থায়ী বিপ্লব' এক প্রকারের মেনশেভিকবাদ।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবস্থা হচ্ছে এইরকম।

অক্টোবর বিপ্লবের দ্বিতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের চরিত্রগত লক্ষণ কী কী ?

লেনিন তাঁর সাম্রাজ্যবাদের ওপর গবেষণায়, বিশেষ করে যুদ্ধকালীন পর্বে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অসম, অস্থির, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক বিকাশের নিয়মে উপনীত হয়েছিলেন। এই নিয়ম অনুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি, ট্রাস্ট-গুলি, শ্রমশিল্পের শাখা-প্রশাখাগুলি এবং স্বতন্ত্র দেশগুলির বিকাশ সমানভাবে অগ্রসর হয় না—একটি নির্ধারিত ধারাবাহিকতা মেনে চলে না, এমনভাবে চলে না যাতে একটি ট্রাস্ট, শিল্পের একটি শাখা অথবা একটি দেশ আর সকলের চেয়ে সর্বদাই এগিয়ে থাকে, অথচ অন্যান্য ট্রাস্ট অথবা দেশগুলি সর্বদাই একে-অপরের পেছনে পড়ে থাকে—অগ্রসর হয় দমকাভাবে, যার ফলে কোন কোন দেশের বিকাশে ছেদ পড়ে, অপর দেশের বিকাশ লাফ দিয়ে অগ্রসর হয়। এই অবস্থায় যে সমস্ত দেশ পিছিয়ে পড়েছে তাদের পূর্বাবস্থা আঁকড়ে থাকার 'সম্পূর্ণ বৈধ' এবং যে সমস্ত দেশ নতুন লাফিয়ে এগিয়ে গিয়েছে, তাদের নতুন নতুন স্থান দখল করার সমভাবে 'বৈধ' প্রচেষ্টা এমন একটি পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। . ঠিক এরকম অবস্থাই হয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জার্মানির যা অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের তুলনায় ছিল একটা পশ্চাদ্‌পদ দেশ। রাশিয়ার তুলনায় জাপান সম্পর্কেও এ কথা বলা যায়। যাই হোক, এ কথা ভালভাবে জানা আছে যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই জার্মানি এবং জাপান

লাফ দিয়ে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে জার্মানি ফ্রান্সের নাগাল ধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল ও বিশ্ব-বাজারে ব্রিটেনের ওপর কঠিনভাবে চাপ দিতে আরম্ভ করেছিল, এবং সে সময় জাপান চাপ দিচ্ছিল রাশিয়ার ওপরে। এটা সুপরিজ্ঞাত যে, এই দ্বন্দ্ব থেকেই শুরু হয় সাম্প্রতিক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।

এই নিয়ম নিম্নোক্ত সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছে :

(১) 'পুঁজিবাদ মুষ্টিমেয় কয়েকটি "অগ্রসর" দেশ কর্তৃক ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন এবং পৃথিবীর জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের আর্থিকভাবে শ্বাসরোধের একটা বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিণতি লাভ করেছে' (লেনিনের **সাম্রাজ্যবাদ**-এর ফরাসী সংস্করণের ভূমিকা দেখুন, ১৯শ খণ্ড, পৃ: ৭৩);

(২) 'এই "লুঠের মাল" ভাগ হয় পা-থেকে-মাথা পর্যন্ত অস্ত্রসজ্জিত দুটি বা তিনটি বিশ্বদস্যুর মধ্যে (আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান) যারা **তাদের** এই লুঠের মাল ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপার নিয়ে **তাদের** যুদ্ধে গোটা দুনিয়াটাকে জড়িয়ে ফেলে' (ঐ);

(৩) আর্থিক উৎপীড়নের বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বগুলির বৃদ্ধি এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের অনিবার্যতায় পরিণতিতে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব রণক্ষেত্রের পুরোভাগকে বিপ্লবের পক্ষে সহজভেদ্য করে, এবং এই পুরোভাগে একটা ফাটল সৃষ্টি সম্ভব হয়ে ওঠে ;

(৪) যে সমস্ত সন্ধিস্থলে এবং যে সমস্ত দেশে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের শৃংখল দুর্বলতম, অর্থাৎ যেখানে সাম্রাজ্যবাদ ন্যূনতমভাবে সংহত এবং যেখানে বিপ্লবের প্রসার সহজতম, সেইসব ক্ষেত্রেই এই ফাটল ঘটার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা বেশি ;

(৫) এই অবস্থায়, অন্যান্য দেশগুলিতে পুঁজিবাদ যখন বজায় রয়েছে, এমনকি সেইসব দেশ যদি পুঁজিবাদী অর্থে, অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নতও হয়, সেই সময় একটা দেশে, এমনকি সেই দেশটি যদি পুঁজিবাদী অর্থে অপেক্ষাকৃত কম উন্নতও হয়, সমাজতন্ত্রের জয়লাভ খুবই সম্ভব এবং সম্ভাবনীয়।

সংক্ষেপে এগুলিই হচ্ছে লেনিনের শ্রমিক-বিপ্লবের তত্ত্বের বনিয়াদ।

অক্টোবর বিপ্লবের দ্বিতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী ?

এই বিপ্লব যে লেনিনের শ্রমিক-বিপ্লবের তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগের একটা আদর্শকে রূপায়িত করে, এই ঘটনার মধ্যে অক্টোবর বিপ্লবের দ্বিতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিহিত।

অক্টোবর বিপ্লবের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে বুঝতে না পেরেছে সে কখনোই

এই বিপ্লবের আন্তর্জাতিক চরিত্র বা এর বিপুল আন্তর্জাতিক শক্তি বা এর বৈদেশিক নীতির আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারবে না।

লেনিন বলেন, 'অসমান অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক বিকাশ হচ্ছে পুঁজিবাদের একটা চূড়ান্ত নিয়ম। অতএব, প্রথমে কয়েকটি অথবা একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের সাফল্য সম্ভব। সেই দেশের বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী, পুঁজিপতিদের পুঁজিচ্যুত এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করার পর, অন্যান্য দেশের নিপীড়িত শ্রেণীসমূহকে নিজের লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে, সেইসব দেশের পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে, এবং প্রয়োজন হলে শোষকশ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে এমনকি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে, অবশিষ্ট সারা দুনিয়ার, পুঁজিবাদী দুনিয়ার, **বিরুদ্ধে** দাঁড়াবে।' কারণ, 'সমাজবাদী সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে মোটামুটিভাবে দীর্ঘস্থায়ী ও কঠোর লড়াই ছাড়া সমাজতন্ত্রে জাতিসত্তাসমূহের স্বেচ্ছামিলন অসম্ভব' (লেনিন: **রচনাবলী**, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৩২-২৩৩ দেখুন)।

সমস্ত দেশের সুবিধাবাদীরা বলে থাকে যে, সর্বহারার বিপ্লব আরম্ভ হতে পারে—তাদের তত্ত্ব অনুসারে, আদৌ যদি কোথাও আরম্ভ হতেই হয়—সে শুধু শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, আর এই দেশগুলি যত বেশি শিল্পোন্নত হবে সমাজ-তন্ত্রের জয়লাভের সম্ভাবনা তত বেশি থাকবে। অধিকন্তু, তাদের মতে, একটি-মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের সম্ভাবনাকে, তাও আবার এমন একটি দেশে যেখানে পুঁজিবাদ আদৌ উন্নত নয়, চূড়ান্তভাবে অসম্ভব বলে বাদ দেওয়া হয়। কবে সেই যুদ্ধের সময়ে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অসম বিকাশকে ভিত্তিস্বরূপ ধরে নিয়ে, সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভ সম্পর্কে, এমনকি যদি সে দেশে পুঁজিবাদ অপেক্ষাকৃত কম উন্নতও হয়, লেনিন তাঁর শ্রমিক-বিপ্লবের তত্ত্ব উপস্থিত করেন।

এটা ভালভাবে জানা আছে যে, লেনিনের শ্রমিক-বিপ্লব সম্পর্কিত তত্ত্ব যে নির্ভুল তা অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়েছে।

লেনিনের একটিমাত্র দেশে শ্রমিক-বিপ্লবের বিজয়লাভের তত্ত্বের আলোকে ট্রট্স্কির 'স্থায়ী বিপ্লবের' অবস্থা কী দাঁড়ায়?

ট্রট্স্কির পুস্তিকা **আমাদের বিপ্লব** (১৯০৬)-এর কথা ধরা যাক।

ট্রট্স্কি লিখেছেন:

'ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রিক সমর্থন ছাড়া রুশ শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে আর নিজের সাময়িক শাসনকে একটা স্থায়ী সমাজবাদী একনায়কতন্ত্রে পরিণত করতে সমর্থ হবে না। এক মুহূর্তের জন্যও এতে আমরা সন্দেহ করতে পারি না।'

এই উদ্ধৃতিটার অর্থ কী? এর অর্থ এই যে, 'ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় সমর্থন ছাড়া, অর্থাৎ ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল করার আগে কোন একটিমাত্র দেশে, বর্তমান ক্ষেত্রে রাশিয়ায়, সমাজতন্ত্রের জয় অসম্ভব।

এই 'তত্ত্ব' ও 'স্বতন্ত্রভাবে একটা পুঁজিবাদী দেশে' সমাজতন্ত্রের জয়লাভের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে লেনিনের মধ্যে তত্ত্বের কী মিল আছে?

স্পষ্টতঃই, কোন মিল নেই।

কিন্তু ধরা যাক যে ট্রট্স্কির পুস্তিকাটিতে, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৬ সালে, যে-সময় আমাদের বিপ্লবের চরিত্র নির্ধারণ করা কঠিন ছিল, অনিচ্ছাকৃত ভুল রয়েছে এবং পুস্তিকাটির সঙ্গে ট্রট্স্কির পরবর্তীকালের মতামত পুরোপুরি মেলে না। ট্রট্স্কির লেখা আর একখানি পুস্তিকা বিচার করা যাক, তাঁর **শান্তি সম্পর্কে কর্মসূচী** যেটি ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল এবং বর্তমানে (১৯২৪) তাঁর **১৯১৭ সাল** গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তিকায় ট্রট্স্কি একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভ সম্পর্কে লেনিনের সর্বহারার বিপ্লবের তত্ত্বকে সমালোচনা করেছেন এবং এর বিপরীতে একটা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগান তুলেছেন। তিনি বলেছেন যে, একটি দেশে সমাজতন্ত্রের জয় অসম্ভব, যে সমাজতন্ত্রের জয় সম্ভব একমাত্র ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্ররূপে গঠিত ইউরোপের (ব্রিটেন, রাশিয়া, জার্মানি) কয়েকটি প্রধান দেশের জয় হিসেবে; অন্যথায়, তা আদৌ সম্ভবপর নয়। ট্রট্স্কি খুব স্পষ্ট-ভাবেই বলেছেন যে, 'জার্মানিতে বিপ্লব না হলে রাশিয়ায় অথবা ব্রিটেনে সফল বিপ্লব অকল্পনীয়, এবং এর বিপরীতও অকল্পনীয়।'

ট্রট্স্কি বলেছেন, 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগানের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত একমাত্র মোটামুটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুক্তিটা **স্যুইস সৎসিয়াল-ডিমোক্র্যাট**-এ (বলশেভিক্দের সে সময়কার কেন্দ্রীয় মুখপত্র—জে. স্তালিন) নিম্নের বাক্যটিতে সূত্রাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। "অসম অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদের একটি চূড়ান্ত নিয়ম।" এই

থেকে সোশ্যালিস্ট-ডিমোক্র্যাট এই সিদ্ধান্ত টানে যে, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয় সম্ভবপর, এবং সেইহেতু, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দেশে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বকে একটি ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল করার কোন কারণ নেই। বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদী বিকাশ যে সমানভাবে হয় না, এটা একটা চরম অখণ্ডনীয় যুক্তি। কিন্তু এই অসমতা নিজেই হচ্ছে চরমভাবে অসমান। ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, জার্মানি অথবা ফ্রান্সের পুঁজিবাদী স্তর একরূপ নয়। কিন্তু আফ্রিকা ও এশিয়ার তুলনায় এইসব দেশ পুঁজিবাদী ইউরোপের প্রতিভূ, যে ইউরোপে সমাজ-বিপ্লব পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। লড়াইয়ের সময় কোন দেশ যে অন্যের জন্য 'অপেক্ষা করে' বসে থাকতে পারে না, এটা একটা প্রাথমিক ভাবনা, যে ভাবনাকে বারংবার আবৃত্তি করা উপযোগী ও প্রয়োজন, যাতে করে যুগপৎ আন্তর্জাতিক কর্মতৎপরতার চিন্তার পরিবর্তে কালাপহরণকারী আন্তর্জাতিক নিষ্ক্রিয়তার চিন্তা না পেয়ে বসে। অন্যান্যদের জন্য অপেক্ষা না করে, আমরা জাতীয়ভাবে সংগ্রাম শুরু করি এবং তাকে চালিয়ে যাই এই পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে যে আমাদের উদ্যোগ অন্যান্য দেশের সংগ্রামে উদ্দীপনার সঞ্চার করবে; কিন্তু এমনটি যদি না ঘটে, সেক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে, যে একটা বিপ্লবী রাশিয়া একটা রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের অবস্থা অটুট রাখতে, অথবা একটা পুঁজিবাদী দুনিয়ার ভেতর একটা সমাজতান্ত্রিক জার্মানি বিচ্ছিন্নভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, এইরকম চিন্তা করা—ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং তাত্ত্বিক বিবেচনা যা সাক্ষ্য দেয় সেই অনুযায়ী—নিষ্ফল হবে।

দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের সামনে রয়েছে সেই ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশে যুগপৎ সমাজতন্ত্রের জয়লাভের একই তত্ত্ব যেটা যথানিয়মে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয় সম্পর্কে লেনিনের বিপ্লবের তত্ত্বকে বাদ দেয়।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমাজতন্ত্রের **পূর্ণ** জয়ের জন্য, পুরানো ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে **পূর্ণ** গ্যারান্টির জন্য কয়েকটি দেশের শ্রমিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের বিপ্লবকে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী যে সাহায্য দিয়েছে সেই সমর্থন না দিলে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধে টিঁকে থাকতে পারত না, ঠিক যেমন রাশিয়ার বিপ্লব যে সমর্থন দিয়েছিল তা না পেলে পাশ্চাত্যে বৈপ্লবিক

আন্দোলন, রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পর থেকে বৈপ্লবিক আন্দোলন যে গতিতে বিকাশলাভ করেছে পাশ্চাত্যে বৈপ্লবিক আন্দোলন সেই গতিতে বিকাশলাভ করতে পারত না। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমরা সমর্থন চাই। কিন্তু, পশ্চিম ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক আমাদের বিপ্লবকে সমর্থনের অর্থ কি? আমাদের বিপ্লবের প্রতি ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর সহানুভূতি, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করার তৎপরতা—এইসব সমর্থন কি প্রকৃত সাহায্য নয়? প্রশ্নাতীতভাবে তাই। কেবল ইউরোপীয় শ্রমিকদের কাছ থেকেই নয়, অধিকন্তু ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন দেশগুলির কাছ থেকেও এই সমর্থন, এই সাহায্য ব্যতীত রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়নকত্ব দুরূহ অবস্থার মধ্যে পড়ত। এখনো পর্যন্ত এই সহানুভূতি এবং সাহায্য আমাদের লাল ফৌজের শক্তি আর রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের, তাদের পিতৃভূমিকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করার জন্য তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে—সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে আর গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা আমাদের জন্য সৃষ্টি করতে এইসব কি যথেষ্ট হয়েছে? হাঁ, যথেষ্টই হয়েছে। এই সহানুভূতি কি আরও প্রবল হচ্ছে, না হ্রাস পাচ্ছে? প্রশ্নাতীতভাবে আরও প্রবল হচ্ছে। সুতরাং, শুধু সমাজবাদী অর্থব্যবস্থাকে সংগঠিত করার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নয়, অধিকন্তু, পশ্চিম-ইউরোপের শ্রমিকদের এবং প্রাচ্যের নিপীড়িত জনগণকে সাহায্যদানের জন্য অনুকূল অবস্থা কি আমাদের আছে? হাঁ, আমাদের আছে। রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সাত বৎসরের ইতিহাস দ্বারা একটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এটা কি অস্বীকার করা যেতে পারে যে ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে শ্রমিক উদ্দীপনার একটা প্রচণ্ড ঢেউ উঠেছে? না, এটা অস্বীকার করা যেতে পারে না।

এই সমস্তের পরেও, একটা রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা বিপ্লবী রাশিয়া টিঁকে থাকতে পারে না, ট্রট্স্কির এই বক্তব্যের তাৎপর্য কি?

এর তাৎপর্য শুধু এই হতে পারে যে, প্রথমতঃ, আমাদের বিপ্লবের অন্তর্নিহিত শক্তির যথোচিত উপলব্ধি ট্রট্স্কি করছেন না; দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমের শ্রমিক-শ্রেণী এবং প্রাচ্যের কৃষকসমাজ আমাদের বিপ্লবকে যে নৈতিক সমর্থন দিয়েছে, তার অপরিমেয় গুরুত্ব ট্রট্স্কি হৃদয়ঙ্গম করছেন না; আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সাম্রাজবাদকে আজ ধীরে ধীরে ক্ষয় করে দিচ্ছে, সেটা ট্রট্স্কি দেখছেন না।

লেনিনের সর্বহারা-বিপ্লবের তত্ত্বের সমালোচনায় আত্মহারা হয়ে ট্রট্স্কি তাঁর ১৯১৭ সালে প্রকাশিত এবং ১৯২৪ সালে পুনঃপ্রকাশিত **শান্তি কর্মসূচী** পুস্তিকায়, অনবধানতাবশতঃ নিজেকে নিজেই এক প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন।

কিন্তু, সম্ভবতঃ, এই পুস্তিকাটিও সেকেলে হয়ে গেছে, আর যে-কোন কারণেই হোক, ট্রট্স্কির বর্তমান মতামতের সঙ্গে এর মিল নেই। তাঁর পরবর্তী রচনাগুলি, ধরা যাক, যেগুলি **একটিমাত্র দেশে,** রাশিয়ায়, শ্রমিক-বিপ্লবের জয়লাভের পরে লেখা, উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, তাঁর **শান্তি কর্মসূচী** পুস্তিকার নতুন সংস্করণের জন্য ১৯২২ সালে লেখা ট্রট্স্কির 'উপসংহারটি'। এই 'উপসংহার'-এ যা তিনি বলেছেন তা হল এই :

> '**শান্তি কর্মসূচীতে** বারবার উচ্চারিত বক্তব্য যে, কোন শ্রমিক-বিপ্লব জাতীয় সীমানার মধ্যে পরিশেষে জয়যুক্ত হতে পারে না, সেটি কোন কোন পাঠকের নিকট আমাদের প্রায় পাঁচ বৎসরের সোভিয়েত সাধারণ-তন্ত্রের অভিজ্ঞতা দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, এরকম একটা সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নয়। সমস্ত দুনিয়ার বিরুদ্ধে একটিমাত্র দেশে, তাও একটি পশ্চাদ্‌পদ দেশে, শ্রমিক রাষ্ট্র যে টিঁকে আছে এই ঘটনা শ্রমিকশ্রেণীর বিপুল শক্তির সাক্ষ্য দেয়, যে শক্তি অধিকতর উন্নত, অধিকতর সুসভ্য দেশগুলিতে বিস্ময়কর কীর্তি সম্পাদনে সত্যই সক্ষম হবে। কিন্তু, যদিও রাজনৈতিক এবং সামরিক অর্থে একটি রাষ্ট্র হিসেবে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, একটি সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির কাজে আমরা এসে পৌছাইনি, অথবা, এমনকি পৌছাতে শুরু পর্যন্ত করিনি।...যতদিন পর্যন্ত ইউরোপের অন্যান্য দেশে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতাসীন থাকবে ততদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে একটি সমঝওতার চেষ্টা করতে আমরা বাধ্য থাকব; সঙ্গে সঙ্গে এ কথা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা চলে যে, এইসব সমঝওতা বড় জোর আমাদের কিছু কিছু অর্থ-নৈতিক অসুবিধা লাঘব করতে, দু-এক পা এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে বটে, কিন্তু ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর **জয়লাভের পরেই শুধু** রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর হবে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

ট্রট্স্কি এইভাবেই কথা বলছেন খোলাখুলিভাবে বাস্তবকে লংঘন করে এবং

তাঁর 'স্থায়ী বিপ্লব'-এর তত্ত্বকে অন্তিম ভরাডুবি থেকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আপনারা যা খুশি করুন না কেন, একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজে আমরা যে শুধু 'পৌছাইনি' তা-ই নয়, আমরা 'পৌছাতে শুরুই করিনি'। দেখা যাচ্ছে, কিছু লোক 'পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সমঝওতার' জন্য আশা করে আছে, কিন্তু এটাও দেখা যাচ্ছে যে, এই সমঝওতার ফল কিছুই হবে না, যেহেতু, আপনারা যা খুশি করুন না কেন, 'প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশগুলিতে' শ্রমিকশ্রেণী বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃত উন্নতি' সম্ভব নয়।

বেশ তো, তাহলে পাশ্চাত্যে যখন এখনো পর্যন্ত কোন বিজয়ই হয়নি, তখন রাশিয়ায় বিপ্লবের পক্ষে 'বেছে নেওয়ার' থাকল শুধু: হয় একেবারে পচে যাওয়া, নয়তো একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রে অধঃপতিত হওয়া।

এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় যে, এখন থেকে গত দুবছর ধরে ট্রট্স্কি কেন আমাদের পার্টির 'অধঃপতন' সম্পর্কে কথা বলেই আসছেন।

এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যে, ট্রট্স্কি গত বছর আমাদের দেশের 'ধ্বংসের' ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

লেনিনের 'একটি দেশে সমাজতন্ত্রের জয়' তত্ত্বের সঙ্গে এই অদ্ভুত 'তত্ত্বের' সামঞ্জস্য সাধন করা যায় কেমন করে?

নয়া অর্থনৈতিক নীতি 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি নির্মাণে' আমাদের সমর্থ করবে, লেনিনের অভিমতের সঙ্গে এই অদ্ভুত 'সম্ভাব্যতার' সামঞ্জস্য সাধন করা যায় কেমন করে?

উদাহরণস্বরূপ, এই 'স্থায়ী' নৈরাশ্যের সঙ্গে লেনিনের নিম্নোক্ত কথাগুলির সামঞ্জস্য সাধনই-বা করা যায় কেমন করে?

'সমাজতন্ত্র এখন আর একটা সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার অথবা একটা বিমূর্ত আলেখ্য কিংবা বিগ্রহ নয়। বিগ্রহ সম্বন্ধে আমাদের পুরানো খারাপ ধারণাকে এখনো আমরা বজায় রেখেছি। দৈনন্দিন জীবনধারার মধ্যে আমরা সমাজবাদকে টেনে এনেছি, আর এখানেই আমাদের পথ আমরা খুঁজে বের করব। এই হল আমাদের আশু কর্তব্য—আমাদের যুগের কর্তব্য। এই সুদৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমাকে বক্তব্য শেষ করতে দিন, যদিও এ কর্তব্য দুরূহ, যদিও পূর্বের তুলনায় এ কর্তব্য অভিনব, যত বাধাবিপত্তিই এর সঙ্গে জড়িয়ে থাক না কেন, আমরা

সকলে—একদিনে নয়, কয়েক বছর ধরে—আমরা সবাই মিলে, যা-কিছু ঘটুক না কেন, এ কর্তব্য আমরা সমাধা করব, যার ফলে নেপ্-এর রাশিয়া হবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া' (**রচনাবলী**, ২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬)।

ট্রট্স্কির এই 'স্থায়ী' বিষাদের সঙ্গে কেমন করে সামঞ্জস্য সাধন করা যায়, উদাহরণস্বরূপ, লেনিনের নীচের কথাগুলির সঙ্গে :

'প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের বৃহৎ উপকরণের উপর রাষ্ট্রক্ষমতা, শ্রমিক-শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা, লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র কৃষকদের সঙ্গে এই শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী, কৃষকসমাজের উপর শ্রমিকশ্রেণীর নিশ্চিত নেতৃত্ব, ইত্যাদি, এই সবকিছুই সেই সমবায় সমিতি, একমাত্র সেই সমবায় সমিতি-গুলি থেকে যাদের আমরা ক্ষুদ্র বস্তুর ফেরি করার সংগঠন ভেবে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতাম, এবং যে সমিতিগুলিকে একটি বিশেষ দিক থেকে এখন, নেপ্-এর আমলে, সেইভাবে অবজ্ঞা করার অধিকার কি আমাদের আছে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে যাদের আমাদের প্রয়োজন ? এই সবকিছু পূর্ণ সমাজবাদী সমাজ গঠনে অপরিহার্য নয় কি ? এখনো পর্যন্ত এই সমস্ত সমাজবাদী সমাজ গঠনে নয়, কিন্তু এই গঠন প্রক্রিয়ায় যা অপরিহার্য এবং পর্যাপ্ত, এই সমস্তই হল তাই' (**রচনাবলী**, ২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২)।

স্পষ্টতঃই, এই দুটি অভিমত পরস্পর-বিরোধী এবং কোনরকমেই এদের সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে না। ট্রট্স্কির 'স্থায়ী বিপ্লব' লেনিনের শ্রমিক-বিপ্লবের তত্ত্বের অস্বীকৃতি ; এবং বিপরীতভাবে, লেনিনের শ্রমিক-বিপ্লবের তত্ত্ব 'স্থায়ী বিপ্লববাদের' অস্বীকৃতি।

আমাদের বিপ্লবের শক্তি এবং সামর্থ্যের উপর আস্থার অভাব, রুশ শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি এবং সামর্থ্যের উপর আস্থার অভাব—এটাই রয়েছে 'স্থায়ী বিপ্লববাদের' মূলে।

এ পর্যন্ত, সাধারণতঃ, 'স্থায়ী বিপ্লবের' তত্ত্বের মাত্র **একটি** দিক লক্ষ্য করা গেছে—কৃষক-আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাব্যতার উপর আস্থার অভাব। এখন ন্যায়ের খাতিরে এটার সম্পূরক হিসেবে অবশ্য উল্লেখ করতে হবে আর **একটি** দিকের—রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি এবং সামর্থ্যের উপর আস্থার অভাব।

'পশ্চিম ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশগুলিতে' শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রাথমিক জয় ব্যতীত, একটিমাত্র দেশে, তা-ও আবার একটা অনুন্নত দেশে,

সমাজতন্ত্রের জয় অসম্ভব, এই সাধারণ মেনশেভিক তত্ত্ব আর ট্রট্স্কির তত্ত্বের মধ্যে কী পার্থক্য আছে?

মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই।

এতে আদৌ কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ট্রট্স্কির 'স্থায়ী বিপ্লবের' তত্ত্ব মেনশেভিকদের একটা ভিন্ন রূপ। সম্প্রতি নিকৃষ্ট কূটনীতি বিশারদরা আমাদের সংবাদপত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন, যাঁরা চেষ্টা করছেন স্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্বকে লেনিনবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে কৌশলে চালিয়ে দিতে। তাঁরা অবশ্য বলেন যে, এই তত্ত্ব ১৯০৫ সালে নিকৃষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে; কিন্তু যে ভুলটা ট্রট্স্কি করেছিলেন তা হল এই যে, সেই ১৯০৫ সালের পরিস্থিতিতে যেটা প্রয়োগ করা যায় না, সেটাই প্রয়োগের চেষ্টায় তিনি ঐ সময়ে খুব বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা বলেন পরবর্তীকালে, যথা ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে, যখন বিপ্লব পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার সময় পেয়েছিল, ট্রট্স্কির তত্ত্ব তখন সম্পূর্ণ উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। অনুমান করা কঠিন নয় যে, এইসব কূটনীতি বিশারদদের প্রধান হলেন রাদেক। যদি ইচ্ছা করেন তো তিনি যা বলেছেন এখানেই তা দেওয়া যায়:

> 'যে কৃষকসমাজ জমি আর শান্তির জন্য সংগ্রাম করছিল যুদ্ধ তাদের আর পেটি-বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে একটি ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল; যুদ্ধ কৃষকসমাজের নেতৃত্বে স্থাপন করেছিল শ্রমিকশ্রেণী এবং তার অগ্রবাহিনী বলশেভিক পার্টিকে। এর ফলেই সম্ভব হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের একনায়কত্ব নয়, পক্ষান্তরে, কৃষকসমাজের উপর নির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। রোজা লুক্সেমবুর্গ এবং ট্রট্স্কি ১৯০৫ সালে যেটা উপস্থাপিত করেছিলেন লেনিনের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ 'স্থায়ী বিপ্লব'—জে. স্তালিন), সেটাই বস্তুতঃ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐতিহাসিক বিকাশের দ্বিতীয় স্তর।'

এখানে প্রত্যেকটি উক্তিই হচ্ছে বিকৃতি। এ কথা সত্য নয় যে, যুদ্ধ 'কৃষকসমাজের উপর নির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্ভবপর করে তুলেছিল, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের একনায়কত্ব নয়'। প্রকৃতপক্ষে, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবটা ছিল বুর্জোয়া একনায়কত্বের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে বিজড়িত শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের একনায়কত্বের বাস্তব রূপায়ণ।

এটা সত্য নয় যে, 'স্থায়ী বিপ্লববাদের' তত্ত্ব যেটা রাদেক লজ্জায় উল্লেখ

করতে বিরত থাকছেন, রোজা লুক্সেমবুর্গ এবং ট্রট্স্কি ১৯০৫ সালে তাই হাজির করেন। বস্তুতঃ, এই তত্ত্বটি হাজির করেছিলেন পারভাস্ এবং ট্রট্স্কি। এখন দশমাস পরে, রাদেক নিজেকে শুধরে নিচ্ছেন, আর 'স্থায়ী বিপ্লবের' তত্ত্বের জন্য পারভাস্‌কে তিরস্কার করা প্রয়োজন বোধ করছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ন্যায্য-ভাবে রাদেকের উচিত পারভাসের জুড়িদার ট্রট্স্কিকেও ভর্ৎসনা করা।

এটা সত্য নয় যে, যে 'স্থায়ী বিপ্লববাদের' তত্ত্বকে ১৯০৫ সালের বিপ্লব ঝেঁটিয়ে এক ধারে ফেলে দিয়েছিল, সেই তত্ত্ব 'ঐতিহাসিক বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে' অর্থাৎ অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে যথার্থ বলে প্রমাণিত হল। অক্টোবর বিপ্লবের গোটা পর্বটাই, এর সমগ্র বিকাশটাই, হাতেকলমে দেখিয়ে দিয়ে 'স্থায়ী বিপ্লববাদের' চরম দেউলিয়াপনা এবং লেনিনবাদের ভিত্তির সঙ্গে এর চূড়ান্ত অসঙ্গতি প্রতিপন্ন করেছে।

মধুমাখা বক্তৃতা আর নোংরা কূটনীতি দিয়ে 'স্থায়ী বিপ্লবের' তত্ত্ব আর লেনিনবাদের মধ্যে হাঁ-করা ফাটলকে লুকিয়ে রাখা যাবে না।

৩। অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতিপর্বে বলশেভিকদের রণকৌশলের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ

অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতিপর্বে বলশেভিকরা যে রণকৌশল অনুসরণ করেছিল তা বুঝতে হলে ঐসব রণকৌশলের বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অন্ততঃ কয়েকটা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা একান্ত দরকার। এটা আরও বেশি করে দরকার এইজন্য যে বলশেভিকদের রণকৌশল সম্পর্কে অসংখ্য পুস্তিকায় ঠিক এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই প্রায়শঃ উপেক্ষা করা হয়ে থাকে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

প্রথম বৈশিষ্ট্য। ট্রট্স্কির কথা যদি কেউ শোনেন তাহলে তিনি ভাববেন যে, অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির ইতিহাসে মাত্র দুটি পর্ব ছিল: পরিদর্শন পর্ব এবং অভ্যুত্থান পর্ব, আর বাকী সবকিছু যেন ভয়ঙ্কর অশুভ যাদের সম্পর্কে নীরব থাকাই মঙ্গল। ১৯১৭ সালের এপ্রিল বিক্ষোভটা কী ছিল? 'এপ্রিল বিক্ষোভ যেটা যতটা উচিত তার চেয়ে বেশি "বাম" দিকে গেছিল, ছিল জন-গণের মেজাজ এবং সোভিয়েতগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনুসন্ধান করে দেখার অভিপ্রায়ে একটি পরিদর্শনমূলক অতর্কিত হানা।' আর,

১৯১৭-র জুলাই বিক্ষোভটা কী ছিল? ট্রট্স্কির মতে, 'এটাও বস্তুতঃ, আন্দোলনের নতুন এবং উন্নততর স্তরে আর একটি ব্যাপকতর পরিদর্শন।' বলা বাহুল্য, ট্রট্স্কির ধারণা অনুযায়ী, পার্টির আহ্বানে আয়োজিত ১৯১৭-র জুন বিক্ষোভকে আরও বেশি করে 'পরিদর্শন' বলে অভিহিত করা উচিত।

এ যেন পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছে যে একেবারে ১৯১৭ সালের মার্চ নাগাদ বলশেভিকদের একটা শ্রমিক ও কৃষক রাজনৈতিক বাহিনী প্রস্তুত ছিল, এবং তারা যদি এই বাহিনীকে অভ্যুত্থানের জন্য নিযুক্ত না করে, মাত্র 'পরিদর্শনেই' নিযুক্ত করে থাকে, তার কারণ, এবং একমাত্র কারণ হচ্ছে তখনকার 'পরিদর্শন' করে যে সংবাদ সংগৃহীত হয়েছিল তা ছিল প্রতিকূল।

বলা বাহুল্য, আমাদের পার্টির রাজনৈতিক রণকৌশল সম্বন্ধে এই অতি সরলীকৃত ধারণা, প্রচলিত সামরিক রণকৌশলের সঙ্গে বলশেভিকদের বৈপ্লবিক রণকৌশলের বিভ্রান্তিকর সংমিশ্রণ।

বস্তুতঃ, এই সমস্ত বিক্ষোভ প্রধানতঃ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত চাপের ফল, যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনগণের যে ক্রোধ ফুটে উপচিয়ে পড়ে রাস্তায় রাস্তায় বেরোবার পথ খুঁজছিল, সেই ঘটনার ফল।

প্রকৃতপক্ষে, সেই সময় পার্টির কর্তব্য ছিল জনগণের স্বতঃউত্থিত বিক্ষোভকে বলশেভিকদের বিপ্লবী শ্লোগান দ্বারা নির্দেশিত পথে রূপায়িত এবং সুনিয়ন্ত্রিত করা।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে বলশেভিকদের কোন রাজনৈতিক সেনাবাহিনী প্রস্তুত ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না। বলশেভিকরা এরকম একটি বাহিনী গঠন করেছিল (এবং চূড়ান্তভাবে গঠন করেছিল ১৯১৭ সালের অক্টোবরের মধ্যে) শুধু ১৯১৭ সালের জুন আর জুলাইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে, এপ্রিলের বিক্ষোভসমূহের, জুন আর জুলাইয়ের বিক্ষোভসমূহের, জেলা এবং ডুমার নির্বাচনের, কর্নিলভ বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এবং সোভিয়েতগুলিকে সপক্ষে নিয়ে আসার ঘটনাগুলির ভেতর দিয়ে। রাজনৈতিক বাহিনী একটি সামরিক বাহিনীর মতো নয়। সামরিক নেতৃত্ব যুদ্ধ শুরু করে একটি তৈরী সেনাবাহিনী নিয়ে, পক্ষান্তরে, পার্টিকে তার সেনাবাহিনী তৈরী করতে হয় সংগ্রামেরই ভেতর দিয়ে, শ্রেণী-সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে, যখন জনসাধারণ নিজেরাই তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পার্টির শ্লোগান এবং নীতির যথার্থতা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হয়।

অবশ্য, এইরকম প্রতিটি বিক্ষোভই সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহের প্রচ্ছন্ন পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর কিছুটা আলোকপাত করত, কোন কোন পরিদর্শন-মূলক সংবাদ দিত, তাই বলে, এই পরিদর্শনই বিক্ষোভের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ছিল তার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি মাত্র।

অক্টোবরের অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী ঘটনাবলী বিশ্লেষণ এবং তাদের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত সময়ের বৈশিষ্ট্যসূচক ঘটনাবলীর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে লেনিন বলেন :

'২০-২১শে এপ্রিল, ৯ই জুন, ৩রা জুলাই-এর পূর্বে পরিস্থিতি যেমন ছিল, এখনকার পরিস্থিতি আদৌ সেরকম নয়, কারণ তখন ছিল **স্বতঃস্ফূর্ত উত্তেজনা**, যা আমরা একটা পার্টি হিসেবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলাম (২০শে এপ্রিল), অথবা যাকে আমরা চেষ্টা করেছিলাম সংযত করতে এবং একটা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের রূপ দিতে (৯ই জুন ও ৩রা জুলাই)। কারণ, সেই সময়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম যে, যে সোভিয়েতগুলি তখনো **পর্যন্ত** আমাদের **নয়**, যে কৃষকরা **তখনো** লেবার-দান-চেরনভ পন্থায় আস্থাশীল, বলশেভিক পন্থায় (অভ্যুত্থান) নয়, এবং সেই কারণে, জনগণের অধিকাংশকে আমাদের সপক্ষে আনতে পারব না, অতএব, একটা গণ-উত্থান সময়োপযোগী হবে না' (**রচনাবলী**, ২০শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫)।

এটা সহজেই বোঝা যায় যে, শুধু 'পরিদর্শন'ই যথেষ্ট নয়।

স্পষ্টতঃই, এটা 'পরিদর্শনের' প্রশ্ন নয়, এটা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রশ্ন :

(১) অক্টোবরের সমগ্র প্রস্তুতিপর্বে পার্টি সর্বদা নির্ভর করেছিল গণ-বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের উপর ;

(২) এই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের উপর নির্ভর করে থাকার সময় পার্টি আন্দোলনে তার নিজের অখণ্ড নেতৃত্ব বজায় রেখেছিল ;

(৩) আন্দোলনের এই নেতৃত্ব অক্টোবরের অভ্যুদয়ের জন্য রাজনৈতিক গণবাহিনী গঠন করতে পার্টিকে সাহায্য করেছিল ;

(৪) এই নীতির অবধারিত পরিণতি অক্টোবরের জন্য সমগ্র প্রস্তুতি **একটিমাত্র** পার্টি, বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বাধীনে অগ্রসর হওয়া ;

(৫) আবার অক্টোবরের জন্য এই প্রস্তুতি এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল

যে, অক্টোবর অভ্যুত্থানের ফলস্বরূপ ক্ষমতা একটিমাত্র পার্টি, বলশেভিক পার্টির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

এইভাবে, অক্টোবর প্রস্তুতির প্রধান উপাদান হিসেবে একটিমাত্র পার্টির, কমিউনিস্ট পার্টির অখণ্ড নেতৃত্ব—এই হল অক্টোবর বিপ্লবের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, এই হল অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতিপর্বে বলশেভিকদের রণকৌশলের প্রথম সুনির্দিষ্ট লক্ষণ।

প্রমাণের দরকার পড়ে না যে, বলশেভিকদের রণকৌশলের এই বৈশিষ্ট্য ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদী অবস্থার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অসম্ভব হতো।

এই ব্যাপারে, ফরাসী দেশে ১৮৭১ সালের বিপ্লব, যেখানে নেতৃত্ব ভাগাভাগি হয়েছিল দুটি পার্টির মধ্যে, যার কোনটাকেই কমিউনিস্ট পার্টি বলা যেতে পারে না, তার সঙ্গে অক্টোবর বিপ্লবের সুবিধাজনক পার্থক্য।

দ্বিতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতি এইভাবে মাত্র একটি পার্টি, বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বাধীনে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু পার্টি এই নেতৃত্ব পালন করেছিল কীভাবে, নেতৃত্ব কোন্ পথ বরাবর অগ্রসর হয়েছিল? এই নেতৃত্ব অগ্রসর হয়েছিল বিপ্লবের বিস্ফোরণ পর্বে নিরতিশয় বিপজ্জনক জোট বলে পরিগণিত **আপোষকামী** দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার পথ ধরে, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের বিচ্ছিন্ন করার পথ ধরে।

লেনিনবাদের মৌলিক রণনীতি কী?

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির স্বীকৃতি:

(১) আসন্ন বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের আমলে **আপোষকামী** দলগুলি, বিপ্লবের শত্রুদের সর্বাধিক বিপজ্জনক সামাজিক অবলম্বন;

(২) এই দলগুলি বিচ্ছিন্ন না হলে শত্রুকে (জারতন্ত্র অথবা বুর্জোয়াশ্রেণী) উৎখাত করা অসম্ভব;

(৩) সুতরাং, বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বে প্রধান হাতিয়ারগুলির নিশানা করতে হবে এই দলগুলির বিচ্ছিন্ন করার দিকে, তাদের কাছ থেকে ব্যাপক মেহনতী জনগণকে জয় করে নিয়ে আসার দিকে।

জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পর্বে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের (১৯০৫-১৬) প্রস্তুতির পর্বে, জারতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক সামাজিক অবলম্বন ছিল উদারনৈতিক রাজতন্ত্রী দল, ক্যাডেট দল। কেন? কারণ, এটা ছিল আপোষকামী দল, জারতন্ত্র আর জনগণের বৃহত্তর অংশের, অর্থাৎ সমগ্রভাবে

কৃষকসমাজের সঙ্গে আপোষরফার দল। স্বভাবতঃই, সেই সময়ে পার্টির প্রধান আঘাতগুলি পরিচালিত হয়েছিল ক্যাডেটদের দিকে, কারণ, ক্যাডেটদের বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে জারতন্ত্র আর কৃষকসমাজের মধ্যে বিচ্ছেদের কোন আশা থাকত না, এবং এই বিচ্ছেদ সুনিশ্চিত করতে না পারলে বিপ্লবের জয় সম্বন্ধে কোন আশা থাকত না। সেই সময় অনেকেই বলশেভিক রণনীতির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটিকে সঠিকভাবে ধরতে না পেরে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত 'ক্যাডেট-আতংকের' অভিযোগ এনেছিল ; তারা বলেছিল যে, বলশেভিকদের কাছে ক্যাডেটদের বিরুদ্ধে লড়াই, প্রধান শত্রু জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইকে 'ছায়াছন্ন' করেছিল। কিন্তু এই অভিযোগগুলি, যার কোন ন্যায্যতা ছিল না, বলশেভিক রণনীতিকে অনুধাবন করার চূড়ান্ত ব্যর্থতাই প্রকাশ করেছিল—যে রণনীতি শত্রুর উপর জয়লাভকে সুসাধ্য ও ত্বরান্বিত করার জন্য আপোষকামী পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি জানিয়েছিল।

এটা প্রমাণের দরকার নেই বললেই হয় যে, এই রণনীতি ব্যতীত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব হতো অসম্ভব।

অক্টোবরের প্রস্তুতিপর্বে পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলির ভারকেন্দ্র অন্য ক্ষেত্রে সরে গিয়েছিল। জার চলে গেল। আপোষকামী শক্তি থেকে ক্যাডেট পার্টি রূপান্তরিত হল একটা পরিচালকশক্তি রূপে, সাম্রাজ্যবাদের শাসকশক্তি রূপে। লড়াইটা এখন আর জারতন্ত্র ও জনগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, লড়াইটা এল বুর্জোয়া সম্প্রদায় ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। এই পর্বে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী দল-গুলি, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরাই ছিল সাম্রাজ্যবাদের সর্বাধিক বিপজ্জনক সামাজিক অবলম্বন। কেন? যেহেতু সেই সময়ে এই দলগুলিই ছিল আপোষকামী দল, সাম্রাজ্যবাদ ও মেহনতী জনগণের মধ্যে আপোষের দল। স্বাভাবিকভাবেই, সেই সময় বলশেভিকরা তাদের সবচাইতে জোরালো আঘাতগুলি পরিচালিত করেছিল এই দলগুলির দিকে, কেননা এই দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন না করতে পারলে মেহনতী জনগণ আর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিচ্ছেদের কোন আশাই থাকত না, আর এই বিচ্ছেদকে যদি সুনিশ্চিত করা না যেত, তাহলে সোভিয়েত বিপ্লবের জয়লাভেরও কোন আশা থাকত না। অনেকেই তখন বলশেভিক রণকৌশলের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করেনি, অধিকন্তু বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেন-শেভিকদের উপর 'অতিরিক্ত বিদ্বেষ' প্রকাশের এবং প্রধান লক্ষ্য 'ভুলে যাওয়ার'

অভিযোগ এনেছিল। কিন্তু অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতির গোটা পর্বটাই এই ঘটনার জোরালো সাক্ষ্য দেয় যে একমাত্র এই সকল রণকৌশল অনুসরণ করেই বলশেভিকরা অক্টোবর বিপ্লবের জয়কে সুনিশ্চিত করতে পেরেছিল।

এই যুগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল কৃষকসমাজের মেহনতী জনগণের আরও বিপ্লবী হওয়া, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদের সম্পর্কে তাদের মোহভঙ্গ, তাদের এইসব দল পরিত্যাগ, দেশকে শান্তির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম, একমাত্র অবিচল বিপ্লবী শক্তিরূপে শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে জমায়েত হওয়ার অভিমুখে তাদের পথ পরিবর্তন। এই পর্বের ইতিহাস হল কৃষকসমাজের মেহনতী জনসাধারণের জন্য, এই জনসাধারণকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য, একদিকে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক, আর অন্যদিকে বলশেভিকদের মধ্যে লড়াইয়ের ইতিহাস। এই লড়াইয়ের পরিণতিকে নির্ধারিত করেছিল কোয়ালিশন সরকারের আমল, কেরেন্স্কি আমল, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের জমিদারেদের জমি বাজেয়াপ্তকরণে অস্বীকৃতি, যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের প্রচেষ্টা, যুদ্ধক্ষেত্রে জুন মাসের আক্রমণ, সৈনিকদের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের প্রচলন, কর্নিলভ বিদ্রোহ। এবং এই সমস্ত ঘটনা এই সংগ্রামের ফলাফল সম্পূর্ণভাবে বলশেভিক রণনীতির অনুকূলেই নির্ধারিত করেছিল; কারণ সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে না যেত, তাহলে সাম্রাজ্যবাদীদের সরকারকে উৎখাত করা অসম্ভব হতো, আর এই সরকার যদি উৎখাত না হতো তাহলে যুদ্ধ থেকে মুক্তিলাভও হতো অসম্ভব। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি আর মেনশেভিকদের বিচ্ছিন্ন করার নীতিই একমাত্র নির্ভুল নীতি বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

অতএব, অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতিপর্ব পরিচালনায় প্রধান নীতি হিসেবে মেনশেভিক আর সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টিকে বিচ্ছিন্নকরণ—এই ছিল বলশেভিকদের রণকৌশলের দ্বিতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এটা প্রমাণের দরকার নেই বললেই চলে যে, বলশেভিকদের রণকৌশলের এই দিকটা ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মেহনতি জনগণের মৈত্রী অনিশ্চিত অবস্থায় থেকে যেত।

এটা লক্ষণীয় যে তাঁর **অক্টোবরের শিক্ষায়** বলশেভিকদের রণকৌশলের এই দিকটা সম্বন্ধে ট্রট্স্কি কিছুই অথবা প্রায় কিছুই বলেননি।

তৃতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অতএব, অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতিসমূহের পরিচালনায় পার্টি সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার, কৃষক ও শ্রমিকদের বৃহৎ জনসংখ্যাকে জয় করে দলে আনার নীতি অনুসরণ করেছিল। কিন্তু পার্টি কেমন করে, বস্তুতঃ, এই বিচ্ছিন্নতাকে সম্ভব করেছিল—কি প্রকারে, কোন্ শ্লোগান তুলে? একে সম্ভব করা হয়েছিল 'সোভিয়েতসমূহের হাতে সব ক্ষমতা।' এই শ্লোগানসহ সোভিয়েতগুলির ক্ষমতা-লাভের জন্য বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের আকারে সোভিয়েতগুলিকে গণ-সন্নিবেশ-কারী সংস্থা থেকে অভ্যুত্থানকারী সংস্থায়, ক্ষমতা প্রয়োগের সংস্থায়, নতুন শ্রমিকদের রাষ্ট্রশক্তির হাতিয়ারে পরিবর্তিত করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বিচ্ছিন্ন করার কাজকে সহজ করতে সক্ষম যা শ্রমিক-বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম, এবং লক্ষ লক্ষ মেহনতী জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের জয়ের পথে পরিচালিত করার জন্য নির্দিষ্ট প্রধান সাংগঠনিক লিভার হিসেবে সেই সোভিয়েতগুলিকে বলশেভিকরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল কেন?

সোভিয়েতগুলি কী?

সেই ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেনিন বলেছিলেন, 'সোভিয়েতগুলি হচ্ছে একটা নতুন রাষ্ট্রীয় সংগঠন যা প্রথমতঃ প্রস্তুত রাখে শ্রমিক ও কৃষকদের একটা সশস্ত্র সেনাদল, এবং এই সেনাদল পুরানো সেনাবাহিনীর মতো জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং জনগণের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সামরিক দিক থেকে এই সেনাদল পূর্বের সেনাদলগুলি অপেক্ষা অতুলনীয়ভাবে শক্তিশালী; বিপ্লবের দিক থেকে এই সেনাদলের স্থান অন্যকিছু দিয়ে পূর্ণ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই সংগঠন জনসাধারণের সঙ্গে, জনগণের অধিকাংশের সঙ্গে, এমন অন্তরঙ্গ, এমন অবিচ্ছেদ্য, সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পুনরুজ্জীবিত করা যায় এমন এক মৈত্রীবন্ধন সৃষ্টি করে যার তুল্য পূর্বের রাষ্ট্রযন্ত্রে, এমনকি পরোক্ষভাবেও কিছুই ছিল না। তৃতীয়তঃ, পূর্ববর্তী যে-কোন রাষ্ট্রযন্ত্র অপেক্ষা এই সংস্থা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক এই কারণের জন্য যে-এর কর্মীগণ নির্বাচিত এবং জনগণের ইচ্ছায় কোনপ্রকার আমলাতান্ত্রিক অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই তাদের প্রত্যাহার করা যায়। চতুর্থতঃ, এই সংগঠন ভিন্নতর বৃত্তির জনগণের সঙ্গে একটা নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে দেয়, আর এইভাবে আমলা-

তান্ত্রিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই সর্বাধিক বিচিত্র আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারসাধন সহজ করে। পঞ্চমতঃ, এই অগ্রবাহিনীর অর্থাৎ নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের—শ্রমিকদের আর কৃষকদের—সর্বাপেক্ষা রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন, সর্বাপেক্ষা কর্মশক্তিসম্পন্ন এবং সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল অংশের, সংগঠনের কাঠামো প্রস্তুত করে দেয় আর, এইভাবে একটি হাতিয়ার গঠন করে যে হাতিয়ারের সাহায্যে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের অগ্রবাহিনী এই সমস্ত শ্রেণীভুক্ত সমগ্র বিশাল জনতা যারা এতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক জীবন থেকে, ইতিহাস থেকে বহু দূরে ছিল তাদের উন্নত করতে, তৈরী করতে এবং পরিচালিত করতে পারে। ষষ্ঠতঃ, এই হাতিয়ার সংসদীয়বাদের সুবিধাগুলির সঙ্গে সরাসরি এবং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সুবিধাগুলির সংযোগ-সাধন সম্ভব করে, অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত উভয়বিধ কার্যাবলী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে একীভূত করে। বুর্জোয়া সংসদীয়বাদের তুলনায় এটা গণতন্ত্রের বিকাশের পথে একটা অগ্রগতি, যার দুনিয়াব্যাপী ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে।..

'জনগণের মধ্যেকার বিপ্লবী শ্রেণীগুলির সৃজনশীল মেজাজ যদি সোভিয়েতগুলির উদ্ভব না ঘটাত, তাহলে রাশিয়ায় শ্রমিক-বিপ্লব এক নৈরাশ্যজনক ব্যাপার হতো, কারণ এটা সন্দেহাতীত যে শ্রমিকশ্রেণী পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ে ক্ষমতা বজায় রাখতে পারত না, এবং একটা নতুন যন্ত্র তৈরী তৎক্ষণাৎ করাও অসম্ভব' (**রচনাবলী**, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৮-৫৯)।

সেই কারণেই, অক্টোবর বিপ্লবকে সংগঠিত করা এবং শ্রমিকদের রাষ্ট্র-শক্তির একটা নতুন, শক্তিশালী হাতিয়ার সৃষ্টি করার কাজকে সহজসাধ্য করতে সক্ষম এমন একটি প্রধান সাংগঠনিক সূত্র হিসেবে সোভিয়েতগুলিকে বলশেভিকরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল।

আভ্যন্তরীণ বিকাশের দিক থেকে, 'সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা!' শ্লোগানটি দুটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল: প্রথমটি (বলশেভিকদের জুলাই পরাজয় পর্যন্ত, দ্বৈত ক্ষমতার আমলে), এবং দ্বিতীয়টি (কর্নিলভ বিদ্রোহের পরাজয়ের পরে)।

প্রথম পর্যায়ে এই শ্লোগানের অর্থ ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রিভলিউ-শনারিদের সঙ্গে ক্যাডেটদের জোট ভেঙে দেওয়া, মেনশেভিকদের আর সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিদের নিয়ে একটা সোভিয়েত সরকার গঠন করা

(কারণ সে-সময় সোভিয়েতগুলি ছিল সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি আর মেনশেভিক), বিরোধী পক্ষের জন্য (অর্থাৎ বলশেভিকদের জন্য) স্বাধীন আন্দোলনের অধিকার, এবং সোভিয়েতগুলির ভিতরে পার্টিতে-পার্টিতে অবাধ লড়াই, এই প্রত্যাশায় যে এইরকম একটা লড়াইয়ের মাধ্যমে বলশেভিকরা সোভিয়েতগুলি দখল করতে এবং বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের ভিতর দিয়ে সোভিয়েত সরকারের গঠন পরিবর্তন করতে কৃতকার্য হবে। অবশ্য এই পরিকল্পনার অর্থ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ছিল না। কিন্তু, এটা নিঃসন্দেহে একনায়কত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলির প্রস্তুতিকার্য সহজ করেছিল, কারণ মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের গদিতে বসিয়ে দিয়ে, তাদের বিপ্লব-বিরোধী নীতিকে কার্যে পরিণত করতে বাধ্য করে এই পরিকল্পনা এইসব পার্টির স্বরূপ উদ্ঘাটন ত্বরান্বিত করেছিল, ত্বরান্বিত করেছিল তাদের বিচ্ছিন্নতা, জনগণ থেকে তাদের বিচ্ছেদ। যাই হোক, বলশেভিকদের জুলাই পরাজয় এই বিকাশকে ব্যাহত করেছিল, কারণ এর ফলে সেনাপতিমণ্ডলী ও ক্যাডেটদের প্রতিবিপ্লব আধিপত্যলাভ করেছিল এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের নিক্ষিপ্ত করেছিল সেই প্রতিবিপ্লবের মুঠোর মধ্যে। এই অবস্থা পার্টিকে বাধ্য করেছিল 'সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা!' শ্লোগানটিকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে নিতে শুধুমাত্র নতুন একটা বৈপ্লবিক তরঙ্গোচ্ছ্বাসের অবস্থার মধ্যে আবার ঐ শ্লোগানটিকে সামনে হাজির করার জন্য।

কর্নিলভ বিদ্রোহের ব্যর্থতা দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করল। 'সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা!' এই শ্লোগানটি আবার জরুরী শ্লোগান হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এবারে এই শ্লোগানের অর্থ প্রথম পর্যায় থেকে ভিন্ন ছিল। এর মর্মবস্তুর আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এখন এই শ্লোগানের অর্থ দাঁড়াল, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ এবং বলশেভিকদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, কারণ, সোভিয়েতসমূহের অধিকাংশ ইতিমধ্যেই বলশেভিক হয়ে গিয়েছিল। এখন এই শ্লোগানের অর্থ হল, একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দিকে বিপ্লবের সোজাসুজি অগ্রসর হওয়া। অধিকন্তু, এখন এই শ্লোগানের অর্থ হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব গঠন এবং তাকে একটি রাষ্ট্রীয় রূপদান।

সোভিয়েতগুলিকে রাষ্ট্রশক্তির একটি হাতিয়ারে রূপান্তরিত করার রণকৌশলের অপরিমেয় তাৎপর্য নিহিত ছিল এই ঘটনার মধ্যে যে, সোভিয়েতগুলি

লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে সাম্রাজ্যবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি দুটি যে সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক সেটা উদ্‌ঘাটিত করেছিল, এবং যেন জনগণকে সোজা পথে নিয়ে এসেছিল শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বে।

অতএব আপোষকামী দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের জয়লাভের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে সোভিয়েত-গুলিকে রাষ্ট্রক্ষমতার একটি হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা—এই হল অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতিপর্বে বলশেভিকদের রণকৌশলের তৃতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থ বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বলশেভিকরা কেমন করে ও কেন তাদেব পার্টি শ্লোগানগুলিকে ব্যাপক জনতার শ্লোগানে—সেইসব শ্লোগান যা বিপ্লবকে এগিয়ে দিয়েছিল—পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল; কেমন করে আর কেন তারা তাদের নীতির নির্ভুলতা সম্পর্কে, কেবল অগ্রবাহিনীর এবং শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশের নয়, অধিকন্ত সমগ্র জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল, এই প্রশ্ন নিয়ে যদি আমরা আলোচনা না করি তাহলে চিত্রটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, বিপ্লবের জয়ের জন্য, সতাই যদি সেই বিপ্লব লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে নিয়ে একটা গণ-বিপ্লব হয়, সেক্ষেত্রে, শুধু নির্ভুল পার্টি শ্লোগানগুলিই যথেষ্ট নয়। বিপ্লবের জয়ের জন্য আরও একটা অপরিহার্য অবস্থার দরকার, সেটা হচ্ছে এই যে জনসাধারণ তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এই সমস্ত শ্লোগানের যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিজেরাই যেন দৃঢ়প্রত্যয় হয়। পার্টি শ্লোগানগুলি একমাত্র তখনই হয় জনগণের নিজেদের শ্লোগান। একমাত্র তখনই বিপ্লব হয় যথার্থ জনগণের বিপ্লব। অক্টোবরের প্রস্তুতিপর্বে বলশেভিকদের রণকৌশলের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বলশেভিকরা অভ্রান্তভাবে নির্ধারণ করেছিল সেইসব পথ আর বাঁকগুলিকে, যা স্বাভাবিক-ভাবে জনগণকে নিয়ে যাবে পার্টির শ্লোগানগুলির দিকে—বলতে গেলে, একেবারে বিপ্লবের দরজায়—আর এইভাবে তাদের সাহায্য করেছিল নিজেদেরই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এই শ্লোগানগুলির সঠিকতা অনুভব করতে, পরীক্ষা করতে এবং উপলব্ধি করতে। অর্থাৎ, বলশেভিকদের রণকৌশলের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তারা পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে জনগণের নেতৃত্বকে গুলিয়ে ফেলে না; তারা দ্বিতীয় ধরনের সঙ্গে প্রথম ধরনের নেতৃত্বের প্রভেদটা

পরিষ্কার দেখতে পায়; সুতরাং, তারা শুধু পার্টির নেতৃত্বেরই নয়, বিরাট শ্রমজীবী জনগণের নেতৃত্বের বিজ্ঞানকেও রূপায়িত করে।

বলশেভিক রণকৌশলের এই বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত যুগিয়ে দিচ্ছে সংবিধান পরিষদ আহ্বান ও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার অভিজ্ঞতা।

এটা ভালভাবেই জানা আছে যে, বলশেভিকরা আগেই, সেই ১৯১৭ সালের এপ্রিলেই, সোভিয়েতসমূহের সাধারণতন্ত্রের শ্লোগান চালু করেছিল। এটা ভালভাবেই জানা আছে যে, সংবিধান পরিষদটি ছিল একটি বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট, সোভিয়েতসমূহের সাধারণতন্ত্রের নীতির প্রতি মূলতঃ বিরোধী একটা কিছু। এটা কেমন করে ঘটতে পারল যে, যে-বলশেভিকরা এগিয়ে যাচ্ছিল একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের দিকে সেই তারাই, একই সঙ্গে দাবি করে বসল যে, অস্থায়ী সরকারের অবিলম্বে সংবিধান পরিষদ আহ্বান করা উচিত? এটা কেমন করে হতে পারল যে, বলশেভিকরা যে শুধু নির্বাচনেই অংশগ্রহণ করল তাই নয়, তারা নিজেরাই সংবিধান পরিষদ আহ্বান করে বসল? এটা কেমন করে হতে পারল যে, অভ্যুত্থানেব এক মাস আগে, পুরানো আর নতুনের সন্ধিক্ষণে, সোভিয়েতসমূহের সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সংবিধান পরিষদের একটি সাময়িক সহযোগিতাকে বলশেভিকরা সম্ভবপর বলে গণ্য করল?

এটা 'ঘটেছিল' যেহেতু :

(১) সংবিধান পরিষদের ধারণাটি ছিল ব্যাপক জনগণের ভেতর সর্বাধিক প্রিয় ধারণাগুলির অন্যতম;

(২) সংবিধান পরিষদের অবিলম্বে আহ্বান শ্লোগানটি অস্থায়ী সরকারের বিপ্লব-বিরোধী চরিত্র প্রকাশ করে দিতে সাহায্য করেছিল;

(৩) জনগণের দৃষ্টিতে সংবিধান পরিষদকে হেয় করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল জনগণকে তাদের জমির জন্য, শান্তির জন্য, সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতার জন্য দাবিগুলি সমেত সংবিধান পরিষদের চারিপাশে তাদের সামিল করা এবং এইভাবে তাদের যথার্থ, জীবন্ত সংবিধান পরিষদের সম্মুখীন করা।

(৪) একমাত্র এইভাবে জনগণকে সংবিধান পরিষদের বিপ্লব-বিরোধী চরিত্র ও তাকে ভেঙে দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই দৃঢ়প্রত্যয় হতে সাহায্য করা যেত;

(৫) এইসবের জন্য স্বাভাবিকভাবে পূর্ব থেকেই প্রয়োজন বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, সংবিধান পরিষদকে বিলুপ্ত করবার অন্যতম পন্থা হিসেবে

সোভিয়েতসমূহের সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সংবিধান পরিষদের সাময়িক সহযোগিতা সম্ভব ;

(৬) সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাবার অবস্থাধীনে সৃষ্ট এইরকমের একটি জোটের একমাত্র অর্থ হল সোভিয়েতগুলির কাছে সংবিধান পরিষদের অধীনতা, তার সোভিয়েতসমূহের লেজুড়ে রূপান্তর, তার যন্ত্রণাহীন বিলুপ্তি।

এর আর প্রমাণের প্রয়োজন নেই বললেই চলে যে, এইরকম একটা নীতি যদি বলশেভিকরা গ্রহণ না করত, সংবিধান পরিষদ এত নির্ঝঞ্ঝাটে ছত্রভঙ্গ হতো না এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের 'সংবিধান পরিষদকে সমস্ত ক্ষমতা দাও!' এই শ্লোগান অনুযায়ী পরবর্তী কাজগুলি এরকম চরমভাবে ব্যর্থ হতো না।

লেনিন বলেছেন, '১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে, রাশিয়ার বুর্জোয়া পার্লামেন্টের, সংবিধান পরিষদের নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের রণকৌশল কি অভ্রান্ত ছিল, কি ছিল না? ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে যে-কোন পাশ্চাত্য দেশের কমিউনিস্টের চেয়ে আমাদের, রুশ বলশেভিকদের, রাশিয়ায় পার্লামেন্টবাদ যে রাজনৈতিক অর্থে অচল ছিল এটা বিবেচনা করে দেখবার অধিকার কি বেশি ছিল না? অবশ্যই আমাদের ছিল, কারণ মূল কথাটা এই নয় যে বুর্জোয়া পার্লামেন্ট দীর্ঘকাল অথবা স্বল্পকাল ধরে বিদ্যমান আছে, মূল কথা হল, বৃহৎ শ্রমজীবী জনগণ কতদূর পর্যন্ত **প্রস্তুত** (মতাদর্শগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে ও ব্যবহারিক দিক থেকে) রয়েছে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে আর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টকে ছত্রভঙ্গ করতে (বা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে দিতে)। কতকগুলি বিশেষ অবস্থার দরুন ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে, শহরের শ্রমিকশ্রেণী ও রাশিয়ার সৈন্য ও কৃষকরা সোভিয়েত ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিতে এবং বুর্জোয়া পার্লামেন্টগুলির মধ্যে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে বিশেষভাবে প্রস্তুত ছিল—এটি একটি সম্পূর্ণ তর্কাতীত এবং সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঘটনা। তথাপি, বলশেভিকরা সংবিধান পরিষদ বর্জন করেনি, বরং শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করার আগে ও পরে নির্বাচনে যোগদান করেছিল' (রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ২০১-২০২)।

তাহলে তারা সংবিধান পরিষদ বর্জন করল না কেন? কারণ, লেনিন বলেছেন:

'একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র জয়লাভের এমনকি কয়েক সপ্তাহ আগে, এবং এমনকি, এরকম একটা জয়ের **পরেও**, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টে যোগদান বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষতিসাধন তো করেই না, বরং কেন যে এইরকম সব পার্লামেণ্ট ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া উচিত তা পশ্চাদ্‌পদ জনগণের কাছে **প্রমাণ করতে** প্রকৃতপক্ষে সাহায্য করে; এই যোগদান তাদের সফলভাবে ছত্রভঙ্গ করতে **সাহায্য করে** এবং বুর্জোয়া পার্লামেণ্টবাদকে "রাজনৈতিকভাবে অচল করে দিতে" **সাহায্য করে**' (ঐ)।

এটা প্রত্যাশিত যে, ট্রট্‌স্কি বলশেভিকদের রণকৌশলের এই বৈশিষ্ট্যকে বোঝে না এবং সোভিয়েতগুলির সঙ্গে সংবিধান পরিষদের সংযুক্তিকরণ 'তত্ত্বকে' অবজ্ঞা করে হিল্‌ফারডিংবাদ বলে আখ্যা দেন। তিনি বোঝেন না যে, সংবিধান পরিষদের আহ্বান সম্পর্কে অভ্যুত্থানের শ্লোগান ও সোভিয়েতগুলির সাফল্যের সম্ভাবনার **সঙ্গে একই সাথে** এরকম একটি জোট হতে দেওয়াই হল একমাত্র বৈপ্লবিক রণকৌশল, যার সঙ্গে সোভিয়েতগুলিকে সংবিধান পরিষদের লেজুড়ে পরিণত করার হিলফারডিং-এর রণকৌশলের কোন মিল নেই; তিনি বোঝেন না যে, **এই** প্রশ্নে কোন কোন কমরেড যে ভুল করেছেন সেই ভুল কতকগুলি অবস্থার **অধীনে** একটি 'যুক্ত ধরনের রাষ্ট্রশক্তি' সম্বন্ধে লেনিনের এবং পার্টির সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল অবস্থানকে নিন্দা করার কোন সঙ্গত কারণ তাকে দিচ্ছে না (**রচনাবলী**, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮)।

তিনি বোঝেন না যে, সংবিধান পরিষদ সম্বন্ধে বলশেভিকরা যদি এই বিশেষ নীতি অবলম্বন না করত তাহলে তারা জনগণের ব্যাপক অংশকে তাদের দিকে টেনে নিয়ে আসতে পারত না; এবং তারা যদি এই জনসমষ্টিকে জয় করে না আনত তাহলে তারা অক্টোবর অভ্যুত্থানকে একটা প্রগাঢ় গণ-বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে পারত না।

এটা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বলশেভিকদের লেখা প্রবন্ধগুলিতে 'জনসাধারণ', 'বৈপ্লবিক গণতন্ত্র', ইত্যাদি যেসব শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলি সম্পর্কে পর্যন্ত ট্রট্‌স্কি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন এবং মার্কসবাদীদের সেগুলি ব্যবহার করা অনুচিত বলে মনে করেন।

ট্রট্স্কি স্পষ্টতঃ ভুলে গেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়লাভের এক মাস আগে, এমনকি ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে সেই অবিসংবাদিত মার্কসবাদী, লেনিন লিখেছিলেন, '**বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের কাছে** সমস্ত ক্ষমতার আশু হস্তান্তরের অপরিহার্যতার' কথা (**রচনাবলী**, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ১৯৮) ।

ট্রট্স্কি স্পষ্টতঃই সেই অবিসংবাদিত মার্কসবাদী লেনিনকে ভুলে গেছেন. আমলাতান্ত্রিক-সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসসাধনই হচ্ছে ইউরোপীয় মহাদেশে প্রত্যেকটি প্রকৃত **গণ**-বিপ্লবের প্রারম্ভিক শর্ত এই মর্মে কুগেলম্যানকে[৮০] (এপ্রিল ১৮৭১) লেখা মার্কসের বিখ্যাত চিঠির উল্লেখ করে তিনি নিম্নোক্ত লাইনগুলি কাগজেকলমে লিখেছেন :

> 'আমলাতান্ত্রিক সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসসাধন হচ্ছে প্রত্যেকটি প্রকৃত **গণ**-বিপ্লবের প্রারম্ভিক শর্ত', মার্কস-এর এই জ্ঞানগর্ভ মন্তব্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। "গণ"-বিপ্লব-এর এই ধারণা মার্কসের কাছ থেকে আসাটা অদ্ভুত বলে মনে হয়, এবং রুশ প্লেখানভপন্থী ও মেনশেভিকরা, স্ত্রুভের যেসব অনুগামীরা মার্কসবাদী বলে গণ্য হতে চায়, সম্ভবতঃ এ কথাও বলতে পারে যে, এরকম একটি উক্তি মার্কসের "কলম ফসকে" বেরিয়ে গিয়েছিল। তারা মার্কসবাদকে এমন একটি শোচনীয়ভাবে উদার-নৈতিক বিকৃতিতে পর্যবসিত করেছে যে, বুর্জোয়া বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্যের বাইরে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব তাদের কাছে নেই—এবং এই বৈপরীত্যকেও তারা অত্যন্ত প্রাণহীনভাবে ব্যাখ্যা করে।···
>
> 'ইউরোপে ১৮৭১ সালে এমন একটা দেশ ও মহাদেশে ছিল না যেখানে জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল শ্রমিকশ্রেণী। একটি "গণ"-বিপ্লব, এমন একটি বিপ্লব যা বাস্তবিকই জনগণের অধিকাংশকে আন্দোলনে সামিল করে এবং তা হতে পারে একমাত্র যদি শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজ উভয়কেই এই বিপ্লবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই দুটি শ্রেণী দ্বারাই তখন "জনগণ" গঠিত হয়েছিল। "আমলাতান্ত্রিক-সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্র" যে তাদের পীড়ন করে, পিষ্ট করে, শোষণ করে, এই ঘটনার দ্বারা এই দুটি শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়। এই যন্ত্রকে **ভাঙা**, ধ্বংস করা—এটা হল প্রকৃতপক্ষে "জনসাধারণের" সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের, শ্রমিকদের ও অধিকাংশ

কৃষকদের স্বার্থের অনুকূলে, এই হচ্ছে দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে অবাধ মৈত্রীর "প্রাথমিক শর্ত" ; পক্ষান্তরে, এইপ্রকার মৈত্রী ছাড়া গণতন্ত্র হয় নড়বড়ে, আর সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর হয় অসম্ভব' (**রচনাবলী**, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫-৯৬)।

লেনিনের এই কথাগুলি ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

অতএব, লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে পার্টির দিকে নিয়ে আসার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে জনসাধারণকে বৈপ্লবিক অবস্থানে নিয়ে এসে, তাদের নিজেদেরই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, পার্টি শ্লোগানগুলির নির্ভুলতা সম্পর্কে তাদের প্রত্যয় সৃষ্টি করার ক্ষমতা—এই হচ্ছে অক্টোবরের প্রস্তুতি-পর্বে বলশেভিকদের রণকৌশলের চতুর্থ বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এইসব রণকৌশলের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা করার জন্য আমি যা বলেছি তা যথেষ্ট বলেই মনে করি।

৪। বিশ্ব-বিপ্লবের সূচনা এবং পূর্বশর্তরূপে অক্টোবর বিপ্লব

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশগুলিতে বিপ্লবের যুগপৎ জয়লাভের সার্বজনীন তত্ত্ব, যথা একটিমাত্র দেশে বিপ্লবের জয়লাভ অসম্ভব, এটা একটা কৃত্রিম এবং অসমর্থনীয় তত্ত্ব বলে প্রমাণিত হয়েছে। রাশিয়ায় শ্রমিক-বিপ্লবের সাত বছরের ইতিহাস এই তত্ত্বের সপক্ষে নয়, বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। বিশ্ব-বিপ্লব বিকাশের পরিকল্পনা হিসেবেই শুধু এ তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এ সুস্পষ্ট তথ্যকে অস্বীকার করে। একটি শ্লোগান হিসেবে এ তত্ত্ব আরও কম গ্রহণযোগ্য, কারণ কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে যে স্বতন্ত্র দেশগুলি, অন্যের সাহায্য ছাড়াই পুঁজির ব্যূহভেদ করবার সুযোগলাভ করে, তাদের উদ্যমকে এই তত্ত্ব মুক্ত করে না বরং শৃংখলিত করে ; কারণ এই তত্ত্ব স্বতন্ত্র দেশগুলিতে পুঁজির ওপর সক্রিয় আক্রমণকে উদ্দীপিত করে না, পক্ষান্তরে 'বিশ্ব সমাধান'-এর মুহূর্তের জন্য অলস প্রতীক্ষাকে উৎসাহিত করে ; কারণ এই তত্ত্ব বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের ভেতর বৈপ্লবিক সংকল্পের পরিবর্তে 'যদি অন্য সকলে আমাদের সাহায্য করতে না আসে তাহলে ?' এই প্রশ্ন সম্পর্কে হ্যামলেটসুলভ মনোভাব সৃষ্টি করে। লেনিন সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে, একটিমাত্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ হচ্ছে এক 'নিদর্শনমূলক

ঘটনা' এবং 'কতকগুলি দেশে যুগপৎ বিপ্লব' একটি 'বিরল ব্যতিক্রম' মাত্র হতে পারে (**রচনাবলী**, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪)।

কিন্তু ভালভাবেই জানা আছে যে, লেনিনের বিপ্লবতত্ত্ব প্রশ্নটার শুধু এই দিকটাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এ বিশ্ব-বিপ্লব বিকাশের তত্ত্বও বটে।* একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভ একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্তব্য নয়। যে বিপ্লব একটি-মাত্র দেশে জয়ী হয়েছে, সে অবশ্যই নিজেকে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা রূপে গণ্য না করে সর্বদেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়কে ত্বরান্বিত করার জন্য একটি সহায়ক শক্তি, একটি উপায়স্বরূপ গণ্য করবে। কারণ, একটি দেশে বিপ্লবের জয়-লাভ, বর্তমান ক্ষেত্রে রাশিয়ায়, কেবল সাম্রাজ্যবাদের অসম বিকাশ ও ক্রমান্বয়িক অবক্ষয়ের ফল মাত্র নয়; এটা একই সঙ্গে বিশ্ব-বিপ্লবের সূচনা এবং পূর্বশর্ত।

নিঃসন্দেহে, বিশ্ব-বিপ্লবের পথগুলি আগে, একটি দেশে বিপ্লবের জয়লাভের আগে, যা হল 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল' সেই বিকাশপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের আগে হয়তো যত মসৃণ মনে হতো তত মসৃণ নয়। কারণ একটা নতুন উপাদান দেখা দিয়েছে—পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের নিয়ম, যা বিকাশপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যবাদের অবস্থার মধ্যে কাজ করে, এবং যা সশস্ত্র সংঘর্ষের অবশ্যম্ভাবিতার, পুঁজির বিশ্ব ব্যূহের সামগ্রিক শক্তি হ্রাস এবং স্বতন্ত্র দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের সম্ভবপরতার পরোক্ষ ইঙ্গিত দেয়। কারণ, একটি নতুন উপাদানের উদ্ভব হয়েছে পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্যের, বিশ্বের আর্থিক শোষণ কেন্দ্র এবং ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বিরাট সোভিয়েত দেশ, একটি দেশ যে তার নিছক অস্তিত্বের দ্বারাই সমগ্র বিশ্বে বিপ্লবী মেজাজ সৃষ্টি করছে।

এই সবগুলি হচ্ছে এমন উপাদান (অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অন্য উপাদানগুলির উল্লেখ নাই-বা করা গেল) যাদের বিশ্ব-বিপ্লবের বিকাশের পথগুলির পর্যালোচনার সময় হিসেবের বাইরে ফেলে রাখা যায় না।

পূর্বে এটা গতানুগতিকভাবে মনে করা হতো যে, সমাজতন্ত্রের উপাদান-গুলির সমানভাবে 'পরিপক্কতালাভের' মধ্য দিয়ে বিপ্লবের বিকাশ হবে প্রধানতঃ অধিকতর উন্নত 'অগ্রসর' দেশগুলিতে। এখন এই ধারণার বেশ কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন।

---

* **লেনিনবাদের ভিত্তি** দেখুন।—জে. স্তালিন

লেনিন বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পদ্ধতি এখন এমন একটি রূপ পরিগ্রহ করেছে যার ভেতর ইউরোপের অন্যতম রাষ্ট্র, যথা জার্মানি, বিজয়ী দেশগুলি দ্বারা ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও, কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র, অধিকন্তু যেগুলি পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম রাষ্ট্র, তাদের জয়লাভের ফলে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, যে অবস্থায় তাদের নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে কতকগুলি নগণ্য সুবিধা দিয়ে এই জয়লাভকে কাজে লাগাতে পারে—যে সুবিধাগুলি কিন্তু ঐসব দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে ব্যাহত করে এবং কিছুটা "সামাজিক শান্তি"র বাহ্যিক চেহারা সৃষ্টি করে।

'সঠিকভাবে বললে বলতে হয় যে, গত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেরই ফলে, একই সময়ে কতকগুলি দেশ—প্রাচ্য, ভারত, চীন, প্রভৃতি তাদের স্বকীয় স্থান থেকে অপসারিত হয়েছে। তাদের বিকাশ সুনিশ্চিতভাবে সাধারণ ইউরোপীয় পুঁজিবাদী খাতে পরিচালিত হয়েছে। সাধারণ ইউরোপীয় উত্তেজনা তাদেরও প্রভাবিত করতে শুরু করেছে, এবং এটা এখন গোটা দুনিয়ার কাছেই প্রকট যে, তাদের এমন একটি বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে টেনে আনা হয়েছে যা সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় একটি সংকট সৃষ্টি না করে পারে না।'

এইজন্য এবং এরই সঙ্গে সম্পর্কিত 'পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলির সমাজতন্ত্র অভিমুখী বিকাশ পরিণতি লাভ করবে···আমাদের পূর্ব প্রত্যাশা অনুযায়ী নয়। তারা একে পরিণতির পথে নিয়ে যাচ্ছে তাদের ভেতর সমাজতন্ত্রের সমভাবে "পরিপক্কতালাভের" মধ্য দিয়ে নয়, বরং কতকগুলি দেশ দ্বারা কতকগুলি দেশের শোষণের মধ্য দিয়ে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রথম যে দেশটি পরাজিত হবে তাকে শোষণের সঙ্গে যুক্তভাবে সমগ্র প্রাচ্যের শোষণের মধ্য দিয়ে। পক্ষান্তরে, ঠিক প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলেই প্রাচ্য দেশগুলি সুনিশ্চিতভাবে, বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভেতরে এসে পড়েছে, সুনিশ্চিতভাবে আকৃষ্ট হয়েছে বিশ্ব-বৈপ্লবিক আন্দোলনের সার্বিক জলাবর্তের মধ্যে' (**রচনাবলী**, ২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৫-১৬)।

এর সঙ্গে যদি আমরা এই ঘটনাকে যোগ করি যে শুধু বিজিত দেশ আর উপনিবেশগুলিই বিজয়ী দেশগুলি দ্বারা শোষিত হচ্ছে না, অধিকন্তু বিজয়ীদের

ভেতর কোন কোন দেশ, বিজয়ী দেশগুলির ভেতর সর্বাধিক শক্তিশালী দেশ, আমেরিকা ও ব্রিটেন তার আর্থিক শোষণের কক্ষপথে পড়ছে ; এই সমস্ত দেশগুলির ভেতরকার দ্বন্দ্বগুলি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ভাঙনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ; এইসব দ্বন্দ্ব ছাড়াও এর প্রত্যেকটি দেশের অভ্যন্তরে অত্যন্ত গভীর সব দ্বন্দ্ব বর্তমান এবং সেই দ্বন্দ্বগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে ; এই দেশগুলির নিকট মহান সোভিয়েতসমূহের সাধারণতন্ত্রের অবস্থিতির দরুণ এই সমস্ত দ্বন্দ্বগুলি আরও গভীর ও আরও তীব্র হচ্ছে—যদি এই সমস্তই বিবেচনার মধ্যে আনা হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশেষ চরিত্রের চিত্রটা মোটামুটি সম্পূর্ণ হবে।

খুব সম্ভবতঃ, বিপ্লবের ফলে কিছুসংখ্যক নতুন দেশের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দরুণ বিশ্ব-বিপ্লব সম্প্রসারিত হবে এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শ্রমিকশ্রেণী এই দেশগুলির শ্রমিকদের সমর্থন করবে। আমরা দেখছি যে, বিযুক্ত হয়ে আসা প্রথম দেশটি, প্রথম বিজয়ী দেশটি, ইতিমধ্যেই অন্যান্য দেশের শ্রমিক ও মেহনতী জনগণ দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে। এই সমর্থন ছাড়া এ দেশটি টিঁকে থাকতে পারত না। নিঃসন্দেহে, এই সমর্থন বাড়বে ও বিকশিত হবে। তাই বলে এ বিষয়েও কোন সংশয় থাকতে পারে না যে, বিশ্ব-বিপ্লবের বিকাশই কিছুসংখ্যক নতুন দেশের সাম্রাজ্যবাদ থেকে বিযুক্ত হয়ে আসার প্রক্রিয়াটিই ততটা দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ হবে, প্রথম বিজয়ী দেশে সমাজতন্ত্র যতটা সম্পূর্ণভাবে সংহত হবে, বিশ্ব-বিপ্লবের অধিকতর উন্মেষের জন্য একটা ঘাঁটিতে, সাম্রাজ্যবাদের অধিকতর ভাঙনের জন্য যত শীঘ্র এই দেশ একটা লিভারে রূপান্তরিত হবে।

এটা যেমন সত্য যে, কয়েকটি দেশের শ্রমিকদের সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া, প্রথম যে দেশ নিজেকে মুক্ত করেছে সেই দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় অসম্ভব, সমভাবে এটাও সত্য যে, অন্যান্য সব দেশের শ্রমিক ও মেহনতী জনগণকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য যত বেশি ফলপ্রদ হবে বিশ্ব-বিপ্লবের উন্মেষ তত বেশি দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ হবে।

এই সাহায্য কিভাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত ?

এটা প্রকাশিত হওয়া উচিত, প্রথমতঃ, '**সমস্ত দেশে** বিপ্লবের বিকাশ, সমর্থন এবং জাগরণের জন্য একটিমাত্র দেশে যতদূর সম্ভব' বিজয়ী দেশটির পক্ষে ততদূর সাফল্যলাভ করার মধ্য দিয়ে (রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫)।

এটা প্রকাশিত হওয়া উচিত, দ্বিতীয়তঃ এইভাবে যে, একটি দেশের 'বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ সাধন ও সমাজবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত করার পর…তাদের মূল নীতির দিকে অন্যান্য দেশের উৎপীড়িত শ্রেণী-সমূহকে আকর্ষণ করে, ঐসব দেশে পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলে, এবং প্রয়োজন হলে শোষকশ্রেণী এবং তাদের রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে, এমনকি, সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে এসে, অবশিষ্ট দুনিয়া, পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে' (লেনিন : **রচনাবলী**, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৩২-৩৩)।

বিজয়ী দেশটি কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্যের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য শুধু এই নয় যে, তা অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের জয়কে ত্বরান্বিত করে, অধিকন্তু এই জয়কে সুগম করে, এ প্রথম বিজয়ী দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয়কে সুনিশ্চিত করে।

খুব সম্ভবতঃ, বিশ্ব-বিপ্লবের বিকাশের কালে, স্বতন্ত্র ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রগুলির এবং এইসব দেশগুলির সারা বিশ্বব্যাপী সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বতন্ত্র সোভিয়েত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের কেন্দ্রসমূহ সৃষ্টি হবে এবং এই কেন্দ্রগুলির সারা বিশ্বব্যাপী সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা ও এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে লড়াই বিশ্ব-বিপ্লবের বিকাশের ইতিহাসের পাতা পূর্ণ করবে।

কারণ, লেনিন বলেছেন, 'পশ্চাদ্‌পদ রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির মোটামুটি দীর্ঘস্থায়ী এবং কঠোর সংগ্রাম ব্যতীত সমাজতন্ত্রে জাতিসমূহের স্বাধীন মিলন অসম্ভব' (ঐ)।

অক্টোবর বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য শুধু এই ঘটনাই নয় যে, এই বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় একটি দেশের দ্বারা একটি ফাটল ঘটিয়ে একটি মহান সূচনা সৃষ্টি করেছে এবং এই বিপ্লব বিস্তৃত জলরাশির ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী দেশ-গুলির মধ্যে প্রথম সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্র, পরন্তু, এই বিপ্লব বিশ্ব-বিপ্লবের প্রথম স্তর এবং তার অধিকতর উন্মেষের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

সুতরাং, যারা অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক চরিত্র ভুলে যায় এবং একটি-মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয়কে একটা নিছক জাতীয় এবং কেবল একটা জাতীয় ঘটনা বলে প্রচার করে, মাত্র তারাই নয়, অধিকন্তু, যারা অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক চরিত্রের কথা মনে রেখেও এই বিপ্লবকে একটি নিষ্ক্রিয় ব্যাপার, বহির্জগতের সাহায্য নেওয়াই যার পক্ষে অপরিহার্য পরিণতি বলে দেখতে

উন্মুখ তারাও ভ্রান্ত। বস্তুতঃপক্ষে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের উৎসাদনকে দ্রুতগতি এবং ত্বরান্বিত করার জন্য শুধু যে অক্টোবর বিপ্লবেরই অন্যান্য দেশের বিপ্লব থেকে সমর্থন পাওয়া প্রয়োজন তাই নয়, ঐসব দেশের বিপ্লবেরও অক্টোবর বিপ্লবের সমর্থন প্রয়োজন আছে।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৪

জে. স্তালিন : 'অক্টোবরের অভিমুখে'
প্রিজ্, ১৯২৫

টীকা

১। ১৬-১৮ই জানুয়ারি, ১৯২৪ রু.ক.পা (ব)-র ত্রয়োদশ সম্মেলন মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আলোচনা এবং ভোটদানে অধিকারী ১২৮ জন এবং শুধু আলোচনার অধিকারী ২২২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে পার্টির ব্যাপার, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং অর্থনীতি বিষয়ে আশু কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা হয়। জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্ট 'পার্টির ব্যাপারে কর্তব্য'-এর ওপর সম্মেলন দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে: 'পার্টির ব্যাপার' এবং 'আলোচনার ফলাফল ও দলের ভেতর পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি'।

সম্মেলন ট্রট্স্কি পন্থী বিরোধিতাকে মার্কসবাদ থেকে পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি আখ্যা দিয়ে নিন্দা করে, এবং ভি. আই. লেনিনের প্রস্তাবের উপর রু. ক. পা (ব)-র দশম কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত 'পার্টি-ঐক্য সম্পর্কে' সিদ্ধান্তের সপ্তম দফা কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশ করুক এই সুপারিশ করে। সম্মেলনের এই সিদ্ধান্তগুলি ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেস এবং কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হয়। (সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির জন্য **সি. পি. এস. ইউ. (বি)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত-সমূহ**, ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৫৩৫-৫৬ দ্রষ্টব্য।)

২। এখানে ৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর যুক্ত সভায় গৃহীত এবং ১৯২৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের **প্রাভদার** ২৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত পার্টির ব্যাপারের ওপর প্রস্তাবের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৪-১৫ই জানুয়ারি ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত রু. ক. পা (ব)-র প্লেনাম ত্রয়োদশ পার্টি সম্মেলনে পেশ করার জন্য পার্টির ভেতরে আলোচনার সারসংক্ষেপ করে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি-মণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত পার্টির ব্যাপারের ওপর সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে। (**সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ**, ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৫৩৩-৫৪০ দ্রষ্টব্য।)

৩। বিরোধীদের ৪৬ জন সভ্যের দলিল সম্পর্কে 'সোভিয়েত ইউনিয়ন

কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ', মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ৪০৮-০৯ দ্রষ্টব্য।

৪। ৮ই মে, ১৯২৩ ব্রিটেনের বহির্বিষয়ক রাষ্ট্র সচিব, লর্ড কার্জন সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদমূলক অভিযোগ সম্বলিত এক চরমপত্র সোভিয়েত সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। এই পত্রে পারস্য এবং আফগানিস্তান থেকে পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করতে, ইউ. এস. এস. আর-এর রাষ্ট্রাধীন উত্তরাঞ্চলে জলরাশিতে অবৈধভাবে মৎস্য শিকারের জন্য আটক জেলেনৌকাগুলি খালাস করে দিতে, ইত্যাদি দাবি করে, এবং দশ দিনের মধ্যে এইসব দাবি পূরণ করা না হলে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। কার্জনের চরমপত্র একটা নতুন হস্তক্ষেপের বিপদ সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ সরকারের এই অবৈধ দাবিগুলি সোভিয়েত সরকার অগ্রাহ্য করেন, সেই সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দুই দেশের সম্পর্কের নিষ্পত্তি করতে পুরোপুরি আগ্রহ প্রকাশ করেন, এবং দেশের প্রতিরক্ষামূলক সামর্থ্যকে জোরদার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৫। এখানে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধান সেনাপতি হফম্যানের নিয়ন্ত্রণাধীন জার্মান সৈন্যের সোভিয়েত ভূখণ্ডে অগ্রগতিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। এখানে ১৯২১ সালে ক্রোনস্তাদ্-এ প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ এবং ১৯১৯-২১ সালে তাম্বভ গুবেনিয়ার কুলাক বিদ্রোহের উল্লেখ করা হয়েছে।

৭। **দ্নি** (দিনগুলি)—সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি প্রবাসী উদ্বাস্তু শ্বেত-রক্ষীদের দৈনিক পত্রিকা; অক্টোবর, ১৯২২ থেকে বার্লিনে প্রকাশিত।

৮। **জরায়া** (ঊষা)—দক্ষিণপন্থী মেনশেভিকদের প্রবাসী উদ্বাস্তু শ্বেত-রক্ষীদের পত্রিকা; এপ্রিল ১৯২২ থেকে জানুয়ারি ১৯২৪ পর্যন্ত বার্লিনে প্রকাশিত।

৯। সোভিয়েতসমূহের সারা-ইউনিয়ন দ্বিতীয় কংগ্রেস ২৬শে জানুয়ারি থেকে ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪ পর্যন্ত মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। লেনিনের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত প্রথম অধিবেশনে জে. ভি. স্তালিন তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বলশেভিক পার্টির পক্ষে লেনিনের নির্দেশগুলিকে পবিত্র বলে গণ্য করে পালন করার গম্ভীরভাবে শপথ গ্রহণ করেন। লেনিনের মৃত্যু সম্পর্কে কংগ্রেস একটি 'মেহনতী মানব সমাজের প্রতি' আবেদন করে। লেনিনের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করার জন্য লেনিনের **রচনাবলী** প্রকাশ করা, পেত্রোগ্রাদের নাম

পরিবর্তন করে লেনিনগ্রাদ রাখা, একটি শোক দিবস প্রচলন করা, মস্কোতে রেড স্কোয়ারে লেনিনের একটা সমাধিসৌধ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সাধারণতন্ত্রগুলির রাজধানীতে এবং লেনিনগ্রাদ ও তাশখন্দ শহরেও তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কংগ্রেস সোভিয়েত সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট এবং একটি কেন্দ্রীয় কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের বিষয় আলোচনা করে। ৩১শে জানুয়ারি কংগ্রেস জে. ভি. স্তালিনের নির্দেশনায় মুসাবিদা করা ইউ. এস. এস. আরের প্রথম সংবিধান (মৌলিক বিধান) অনুমোদন করে। কংগ্রেস একটি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ নির্বাচন করে—যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত এবং জাতিসত্তাসমূহের সোভিয়েত। জে. ভি. স্তালিন যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েতে নির্বাচিত হন।

১০। এখানে ১৯২৩ সালে জার্মানিতে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটের উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের ওপর একটা গণ-বৈপ্লবিক আন্দোলন বিস্তারলাভ করে, যার ফলে স্যাক্সনি ও থুরিঙ্গিয়ায় শ্রমিক সরকার স্থাপিত হয়, এবং হামবুর্গে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। জার্মানিতে বিপ্লবী আন্দোলন অবদমিত হবার পর সমগ্র ইউরোপে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার এবং সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা নতুন হস্তক্ষেপের বিপদের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

১১। **ইস্ক্রা** (স্ফুলিঙ্গ)---ডিসেম্বর ১৯০০ সালে ভি. আই. লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম বেআইনী নিখিল-রুশ মার্কসবাদী সংবাদপত্র। এটা বিদেশে প্রকাশিত হতো এবং গোপনে রাশিয়ায় আনা হতো। (ইস্ক্রার গুরুত্ব এবং ভূমিকা সম্বন্ধে **সি. পি. এস. ইউ (বি)-র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ,** মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ৫৫-৬৮ দ্রষ্টব্য।)

১২। স্টকহোম পার্টি কংগ্রেস—রু. সো. ডি. লে. পার্টির চতুর্থ ('ঐক্য') কংগ্রেস ১০-২৫শে এপ্রিল (২৩শে এপ্রিল-৮ই মে) ১৯০৬ অনুষ্ঠিত হয়। (**সি. পি. এস. ইউ (বি)-এর ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ,** মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ১৩৬-৩৯ দ্রষ্টব্য।)

১৩। রু. সো. ডি. লে. পার্টির পঞ্চম (লণ্ডন) কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৭ সালের ৩০শে এপ্রিল থেকে ১৯শে মে (১৩ই মে থেকে ১লা জুন)। (জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলী**, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৮০ এবং 'সি. পি. এস. ইউ. (বি)-র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ', পৃঃ ১৪৩-৪৬ দ্রষ্টব্য।)

১৪। ৩রা এপ্রিল, ১৯২৪ যুব সমাজের ভেতর কাজ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য রু. ক. পা. (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যবৃন্দ, রুশ যুব কমিউনিস্ট লীগের সভ্য ও প্রার্থীসভ্যরা এবং রু. যু. ক. লী'র বৃহত্তম গুবের্নিয়া সংগঠনের মধ্যে দশটি সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। সম্মেলন ১৯২৪-এর প্রথমদিকে অনুষ্ঠিত যুব কমিউনিস্ট লীগের আশু কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনার সারসংক্ষেপ করে। পরে রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটি সম্মেলনের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে এবং রু. যু. ক. লী'র কার্যকলাপের মধ্যে ঐক্য এবং সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা এবং পার্টি নির্দেশিত দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত সর্বসম্মতভাবে কাজ করার জন্য যু. ক. লী'র নেতৃস্থানীয় সভ্যদের আহ্বান করতে স্থানীয় পার্টি ও যু. ক. লী'র সংগঠনগুলিকে নির্দেশ দেয়।

১৫। এপ্রিল এবং মে, ১৯২৪ সালে **প্রাভদায়** জে. ভি স্তালিনের বক্তৃতা-বলী **লেনিনবাদের ভিত্তি** প্রকাশিত হয়। **লেনিনবাদের ভিত্তি** এবং লেনিনের স্মৃতি সম্বলিত জে. ভি. স্তালিনের পুস্তিকা **লেনিন ও লেনিনবাদ সম্পর্কে** ১৯২৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। জে. ভি. স্তালিনের রচনা **লেনিনবাদের ভিত্তি** তাঁর পুস্তক **লেনিনবাদের সমস্যা'র** সমস্ত সংস্করণেই অন্তর্ভুক্ত।

১৬। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্: **কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার (নির্বাচিত রচনাবলী,** ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৬১)।

১৭। ১৬ই এপ্রিল, ১৮৫৬ সালে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্-এর নিকট লিখিত পত্রে কার্ল মার্কসের একটি বিবৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের **নির্বাচিত রচনাবলী,** ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৪১২ দ্রষ্টব্য।)

১৮। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের **কাজের ক্ষেত্রে বাকুনিনবাদীরা** নামক প্রবন্ধটির (১৮৭৩ সালের **দার ভোলকস্তাৎ** ১০৫, ১০৬, ১০৭ নং সংখ্যাগুলিতে এফ. এঙ্গেলসের 'দাই বাকুনিস্তেন এ্যান দার আরবেইৎ' দ্রষ্টব্য)।

১৯। ভি. আই. লেনিনের '"বামপন্থী" কমিউনিজ্‌ম্, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা' (**রচনাবলী,** চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৩১শ খণ্ড, পৃঃ ৯ দ্রষ্টব্য)।

২০। ভি. আই. লেনিন, 'জনগণের মিত্রদের স্বরূপ কী, এবং কেমন

করে তারা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে লড়াই করে' (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৮-৮৯ দ্রষ্টব্য)।

২১। ২৪-২৫শে নভেম্বর, ১৯১২ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বাসলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বলকান যুদ্ধ এবং একটা আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা সম্পর্কে এই সম্মেলন আহূত হয়। মাত্র একটি প্রশ্ন আলোচিত হয়ঃ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে যৌথ কার্যক্রম। কংগ্রেস এই সম্মেলনে একটি ইস্তাহারে যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে একটা বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালাবার জন্য 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণা করতে শ্রমিক সংগঠন এবং শক্তিকে ব্যবহার করার জন্য শ্রমিকদের আহ্বান করে।

২২। কার্ল মার্কসের **পুঁজি'র** (ক্যাপিট্যাল) প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ঃ **নির্বাচিত রচনাবলী**, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৪১৪।)

২৩। ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'লাডউইগ ফয়েরবাখ এবং বুনিয়াদী জার্মান দর্শনের পরিসমাপ্তি' দ্রষ্টব্য। (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসঃ **নির্বাচিত রচনাবলী**, ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৩৩৮।)

২৪। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, দ্রষ্টব্য।

২৫। কার্ল মার্কসের 'ফয়েরবাখ সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী' (ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'লাডউইগ ফয়েরবাখ এবং বুনিয়াদী জার্মান দর্শনের পরিসমাপ্তি', পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। (কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলসঃ **নির্বাচিত রচনাবলী**, ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫১।)

২৬। ভি. আই. লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২২শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৩-২৯০ দ্রষ্টব্য)।

২৭। জে. ভি. স্তালিন এখানে ১৯০৫ সালে ভি. আই. লেনিন কর্তৃক লিখিত নিম্নবর্ণিত প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করেনঃ 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি এবং একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার'—যা থেকে তিনি একটা অংশ উদ্ধৃত করেন; 'শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' এবং 'একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার সম্পর্কে' (ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৭-৬৩, ২৬৪-৭৪, ৪২৭-৪৭ দ্রষ্টব্য)।

২৮। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট লীগের উদ্দেশ্যে

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম ভীষণ' (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস : **নির্বাচিত রচনাবলী**, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ১০২ দ্রষ্টব্য)।

২৯। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস : **নির্বাচিত রচনাবলী**, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২ এবং ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০, মস্কো ১৯৫১ দ্রষ্টব্য)।

৩০। ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'ফ্রান্স ও জার্মানিতে কৃষক-সমস্যা' (কার্ল মার্কস ও ফেডারিক এঙ্গেলস : **নির্বাচিত রচনাবলী**, ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৩৮২ দ্রষ্টব্য)।

৩১। **সেল্‌স্কোসোয়ুজ**—নিখিল-রুশ পল্লী সমবায়সমূহের ইউনিয়ন—আগস্ট ১৯২১ থেকে জুন ১৯২৯ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

৩২। ভি. আই. লেনিনের রচনা 'সোনার গুরুত্ব—বর্তমানে এবং সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ জয়ের পরে' দ্রষ্টব্য। (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৩৩শ খণ্ড, পৃঃ ৮৫-৯২।)

৩৩। 'পার্টি ঐক্য প্রসঙ্গে' প্রস্তাবটি ভি. আই. লেনিন রচনা করেন এবং ৮-১৬ই মার্চ, ১৯২১-এ অনুষ্ঠিত রু. ক. পা (ব)-র দশম কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়। (ভি. আই. লেনিন : **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ২১৭-২১ এবং 'সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৩৬৪-৬৬ দ্রষ্টব্য।)

৩৪। রু. ক. পা (ব)-র ত্রয়োদশ কংগ্রেস—ভি. আই. লেনিনের মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত বলশেভিক পার্টির প্রথম কংগ্রেস ২৩-৩১শে মে, ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের কার্যসূচী জে. ভি. স্তালিনের দ্বারা পরিচালিত হয়। ৭,৩৫,৮৮১ জন পার্টিসভ্যের প্রতিভূ, আলোচনায় যোগদান এবং ভোটদানের অধিকার সম্পন্ন ৭৪৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে ২,৪১,৫৯১ জন যোগদান করেছিলেন লেনিনের স্মৃতিতে সভ্যতালিকাভুক্তিকরণের সময় এবং ১,২৭,৭৪১ জন প্রার্থীসভ্য ছিলেন, যাঁরা লেনিন তালিকাভুক্তিকরণের আগেই যোগদান করেন। এ ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুধু আলোচনায় যোগদানের অধিকার সম্পন্ন ৪১৬ জন প্রতিনিধি। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক রিপোর্ট, কেন্দ্রীয় হিসেব পরীক্ষা কমিশন এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্ট, কমিনটার্নের

কর্মপরিষদের রু. ক. পা (ব)-র প্রতিনিধিদের রিপোর্ট, পার্টি সংগঠনের প্রশ্ন, অন্তর্বাণিজ্য এবং সমবায় সমিতি, গ্রামাঞ্চলে কাজ, যুব সম্প্রদায়ের ভিতর কাজ এবং অন্যান্য নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে।

কংগ্রেস ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীদের ঘোষিত নীতিকে, মার্কসবাদের পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতিকে লেনিনবাদের সংশোধন আখ্যা দিয়ে সর্বসম্মতভাবে নিন্দা করে 'পার্টির ব্যাপার' এবং 'আলোচনার ফলাফল ও পার্টির ভিতর পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি' সম্পর্কে ত্রয়োদশ পার্টি কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদন করে।

কংগ্রেস লেনিন তালিকাভুক্তিকরণের অপরিমিত গুরুত্বের প্রতি নির্দেশ দেয় এবং নতুন সভ্যদের লেনিনবাদের নীতিতে প্রগাঢ়ভাবে শিক্ষিত করার প্রয়োজনের প্রতি পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কংগ্রেস ভি. আই. লেনিনের সমগ্র রচনাবলীর একটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং যত্ন সহকারে সংকলিত সংস্করণ ও ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের জন্য ইউ. এস. এস. আর-এর সমগ্র জাতি-সত্তাসমূহের ভাষায় তাঁর রচনাবলীর নির্বাচিত সংকলন প্রস্তুত করতে লেনিন ইনস্টিটিউটকে নির্দেশ দেয়।

৩৫। গ্রামীণ সোভিয়েত এবং ভোলস্ত সোভিয়েতগুলির কর্মপরিষদের অধীনে ১৪ই মে, ১৯২১ সালে লেনিন কর্তৃক স্বাক্ষরিত গণ-কমিশার পরিষদের বিধান অনুযায়ী কৃষকদের পারস্পরিক সাহায্য কমিটি (কৃষক সমিতি) স্থাপিত হয়। ১৯৩৩ পর্যন্ত তারা বিদ্যমান ছিল। বিস্তৃত কৃষক জনসাধারণের স্বাধীন কর্মতৎপরতা এবং উদ্যোগকে উদ্দীপিত করার, কৃষক এবং লাল ফৌজের লোকদের পরিবারবর্গের জন্য গণ-সাহায্য উন্নত করার উদ্দেশ্যে এই সমিতিগুলি স্থাপিত হয়।

নিখিল-রুশ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এবং রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের গণ-কমিশার পরিষদ কর্তৃক ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে অনুমোদিত পারস্পরিক কৃষক সাহায্য কমিটিসমূহ নিয়ন্ত্রণকারী বিধানগুলি ও গ্রামীণ জনসমষ্টির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের সহযোগিতাকে উন্নত ও শক্তিশালী করার, এবং দারিদ্র জনসমষ্টি ও মাঝারি কৃষক-সাধারণকে এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে আসার দায়িত্বভার কৃষক সমিতিগুলির উপর ন্যস্ত করে।

৩৬। রু. ক. পা (ব)-র ত্রয়োদশ কংগ্রেসকে প্রবর্তক দল (Young Pioneers) কর্তৃক 'ভি. আই. লেনিন কিশোর কমিউনিস্ট সংগঠন' এই নতুন

নাম গ্রহণের সম্মানার্থে ২৩শে মে, ১৯২৪-সালে মস্কো রেড স্কোয়ারে কিশোর প্রবর্তক দলের একটি প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এই প্যারেডে প্রায় ১০,০০০ কিশোর প্রবর্তক যোগদান করে এবং রু. ক. পা (ব)-র ত্রয়োদশ কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলী এই প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করেন।

৩৭। শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের অনুমোদনে বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক গণ-কমিশার দপ্তর, অন্তর্বাণিজ্য বিষয়ক গণ-কমিশার দপ্তর এবং অর্থ বিষয়ক গণ-কমিশার দপ্তর কর্তৃক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ কোম্পানিগুলি (রাষ্ট্রীয়, মিশ্র এবং সমবায়িক) গঠিত হয়। তাদের কৃত্য ছিল জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য বেসরকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও পুঁজি আকর্ষণ করা। যৌথ কোম্পানি-গুলির অন্যতম সংগঠন মিশ্র কোম্পানিগুলি দেশের অভ্যন্তর থেকে রপ্তানী পণ্য সংগ্রহ করে তা বিদেশে বিক্রি করার জন্য এবং জাতীয় অর্থনীতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় পণ্য আমদানী করার জন্য বিদেশী পুঁজিকে আকর্ষণ করেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক গণ-পরিষদ দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীনে মিশ্র প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করত। যৌথ কোম্পানিগুলি নেপ্ (NEP)-এর প্রথম পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল।

৩৮। **ক্রেস্তায়ানস্কায়া গ্যাজেতা** (কৃষকদের গেজেট)—গ্রাম্য জনতার জন্য সংবাদপত্র, ১৯২৩ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত সি. পি. এস. ইউ. (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র ও গ্রামীণ জনসাধারণের পত্রিকা।

৩৯। দরিদ্র এবং মাঝারি কৃষকদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ইউক্রেনীয় দরিদ্র কৃষক সমিতিগুলি গঠিত হয়েছিল। এরা ইউক্রেনিয়ার যেসব কৃষকদের জমি ছিল অকিঞ্চিৎকর অথবা আদৌ ছিল না তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এই সমিতিগুলি ১৯২০ সাল থেকে বিদ্যমান ছিল এবং ১৯৩৩ সালে জমির সম্পূর্ণ সামূহিকীকরণ সম্পন্ন করার পর ভেঙে দেওয়া হয়। বিদ্যমানতার প্রথম পর্যায়ে (১৯২০-২১) এই সমিতিগুলি ছিল রাজনৈতিক সংগঠন যা গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত শক্তিকে সংহত করতে সাহায্য করেছিল। নয়া অর্থনৈতিক নীতি চালু হবার পর তাদেরকে উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানে পুনর্গঠিত করা হয়, যাদের প্রধান কৃত্য ছিল বিভিন্ন যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কৃষকদের টেনে আনা। দরিদ্র কৃষক সমিতিগুলি ছিল পার্টি ও রাষ্ট্রের নীতিকে

গ্রামাঞ্চলে কার্যকর করার শক্তিশালী প্রতিনিধি।

৪০। রাষ্ট্রাধীন সংগঠনগুলি অর্থাৎ আঞ্চলিক সেনাবাহিনী, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এবং ইউ. এস. এস. আর-এর গণ-কমিশার পরিষদের বিধান অনুযায়ী লাল ফৌজের স্থায়ী সেনাদলগুলির পাশাপাশি ১৯২৩ সালের ৮ই আগস্ট স্থাপিত হয়। তাদের সংগঠিত করা হয় দেশরক্ষাবাহিনীর ভিত্তিতে এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা শিবিরে শ্রমজীবীদের জন্য স্বল্পকালীন সামরিক শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা।

৪১। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৩৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৩১-৯১ দ্রষ্টব্য।

৪২। এখানে ভি.আই. লেনিনের রচনা **পণ্যের মাধ্যমে কর**-এর উল্লেখ করা হয়েছে (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৮-৪৩ দ্রষ্টব্য)।

৪৩। জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্ট 'পার্টির ব্যাপারে আশু করণীয় কাজ'-এর ওপর রু. ক. পা (ব)-র ত্রয়োদশ সম্মেলনে ৮ই জানুয়ারি, ১৯২৪ সালে গৃহীত 'আলোচনার ফলাফল এবং পার্টির ভেতর মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি' সম্পর্কে সিদ্ধান্তটির উল্লেখ করা হয়েছে। ('সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৫৪০-৪৫ দ্রষ্টব্য।)

৪৪। ইউ. এস. এস. আর-কে স্বীকৃতিদানের পুঁজিবাদী দেশগুলির নীতি, ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রেট ব্রিটেন, ইতালী, নরওয়ে এবং অস্ট্রিয়া কর্তৃক; মার্চ মাসে গ্রীস এবং সুইডেন কর্তৃক; জুন মাসে ডেনমার্ক কর্তৃক; অক্টোবর মাসে ফ্রান্স কর্তৃক এবং ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাপান এবং অন্যান্য কিছুসংখ্যক দেশ কর্তৃক ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়।

৪৫। ভি. আই. লেনিনের **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৩৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৩১-৯১ দ্রষ্টব্য।

৪৬। 'সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৫৬৬-৬৮ দ্রষ্টব্য।

৪৭। 'সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৫৮৯-৯৮ দ্রষ্টব্য।

৩৮। 'সি. পি. এস. ইউ. (বি)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৫৮৯-৯৮ দ্রষ্টব্য।

৪৯। মুদ্রা সংস্কার—অবচিত (depreciated) কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে মজুত সোনার সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত চারভোনেৎস (দশ রুবল) নোট ১৯২৪ সালে সোভিয়েত সরকার কর্তৃক চালু করা হয়।

৫০। 'সি. পি. এস. ইউ. (বি)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৫৭৮-৮২ দ্রষ্টব্য।

৫১। 'সি. পি. এস. ইউ. (বি)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৩০৭-৩১১ দ্রষ্টব্য।

৫২। এখানে ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসের পরে ২রা জুন, ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের উল্লেখ করা হয়েছে। জে. ভি. স্তালিন রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো, সংগঠনী ব্যুরো এবং সম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হন, এবং রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকরূপে পুনর্নির্বাচিত হন। এই প্লেনাম ই. সি. সি. আই এবং কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেসে রু.ক. পা (ব)-র প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন, মজুরী, ধাতু শিল্প, খরা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্নাবলী আলোচনা করে। গ্রামাঞ্চলের কাজ সম্পর্কিত সমস্যাবলীর বিস্তারিত অনুশীলনের জন্য এই প্লেনাম রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের একটা স্থায়ী কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত করে। প্লেনামের নির্দেশে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো এই কমিশনে নিম্নোক্তদের নিয়োগ করে : ভি. এম. মলোটভ (সভাপতি), জে. ভি. স্তালিন, এম. আই. কালিনিন; এল. এম. কাগানোভিচ, এন. কে. ক্রুপ্‌স্কায়া এবং অন্যান্যদের। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশন রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামাঞ্চলে কাজ বিষয়ক একটি পরিষদে রূপান্তরিত হয়।

৫৩। 'সি. পি. এস. ইউ. (বি)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৬১০-১৭ দ্রষ্টব্য।

৫৪। রাবোচি করেসপণ্ডেন্ট (শ্রমিক সংবাদদাতা)—একটি মাসিক পত্রিকা, জানুয়ারি ১৯২৪ থেকে জুন ১৯৪১ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে নাম বদলে রাখা হয় রাবোচে ক্রেস্তাইয়ানস্কি

করেসপণ্ডেণ্ট (শ্রমিক ও কৃষক সংবাদদাতা)।

৫৫। পোল্যাণ্ড সংক্রান্ত কমিশন ১৯২৪ সালের ১৭ই জুন থেকে ৮ই জুলাই পর্যন্ত মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেসে গঠিত হয়। জে. ভি. স্তালিন এই কংগ্রেসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের সভ্য এবং পোল্যাণ্ড সংক্রান্ত কমিশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৪ সালের ১২ই জুলাই অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের কর্মপরিষদের বর্ধিত প্লেনামের প্রথম অধিবেশনে পোল্যাণ্ড সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে কমিশনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৫৬। ব্র্যাণ্ডলার দল—জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটি সুবিধাবাদী দক্ষিণপন্থী উপদল। ব্র্যাণ্ডলারপন্থীরা নীতি বিসর্জন দিয়ে জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং ১৯২৩ সালে বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর সময়ে জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর পরাজয় ঘটাতে সাহায্য করে। কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেস (১৯২৪) ব্র্যাণ্ডলার উপদলের আত্মসমর্পণ নীতির নিন্দা করে। ১৯২৫ সালের ৬ঠা এপ্রিল অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের কর্মপরিষদের পঞ্চম প্লেনামে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাজে যোগদান করতে ব্র্যাণ্ডলার উপদলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর সিদ্ধান্ত করে। ১৯২৯ সালে উপদলীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্র্যাণ্ডলারকে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়।

৫৭। এখানে রেলকর্মচারীদের সম্বন্ধে দেমিয়ান বেদনি রচিত একটি কবিতার উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৮। ফ্রান্সের 'বামপন্থী দলটি' ছিল এডুয়ার্ড হেরিয়টের নেতৃত্বাধীন র‍্যাডিক্যাল এবং র‍্যাডিক্যাল সোশ্যালিষ্ট গোষ্ঠী, যারা ১৯২৪ সালের মে মাসে ক্ষমতায় আসে। কতকগুলি 'বামপন্থী' বুলির আড়ালে 'বামপন্থী দল' সরকার কার্যতঃ তাদের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতিতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিল। হেরিয়ট সরকার ১৯২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিল।

৫৯। মিত্র শক্তির বা আঁতাতের লণ্ডন সম্মেলন ১৯২৪ সালের ১৬ই জুলাই থেকে ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ এতে যোগদান করে। জার্মান যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও তার সমাধানের উদ্দেশ্যে সম্মেলনটি আহুত হয়েছিল।

৬০। সমগ্র জার্মান ব্যাপী গণ-বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে ১১ই অক্টোবর

১৯২৩ সালে স্যাক্সনিতে শ্রমিক সরকার গঠিত হয়। 'বামপন্থী' সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট জিগনার-পরিচালিত সরকারে পাঁচজন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট এবং দুজন কমিউনিস্ট যোগদান করে। এই সরকারে কমিউনিস্টরা জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির ব্র্যাণ্ডলার নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণের নীতি অনুসরণ করে, এবং 'বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে যুক্তভাবে জার্মানিতে শ্রমিকশ্রেণীর সশস্ত্রকরণ এবং বিপ্লবের প্রসারকে ব্যর্থ করে দেয়। ৩০শে অক্টোবর ১৯২৩ সালে রাজকীয় সৈন্যদল স্যাক্সনিতে শ্রমিক সরকারকে ছত্রভঙ্গ করে।

৬১। ট্রট্স্কির পুরোদস্তুর সমর্থক সৌভরিন পরিচালিত সৌভরিন গোষ্ঠীটি ছিল ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠী। রু. ক. পা (ব)-র ভেতরে ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীদের সমর্থন করে, সৌভরিন গোষ্ঠী ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে ও পুরোদস্তুর পার্টির শৃংখলা ভঙ্গ ১৯২৪ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের বর্ধিত প্লেনাম পার্টি থেকে সৌভরিনকে বহিষ্করণের জন্য ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির দাবিকে মঞ্জুর করে, এবং ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের সপ্তম বর্ধিত প্লেনাম তাকে প্রতি-বিপ্লবী প্রচারকার্যের জন্য কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সভ্যপদ থেকে বহিষ্কার করে।

৬২। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের (কমিনটার্নের) পঞ্চম বিশ্ব কংগ্রেস ১৯২৪ সালের ১৭ই জুন থেকে ৮ই জুলাই পর্যন্ত মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। ৪৯টি দেশের ৬০টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ৫১০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেস, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের কার্যাবলী, বিশ্ব অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতি, ইউ. এস. এস. আর-এর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং রু. ক. পা (ব)-র আলোচনা, ফ্যাসিবাদ, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রণ-কৌশল, পার্টির ফ্যাক্টরি ইউনিটসমূহ, বিভিন্ন দেশের পার্টি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী, কর্মসূচী, জাতি-সমস্যা, কৃষি-সমস্যা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে। জে. ভি. স্তালিন কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলীর এবং এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিশন-গুলিরও—রাজনৈতিক কমিশন, কর্মসূচী কমিশন এবং লেনিনবাদ সম্পর্কে খসড়া প্রস্তাব রচনা করার জন্য কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন, এবং পোল্যাণ্ড সংক্রান্ত কমিশনের সভাপতি ছিলেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের

পঞ্চম কংগ্রেস ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বলশেভিক পার্টিকে সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করে। কংগ্রেস রু. ক. পা (ব)-র ত্রয়োদশ সম্মেলন এবং ত্রয়োদশ কংগ্রেসের প্রস্তাব—'আলোচনার ফলাফল এবং পার্টির মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি'—অনুমোদন করে এবং সেটাকে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করতে মনস্থ করে। কংগ্রেস পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী করার, তাদেরকে বলশেভিকীকরণের এবং ট্রেড ইউনিয়নভিত্তিক সত্যকারের গণ-সংগঠনে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

৬৩। প্রফিন্‌টার্ন—লাল আন্তর্জাতিক শ্রমিক ইউনিয়নসমূহ—১৯২১ সালে গঠিত হয় এবং ১৯৩৭ সালের শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এটি ছিল একটি বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নগুলির ফেডারেশন এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল।

৬৪। আমস্টারডাম ফেডারেশন (আমস্টারডাম আন্তর্জাতিক)—১৯১৯ সালের জুলাই মাসে আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গঠিত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন। পশ্চিম ইউরোপের এবং যুক্তরাষ্ট্রের কিছুসংখ্যক দেশে, সংস্কারবাদী শ্রমিক ইউনিয়নগুলি নিয়ে এটা গঠিত হয়, এবং এর কর্মসূচী ও রণকৌশলের ক্ষেত্রে একটির কমিউনিজ্‌ম্‌-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের প্রথম বিশ্ব কংগ্রেসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৫) ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বিশ্ব ফেডারেশন গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এটার অবলুপ্তি ঘটে।

৬৫। লেভির বামপন্থী দল—জার্মানির সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দলের মধ্যেকার একটি গোষ্ঠী। ১৯২৩ সালের অক্টোবরে স্যাক্সনিতে যখন শ্রমিক সরকার গঠিত হয়, লেভি গোষ্ঠী শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে তাদের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবার আশংকায় কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মতি জানায়। বস্তুতঃপক্ষে এই গোষ্ঠী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির প্রতিবিপ্লবী নীতির পর্দার কাজ করেছিল এবং বিপ্লবী শ্রমিক-আন্দোলনকে দমন করতে বুর্জোয়াদের সাহায্য করেছিল।

৬৬। রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটি আহুত গ্রামের পার্টি ইউনিটগুলির সম্পাদকদের একটি সম্মেলন ১৯২৪ সালের ২১-২৪শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ৬২ জন স্থানীয় পার্টি-কর্মী উপস্থিত ছিলেন—তার মধ্যে ৪ জন কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ ও গুবের্নিয়া কমিটির, ১৫ জন এলাকা এবং জেলা

কমিটিগুলির, ১৭ জন ভোলস্ত কমিটিগুলির, ১১ জন গ্রামীণ ইউনিটগুলির, ১১ জন যুব কমিউনিস্ট লীগ ইউনিটসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ৪ জন ছিলেন কৃষক রমণীদের ভোলস্ত সংগঠক। সম্মেলন নিম্নলিখিত রিপোর্টগুলি শোনে: মলোটভের 'গ্রামীণ ইউনিটগুলির আশু কর্তব্যসমূহ'; এম. আই. কালিনিনের 'কৃষক পারস্পরিক সাহায্য কমিটিগুলি নিয়ন্ত্রণকারী নতুন বিধানসমূহ'; এল. এম. কাগানোভিচের 'স্থানীয় সোভিয়েত সংগঠন' এবং এন. কে. ক্রুপস্কায়ার 'গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক কাজকর্ম'। বিভিন্ন অঞ্চলগুলির পরিস্থিতি সম্পর্কেও রিপোর্ট পেশ ও অন্যান্য প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। জে. ভি. স্তালিন কার্যক্রমে যোগদান করেন এবং ২২শে অক্টোবরের অধিবেশনে তিনি 'গ্রামাঞ্চলে পার্টির আশু করণীয় কাজ' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

৬৭। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দ এবং বৈদেশিক সরকারগুলির গুপ্তচরের দ্বারা সমর্থিত, এবং জর্জিয়ার মেনশেভিক ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সংগঠিত ১৯২৪-এর আগস্টের শেষে জর্জিয়ার প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। জর্জিয়ার শ্রমিকদের ও মেহনতী কৃষক-সাধারণের সক্রিয় সাহায্যে বিদ্রোহটিকে দ্রুত দমন করা হয়।

৬৮। ভি. আই. লেনিন: **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৩৩শ খণ্ড, পৃ: ২৭৩ দ্রষ্টব্য।

৬৯। রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম ১৯২৪ সালের ২৫-২৭শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন অর্থনৈতিক সমস্যাবলী এবং ভি. এম. মলোটভের একটা রিপোর্ট—'গ্রামাঞ্চলে আশু কর্তব্য'—আলোচনা করে। প্লেনাম গ্রামাঞ্চলে কাজকর্ম সম্পর্কে ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পার্টি সংগঠনগুলিকে কতকগুলি অনুপূরক নির্দেশ সম্বলিত, 'গ্রামাঞ্চলে আশু কর্তব্য' সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জে. ভি. স্তালিন প্লেনামের কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং ২৬শে অক্টোবরের অধিবেশনে 'গ্রামাঞ্চলে আশু কর্তব্য' সম্পর্কে ভাষণ দেন।

৭০। সাময়িক সরকারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, তাকে 'প্রভাবিত' এবং তার কার্যকলাপ 'নিয়ন্ত্রিত' করার উদ্দেশ্যে ছ্খেইদজে, স্তেকলভ, সুখানভ, ফিলিপ্পোভস্কি এবং স্কোবেলেভ (এবং পরে চেরনভ এবং সেরেতেলি)কে নিয়ে গঠিত 'যোগাযোগ কমিটি' ৭ই মার্চ ১৯১৭ সালে মেনশেভিক এবং শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিবর্গের পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারি

কর্মপরিষদ কর্তৃক স্থাপিত হয়। কার্যতঃ 'যোগাযোগ কমিটি' অস্থায়ী সরকারের বুর্জোয়া নীতিকে কার্যে পরিণত করতে সাহায্য করে, এবং সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার জন্য সক্রিয় বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া থেকে শ্রমিক-সাধারণকে নিরস্ত করে। 'যোগাযোগ কমিটি' ১৯১৭ সালের মে মাস পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, যে সময় মেনশেভিকদের প্রতিনিধিরা এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা অস্থায়ী সরকারে যোগদান করে।

৭১। ভি. আই. লেনিন: **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ১-৭ দ্রষ্টব্য।

৭২। রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির পেত্রোগ্রাদ নগর সম্মেলন ১৯১৭ সালের ২৭শে এপ্রিল থেকে ৫ই মে পর্যন্ত (এপ্রিল ১৪-২২) ৫৭ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। ভি. আই. লেনিন ও জে. ভি. স্তালিন কার্যক্রমে যোগদান করেন। লেনিন তাঁর এপ্রিল থিসিসকে ভিত্তি করে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। ভি. আই. লেনিনের রিপোর্ট সম্পর্কে প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন কমিশনে জে. ভি. স্তালিন নির্বাচিত হন।

৭৩। বলশেভিক পার্টির সপ্তম সারা-রুশ এপ্রিল সম্মেলন সম্পর্কে 'সি. পি. এস. ইউ (বি)-র ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ', মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ২৯১-৯৬ দ্রষ্টব্য।

৭৪। ভি. আই. লেনিন: **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৮৯-৩৩৩ দ্রষ্টব্য।

৭৫। 'বিক্ষোভ প্রদর্শন বাতিল করে দেওয়া সম্পর্কে রু. সো. ডি. লে (ব) পার্টির পেত্রোগ্রাদ কমিটির সভায়, ২৪শে (১১ই) জুন, ১৯১৭ লেনিনের বক্তৃতা' (**রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ৬২-৬৩) দ্রষ্টব্য।

৭৬। বলশেভিকদের পরিচালনায় উত্তর অঞ্চলের শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস ১৯১৭ সালের ২৪-২৬শে (১১-১৩ই) অক্টোবর তারিখে পেত্রোগ্রাদে অনুষ্ঠিত হয়। পেত্রোগ্রাদ, মস্কো, ক্রোনস্তাদ, নোভগোরোদ, রেভাল, হেলসিংফর্স, ভাইবোর্গ এবং অন্যান্য শহর থেকে প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সর্বসমেত প্রতিনিধি ছিলেন ৯৪ জন, যাঁদের ভেতর ৫১ জন ছিলেন বলশেভিক। কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা অবিলম্বে দেওয়ার আবশ্যকতা সম্পর্কে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। কংগ্রেস সোভিয়েতগুলিকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেওয়ার জন্য

লড়াইকে সমর্থন করতে কৃষকদের আহ্বান জানায় এবং সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করতে এবং বিপ্লবের সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিপ্লবী সামরিক কমিটিগুলি গড়ে তুলতে স্বয়ং সোভিয়েতগুলিকে প্রবলভাবে অনুরোধ করে। কংগ্রেস একটা উত্তরাঞ্চলিক কমিটি গঠন করে এবং তাকে সোভিয়েত-সমূহের দ্বিতীয় সারা-রুশ কংগ্রেস আহ্বানের জন্য প্রস্তুতি করতে ও সমস্ত আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলির কর্মতৎপরতার সমন্বয় সাধনের জন্য নির্দেশ দেয়।

৭৭। ভি. আই. লেনিন: **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ১৬২ দ্রষ্টব্য।

৭৮। ভি. আই. লেনিন: **রচনাবলী**, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ১৬৫ দ্রষ্টব্য।

৭৯। জে. ভি. স্তালিনের গ্রন্থ **অক্টোবরের পথে** দুটি সংস্করণে প্রকাশিত হয়, একটি ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে আর একটি মে মাসে। সেই পুস্তকে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী জে. ভি. স্তালিনের **রচনাবলীর** তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থকার ভূমিকা শেষ করেন ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে, কিন্তু এটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয় কেবল **অক্টোবরের পথে** বইটিতে। ভূমিকাটির বেশির ভাগ অংশ 'অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের রণ-কৌশল', এই সাধারণ শিরোনামায় জে. ভি. স্তালিনের **লেনিনবাদের সমস্যা**'র সবগুলি সংস্করণে, এবং সেইভাবেই বিভিন্ন সংকলনে ও স্বতন্ত্র পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকাটির একটি অংশ স্তালিনের **রচনাবলীর** তৃতীয় খণ্ডে টীকা হিসেবে দেওয়া আছে।

৮০। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স: **নির্বাচিত রচনাবলী**, ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৪২০-২১ দ্রষ্টব্য।

অনুবাদক:

সলিলকুমার ঘোষ

বিজনবিহারী পুরকায়স্থ

সুদর্শন রায়চৌধুরী

হীরালাল দাশগুপ্ত